সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

উঃ রিঃ — —	উইকলি রিপোর্টার।
বাঃ লাঃ রিঃ —	(বেঙ্গাল) বাঙ্গলা লাঃ রিপোর্টস।
ইঃ লাঃ রিঃ — —	ইণ্ডিয়ান লা রিপোর্টস।
সঃ দেঃ আঃ — —	সদর দেওয়ানী আদালত।
পূঃ অঃ — — —	পূর্ণাধিবেশন।
৫ উঃ রিঃ ৭ — —	৫ ম বালাম উইকলি রিপোর্টর ৭ পৃষ্ঠা।
১ ইঃ লাঃ রিঃ ৪ — —	১ ম বালাম ইণ্ডিয়ান লা রিপোর্ট ৪ পৃষ্ঠা।
ঃ লাঃ রিঃ ৯ — —	৭ ম বালাম বাঙ্গলা লা রিপোর্ট ৯ পৃষ্ঠা।
বং — — —	বনাম (কি বিপক্ষ)।
পৃঃ	পৃষ্ঠা———

(৮। ২৫৫) — ১৮৫৯ সনের ৮ আইনের ২৫৫ ধারা।

২৩। ২৪) — ১৮৫১ সনের ২৩ আইনের ২৪ ধারা।

র্ত্যেক ধারার অঙ্কের অব্যবহিত পরেই উভয় বক্র চিহ্নের মধ্যে অঙ্ক- আইন কি ২৩ আইনের কোন ধারার সহিত এই আইনের কোন ক্য তাহাও দেখান হইযাছে। যেসকল ধারা নূতন তাহাতে ঐরূপ সম্মুখ বক্রচিহ্নের মধ্যগত অঙ্কপাত নাই। যে সমস্ত নজির বহির উল্লেখ ল তাহা ইংরাজী বহির সেই সেই পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

ক্রোড় পত্র।

১৮৭৭ সনের ১৫ (তমাদি) আইন প্রচার হইবার পূর্ব্বে পাণ্ডু লিপি দৃষ্টে টীকা লেখা হয় ঐ এক্ষণে আইনের বিধানমত বিশেষ বিশেষ আবশ্যকীয় প্রার্থনা-পত্রের মিয়াদ বিশুদ্ধরূপে নিম্নে দেওয়া গেল।

কার্য্য বিধির যে ধারামতে প্রার্থনা করিতে হইবে।	তমাদি আইনের যে [illegible] হইবে।	মিয়াদ কত।	যে দিবস হইতে মিয়াদ গণনা হইবে।	মন্তব্য।
১০৩	১৬৩	৩০ দিন	ডিসমিসের দিবস।	তমাদি আইনের এই দুই ধারাতে যে "নীলাম খরিদার,, শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে তাহা অনর্থক। তৃতীয় ব্যক্তি ার থাকিয়া বেনামা জারিতে ।দখল হইলে তাঁহার পক্ষে কোন প্রার্থনা পত্র দাখিল হইবার বিধান সাবেক আইনেও ছিলনা এই আইনেও নাই। যে দিবস হইতে মিয়াদ গণনা হইবে সেই দিবস এখন অবধি বাদ যাইবে। ১২ ধারা দ্রষ্টব্য। যথা ১৮৭৪ সনের · লা অকটোবর ডিক্রি ১৮৭৭ সনের
১০৮	১৬৪	ঐ	ডিক্রীজারীর পরওয়া জারীর তারি	
২১০	১৭৫	৬ মাস	ডিক্রীর তারিখ	
২৫৮	১৬১	১৫ দিন	টাকা আদায়ের তারিখ	
৩১১	১৬৬	৩০ দিন	নিলামের তারিখ	
৩১৩	১৭২	৬০ দিন	ঐ	
(৩২৮, ৩৩৪)	১৬৭*	৩০ দিন	বাধা কি বেদখলের তারিখ	
৩৩২	১৬৫●	ঐ	বেদখলের তারিখ	
(৩৬৩, ৩৬৫)	১৭১	৬০ দিন	বাদীর মৃত্যুর তারিখ	
(৫১৬, ৫২৫)	১৭৬	৬ মাস	মীমাংসার তারিখ	
৫২২	১৫		মল	

প্রথম ভাগ।

মোকদ্দমার সাধারণ বিধি।

প্রথম অধ্যায়।

আদালতের এলাকার ও পূর্ব্ব নিষ্পত্তি করা বিষয়ের কথা।

বংশ কি জন্মস্থান হেতুক কোন ব্যক্তির আদালতের এলাকার বহির্ভূত না হওয়ার কথা।

বিশেষমতে নিবারিত না হইলে আদালতের দ্বারা দেওয়ানী সকল মোকদ্দমার বিচার হইবার কথা।

যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহার কথা।

৯। পূর্ব্ব নিষ্পত্তি করা বিষয়ের কথা।

১। যে স্থলে ভিন্নদেশীয় বিচার ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধক হইবে না তাহার কথা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্থান বিষয়ক বিধি।

আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে তদ্বিষয়ের কথা।

বদাবী বিষয় যে স্থানে থাকে সেই স্থানে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবার কথা।

প্রতিবাদিরা যে স্থানে বাস করেন কিম্বা নালিশ করিবার হেতু যে স্থানে উত্থিত হয় সেই স্থানে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কথা।

স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তির পক্ষে অন্যায় কার্য্যের নিমিত্ত হানিপূরণ পাইবার মোকদ্দমার কথা।

সম্পত্তি একি জিলার মধ্যে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন আদালতের এলাকায় থাকিলে মোকদ্দমার কথা।

সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন জিলার …

সূচীপত্র।

হেতুবাদ।

পরিভাষা।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

মোকদ্দমার আকার বিষয়ক বিধি।

পঞ্চম অধ্যায়।

মোকদ্দমা উপস্থিত করণ বিষয়ক বিধি।

উপবিধি। সংশোধিত কথায় সাক্ষিস্বরূপ স্বাক্ষর করণের কথা।

৫৪। আবেদনপত্র যে স্থলে অগ্রাহ্য হইবে তাহার কথা।

৫৫। আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫৬। যে স্থলে আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইলেও নূতন আবেদনপত্র করিবার বাধা না থাকে তাহার কথা।

৫৭। উপযুক্ত আদালতে উপস্থিত করিবার নিমিত্তে আবেদনপত্র ফিরিয়া দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

আবেদনপত্র ফিরিয়া দেওন সময়ে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫৮। আবেদনপত্র গ্রাহ্য হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

সংক্ষেপ বর্ণনাপত্রের কথা।

মোকদ্দমার রেজিষ্টরের কথা।

৫৯। বাদী দলীল ধরিয়া নালিশ করেন তাহা দেখাইবার কথা।

দলীল কি তাহার নকল গচ্ছিত করিবার কথা।

অন্য অন্য দলীলের নির্ঘণ্টপত্র দিবার কথা।

৬০। দলীল তাহার অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে না থাকিলে বর্ণনার

৬১। ক্রয় বিক্রয়ের যোগ্য নিদর্শনপত্র হারাণ গেলে তাহা ধরিয়া

ক্ষমার কথা।

৬২। দোকানের খাতা দেখাইবার কথা। [রেচে জ র

আসল কথার চিহ্ন দিয়া খাতা ফিরিয়া দিবার কথা।

৬৩। আবেদনপত্র দেওন সময়ে দলীল না দেওয়া গেলে

হইবার কথা। করা যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সমন বাহির করণ ও দেওন বিষয়ক বিধি।

সমন বাহির করণ বিষয়ক বিধি।

৬৪। সমনের কথা।

৬৫। সমনের সঙ্গে নকল কি বর্ণনাপত্র সংযোগ করিয়া দিবার কথা।

তিবাদির কি বাদির স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

কান ব্যক্তি ৫০ মাইলের মধ্যে কিম্বা রেলওয়ে থাকিলে ২০০ মাইলের ধ্যে বাস না করিলে স্বয়ং আসিবার আজ্ঞা হইতে না পারিবার কথা।

নিরূপণের কিম্বা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন হইবার কথা।

তিবাদির উপস্থিত হইবার দিন নিরূপণের কথা।

২ দলীলে বাদির প্রয়োজন থাকে কিম্বা প্রতিবাদী যাহার উপর নির্ভর করেন সমনপত্রে প্রতিবাদির সেইং দলীলও দেখাইবার আজ্ঞা হওয়ার কথা।

চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্তে সমন দেওয়া গেলে, উভয় পক্ষের সাক্ষিদিগকেও আনিবার আজ্ঞা হওয়ার কথা।

সমন জারী করণ বিষয়ক বিধি।

জারী করিবার জন্যে দিবার কথা।

প জারী হইবে তাহার কথা।

ক প্রতিবাদী থাকিলে সমন দিবার কথা।

প্রতিবাদিকেই সমন দেওয়া যাইতে পারিলে তাহাকে কিম্বা মোক্তারকে দিবার কথা।

প্রতিবাদী যে কর্ম্মকারক দ্বারা কার্য্য চালান তাহাকে সমন দিবার কথা

মালিকের প্রতি অধ্যক্ষতাভার থাকে স্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমায় সমন দিবার কথা।

তৎ ভিন্ন পরিবারীয় কোন পুরুষকে সমন দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

যাকে দেওয়া যায় তাঁহার ঐ সমন পাওয়ার কথায় স্বাক্ষর করিবার কথা।

প্রতিবাদী সমন লইতে সম্মত না হইলে,

কিম্বা তাহাকে পাওয়া যাইতে না পারিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

সমন যে সময়ে যে প্রকারে জারী করা গেল এই কথা সমনের পৃষ্ঠে লিখিবার কথা।

সমনজারীর আমলার পরীক্ষার কথা।

তৎপরিবর্ত্তে জারী করিবার আজ্ঞার কথা।

—o—

সপ্তম অধ্যায়।

উভয় পক্ষের উপস্থিত হওন বিষয়ক ও উপস্থিত না হওনের ফ
বিষয়ক বিধি।

াদী সমন জারী করিবার ফী না দেওয়াতে জারী না হইলে, মোক-
দ্দমা ডিসমিস করিবার কথা।

পবিধি।

কান পক্ষ উপস্থিত না হইলে, মোকদ্দমা ডিসমিস করিতে
হইবার কথা।

ক্ত স্থলে বাদির নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার কথা।

মা পুনরায় নথীর শামিল করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

কেবল বাদী উপস্থিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

সমন নিয়মমতে দেওয়া গিয়া থাকিলে,

সমন নিয়মমতে দেওয়া না গেলে,

সমন জারী করা গেলেও উপযুক্ত সময়ের মধ্যে জারী না হইলে
তদ্বিষয়ক কথা।

মাকদ্দমা স্থগিত হইয়া যে দিন নিরূপণ হয় প্রতিবাদী সেই দিনে
উপস্থিত হইয়া, পূর্ব্বে উপস্থিত না হওয়ার উপযুক্ত কারণ জানাইলে
কার্য্যপ্রণালীর কথা।

কেবল প্রতিবাদী উপস্থিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

উপ্রযুক্ত বাদির বিপক্ষে ডিক্রী হইলে নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত
করিবার বাধার কথা।

প্রতিবাদী ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করাতে উপস্থিত ন
হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

কে ক জন বাদির মধ্যে এক কি কএক জন উপস্থিত না হই
র্য্যপ্রণালীর কথা।

ক জন প্রতিবাদির মধ্যে এক কি কএক ... উপস্থি
... লে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

... ন পক্ষের স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা থাকিলেও
কারণ না থাকিতে তিনি না আইলে তাহার ফলের কথা।

প্রতিবাদী উপস্থিত না থাকিলে তাহার বিপক্ষে যে ডিক্রী হ
তাহা অসিদ্ধ করিবার কথা।

বিপক্ষ পক্ষকে নোটিস না দিলে ডিক্রী অসিদ্ধ করিতে
হইবার কথা।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

সন্ধান লওন ও দলীল গ্রাহ্য ও দৃষ্টি ও উপস্থিত করণ ও আটক রাখণ ও ফিরিয়া দেওন বিষয়ক বিধি।

একাদশ অধ্যায়।

ইস্যু নির্ণয় করণ বিষয়ক বিধি।

১৫০। উভয় পক্ষের সম্মতি হইলে বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত বিবাদের বিষয় ইস্যুর ন্যায় লেখা যাইতে পারিবার কথা।

১৫১। ঐ নিয়মপত্র সরলভাবে সম্পাদন করা গেলে আদালত ইহা স্বপক্ষ মতে জানিলে নির্ণয় করিবার কথা।

দ্বাদশ অধ্যায়।

প্রথম শ্রবণের সময়ে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণ বিষয়ক বিধি।

১৫২। আইন কি বৃত্তান্তঘটিত বিষয় লইয়া বিবাদ না হইলে তদ্বিষয়ের কথা।

১৫৩ অনেক জন প্রতিবাদী থাকিলে যদি বাদির সঙ্গে তাহাদের এক জনের বিবাদ না হয়, তবে সেই স্থলের কথা।

১৫৪। আইন কি বৃত্তান্তঘটিত বিষয় লইয়া বিবাদ হইলে তদ্বিষয়ের কথা। ইস্যু স্থির করিয়া বিচার জানাইবার কথা।

১৫৫। কোন পক্ষ প্রমাণ উপস্থিত না করিলে আদালতের বিচার জানাইতে পারিবার কথা।

প্রথম শ্রবণের সময়ে বিচার জানাইতে না পারিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মোকদ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণবিষয়ক বিধি।

১৫৬। আদালতের অবকাশ দিবার কিম্বা মোকদ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণ করিবার ক্ষমতার কথা।

দিনান্তর নিরূপণের খরচার কথা।

১৫৭। উভয়পক্ষ নিরূপিত দিনে না আইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৫৮। কোন এক পক্ষ প্রমাণ উপস্থিত না করিলেও আদালতের কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিবার কথা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সাক্ষিদিগের নামে সমন দেওন ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন বিষয়ক বিধি।

১৭৮। মোকদ্দমার কোন পক্ষকে সমন করা গেলে সাক্ষিবিষয়ক বিধি খা টিবার কথা।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মোকদ্দমার শ্রবণ ও সাক্ষিদের সাক্ষ্য লওনবিষয়ক বিধি।

১৭৯। যে পক্ষের আরম্ভ করিবার স্বত্ব থাকে তাহার বর্ণনাপত্র ও সাক্ষ্য উপস্থিত করণের কথা।

আরম্ভ করিবার স্বত্ব বিষয়ক বিধি।

১৮০। অন্য পক্ষের বর্ণনা ও সাক্ষ্য উপস্থিত করণের কথা।

যে ব্যক্তি আরম্ভ করেন তাঁহার উত্তরের কথা।

১৮১। খোলা কাছারিতে সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইবার কথা।

১৮২। মোকদ্দমায় আপীল হইতে পারিলে সাক্ষ্য যেরূপে লওয়া যাইবে তাহা লইবার কথা।

১৮৩। যে স্থলে সাক্ষী আপন সাক্ষ্য বুঝাইয়া দিবার আদেশ করিতে পারেন তাহার কথা।

১৮৪। বিচারপতি সাক্ষ্য না লিখিলে সার কথা লিখিবার কথা।

১৮৫। যে স্থলে ইঙ্গরেজী ভাষায় সাক্ষ্য লেখা যাইতে পারে তাহার কথা।

। বিশেষ প্রশ্ন ও উত্তর লিখিয়া লইতে পারিবার কথা।

৮৭। প্রশ্নের বিষয় আপত্তি হইলে তাহার কথা।

৮৮। সাক্ষিদের আচরণ বিষয়ক মন্তব্য কথা।

৮৯। যে মোকদ্দমায় আপীল নাই সেই মোকদ্দমায় সাক্ষ্যের মর্ম্ম লিখিবার কথা।

১৯০। বিচারপতি সেই মর্ম্মাত্মক কথা লিখিতে না পারিলে তাহার কারণ লিখিবার কথা।

১৯১। মোকদ্দমার সমাপ্তির পূর্ব্বে বিচারপতি স্থানান্তরে গেলে ঐ সাক্ষ্য লইয়া যাহা করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

১৯২। অগৌণেই সাক্ষির সাক্ষ্য লইতে পারিবার কথা।

১৯৩। সাক্ষিকে পুনর্ব্বার ডাকিয়া তাঁহার সাক্ষ্য লইতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

ষোড়শ অধ্যায় ।

আফিডেবিট বিষয়ক বিধি ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

বিচার ও ডিক্রী বিষয়ক বিধি ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

খরচাবিষয়ক বিধি।

(গ) স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক বিধি ।

বিংশ অধ্যায়।

ডিক্রীমত খাতক ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হইলে তদ্বিষয়ক বিধি।

দ্বিতীয় ভাগ।

নৈমিত্তিক কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি।

একবিংশ অধ্যায়।

কোন পক্ষের মৃত্যু কি বিবাহ কি ঋণশোধ করণের অক্ষমতা হইলে, তদ্বিষয়ক বিধি।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

মোকদ্দমা উঠাইয়া লওন ও আপোসে মিটাইয়া দেওনবিষয়ক বিধি।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

আদালতে টাকা দেওনবিষয়ক বিধি।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

খরচার জামিন লওন বিষয়ক বিধি।

৩৮০। মোকদ্দমা চলনের কোন সময়ে বাদির স্থানে খরচার জামিন যে স্থলে লওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৩৮১। সেই আজ্ঞামতে কর্ম্ম না করা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৮২। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে বাস করার অর্থের কথা।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ক্ষমতাপত্র বিষয়ক বিধি।

ক।—সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতা পত্রের কথা।

৩৮৩। যে স্থলে সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্র দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।

৩৮৪। কোন পক্ষের প্রার্থনামতে কিম্বা আদালতের নিজ বিবেচনামতে ক্ষমতাপত্র দিবার আজ্ঞার কথা।

৩৮৫। সাক্ষী আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করিলে তদ্বিষয়ের কথা।

৩৮৬। সাক্ষী আদালতের এলাকার বহির্ভূত কিন্তু ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত স্থানে বাস করিলে তদ্বিষয়ের কথা।

দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচারকরণপক্ষে হাইকোর্টের সাধারণ ক্ষমতাধীন স্থানে সাক্ষী বাস করিলে তদ্বিষয়ের কথা।

৩৮৭। সাক্ষী ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে না থাকিলে তাঁহার কথা।

৩৮৮। ক্ষমতাপত্রানুসারে সাক্ষিদের সাক্ষ্য আদালতে লইতে হইবার কথা।

৩৮৯। ক্ষমতাপত্রমতে কার্য্য করা গেলে পর যে আদালতহইতে বাহির হইল তথায় সাক্ষিদের সাক্ষ্য সহিত ফিরিয়া পাঠাইবার কথা।

৩৯০। ঐ সাক্ষ্য যে স্থলে প্রমাণস্বরূপ পাঠ করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৩৯১। ক্ষমতাপত্রমতে কার্য্য করণের ও তাহা ফিরিয়া দিবার বিধান ভিন্ন-দেশীয় আদালতের ক্ষমতাপত্রের প্রতিও খাটিবার কথা।

খ।—স্থানীয় অনুসন্ধান লওয়ার জন্যে ক্ষমতাপত্র বিষয়ক বিধি।

৩৯২। স্থানবিশেষে অনুসন্ধান লওনার্থ ক্ষমতাপত্রের কথা।

তৃতীয় ভাগ।

বিশেষ ২ স্থলের মোকদ্দমাবিষয়ক বিধি।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

পাপবদের মোকদ্দমাবিষয়ক বিধি।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

গবর্ণমেণ্টের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকর্দ্দমা বিষয়ক কথা।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ভিন্নজাতীয় ব্যক্তিদের ও ভিন্নদেশীয় বা এতদ্দেশীয় নবাবদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

সমবায়িত সমাজের ও কোম্পানির দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমাবিষয়ক বিধি।

ত্রিংশ অধ্যায়।

ট্রষ্টীদের ও উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদকদের ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমাবিষয়ক বিধি।

একত্রিংশ অধ্যায়।

নাবালকদের ও অসুস্থমনা ব্যক্তিদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

সৈনিকদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

বাদ প্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

চতুর্থ ভাগ।

নৈমিত্তিক প্রতিকার বিষয়ক বিধি।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ধৃত ও ক্রোককরণ বিষয়ক বিধি।

ও জামিন না দিলে তাঁহার সম্পত্তির ক্রোক করিতে প্রার্থনার কথা।
প্রার্থনার মর্ম্মের কথা।

৪৮৪। প্রতিবাদিকে আদালতের জামিন দিবার কি কারণ দর্শাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৪৮৫। কারণ দর্শান না গেলে কিম্বা জামিন দেওয়া না গেলে ক্রোক করিবার কথা।
ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা।

৪৮৬। যে প্রকারে ক্রোক করা যাইবে তাহার কথা।

৪৮৭। নিষ্পাত্তর পূর্ব্বে যে সম্পত্তি ক্রোক করা যায় তাহার উপর দাওয়া হইলে অনুসন্ধান লওয়ার কথা।

৪৮৮। জামিন দেওয়া গেলে ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা।

৪৮৯। ক্রোক হইলে নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিদের স্বত্তের হানি না হইবার ও নীলাম হওনার্থে ডিক্রীদারের প্রার্থনা করিবার বাধা না হওয়ার কথা।

৪৯০। এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা সম্পত্তি ডিক্রী জারীক্রমে পুনশ্চ ক্রোক করিতে না হইবার কথা।
হওনার্থে ডিক্রীদারের প্রার্থনা করিবার বাধা না হইবার কথা।

গ —অনুপযুক্ত কারণে ধৃত কি ক্রোক হইলে হানিপূরণবিষয়ক বিধি।

৪৯১। বিশিষ্ট কারণ না থাকিলেও ধৃত কি ক্রোক করিবার আজ্ঞা পাওয়া গেলে হানিপূরণের কথা।
উপবিধি।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

কিয়ৎকালের নিমিত্ত নিষেধ বিষয়ক ও মোকদ্দমার চলনকালীন আজ্ঞা বিষয়ক বিধি।

ক।—কিয়ৎকালীন নিষেধবিষয়ক বিধি।

৪৯২। যে স্থলে কিয়ৎকালের নিমিত্ত নিষেধের আজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।

৪৯৩। চুক্তিভঙ্গ পুনশ্চ কি আর না করিবার নিষেধের কথা।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

গ্রাহকদের নিযুক্ত করণ বিষয়ক বিধি।

পঞ্চম ভাগ।

বিশেষ কার্য্যানুষ্ঠান বিষয়ক বিধি।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

উভয় পক্ষের সম্পত্তিক্রমে আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের উপর সরাসরী কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫৩৩। প্রতিবাদী দোষগুণ মূলক উত্তর দেখাইলে উপস্থিত হইবার অনু-
মতি পাইবার কথা।

৫৩৪। ডিক্রী অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৩৫। কোর্টের কার্য্যকারকের হস্তে বিল রাখিবার আজ্ঞা দিবার ক্ষম-
তার কথা।

৫৩৬। বিল অমান্য হইলে অগ্রাহ্য হওয়ার কথা · লিখিবার খরচ আদা
য়ের কথা।

৫৩৭। এই অধ্যায়মত মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫৩৮। এই অধ্যায়ের বিধান বিস্তৃত করিবার ক্ষমতার কথা।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

সাধারণের হিতার্থে দত্ত ধনবিষয়ক মোকদ্দমার বিধি।

৫৩৯। সাধারণের হিতার্থে দত্ত ধনবিষয়ক মোকদ্দমা যে স্থলে উপস্থিত করা
যাইতে পারিবে তদ্বিষয়ের কথা।

ষষ্ঠ ভাগ।

আপীল বিষয়ক বিধি।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

মূল ডিক্রীর উপর আপীল বিষয়ক বিধি।

৫৪০। স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ না হইলে মূল সকল ডিক্রীর উপর আপীল হইতে
পারিবার কথা।

৫৪১। আপীল লিখিবার পাঠের কথা।
মর্ম্মাত্মক পত্রের সঙ্গে ডিক্রীর ও বিচারের নকল দিতে হইবার কথা
আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রের কথা।

৫৪২। যে যে হেতু ব্যক্ত থাকে আপেলাণ্টের কেবল সেই সেই হেতু ধরিতে
পারিবার কথা।

আপীলে বিচার বিষয়ক বিধি।

দ্বাচত্বরিংশ অধ্যায়।

আপীলী ডিগ্রীর উপর আপীল বিষয়ক বিধি।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

আজ্ঞার উপর আপীল বিষয়ক বিধি।

৫১৮। যেং আজ্ঞার উপর আপীল হইতে পারে তাহার কথা।

৫১৯। যেং আদালত আপীল শুনিবেন তাহার কথা।

৫২০। আজ্ঞার উপর আপীল শুনিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫২১। মোকদ্দমা চলনের সময়ে যে আজ্ঞা করা যায় ডিক্রীর পূর্ব্বে তাহার উপর আপীল হইতে না পারিবার কিন্তু ডিক্রীর উপর আপীল হইলে তদন্তর্গত ভ্রম কি দোষপ্রকাশ করা যাইতে পারিবার কথা।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

পাপরদের আপীল বিষয়ক বিধি।

৫২২। পাপরস্বরূপ যাহারা আপীল করিতে পারিবেন তাঁহাদের কথা। আপীল গ্রাহ্য করিবার প্রার্থনা হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫২৩। দীনতার অনুসন্ধান লওন বিষয়ক কথা।

উপবিধি।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীল বিষয়ক বিধি।

৫২৪। "ডিক্রী,, শব্দের অর্থ নির্ণয়ের কথা।

৫২৫। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট যেং স্থলে আপীল হইতে পারিবে তাহার কথা।

৫২৬। বিবাদীয় বিষয়ের মূল্যের কথা।

৫২৭। কেনং আপীল হওয়ার বাধার কথা।

৫২৮। যে আদালতের ডিক্রীর বিষয়ে নালিশ হয় তাহার নিকট প্রার্থনার কথা।

৫২৯। যে সময়ের মধ্যে প্রার্থনা করিতে হইবে তাহার কথা।

৫৩০। মূল্যের কি যোগ্যতার সর্টিফিকটের কথা।

সপ্তম ভাগ

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

অষ্টম ভাগ।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

বিচারের সমালোচন বিষয়ক বিধি।

নবম ভাগ।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

চার্টরপ্রাপ্ত হাইকোর্ট সম্পর্কীয় বিশেষ বিধি।

দশম ভাগ।

ঊনপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

[illegible] আদালতে [illegible] বিচারের কথা।

[illegible] অপরাধের স্থলে কার্য্য [illegible] কথা।

[illegible] পূর্ব্ব [illegible] পরিচয়ের কথা।

[illegible] আদালত এবং তাহার কথা।

[illegible] মোকদ্দমার [illegible]

[illegible] কথা।

[illegible] কর্ত্তৃক বিবিধ কার্য্যের কথা।

[illegible] প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য করিবার কথা।

[illegible] [illegible] হইবে [illegible]

[illegible] থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

[illegible] [illegible]

[illegible] কথা।

[illegible] এবং বিধি

[illegible] কথা।

[illegible]

[illegible] করিবার [illegible] কথা।

[illegible] বিধি [illegible]

প্রথম তফসীল।—ক—রহিত রাজব্যবস্থা।

খ—রহিত আইন।

গ—রহিত আইন।

দ্বিতীয় তফসীল।—[illegible]

[illegible] প্রচলিত হইবে তাহার নির্দ্দিষ্ট [illegible]

তৃতীয় তফসীল।—[illegible] আইন।

[illegible] তফসীল।—[illegible]

দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন

হেতুবাদ।

দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত, এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।—

পরিভাষা।

১ ধারা। (সংক্ষেপ নামের কথা) "দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন" নামে এই আইনের উল্লেখ হইতে পারিবে। (যে অবধি প্রচলিত হইবে) তাহা ১৮৭৭ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম দিবস অবধি প্রচলিত হইবে।

(ব্যাপকতার কথা) এই ধারা ও ৩ ধারা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত তাবদ্দেশে ব্যাপ্ত হইবে। অন্য সকল ধারা, ১৮৭৪ সালের ১৪ আইনের নির্দ্দিষ্ট তফসীলের* উল্লিখিত

---

* বাঙ্গালা প্রদেশে নিম্ন লিখিত জেলা তফসীল ভুক্ত।

১। জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং বিভাগ—

২। চট্টগ্রাম পর্ব্বতীয় প্রদেশ—

৩। সাঁওতাল পরগণা—

৪। ছোটনাগপুর বিভাগ—

৫। মহল অঙ্গুল এবং বাঁকি।

১৮৭৪ সনের ১৪ আইনের ৫ ধারামতে গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া গবর্ণমেণ্ট এই আইন ঐ সকল প্রদেশে জারী করিতে পারিবেন।

প্রদেশছাড়া, ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত তাবদ্দেশে প্রচলিত হইবে ইতি।

২ ধারা। (অর্থ করণের ধারা) বিষয় বিবেচনায় কি পূর্ব্বাপর কথাদ্বারা বিপরীত ভাব বোধ না হইলে, এই আইনে, ("অধ্যায়") "অধ্যায়" শব্দে এই আইনের অধ্যায় জানিতে হইবে।

("জিলা"—"জিলার আদালত") মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার পক্ষে প্রধান দেওয়ানী আদালতের এলাকা যে সীমার মধ্যে ব্যাপ্ত হয় "জিলা" শব্দে সেই সীমান্তর্গত স্থান জানিতে হইবে। এই আইনে ঐ আদালত "জিলার আদালত" নামে খ্যাত হইল। দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার পক্ষে হাই কোর্টের সাধারণ এলাকা যে সীমার মধ্যে ব্যাপ্ত হয় জিলা শব্দের মধ্যে তাহাও গণ্য। জিলার আদালত অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর প্রত্যেক আদালত ও ক্ষুদ্র মোকদ্দমার প্রত্যেক আদালত এই আইনের কার্য্যপক্ষে হাই কোর্টের ও জিলার আদালতের অধীন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

("প্লীডর") আদালতে উপস্থিত হইয়া কোন ব্যক্তির পক্ষে সমর্থন করিতে যাঁহার অধিকার থাকে "প্লীডর" শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে, ইহার মধ্যে আডবোকেট ও উকীল এবং হাই কোর্টের আটর্ণিও গণ্য।

("গবর্ণমেণ্টের উকীল") এই আইনে গবর্ণমেণ্টের উকীলের প্রতি যে সকল কার্য্য স্পষ্টরূপে অর্পিত হইল, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই সকল কি তন্মধ্য কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করণার্থে যে কোন কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, "গবর্ণমেণ্টের উকীল" শব্দে তিনিও গণ্য।

(কালেক্টর) যে প্রত্যেক কার্য্যকারক ভূমির রাজস্বের কালেক্টরের কর্ম্ম করেন, "কালেক্টর" শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে।

("বিচার") মোকদ্দমা কি আদালতের আনুষ্ঠানিক অন্য কার্য্য যে আজ্ঞার কি ডিক্রীর দ্বারা নির্ণীত হয়, বিচারপতি আপনার সেই আজ্ঞার কি ডিক্রীর মূল বলিয়া যে কথা ব্যক্ত করেন "বিচার" শব্দে সেই কথাই বুঝাইবে।

("ডিক্রী") আদালতের দাঁড়ামত যে আজ্ঞাপত্রে মোকদ্দমার কি আদালতের আনুষ্ঠানিক অন্য কার্য্যের নিষ্পত্তির ফল সংগৃহীত হয়, 'ডিক্রী' শব্দে সেই আজ্ঞাপত্র জানিতে হইবে। আপীল হইয়া পুনর্ব্বিচার হইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইবার যে আজ্ঞা হয় তাহা এই অর্থের মধ্যে ধরিতে হইবে না।

("বিচারপতি") 'বিচারপতি' শব্দে আদালতের অধিপতিকে জানিতে হইবে।

("ডিক্রীমত খাতক") যে ব্যক্তির বিপক্ষে ডিক্রী কি আজ্ঞা করা যায় "ডিক্রীমত খাতক" শব্দে সেই ব্যক্তিকে জানিতে হইবে।

("ডিক্রীদার") ডিক্রী কিম্বা যে আজ্ঞা জারী করা যাইতে পারে এমত কোন আজ্ঞা যে ব্যক্তির সপক্ষে করা যায় "ডিক্রীদার" শব্দে তাঁহাকে জানিতে হইবে। ও সেই ডিক্রী কি আজ্ঞা হস্তান্তর করিয়া কোন ব্যক্তিকে দেওয়া গেলে, তিনিও সেই শব্দে গণ্য।

("লিখিত") "লিখিত" শব্দের মধ্যে ছাপা ও লিখ-

গ্রাফ করাও গণ্য, ও 'লিখন' শব্দের মধ্যে ছাপা ও লিথগ্রাফ করা বিষয়ও গণ্য।

("স্বাক্ষরিত") কোন ব্যক্তি আপনার নাম লিখিতে না জানিয়া ঢেরা সহী করিলে 'স্বাক্ষরিত' শব্দের মধ্যে সেই ঢেরা সহীও গণ্য *।

("ভিন্নদেশীয় আদালত") ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত যে আদালতের ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে ক্ষমতা নাই ও যে আদালত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের দ্বারা স্থাপিত না হয়, "ভিন্নদেশীয় আদালত" শব্দে সেই আদালত জানিতে হইবে।

("ভিন্নদেশীয় বিচার") 'ভিন্নদেশীয় বিচার' শব্দে ভিন্নদেশীয় আদালতের বিচার জানিতে হইবে।

("রাজকীয় কার্য্যকারক") নিম্নলিখিত বর্ণনার মধ্যে যে ব্যক্তি আইসেন, 'রাজকীয় কার্য্যকারক' শব্দে তাঁহাকে জানিতে হইবে, বিশেষতঃ—

প্রত্যেক জন বিচারপতি।

শ্রীশ্রীমতীর চিহ্নিত প্রত্যেক জন কার্য্যকারক।

শ্রীশ্রীমতীর সৈনিক কি নাবিক দলের মধ্যে সনদপ্রাপ্ত প্রত্যেক জন সেনাপতি যত দিন গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করেন তত দিন তাঁহারা।

আদালতের কার্য্যকারকস্বরূপ যে যে ব্যক্তির আইন কি

---

* দস্তখৎ শব্দের যে লক্ষণ করা হইল তাহাতে অতঃপর যদি কেহ কলম স্পর্শ করিয়া দেয় এবং তাহার পক্ষে আর একজন তাহার নাম লেখে তবে সেইরূপ নাম লেখা দস্তখৎ মধ্যে গণ্য হইবে না। দলীল সম্পাদককে স্বহস্তে টিপ, ঢেরা কি অন্যপ্রকার চিহ্ন করিয়া দিতে হইবে।

বৃত্তান্ত ঘটিত কোন বিষয়ের তদন্ত লওয়া কি রিপোর্ট করা, কিম্বা কোন দলীল করিয়া দেওয়া কি প্রামাণিক করা কি রক্ষা করা, কিম্বা কোন সম্পত্তি জিম্মা করিয়া লওয়া কি বিক্রয়াদি করা, কিম্বা আদালতের কোন পরওয়ানা জারী করা, কিম্বা কোন শপথ করান, কিম্বা দোভাষির কর্ম্ম করা, কিম্বা আদালতে সুধারা রক্ষা করা কর্ত্তব্য, আদালতের এমত প্রত্যেক কার্য্যকারক, ও আদালতের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত কর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণার্থে বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি।

যে পদে থাকার বলে কোন ব্যক্তি অন্যকে কারাবদ্ধ করিতে কি করিয়া রাখিতে ক্ষমতাপন্ন হন, এমত পদধারি প্রত্যেক ব্যক্তি।

অপরাধ নিবারণ করা, কিম্বা অপরাধের সন্ধান জ্ঞাত করা, কিম্বা অপরাধিদিগকে বিচারার্থে উপস্থিত করা, কিম্বা সাধারণের স্বাস্থ্য কি নিরাপদ কি স্বচ্ছন্দতা রক্ষা করা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকস্বরূপ যে ব্যক্তির কর্ত্তব্য, গবর্ণমেণ্টের এমত প্রত্যেক জন কর্ম্মকারক।

কার্য্যকারকস্বরূপ গবর্ণমেণ্টের সপক্ষে কোন সম্পত্তি লওয়া কি গ্রহণ করা কি রাখা কি ব্যয় করা, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন জরীপ করা কি টাক্স ধার্য্য করা কি চুক্তি করা, কিম্বা রাজস্বসংক্রান্ত কোন পরওয়ানা জারী করা, কিম্বা যাহাতে গবর্ণমেণ্টের ধনসম্পর্কের কোন লাভ কি ক্ষতি হয় এমত কোন বিষয়ের তদন্ত লওয়া কি রিপোর্ট করা, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের ধনলাভ সম্পর্কীয় কোন দলীল করিয়া দেওয়া কি প্রামাণিক করা কি রক্ষা করা, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের

ধনসম্পর্ক রক্ষা করণার্থে কোন আইনের লঙ্ঘন নিবারণ করা যে ব্যক্তির কর্ত্তব্য এমত প্রত্যেক কার্য্যকারক, ও গবর্ণমেণ্টের চাকরীতে নিযুক্ত কিম্বা বেতনভোগি কার্য্যকারক কিম্বা যাঁহারা রাজকীয় কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণার্থে ফী কি কমিশ্যন দ্বারা পারিশ্রমিক পান এমত প্রত্যেক কার্য্যকারক*।

("গবর্ণমেণ্ট") এই আইন ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে প্রচলিত হয় সেই স্থানে "গবর্ণমেণ্ট" শব্দের মধ্যে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উভয়ই গণ্য হইত।

৩ ধারা। (যে২ আইন রহিত হইল তাহার কথা এই আইনের প্রথম তফসীলের যে২ আইনের উল্লেখ হইয়াছে, ঐ তফসীলের তৃতীয় ঘরে যত দূর নির্দ্দিষ্ট হইল ঐ২ আইন এতৎক্রমে তত দূর রহিত করা গেল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত আইনে উল্লেখ হওয়ার কথা) কিন্তু এই আইন প্রচলিত হওয়ার দিনের পূর্ব্বে যে আক্ট কি আইন কি জ্ঞাপনপত্র প্রচারিত কি প্রচলিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৮৫৯ সালের ৮ আইন কিম্বা ১৮৬১ সালের ২৩ আইন কিম্বা "দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইন" কিম্বা এই আইনদ্বারা রহিত করা অন্য কোন আইনের উল্লেখ হইলে, যত দূর হইতে পারে তত দূর এই আইনেব উল্লেখ কিম্বা পূর্ব্বোক্ত কোন আইনের কথার অনু-

---

* জুরী, আসেসর, পঞ্চাইত এবং সাধারণ কার্য্য সম্পাদকের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণও দণ্ডবিধি আইনে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া গণ্য হইয়াছে, এই আইনে তাঁহারা পরিত্যক্ত হইলেন।

যায় এই আইনের কথার উল্লেখ হইল বলিয়া তাহা পাঠ করিতে হইবে।

(১৮৭৭ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তৎসম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালী প্রবল রাখিবার কথা) এই আইন প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে যে কোন মোকদ্দমা কি আপীল উপস্থিত করা যায় তৎ সম্পর্কীয় ডিক্রীর পূর্ব্বে যে কার্য্যপ্রণালী হইয়া থাকে, এই আইনের কোন কথার দ্বারা তাহার ব্যতিক্রম হইবে না* ইতি।

৪ ধারা। (অযোধ্যা ও পঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশ ও বর্ম্মাদেশ সম্পর্কীয় কোন২ আইন প্রবল রাখিবার কথা) ৩ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট স্থলভিন্ন, এই আইনের কোন কথাক্রমে নিম্নলিখিত আইনের ব্যতিক্রম হইযাছে বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না, অর্থাৎ

মধ্যপ্রদেশের আদালত বিষয়ক ১৮৬৫ সালের আইন

পঞ্জাবের আদালত বিষয়ক ১৮৬৫ সালের আইন।

১৮৬৭ সালের ২৭ আইন।

অযোধ্যার দেওয়ানী আদালত বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইন।

পঞ্জাবের আপীল বিষয়ক ১৮৭৩ সালের আইন।

বর্ম্মাদেশের আদালত বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইন।

---

* ১লা অক্টোবরের পূর্ব্বে যে সমস্ত মোকদ্দমা বা আপীল উপস্থিত হইবে তৎসম্বন্ধে ৮ আইন মতে কার্য্য চলিবে বটে, কিন্তু ঐ তারিখ হইতে ডিক্রিজারীর কার্য্য নূতন আইনমতে চলিবে।

কিম্বা স্থানীয় যেং আইনে ভূম্যধিকারির ও প্রজার মধ্যে মোকদ্দমার বিশেষ কার্য্যপ্রণালীর বিধান আছে সেইং আইন। *

কিম্বা স্থাবর সম্পত্তি বণ্টন বিষয়ক বিধান করণার্থ কোন স্থানীয় আইন।

আরও উক্ত কোন আইনক্রমে যদি কমিশ্যনর সাহেবের ও ডেপুটী কমিশ্যনর সাহেবের প্রতি দেওয়ানী মোকদ্দমার সমতুল্য বিচারাধিপত্য প্রদান করা গিয়া থাকে, তবে এই আইনের কার্য্যপক্ষে তাঁহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তিকে জিলার আদালত বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহা নির্ণয় করিবেন ইতি।

৫ ধারা। (মফঃসলের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের প্রতি যে যে ধারা খাটে তাহার কথা) দ্বিতীয় তফসীলে এই আইনের যেং অধ্যায়ের ও ধারার উল্লেখ হইয়াছে, তাহা যত দূর বর্ত্তিতে পারে ১৮৬৫ সালের ১১ আইনমতে স্থাপিত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতেরও প্রতি ততদুর বর্ত্তিবে। এই আইনের অন্য সকল অধ্যায় ও ধারা সেই সেই আদালতে বর্ত্তে না। ক্রোক করণার্থে কিম্বা ডিক্রী জারী করণার্থে সেইং আদালতের এইক্ষণে যেং ক্ষমতা আছে, এই আইনের কোন কথার দ্বারা যে সেই ২ ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি

---

* যথা—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সমাজকৃত ১৮৬৯ সনের ৮ আইন এবং ঘাটওয়ালবা সম্বন্ধে ১৮৭৩ সনের ৮ আইনে যে বিশেষ বিধান আছে তাহা এতদ্দ্বারায রদ্দ হইবে না।

৬ ধারা। (বিচারাধিপত্য ও কার্য্যপ্রণালী রক্ষার কথা) এই আইনের কোন কথার দ্বারা নিম্নলিখিত আদালত প্রভৃতির বিচারাধিপত্যের কি কার্য্যপ্রণালীর ব্যতিক্রম হইবে না অর্থাৎ

(ক) সৈনিক কোর্ট রিকেষ্টের, ও

(খ) (বোম্বাইয়ে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচারার্থে নিযুক্ত সৈনিকদের কথা) বোম্বাই দেশের সৈন্যেরা যে সেনানিবেশ স্থানে ও মোকামে বাস করেন, তথাকার সৈনিক বাজারে ঐ দেশের যে২ কার্য্যকারক একক ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচার করণার্থে নিয়মিতরূপে নিযুক্ত হন তাঁহার,

(গ)—(মান্দ্রাজের গ্রামের মুনসেফদের ও গ্রামের পঞ্চায়তদের কথা)মান্দ্রাজ দেশীয় আইনের বিধানমতে গ্রাম্য মুনসেফদের কিম্বা গ্রামের পঞ্চায়তদের,

(ঘ)—(রাঙ্গুণের রিকার্ডর সাহেব যোত্রহীনদের আদালত স্বরূপ অধিবিষ্ট হইলে তাঁহার কথা) রাঙ্গুণে কি মৌলমেনে কি আক্যাবে কি বাসীনে যোত্রহীনদের আদালত স্বরূপ অধিবিষ্ট রাঙ্গুণের রিকার্ডর সাহেবের, ও যত টাকার বা যত টাকা মূল্যের মোকদ্দমায় যে আদালতের সাধারণ বিচারাধিপত্য আছে এই আইনের কোন কথা দ্বারা উক্ত কোন আদালতের প্রতি তদধিক টাকার কি তদধিক মূল্যের মোকদ্দমার বিচারাধিপত্য দেওনরূপ ফল হইবে না ইতি।

৭ ধারা। এই ধারার নির্দ্দিষ্ট বা উল্লিখিত আইনের কোন বিশেষ বিধানের সঙ্গে এই আইনের নির্দ্ধারিত বিধি অসঙ্গত না হইলে,

(বোম্বাইয়ের কোন২ আইন প্রবল রাখিবার কথা)—

(ক) বোম্বাইয়ের ১৮৩০ সালের ১৩ আইনের ও ১৮৪০ সালের ১৫ আইনের উল্লিখিত মোকদ্দমায় ঐ ২ আইনের বিধানমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন২ জায়গীরদারেরা ও অন্য কর্ত্তৃপক্ষেরা যে ক্ষমতামতে কার্য্য করিয়া থাকেন তৎসম্পর্কে এবং

(খ) এই আইনের তৃতীয় তপসীলের উল্লিখিত আইনে যে ২ প্রকারের মোকদ্দমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তৎসম্পর্কে,

ঐ ২ মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী, এবং ঐ ২ আইন অনুসারে দেওয়ানী আদালতে যে২ আপীল করিবার অনুমতি হয় তৎসংক্রান্ত কার্য্যপ্রণালী, এই আইনের নির্দ্ধারিত বিধিমতে হইবে ইতি।

৮ ধারা। (রাজধানীর ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের প্রতি বিশেষমতে বর্ত্তান না গেলে এই আইন না বর্ত্তিবার কথা)—৩, ২৫, ৮৬, ২২৩, ২২৫, ও ৩৮৬ ধারার ও ৩৯ অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট স্থলভিন্ন, এই আইন কলিকাতা কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাই নগরে স্থাপিত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার কোন আদালতে কোন মোকদ্দমার কি আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যের প্রতি খাটিবে না,

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া, উক্ত কোন আদালতে, আপীল ও বিচারের পুনরালোচনা বিষয়ক বিধিছাড়া, এই আইন কি তাহার কোন অংশ প্রচলিত করিতে পারিবেন ইতি।

৯ ধারা। (আইনের ভাগের কথা) এই আইন নিম্নলিখিত দশ ভাগে বিভক্ত হইল,

প্রথম ভাগ।—মোকদ্দমার সাধারণ বিধি।

দ্বিতীয় ভাগ।—নৈমিত্তিক কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি।

তৃতীয় ভাগ।—বিশেষ স্থলের মোকদ্দমার বিধি।

চতুর্থ ভাগ।—অল্পকালীন প্রতিকারের বিধি।

পঞ্চম ভাগ।—বিশেষ কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি।

ষষ্ঠ ভাগ।—আপীলবিষয়ক বিধি।

সপ্তম ভাগ।—হাইকোর্টের নিকট প্রশ্ন ও হাই-কোর্টের পুনরালোচনা বিষয়ক বিধি।

অষ্টম ভাগ।—বিচারের পুনরালোচনাবিষয়ক বিধি।

নবম ভাগ।—চার্টর প্রাপ্ত হাইকোর্ট সম্পর্কীয় বিশেষ বিধি।

দশম ভাগ।—বিবিধ কোন ২ বিষয়ের বিধি ইতি।

প্রথম ভাগ।

মোকদ্দমার সাধারণ বিধি।

—০—

১ প্রথম অধ্যায়।

আদালতের এলাকার ও পূর্ব্ব নিষ্পত্তি করা বিষয়ের কথা।

বংশ কি জন্মস্থান হেতুক কোন ব্যক্তির আদালতের এলাকার বহির্ভূত না হওয়ার কথা।

১০ ধারা। (৮।৪) দেওয়ানী মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্যপক্ষে কোন ব্যক্তি বংশ কি জন্মস্থান হেতুক কোন আদালতের বিচারাধিপত্য হইতে মুক্ত হইবেন না* ইতি

বিশেষমতে নিবারিত না হইলে আদালতের দ্বারা দেওয়ানী সকল মোকদ্দমার বিচার হইবার কথা।

১১ ধারা। (৮।১) যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে কোন আদালতের কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার বাধা না হইলে, পশ্চাৎ লিখিত বিধান প্রবল মানিয়া দেওয়ানী ভাবের সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে আদালতের আধিপত্য থাকিবে।

---

* কিন্তু যদিও কুলমর্য্যাদা কি জাতির গৌরব নাই তথাপি পদমর্য্যাদা এককালে উঠিয়া যায় নাই। যথা তৃতীয় জর্জের ২১ বৎসর রাজত্বকালে ৭০নম্বর আইনের দ্বারা গবর্ণর জেনেরল কি বাঙ্গালা কাউন্সেল সুপ্রিমকোটের (এক্ষনকার হাইকোর্টের) অধীন নহে। ১৮৫০ সনের ১৮ আইন অনুসারে বিচারকগণ সরলভাবে বিচারসম্বন্ধে যে সকল কার্য্য করেন তজ্জন্য নালিশ চলে না। কোন কোন স্থলে পূর্ব্বাহ্নে নোটীশ না দিয়া রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগের বিরুদ্ধে নালিশ চলে না। যথা—এই আইনের ৪২৪ ধারা দেখ।

ব্যাখ্যা।—কোন মোকদ্দমায় সম্পত্তিতে কিম্বা কোন পদে স্বত্ববিষয়ক বিবাদ হইলে, যদিও ধর্ম্মক্রিয়া কি ধর্ম্মবিধিঘটিত প্রশ্নের নিষ্পত্তির উপর ঐ স্বত্বের সম্পূর্ণ নির্ভর থাকে, তথাপি তাহা দেওয়ানী ভাবের মোকদ্দমা* ইতি।

---

* নিষেধ না থাকিলেই দেওয়ানী আদালতের অধিকার থাকে। যথা—১৮৫৯ সনের ১০ আইনের দ্বারা ঐ আইনের ২০ ধারার লিখিত মোকদ্দমা সকল দেওয়ানী আদালতের বিচার্য্য ছিল না, কিন্তু ২৫ হইতে ২৮ ধারাতে নিষেধ সূচক কোন বাক্য না থাকায় দেওয়ানী আদালতের অধিকার নষ্ট হয় নাই, মাল আদালত ও দেওয়ানী আদালত উভয় আদালতেরই অধিকার ছিল। সনাতন ঘোষ বনাম মৌলবি আবদুল ফেরার পূঃ সং নজির দেখ। স্বামী ভরণ পোষণ না করিলে ১৮৭২ সনের ১০ আইনের ৫৩৬ ধারা মতে ফৌজদারি আদালতে স্ত্রী নালিশ করিতে পারে, কিন্তু ঐ আইনে দেওয়ানী আদালতের অধিকার এককালে চ্যুত করে নাই, সুতরাং দেওয়ানী আদালতেও ঐ স্ত্রীর নালিশ চলিতে পারে। লালা গোপীনাথ বনাম মসম্মত জীতনকুমারী ৬ উঃ রিঃ ৫৭ পৃ। ইংলণ্ড দেশের আইন এই যে বিবাদী ফৌজদারী অপরাধ করিলে পূর্ব্বে তাহার নামে ফৌজদারিতে অভিযোগ না করিয়া দেওয়ানী নালিশ করিতে পারে না, কিন্তু এই দেশে সে নিয়ম নাই তবে শীঘ্রই রাজধানীতে ইহা প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা। অন্যায়রূপে কয়েদ করিয়াছে বলিয়া বাদী ফৌজদারিতে নালিশ করে পরে সেই মোকদ্দমা এইরূপ আপসে নিষ্পত্তি হয় যে, বাদী ফৌজদারী নালিশ উঠাইয়া দিবে বিবাদী তাহার দরুন বাদীকে কতক টাকা দিবে। অবশেষে ঐ চুক্তির বুনিয়াদে টাকা পাইবার জন্য দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে, অবধারিত হইল যে এই নালিশ চলিতে পারে। মথুরানাথ ভৌমিক বনাম কেনারাম কর্ম্মকার ৭ উঃ রিঃ ৩৩ পৃ। কিন্তু সমস্ত ফৌজদারি মোকদ্দমা সম্বন্ধে ঐ রূপ খাটে না চুক্তি আইনের ২৩ ধারা এবং ঐ ধারার (জ) উদাহরণ দেখ। অপরাধের ইতর বিশেষ আছে দণ্ডবিধি আইনের ২১৪ ধারা দেখ।

জাতিতে উঠিবার মোকদ্দমা বঙ্গদেশে চলিতে পারে। রামমোহন আচার্য্য সঃ দেঃ আঃ ১৮৫৯ সনের নজির বহির ৫৩৫ পৃষ্ঠা এবং ৭ উঃ রিঃ ২৯৯

কিন্তু বিবাদী বাদীকে নিমন্ত্রণ করিতে বাধ্য হইবে আদালত এমন আদেশ করিতে পারেন না। জয়চন্দ্র সর্দ্দার বনাম রাম চরণ ৬ উঃ রিঃ ৩২৫। কিন্তু বিবাদী ঈর্ষ্যা বশতঃ বাদীকে এক নিমন্ত্রণে বাদ দিয়াছিল বলিয়া বাদী তাহার বিরুদ্ধে ক্ষতি পূরণের ডিক্রী পাইয়াছিল মনী বনাম হরি রাম ধুলাব বম্বের নজির। বাদী এক দেবালয়ের বাহিরে এক গদির উপর বসিয়া থাকিতেন এবং যাত্রীগণ যত প্রণামী দিত তাহা তিনিই লইতেন পরে বিবাদীগণ আর একজনকে আর একটী গদিতে নিকটে বসাইয়া রাখিলে বাদীর লভ্যের হানি হইল, তখন বাদী একা বসিবার স্বত্ব সংস্থাপনের জন্য নালীশ করিলে, অবধারিত হইল যে বাদীর নালিশ চলিতে পারে। রাণী সদং কুমারী বনাম জোয়াল্লা প্রসাদ। আগরা সঃ দেঃ আঃ ১৮৬১ সনের নজির বহির ৭২০ পৃঃ। যজমান নূতন পুরোহিত নিযুক্ত করিলে, সাবেক পুরোহিত ক্ষতিপূরণ চাহিতে পারেন না। রামকান্ত শর্ম্মা বনাম গোবিন্দ চন্দ্র শর্ম্মা কলিকাতা সঃ দেঃ আঃ ১৩ই মে ১৮৫২ সন।

বিশেষ ক্ষতিদেখাইতে না পারিলে সাধারণ রাস্তা বন্দ করা হইযাছে বলিয়া দেওয়ানী আদালতে নালিশ চলে না। বাদী সাধারণের উপকারার্থে রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে বলিয়া বিবাদীর নামে সেই রাস্তা খোলাসা বাবত নালিশ করে। প্রধান বিচারপতি পিকক্ সাহেব বলেন যে বাদী রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল বলিয়া তাহার কোন বিশেষ স্বত্ব জন্মে নাই। আর যখন ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইনের ৫২৩ ধারাতে বিধান আছে যে সাধারণ রাস্তা সম্বন্ধে বিবাদ জুরীর দ্বারা মীমাংসা হইতে পারিবে তখন ফৌজদারি আদালতের ক্ষমতা রহিত করিয়া দেওয়ানী আদালতকে সাধারণ রাস্তা সম্বন্ধীয় বিচারের ক্ষমতা দিলে পক্ষগণ জুরীর বিচারের দরুন উপকার হইতে বঞ্চিত হয়। বরদা প্রসাদ মুস্তফি বনাম গোরাচাঁদ মুস্তফি ৩ বাঃ লাঃ রিঃ ২৯৫। ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইনের ৫৩২ ধারামতে মেজেষ্টর সাহেব যে রাস্তার কি পুষ্করিণীর দখল সম্বন্ধে যে আদেশ প্রচার করেন তৎসম্বন্ধে পরাজয়ী পক্ষ দেওয়ানী আদালতে এই বলিয়া নালিশ করিতে পারে যে সে ব্যক্তি ঐ জলাশয় কি ভূমি কি রাস্তা একক ব্যবহার করিবার স্বত্ববান, অন্য কেহ নহে। কিন্তু মেজেষ্টর সাহেব যদি কোন রাস্তা সাধারণ বলিয়া খোলাসা করিয়া দেন এবং বাদী সেই রাস্তা বন্ধ

করিয়া দিবার জন্য দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে অবধারিত হইল এরূপ মোকদ্দমা চলে না। প্যারিলাল বনাম রূক সাহেব ৩ বাঃ লাঃ রিঃ ৩০১। বাদীর বাটীর নিকট কোন সাধারণ রাস্তা অবরুদ্ধ হওয়াতে বাদীর বিশেষ ক্ষতি হওয়ার প্রমাণ হইল অবধারিত হইল যে দেওয়ানী আদালত এইরূপ স্থলে অবরোধ স্থানান্তর করিবার আদেশ করিতে পারেন। রাজ কুমার সিংহ বনাম সাহাজাদা রায় ২০ শে জুলাই ১৮৭৭ পূ: অ।

কেবল গালি দিয়াছে বলিয়া নালিশ চলে কিনা সন্দেহ। কিন্তু ৪০২ ধারার ভাবে বুঝা যায় যে কেবল গালিগালাজের জন্যও মোকদ্দমা চলিতে পারে; কারণ ঐ ধারাতে অপবাদ কি অখ্যাতি কি কেবল গালিগালাজ এই তিন প্রকার মোকদ্দমার উল্লেখ আছে। গেজেটের অনুবাদ দৃষ্টে মূল ছাপান হইল আর গেজেটে "গ্লানি" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু গেজেটের অনুবাদ ঠিক হয় নাই, "গ্লানি" শব্দের পরিবর্ত্তে "গালিগালাজ" শব্দ ব্যবহার করিলে বোধ হয় ভাল হইত। মৌলবি গোলাম হোসেন উকিল বনাম হরগোবিন্দ দাস ১ উঃ রিঃ ১৯ পৃষ্ঠার লিখিত নজির অনুসারে চলে না এদিকে অছিমদ্দিন বনাম ফতে মামুদের মোকদ্দমায় হাইকোর্ট বলেন যে কেবল গালিগালাজের জন্য ক্ষতিপূরণের নালিশ চলে ৭ উঃ রিঃ ২৫৯।

ইংলণ্ড দেশের আইন অনুসারে সেই স্থলে গালিগালাজের নালিশ চলে যে স্থানে গালিটী এইরূপ যে—

১। সেই অপবাদের জন্য বিবাদী ফৌজদারি আদালতে দণ্ডনীয় হইতে পারে

২। তদ্দ্বারা বিবাদী সংক্রামক রোগগ্রস্থ বুঝায়।

৩। তাহাতে বিবাদী কোন চাকরি কি ব্যবসায় চালাইবার অনুপযুক্ত বুঝায়।

৪। যদ্দ্বারা বিবাদীর ব্যবসায়ের কোন ক্ষতি হয় এবং সাধারণতঃ কোন মিথ্যা অপবাদ যাহার দরুণ বিবাদীর কোন ক্ষতি হয় তাহার জন্য নালিশ চলে।

চতুর্থ তফসীলের ৯১। ৯২ নম্বর যে আরজির ফারম দেওয়া হইয়াছে তাহা দৃষ্টে বোধ হয় যেন এতদ্দেশেও অতঃপর ঐ নিয়ম চলন হইবে। ৩ বাঃ নাঃ রিঃ ৯৯ পরিশিষ্ট লিখিত কালী কুমার মিত্র বনাম রামগতি ভট্টাচার্য্যের মোকদ্দমা, গালিগালাজ সম্বন্ধে আধুনিক নজির বটে এবং তাহাতে হাই কোর্ট মত প্রকাশ করিয়াছেন যে কেবল গালিগালাজের জন্য নালিশ

যে যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহার কথা।

১২ ধারা। কোন মোকদ্দমায় যে বিষয় লইয়া বিবাদ হয়, যদি স্পষ্টরূপে ও বাস্তবে সেই বিষয় লইয়া সেই উপকার প্রাপণার্থে সেই ব্যক্তিদের মধ্যে, কিম্বা সেই ব্যক্তিরা কি তাঁহাদের কোন জন যাঁহাদের অধীনে দাওয়া করেন তাঁ-

---

চলে কিন্তু তাহার পরেও ১৮৭৪ সনের আগষ্ট মাসে হাই কোর্ট এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এক মোকদ্দমার বিবাদী এই বলিয়া গালি দেয় যে তুমি মাতাল, চোর, জুয়াচোর; তুই বিজন্মা তোর শ্যালী নিস্তারিণীর ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু তথাপি হাই কোর্ট বলেন যে বিশেষ ক্ষতি না দেখাইতে পারিলে আদালত ক্ষতি পূরণের ডিক্রী দিতে অনিচ্ছুক হইবেন। নীল মাধব মুখোপাধ্যায় বনাম দুকিরাম খোট্টা ১৫ বাঃ লাঃ রিঃ ১৬১। যদি গালিগালাজের দরুণ বিশেষ ক্ষতি হয় তবে একাধিক বিবাদীর নামে একত্রে নালিশ চলে। তদ্ভিন্ন কেবল এক জনের নামে নালিশ করিতে হইবে (ঐ নজির)। খেওয়াঘাট (গুদারা) সরকার বাহাদুর ১৮১৯সনের ৬ আইন মতে বাজেআপ্ত করিলে জমিদারের পক্ষে তদ্দরুণ ক্ষতি পূরণের নালিশ দেওয়ানী আদালতে চলে না। পাটনার কালেক্টর সাহেব বনাম রমানাথ ঠাকুর ৭ উঃ রিঃ ১৯১। যখন কোন আইনে ক্ষতিপূরণ পাইবার কোন বিশেষ নিয়ম থাকে তখন সেই নিয়ম ভিন্ন অন্য নিয়মে ক্ষতিপূরণের দাবি হইতে পারে না।

বিবাহের লগ্ন পত্র স্থির হওয়ার পরেও সেই চুক্তি পত্র প্রবল করিবার জন্য অর্থাৎ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবার জন্য আদালত আদেশ করিতে পারেন না। ১ই: লাঃ রিঃ ৭৪ (ক)— গণপৎ নারায়ণ সিংহের মোকদ্দমা কন্যার মাতা নালিশ করিয়া কন্যার বিবাহ রদ করাইতে পারে। অঞ্জনা দাসী বনাম প্রহ্লাদ চন্দ্র ঘোষ। ৬ বাঃ লাঃ রিঃ ২৪৩ পৃ।

মন্তব্য—এই ধারার ব্যাখ্যাটী নূতন, ইহার অর্থ এই যে ধর্ম্ম কর্ম্ম কি মন্ত্র তন্ত্র ঘটিত প্রশ্ন বিচার করিতে হইবে বলিয়া কোন মোকদ্দমা চলিবার পক্ষে বাধা হইবে না।

হাদের মধ্যে, অন্য মোকদ্দমা পূর্ব্বে উপস্থিত করা গিয়া তৎকালে কোন আদালতে, কিম্বা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত সেই উপকার করিবার ক্ষমতাপন্ন নিম্নতর কি উচ্চতর শ্রেণীর অন্য কোন আদালতে, কিম্বা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত স্থানে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের দ্বারা স্থাপিত ও তত্তুল্য বিচারাধিপত্য বিশিষ্ট কোন আদালতে, কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতীর সম্মুখে উপস্থিত থাকে, তবে ২০ ধারামতে ঐ মোকদ্দমা স্থগিত না থাকিলে, ঐ আদালত সেই বিষয়ের সেই মোকদ্দমার বিচার করিবেন না।

ব্যাখ্যা।—ভিন্নদেশীয় আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিলেও, ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন আদালতে নালিশের সেই হেতুমূলক মোকদ্দমার বিচার হইবার নিষেধ নাই ইতি।

পূর্ব্ব নিষ্পত্তি করা বিষয়ের কথা।

১৩ ধারা। (৮।২) কোন মোকদ্দমায় কি বিবাদীয় বিষয়ে স্পষ্টরূপে ও বাস্তবে যে বিষয়ের ইস্থ হয়, উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালত তাহা শুনিয়া চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করিলে পর, অন্য কোন আদালত সেই স্বত্বক্রমে বিবাদী সেই ব্যক্তিদের, কিম্বা তাঁহাদের কি তন্মধ্য কোন ব্যক্তিদের অধীনে অন্য দাওয়াদারদের সেই বিষয়ের কি ইস্থর অন্য মোকদ্দমার বিচার করিবেন না*।

---

* দ্বিতীয় মোকদ্দমার বাধা জন্মাইবার জন্য চারিটী কথা দেখাইতে হইবে—

প্রথমতঃ। এক্ষণকার বিচার্য্য বিষয় পূর্ব্বমোকদ্দমায় বিচার হইয়া গিয়াছে

দ্বিতীয়তঃ। যে আদালত বিচার করিয়াছিলেন তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল।

তৃতীয়তঃ। সেই মোকদ্দমায় এক্ষণকার পক্ষগণ কি তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী গণ পক্ষভুক্ত ছিল।

চতুর্থতঃ। পূর্ব্ব মোকদ্দমা যে স্বত্বের বুনিয়াদে উপস্থিত হইয়াছিল এক্ষণে ও সেই বুনিযাদে উপস্থিত হইযাছে।

প্রথম কথা। ৮ আইনের ২ ধারামতে নালিশের কারণ এক হওয়া আবশ্যক ছিল, কিন্তু এই আইনে নালিশের কারণ শব্দটী উঠাইয়া দেওযা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে আধুনিক নজির অনুসারে নালিশের কারণ এক হওযা আবশ্যক নয। চক্রধর নামে এক ব্যক্তি প্রথমে সদানন্দকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করে, তৎপরে বনমালী নামে দ্বিতীয পোষ্যপুত্র রাখে। চক্রধর "উইল" অর্থাৎ চরম পত্র দ্বারা আপন সম্পত্তির ॥৴০ আনা অংশ সদানন্দ এবং ।৵ আনা অংশ বনমালীকে দিবার নিয়ম করেন কিন্তু উইল রেজষ্টরির সময় সদানন্দ আপত্তি করাতে চক্রধর তাহাকে ত্যাজ্য পুত্র করেন। ইহাতে সদানন্দ ঐ বনমালীকে দত্তক গ্রহণ করা শাস্ত্র নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করাইবার ও উইল রহিত করাইবার এবং নিজের ভরণপোষণ পাইবার জন্য পিতা ও বনমালী এবং অন্যান্যের নামে নালিশ করে। আরজিতে লেখা থাকে যে চক্রধরের সমস্ত সম্পত্তি পৈতৃক অথবা পৈতৃক সম্পত্তির লভ্য হইতে উপার্জ্জিত সুতরাং (মিতাক্ষরার মতে) সদানন্দের সম্পত্তি ভিন্ন ঐ উইল গ্রাহ্য নয। আর কোন কোন সম্পত্তি পৈতৃক এবং কোন কোন সম্পত্তি পৈতৃক সম্পত্তির আয় হইতে অর্জ্জিত তাহা আরজির নীচে তফসীলে নির্দ্দিষ্ট ছিল। উইল সম্বন্ধে কেবল এইমাত্র ইসু হয যে সদানন্দ উইলে সম্মতি দিয়াছিল কিনা। সদর আমিনআলা মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন তিনি বলেন যে হিন্দুশাস্ত্র মতে দুইটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা অবৈধ নয় আর উইল সম্বন্ধে বলেন যে সদানন্দ উহাতে সম্মতি দিয়াছিল। হাই কোর্টে আপীল হইলে অবধারিত হইল যে বনমালীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা শাস্ত্র সম্মত হয় নাই ও সদানন্দ উইলে সম্মতি দেয় নাই সুতরাং পৈতৃক সম্পত্তি সম্বন্ধে উইল রদ্দ হইবে কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তির আয় হইতে যাহা অর্জ্জিত হইয়াছে তাহা

পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইতে পারে না এবং এই শেষোক্ত সম্পত্তি হইতে যখন চক্রধর বাদীকে স্পষ্টতঃ অনধিকারী করিয়াছে তখন ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে দাবি চলিতে পারে না। তদনন্তর চক্রধর এবং বনমালী উভয়েই মৃত হইলে সদানন্দ সমস্ত সম্পত্তিতে দখল পাইবার জন্য বনমালীর স্ত্রীর নামে নালিশ করে। হাই কোর্ট সম্পূর্ণ ডিক্রী দেন এবং অবধারণ করেন যে পৈতৃক সম্পত্তির আয় হইতে যাহা অর্জ্জিত হইয়াছে তাহাও পৈতৃক বলিয়া গণ্য। কিন্তু প্রিবি কাউন্সেল বলেন যে পূর্ব্ব মোকদ্দমার দ্বারায় এই মোকদ্দমা বাধা করিতেছে। যদিও পূর্ব্ব মোকদ্দমায় কেবল এই মাত্র ইস্যু ছিল বটে যে 'সদানন্দ উইলে সম্মতি দিয়াছে কিনা' তথাপি মোকদ্দমার অবস্থা অনুসারে আদালত ইহা বিচার করিতে পারিতেন এমন কি বিচার করিতে বাধ্য ছিলেন যে উক্ত উইল কত দূর পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে; সুতরাং পৈতৃক সম্পত্তির আয় হইতে উপার্জ্জিত সম্পত্তি সম্বন্ধে পূর্ব্ব বিচার দ্বারায় দাবি বারিত হইতেছে অর্থাৎ পৈতৃক সম্পত্তির আয় দ্বারায় যে সম্পত্তি উপস্থিত হয় তাহা পৈতৃক বলিয়া গণ্য কি না প্রিবি কাউন্সেল তদ্বিষয় আর বিচার করিলেন না পূর্ব্ব মোকদ্দমার দ্বারায় সেই বিচারের বাধা হইতেছে অবধারণ করিলেন। তাঁহারা বলেন যেস্থলে পূর্ব্ব মোকদ্দমায় স্পষ্টাক্ষরে না হইয়া বস্তুতঃ কোন কথায় বিচার হইয়া যায় সেই স্থলে সেই পক্ষগণের মধ্যে পুনরায় সেই প্রশ্নের বিচার হইতে পারে না। সূর্য্যমণি দাই বনাম সদানন্দ মহাপাত্র ১২ বাঃ লাঃ রিঃ ৩১৫ পৃঃ। বাদী কৃপারাম এই বলিয়া নালিশ করে যে, সে রামনাথের পোষ্যপুত্র; রামনাথের ভাতৃবধূ আপত্তি করে যে সে পোষ্য পুত্র নহে। আদালত ধার্য্য করিলেন যে কৃপারামকে বিধিমতে দত্তক লওয়া হয় নাই। তদনন্তর আর এক সম্পত্তির জন্য ঐ বাদী ঐ পোষ্যপুত্র স্বত্বে নালিশ উপস্থিত করে। মহামান্য হাই কোর্ট অধিবেষিত শ্রীযুক্ত ফিষার সাহেব বলেন যে যখন সম্পত্তি পৃথক এবং নালিশের কারণ পৃথক তখন পূর্ব্ব মোকদ্দমার দ্বারা এই নালিশের বাধা হয় না ১ বাঃ লাঃ রিঃ ৬৮। কিন্তু প্রিবি কাউন্সেল এই রায় অনুমোদন করেন নাই ১ইঃ লাঃ রিঃ ১৪৪ পৃঃ। এই শেষোক্ত নজিরে বনওয়ারি লাল একটী পত্তনি রদ করিবার জন্য নালিশ করে সেই মোকদ্দমায় একটী ইস্যু এই ছিল যে বনওয়ারি লাল গৌর সুন্দরের পোষ্যপুত্র কি না। গৌর সুন্দরের প্রকৃত উত্তরাধিকারী পরে

পক্ষভুক্ত হয় এবং হাই কোর্ট পর্য্যন্ত অবধারিত হয় যে বনওয়ারি লাল প্রকৃত পোষ্যপুত্র বটে। তদনন্তর কৃষ্ণ বিহারী ঐ পোষ্যপুত্র গ্রহণ অবৈধ সাব্যস্ত করাইবার জন্য নালিশ করিলে প্রিবি কাউন্‌সেল বলেন যে পূর্ব্ব মোকদ্দমার দ্বারায় এই নালিশের বাধা হইতেছে। নালিশের কারণ শব্দটী যে রূপেই ব্যাখ্যা করা যাউক না কেন যখন একটী মূল তর্ক পক্ষগণ মধ্যে একবার উপযুক্ত আদালত কর্তৃক নিষ্পন্ন হইয়া যায় তখন আবার সেই প্রশ্ন কোন মোকদ্দমায় উঠিতে পারে না।

আরজি বর্ণনাতে কোন কথার বাদ প্রতিবাদ থাকিলে তদ্বিষয় ইস্যু না হইয়া বিচার হইলেও সেই বিচার দ্বারায় বাধা জন্মে ৬ বাঃ লাঃ রিঃ ১৫৮ পৃঃ প্রিবি কাঃ। আদালত হইতে পূর্ব্ব মোকদ্দমায় যে প্রতিবিধান প্রার্থনা করা হইয়াছিল নূতন মোকদ্দমায় তাহা হইতে পৃথক ফল পাইবার প্রার্থনা করা হইলেও এই ধারা খাটিবে। পিতামহী নিজ দখলীয় বাটী নষ্ট কি হস্তান্তর না করেন এইরূপ অনুজ্ঞাসূচক ডিক্রী পাইবার নিমিত্ত বাদী নালিশ করিলে কোন পক্ষ প্রমাণ না দেওয়াতে দাবি ডিস্‌মিস্ হয়। তদনন্তর পিতামহীর মৃত্যুর পর ঐ সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী সূত্রে দখল পাইবার জন্য বাদী নালিশ করিলে অবধারিত হইল যে ১ম প্রমাণ না দেওয়ার দরুণ ডিস্‌মিস্ হওয়াতে যে ফল প্রমাণ দিয়া অকৃত কার্য্য হওয়াতেও সেই ফল, ২য় যদিও তখনকার দাবি এক প্রকার ছিল এবং এক্ষণকার দাবি ভিন্ন প্রকারের ও দখল পাইবার জন্য বটে তথাপি দুই মোকদ্দমা এক স্বত্বের বুনিয়াদ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় মোকদ্দমা চলিবার পক্ষে বাধা হইল। রামরাও বনাম সূর্য্যরাও ১ইঃ লাঃ রিঃ ৮৪ মান্দ্রাজ। প্রথম মোকদ্দমায় বাদী বিরোধীয় ভূমি তালুকের অতিরিক্ত বলিয়া দাবি করিয়া পরাজয় হয় পরে আবার সেই ভূমি তালুকের অন্তর্গত বলিয়া দাবি করে অবধারিত হইল যে প্রথম মোকদ্দমার দ্বারায় এই দাবি বারিত হইতেছে। উমা তারা বনাম অন্নপূর্ণা ১১ বাঃ লাঃ রিঃ ১৫৮।

দ্বিতীয় কথা। পূর্ব্ব মোকদ্দমা উপযুক্ত আদালত কর্তৃক বিচারিত হওয়া আবশ্যক যথা ১৮৫৯ সনের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টর সাহেব রাইয়তের মৌরসী পাট্টা প্রভৃতি থাকা সাব্যস্ত করিয়া রাইয়তকে দখলের ডিক্রী দেন পরে জমিদার ঐ পাট্টা কৃত্রিম সাব্যস্ত ক্রমে পুনঃদখল পাইবার জন্য নালিশ

করে, অবধারিত হইল যে ডেপুটী কালেক্টরের বিচার দ্বারায় দেওয়ানী আদালতের বিচার করিতে হয় না। চন্দ্রকুমার মণ্ডল বনাম নরিখানম। ১১ বাঃ লাঃ রিঃ ৪৩৪। ডিপুটী কালেক্টর বিবাদীর লাখরাজের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া জমানিশস্তের ডিক্রী দেন হাইকোর্টে খাস আপীল হইলে বিরোধীয় করের ভূমি লাখরাজ না থাকা সম্বন্ধে হাই কোর্ট ডেপুটী কালেক্টরের হুকুম বাহাল করেন। পরে বাদী ১৮৫৯ সনের ৮ আইন মতে কর বৃদ্ধির নালিশ করিলে অবধারিত হইল যে পূর্ব্ব মোকদ্দমার দ্বারায় দ্বিতীয় মোকদ্দমা বারিত হইতেছে না হরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় বনাম মুক্তারাম পাত্র ১৫ বাঃ লাঃ রিঃ ২৩৩ পৃঃ পূঃ অঃ। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে ১৮৬৯ সনের ৮ আইন মতে মুন্সেফগণ যে বিচার করেন তাহা দেওয়ানী আদালতের বিচার। এক খাজনার মোকদ্দমায় বিবাদী লাখেরাজের আপত্তি করে মুন্সেফ সেই আপত্তি অগ্রাহ্যে খাজনার ডিক্রী দেন, পরে বিবাদী তাহার লাখরাজ স্বত্ব সাব্যস্তের নিমিত্ত নালিশ করিলে সেই মুন্সেফ, ২ধারায় আপত্তি অগ্রাহ্য করেন এবং জজসাহেবও আপীলে বলেন যে পূর্ব্ব মোকদ্দমা খাজনার জন্য ছিল এবং লাখরাজের আপত্তি আনুসঙ্গিক রূপে বিচার হইয়াছিল মাত্র অতএব ২ ধারার আপত্তি খাটে না কিন্তু হাই কোর্ট অবধারণ করেন যে খাজনার মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে হইয়াছিল এবং খাজনা স্বত্বের বিচার প্রণালী একই বটে অতএব পূর্ব্ব মোকদ্দমার দ্বারা এই মোকদ্দমা রহিত হইতেছে। মহিমা চন্দ্র মজুমদার বনাম অশ্রদ্ধা দাসী ২১ উঃ রিঃ ২০৭।

তৃতীয় কথা। আনন্দের মৃত্যুর পর বলরাম ঐ আনন্দের পোষ্যপুত্র বলিয়া তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তি দখল করিলে আনন্দের স্ত্রী পুনঃ দখল পাইবার জন্য নালিশ করে। আদালত সাব্যস্থ করিলেন যে বলরাম ঐ আনন্দের পোষ্যপুত্র নহে। তদনন্তর আনন্দের স্ত্রীর মৃত্যুর পরে, আনন্দের প্রকৃত উত্তরাধিকারিগণ সেই ত্যাজ্য সম্পত্তির দখলিকার হইল। তাহাতে বলরাম আপনাকে আনন্দের পোষ্যপুত্র বলিয়া দখল পাইবার জন্য ঐ উত্তরাধিকারিগণের নামে নালিশ করিলে এই ধারা খাটিবে না। কারণ ঐ উত্তরাধিকারিগণ আনন্দের স্ত্রীর স্থলাভিষিক্ত নহে। আনন্দের স্ত্রীর কার্য্য দ্বারা তাহারা আবদ্ধ নহে সুতরাং আনন্দের স্ত্রী যে ডিক্রী পাইয়াছিল উত্তরাধিকারিগণ তাহারও ফল পাইতে পারে না।

প্রথম ব্যাখ্যা ।—উক্ত যে বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে, পূর্ব্ব মোকদ্দমায় এক পক্ষের সেই বিষয় ব্যক্ত করা, ও অন্য পক্ষের স্পষ্টরূপে কি ভাবতঃ সেই বিষয় অপহ্নব কিম্বা স্বীকার করা আবশ্যক* ।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ।—পূর্ব্ব মোকদ্দমায় প্রতিবাদের বা অভিযোগের হেতু বলিয়া যে বিষয় উপস্থিত করা যাইতে পারিত কি করা উচিত ছিল, তাহাই স্পষ্টরূপে ও বাস্তবে ঐ মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয় বলিয়া জ্ঞান হইবেণ ।

চতুর্থ কথা । বলরামের উইল ক্রমে বলরামের ত্যাজ্য সম্পত্তির কার্য্যসম্পাদকরূপে আনন্দ যদি কালিদাসের নামে কোন ভূমি বাবদ নালিশ করে এবং সে মোকদ্দমা কালিদাসের পক্ষে জয় হয় তবে বলরাম নিজ স্বত্বে পুনর্ব্বার ঐ কালিদাসের নামে নালিশ করিতে পারিবে কারণ এই দুই মোকদ্দমার বাদী এক স্বত্বের মূলে উপস্থিত হইতেছে না ।

প্রথম কথার মধ্যে যে সমস্ত নজির দেওয়া গেল তদ্দ্বারা বুঝা যাইবে যে পূর্ব্ব মোকদ্দমায় প্রকৃত পক্ষে কোন কথার বিচার হইয়া গেলে সেই কথার শাখা প্রশাখা লইয়া আর মোকদ্দমা চলিতে পারিবেক না । এই সম্বন্ধে তৃতীয় পাণ্ডুলিপি হইতে আর একটী উদাহরণ লওয়া গেল আনন্দ, নদীর তীরবর্ত্তী ভূমির নিমিত্ত নালিশ করিয়া ডিক্রী পাইল । পরে ঐ ভূমি এবং নদীর মধ্যে আরও অনেক ভূমি পয়স্ত হইলে সেই পয়স্ত ভূমির জন্য সেই স্বত্বে ঐ দুই জনের মধ্যে আর মোকদ্দমা চলিতে পারিবেক না ।

* প্রথম ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে এক্ষণকার বিচার্য্য বিষয় পূর্ব্ব মোকদ্দমায় ইস্যু হইয়া বিচার না হইলেও যথেষ্ট হইবে ।

ণ শ্রীযুক্ত রাজা মুতুভিয়্যা বনাম কটম নচিযারের মোকদ্দমায় প্রিবি কাউন্সেল বলেন যে বিবাদীর যত প্রকার আপত্তি থাকে সমস্তই উল্লেখ করা উচিত নচেৎ ভবিষ্যতে সেই সকল আপত্তি শুনা যাইবে না । উমা তারা বনাম অন্নপূর্ণার মোকদ্দমায় যাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতেও প্রিবি কাউন্সেল এই মত প্রকাশ করিয়াছেন । ইমাম ঔ

তৃতীয় ব্যাখ্যা।—আবেদনপত্রে যে উপকারের দাওয়া হয়, তাহা ডিক্রীক্রমে স্পষ্টরূপে না দেওয়া গেলে, এই

মকতুম্ নামে দুই ভাই ছিল। পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তির অর্দ্ধেক অর্থাৎ ৬০০০ হাজার টাকার জন্য ইমাম মকতমের নামে নালিশ করে। কিন্তু ১০০০ টাকার সম্পত্তি নিজ দখলে থাকা উল্লেখে কেবল ৫০০০ টাকা পাইবার দাবি হয়। ঐ মোকদ্দমায় কেবল একটী বাড়ি ও দুই খানি দোকান ঘরের অর্দ্ধেক সম্বন্ধে ডিক্রী হয় বাকি দাবি অগ্রাহ্য। তদনন্তর সাবেক মোকদ্দমায় ইমাম তাহার নিজ দখলি সম্পত্তি বলিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছিল সেই সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশের জন্য মকতম নালিশ করিলে বম্বে হাইকোর্ট বলেন যে পূর্ব্ব মোকদ্দমায় বাদী এই সম্পত্তি সম্বন্ধে আপত্তি করিতে পারিত। তাহা না করাতে এক্ষণে মকতমের নালিশ চলিতে পারে না। ১০ বম্বে হাইকোর্ট রিং ২৯৩ পৃঃ। বিবাদার দখলি কতক ভূমি খরিদ করা উল্লেখে বাদী তাহাতে দখল পাইবার জন্য নালিশ করে বিবাদী এই বলিয়া আপত্তি করে যে সে ঐ সম্পত্তি নিলামে খরিদ করিয়াছে সুতরাং বাদীর বায়ার কোন স্বত্ব ছিল না। মোকর্দ্দমা বাদীর পক্ষে ডিক্রী হয়। তদনন্তর ঐ বিবাদী হকসফার দাবিতে দখল পাইবার জন্য নালিশ করে। আদালত তাহাতে বলেন যে পূর্ব্ব মোকর্দ্দমায় যখন এই বাদী হকসফার দাবি করিতে পারিত অথচ তাহা করে নাই, তখন সে বুনিয়াদে এখন আর নালিশ চলে না। বলদেব সাহাই বনাম ধটেশ্বর সিংহ ১ ইঃ লাঃ রিঃ এলাহাবাদ। এক জন তাহার কন্যাকে একটী বিষয় দান করেন। ঐ কন্যার মৃত্যুর পর তাহার মাতা দান পত্র কৃত্রিম বলিয়া স্বামীর বিষয় দখল পাইবার জন্য নালিশ করেন কিন্তু ঐ দান পত্র প্রকৃত থাকা সাব্যস্থ হইবায় মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ হয়। তদনন্তর ঐ স্ত্রী কন্যার স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারিণী বলিয়া ঐ বিষয় পাইবার জন্য নালিশ করেন; অবধারিত হইল যে প্রথম মোকর্দ্দমার দ্বারা দ্বিতীয় মোকর্দ্দমা বাধিত হইতেছে; পূর্ব্ব মোকর্দ্দমাতেও ইহার বিচার হইতে পারিত যে বাদিনী কি ঐ কন্যার স্বামী শাস্ত্র মতে উত্তরাধিকারী বটে। দিনবন্ধু চৌধুরি বনাম কৃষ্ণমণি দাসী ২ ইঃ লাঃ রি ১৫২ পৃঃ অঃ।

ধারার কার্য্যপক্ষে তাহা অস্বীকার হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে*।

চতুর্থ ব্যাখ্যা।—আদালত আপনার যে নিষ্পত্তি (পুনরালোচনা না করিয়া) কোন পক্ষের প্রার্থনামতে পরিবর্ত্তন করিতে কিম্বা আপনার প্রবৃত্তিমতে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে না পারেন, এমত নিষ্পত্তি এই ধারার মর্ম্মানুসারে চূড়ান্ত হয়। যে নিষ্পত্তির উপর আপীল হইতে পারে তাহাও আপীল না হওন পর্য্যন্ত এই ধারার মর্ম্মানুসারে চূড়ান্ত হইতে পারে†।

পঞ্চম ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তিবা সাধারণভাবে আপনাদের ও অন্যদের পক্ষে স্বকীয় কোন স্বত্বের দাওয়া করিয়া সরলভাবে বিবাদী হইলে, ঐ স্বত্বে যে সকল ব্যক্তির স্বার্থ থাকে, তাঁহাদিগকেও এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ বিবাদিদের অধীন দাওয়াদার বলিয়া জ্ঞান হইবে‡।

---

* বাদী যদি দুই বস্তুর জন্য নালিশ করে এবং ডিক্রীতে কোন এক বস্তুর উল্লেখ থাকে ও দ্বিতীয় বস্তুর কোন উল্লেখ না থাকে তাহা হইলে সেই দ্বিতীয় বস্তু সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আর মোকর্দ্দমা চলিবে না।

† আপীল রুজু হইলে পর নিম্ন আদালতের বিচার আর চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে না। ৮ আইন জারী থাকার সময় বম্বে হাইকোর্ট অবধারণ করিয়াছিলেন যে আপীল রুজু হইলেও পূর্ব্ব মোকর্দ্দমার বিচারিত বিষয় পুনর্ব্বার নিম্ন আদালতে আন্দোলিত হইতে পারিবে না, কিন্তু পূর্ব্ব মোকর্দ্দমার হুকুম আপালে রদ হইলে নিম্ন আদালত ছানির প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

‡ ৩০ ধারা দ্রষ্টব্য। গ্রামের মধ্যে এক জন লোকে নিজের এবং গ্রামস্থ অন্যান্য লোকের পক্ষে সরল ভাবে কোন শ্মশান ঘাট ইত্যাদি স্বত্বের জন্য নালিশ করিয়া পরাজয় হইলে গ্রামস্থ আর কোন লোক সেই শ্মশান ঘাট প্রভৃতির জন্য নালিশ করিতে পারিবে না।

ষষ্ঠ ব্যাখ্যা।—যদি ভিন্নদেশীয় বিচারের উপর নির্ভর হইয়া থাকে, তবে সেই আদালতের এলাকা নাই ইহা কাগজ-পত্রদ্বারা দৃষ্ট না হইলে, নিয়মিতরূপে প্রমাণীকৃত সেই বিচারপত্র উপস্থিত করাই সেই আদালতের উপযুক্ত ক্ষমতার আনুমানিক প্রমাণ হইবে। কিন্তু এলাকা না থাকার প্রমাণ করা গেলে সেই অনুমানের নিরাকরণ হইতে পারিবে ইতি

যে স্থলে ভিন্নদেশীয় বিচার ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধক হইবে না তাহার কথা।

১৪ ধারা। নিম্নলিখিত স্থলে ভিন্নদেশীয় বিচারপ্রযুক্ত ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিবার বাধা হইবে না,

(ক) যদি ঐ বিচার মোকর্দ্দমার দোষগুণ বিবেচনায় ব্যক্ত করা না যায়,

(খ) ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পর যে ব্যবস্থা স্বীকৃত আছে সেই ব্যবস্থার, কিম্বা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের প্রচলিত কোন আইনের, ভ্রমাত্মক মর্ম্ম ধরিয়া বিচার হইল, আনুষ্ঠানিক কার্য্য দেখিলেই যদি ইহা বোধ হয়,

(গ) যে আদালতের সম্মুখে ঐ বিচারপত্র উপস্থিত করা যায় সেই আদালতের জ্ঞানে যদি সেই বিচার স্বাভাবিক ন্যায়ের বিপরীত হইয়া থাকে,

(ঘ) যদি প্রতারণাক্রমে পাওয়া গিয়া থাকে,

(ঙ) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের প্রচলিত কোন আইনের উল্লঙ্ঘনমূলক যে দাওয়া হয়, যদি সেই বিচারে এমত দাওয়ার প্রতিপোষণ হইয়া থাকে ইতি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিবার স্থান বিষয়ক বিধি।

যে আদালতে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে তদ্বিষয়ের কথা।

১৫ ধারা (৮।৬)। অতি নিম্ন শ্রেণীর যে আদালত যে মোকর্দ্দমা বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, সেই আদালতে সেই মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে ইতি।

বিবাদীয় বিষয় যে স্থানে থাকে সেই স্থানে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিতে হইবার কথা।

১৬ ধারা। কোন আইনে টাকার কি অন্য বিষয়ের যে সীমা নির্দ্ধারিত থাকে তাহা প্রবল মানিয়া,

(ক) স্থাবর সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার,

(খ) স্থাবর সম্পত্তি বণ্টন করিবার,

(গ) স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া গেলে তাহা বিক্রয় কি উদ্ধার করিবার*,

---

* এই ধারার (গ) প্রকরণ দ্বারা কট সিদ্ধ কি উদ্ধার করিবার মোকর্দ্দমা মুন্সেফ দিগের নিকট হইতে পারিবে বলিয়া আপাততঃ বিবেচনা হয় কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার বিধান মতে বন্ধকী ভূমির বিক্রয় সিদ্ধ করিবার প্রার্থনা জেলার জজ আদালতে করিতে হইবে, সেই আইন রদ হইল না সুতরাং সেই আইন দ্বারা ক্ষমতার সীমা বদ্ধ থাকিল।

(ঘ) স্থাবর সম্পত্তিতে অন্য কোন স্বত্ব কি স্বার্থ নির্ণয় করিবার,

(ঙ) স্থাবর সম্পত্তির পক্ষে অন্যায় কার্য্য হেতুক হানি-পূরণ পাইবার,

(চ) অস্থাবর যে সম্পত্তি আটক রাখণ কি ক্রোক করণ অবস্থায় আছে তাহা ফিরিয়া পাইবার

মোকর্দ্দমা হইলে, সম্পত্তি যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে থাকে সেই আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে।

পরন্তু প্রতিবাদির দ্বারা কিম্বা তৎপক্ষে যে স্থাবর সম্পত্তি ভোগ হইতেছে তৎসম্পার্কীয় উপকার, কিম্বা ঐ সম্পত্তির পক্ষে অন্যায় হওয়াতে হানিপূরণ, প্রার্থনা হইলে, যদি প্রতি-বাদী আজ্ঞামতে কর্ম্ম করিলেই প্রার্থিত উপকার সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যাইতে পারে, তবে ঐ সম্পত্তি যে আদালতের এলা-কার সীমার মধ্যে থাকে, হয় সেই আদালতে, না হয় প্রতি বাদী যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে যথার্থই কি স্বেচ্ছা-ক্রমে বাস করেন কি ব্যবসায় চালান কিম্বা লাভার্থে নিজে কর্ম্ম করেন সেই আদালতে, মোকর্দ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।*

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় 'সম্পত্তি' শব্দে ব্রিটনীয় ভারত বর্ষের অন্তর্গত সম্পত্তি জানিতে হইবে ইতি।

প্রতিবাদিরা যে স্থানে বাস করেন কিম্বা নালিশ করিবার হেতু যে স্থানে উত্থিত হয় সেই স্থানে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কথা।

---

* এই ধারার উপবিধি দ্বারা দেখা যায় যে ভূমি বিক্রয়ের চুক্তি প্রবল করিবার মোকদ্দমা বিবাদীর বাসস্থান যে এলাকায় আছে সেই এলাকায়ও হইতে পারিবে।

১৭ ধারা। (৮।৫) পূর্ব্বোক্ত সীমা প্রবল মানিয়া, অন্য সকল মোকর্দ্দমা এমত কোন আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে যাহার এলাকার সীমার মধ্যে,

(ক) নালিশের হেতু উত্থিত হয়, অথবা

(ক) মোকর্দ্দমার আরম্ভ হওন সময়ে সকল প্রতিবাদী যথার্থই ও ইচ্ছাপূর্ব্বক বাস করেন কি ব্যবসায় চালান* কি লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম করেন, অথবা

(গ) প্রতিবাদিদের মধ্য কোন জন মোকর্দ্দমার আরম্ভ হওন সময়ে যথার্থই ও ইচ্ছাপূর্ব্বক বাস করেন কি ব্যবসায় চালান কি লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম করেন। কিন্তু এমত স্থলে আদালতের অনুমতি দেওয়া, কিম্বা যে প্রতিবাদিরা পূর্ব্বোক্ত স্থানে বাস না করেন কি ব্যবসায় না চালান কি লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম না করেন তাঁহাদের ঐ রূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করণ বিষয়ে সম্মত হওয়া প্রয়োজন।†

---

* বিবাদী এলাকার মধ্যে কারবার চালাইলে তাহার নামে নালিশ চলিবার বিধান পূর্ব্ব আইনে ছিল না।

† ভূমি সম্পত্তি ভিন্ন অন্য বিষয়ের মোকদ্দমা সেই আদালতে রুজু করিতে হইবে (১) যেখানে নালিশের কারণ হইয়াছে কিম্বা (২) বিবাদী-গণ বাস করে অথবা স্বয়ং কোন ব্যবসায় করে কি অন্যের দ্বারায় ব্যবসায় চালায় কিম্বা (৩) কোন একজন বিবাদী বাস করে। এই তিন প্রকরণের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকরণে নালিশ করাই অপেক্ষাকৃত ভাল। কারণ তৃতীয় প্রকরণ অনুসারে অর্থাৎ একজন মাত্র বিবাদী বাস করিলে আরজি দাখিলের পূর্ব্বে হয় আদালতের অনুমতি লইতে হইবে, নতুবা বিবাদীগণের সম্মতি দেখাইতে হইবে। বিবাদীগণ সম্মতি দিলে কোন কথাই নাই কিন্তু তাহা ভিন্ন তাহারা ২০ ধারা মতে আপত্তি করিয়া মোকদ্দমা অন্য আদালতে উঠাইয়া লইতে পারিবে। প্রথম প্রকরণের দোষ এই যে নালিশের কারণ কোথায় হইয়াছে

তাহা সকল সময় স্থির করা সহজ নহে। পাণ্ডুলিপিতে নালিশের কারণ শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল, "নালিশ করিবার স্বত্ব দেখাইবার জন্য বাদীকে যে সকল বৃত্তান্ত জানাইতে হইবে নালিশের হেতু শব্দে সেই সকল বৃত্তান্ত বুঝাইবে,,। কিন্তু নালিশের কারণ অনেক স্থলে দুই স্থানে ঘটিয়াছে বলা যায় সেই জন্য পাণ্ডুলিপিতে বিধান ছিল যে "নালিশের কারণ কি নালিশের কারণের কোন অংশ যেখানে উত্থিত হয় সেই খানেই নালিশ চলিবে। পাণ্ডুলিপির এই কথা কি জন্য উঠাইয়া দেওয়া হইল তাহা বুঝা কঠিন। বিলাতে এক ব্যক্তি ঘোষণা করিয়া দেন যে তাঁহার মেষ যে ব্যক্তি চুরি করিয়াছে তাহাকে যে ধরিয়া দিতে পারিবে সে ২০০ শত টাকা পুরস্কার পাইবে বাদী সেই চোরকে এক এলাকায় ধরিল, অন্য এলাকায় তাহার বিচার হইয়া দণ্ড আজ্ঞা হইল। তৎপরে বাদী ঐ ২০০ দুই শত টাকা পাইবার জন্য প্রথম উল্লিখিত জেলায় নালিশ করিল। আদালত সাব্যস্ত করিলেন যে সেখানে নালিশের সম্পূর্ণ কারণ হয় নাই। কারণ চোরের বিচার ও দণ্ডাজ্ঞা এই নালিশের হেতুর একটী প্রধান অঙ্গ কিন্তু তাহা অন্য এলাকায় ঘটিয়াছিল। কলিকাতার এক ব্যক্তি এইরূপ চুক্তি করে যে বাদীকে এত টাকা মূল্যের মাল আলাহাবাদে দিবে এবং ঐ মাল পাটনায় ওজন হইবে মাল না দিতে পারিলে কলিকাতার দর ধরিয়া, ক্ষতি পূরণ দিবে এই চুক্তি ভঙ্গের মোকদ্দমা আলাহাবাদে রুজু হইবে। ৫ বঙ্গে হাইকোর্ট রিপোর্টের ৩৩ পৃষ্ঠায় এইরূপ একটী সদৃশ নজির আছে। আগরা হাইকোর্টে পূর্ণাধিবেশন কর্তৃক অবধারিত হইয়াছে যে যেখানে টাকা পরিশোধ করিবার কথা ছিল সেই খানেই নালিশ রুজু হইবে যেখানে তমসুক হইয়াছিল সেখানে হইবে না। বিবাদী কলিকাতার বাহিরে থাকিয়া হুণ্ডি কাটিয়া কলিকাতায় পাঠাইলে বাদী সেই হুণ্ডির টাকা দিয়া বিবাদীর নামে নালিশ করিলে অবধারিত হইল যে সম্পূর্ণ নালিশের কারণ কলিকাতার মধ্যেই ঘটিয়াছে। দেওয়ান মল বনাম মন্নুলাল ইণ্ডিয়ান জুরিষ্ট ১ম বলম ২১৯ পৃঃ।

কিন্তু বাসস্থান ধরিয়া নালিশ করিলেও বিবাদী ২২। ২৩। ২৪ ধারা মতে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার আপত্তি করিতে পারিবে। বাসস্থান নির্ণয় করা তত কঠিন নয় যেখানে কোন ব্যক্তির পরিবার বাস করে সেই তাহার বাসস্থান। আজিম খাঁ নামক এক সৈনিক পুরুষ সিন্ধু প্রদেশে সৈন্যশিবিরে কর্ম্ম করিত কিন্তু তাহার পরিবার ফেরেকাবাদে থাকিত এই অবস্থায় ফেরেকাবাদ

প্রথম ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তির এক স্থানে নিয়ত নিবাস ও অন্য স্থানে কেবল কিয়ৎকালীন কার্য্যের নিমিত্তে বাসা থাকিলে, তাঁহার কিয়ৎকালের নিমিত্ত বাসার স্থানে নালিশের হেতু উত্থিত হইলে, তৎসম্পর্কে উভয় স্থানেই তাঁহার বাস হইতেছে এমত জ্ঞান হইবে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা।—কোন সমবায়িত সমাজ কি কোম্পানি ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের আপনার একই কিম্বা প্রধান কার্য্যালয়ে ব্যবসায় চালাইতেছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে কিম্বা অন্য স্থানে তাহার নিম্নতর কার্য্যালয় থাকিলে ও সেই স্থানে নালিশের কোন হেতু ঘটিলে, তৎসম্পর্কে সেই স্থানে ব্যবসায় চালাইতেছেন এমত জ্ঞান হইবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ কলিকাতার একজন ব্যবসায়ী। বলরাম দিল্লীতে ব্যবসায় চালাইতেছেন কলিকাতায় তাঁহার যে কর্ম্ম-

---

আদালতে তাহার নিজের ও স্ত্রীর নামে নালিশ হইয়া ডিক্রী হয় আপীল আদালত এলাকার তর্কে মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করেন পরে খাস আপীলে আলাহাবাদ হাইকোর্ট অবধারণ করেন যে ফেরেক্কাবাদই আজিম খাঁর বাসস্থান বলিয়া গণ্য করিতে হইবে ১ইং লঃ বিঃ ৫১পৃঃ ফেতেমা বেগম বনাম সফিনা বেগম। এক জনের দুইটী বাসস্থান থাকিতে পারে এবং একস্থানে থাকিবার সময় অপর স্থানের বাটী খালি পড়িয়া থাকিলেও যতকাল সেই বাটীতে ফিরিয়া আসিবার মানস থাকে ততকাল সেই বাটীও বাসস্থান বলিয়া গণ্য হইবে। এই ধারার প্রথম ব্যাখ্যা দ্বারা জানা যায় যে স্থায়ী বাসস্থান যে এলাকায় থাকে সেই এলাকাতে নালিশের কারণ উত্থিত হইলে বিবাদীর বাসাবাটী যে এলাকায় আছে সে এলাকায় নালিশ চালবে না দ্বিতীয় ব্যাখ্যা গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে খাটে না।

কারক থাকেন বলরাম তাঁহার দ্বারা আনন্দের স্থানে মাল ক্রয় করিয়া তাঁহাকে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির হস্তে ঐ মাল অর্পণকরিতে বলেন। আনন্দ তদনুসারে কলিকাতায় ঐ মাল অর্পণ করেন। আনন্দ সেই দ্রব্যের মূল্য পাইবার নিমিত্তে বলরামের নামে নালিশ করিতে চাহিলে, কলিকাতায নালিশের হেতু হওয়াতে কলিকাতায়, কিম্বা দিল্লীতে বলরাম ব্যবসায় চালাইতেছেন বলিয়া দিল্লীতে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(খ) আনন্দ শিমলায, বলরাম কলিকাতায় ও চন্দ্র দিল্লীতে বাস করেন। বারাণসীতে তিন জনেরই পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। খৎ দেখাইলেই যাহার টাকা দেওয়া যাইবে বলরাম ও চন্দ্র যৌতায় এমতএকখানি খৎলিখিয়া আনন্দকে দেন। বারাণসীতে নালিশের হেতু উঠিয়াছিল বলিয়া আনন্দ সেই স্থানে বলরামের ও চন্দ্রের নামে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, আরও বলরাম কলিকাতায় ও চন্দ্র দিল্লীতে বাস করেন বলিয়া কলিকাতায় কিম্বা দিল্লীতে নালিশ করিতে পারিবেন। কিন্তু ইহার প্রত্যেক স্থলে যে বাদী যে স্থানে বাস না করেন তিনি আপত্তি করিলে, আদালতের অনুমতি বিনা ঐ মোকদ্দমা সেই স্থানে গ্রাহ্য হইতে পারিবে না।

ব্যক্তির কি অস্থাবর সম্পত্তির পক্ষে অন্যায় কার্য্যের নিমিত্ত হানিপূরণ পাইবার মোকদ্দমার কথা।

১৮ ধারা। কোন ব্যক্তির কি সম্পত্তির উপর অন্যায় কার্য্য হওয়াতে হানিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা হইলে, সেই অন্যায় কার্য্য যদি এক আদালতের এলাকার অন্তর্গত স্থানে হইয়া থাকে ও প্রতিবাদী অন্য আদালতের এলাকার অন্তর্গত

স্থানে বাস করেন কি ব্যবসায় চালান কি লভ্যার্থে স্বয়ং কর্ম্ম করেন, তবে বাদী উক্ত যে আদালতে চাহেন সেই আদালতে নালিশ করিতে পারিবেন ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ দিল্লীতে বাস করেন ও কলিকাতায় আসিয়া বলরামকে প্রহার করেন। বলরাম কলিকাতায় কিম্বা দিল্লীতে আনন্দের নামে নালিশ করিতে পারিবেন।

(খ) আনন্দ দিল্লীতে বাস করিয়া কলিকাতায় বলরামের অপবাদজনক কথা প্রকাশ করেন বলরাম কলিকাতায় কিম্বা দিল্লীতে আনন্দের নামে নালিশ করিতে পারিবেন।

(গ) রেলওয়ে কোম্পানির প্রধান কার্য্যালয় হাবড়ায় আছে আনন্দ সেই কোম্পানির রেলগাড়ীতে যাইতেছেন এমন সময়ে আলাহাবাদে পঁহুছিলে কোম্পানির শৈথিল্য হেতুক গাড়ী উলটিয়া পড়িলে তাহার হানি হইল, আনন্দ হাবড়ায় কিম্বা আলাহাবাদে কোম্পানির নামে নালিশ করিতে পারিবেন।

স্থাবর সম্পত্তি একি জিলার মধ্যে কিন্তু ভিন্ন২ আদালতের এলাকায় থাকিলে মোকদ্দমার কথা।

১৯ ধারা। (৮।১১,১২) স্থাবর সম্পত্তি একি জিলার সীমার কিন্তু ভিন্ন২ আদালতের এলাকার মধ্যে থাকিলে ঐ সম্পত্তির কোন অংশ যে আদালতের এলাকার মধ্যে থাকে, বিবাদীয় বিষয়ের মূল্য বিবেচনায় ঐ আদালতে সম্পূর্ণ দাওয়া গ্রাহ্য হইতে পারিলে, ঐ সম্পত্তি সম্প্রকীয় উপকার, কিম্বা তৎপক্ষে অন্যায় হওয়াতে হানিপূরণ প্রাপণার্থ মোকর্দ্দমা সেই আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

স্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন২ জিলার মধ্যে থাকিলে মোকদ্দমার কথা।

ঐ স্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন জিলার মধ্যে থাকিলে, সম্পত্তির কোন অংশ যে আদালতের এলাকার মধ্যে থাকে, তাহা প্রকারান্তরে মোকর্দ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন হইলে, সেই আদালতের ঐ মোকর্দ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে ইতি।

সকল প্রতিবাদী আদালতের এলাকার মধ্যে বাস না করিলে, আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবার ক্ষমতার কথা।

২০ ধারা। কোন মোকর্দ্দমা একের অধিক আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারিলে, ও যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে প্রতিবাদী কি সকল প্রতিবাদী যথার্থই ও ইচ্ছা-পূর্ব্বক বাস না করেন কি কর্ম্ম না চালান কি লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম না করেন এমত আদালতে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করা গেলে, প্রতিবাদী কিম্বা কোন প্রতিবাদী ঐ মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অন্য ব্যক্তিদিগের নামে লিখিয়া, আদালতে ঐ মোকর্দ্দমাঘটিত কার্য্য স্থগিত করিতে প্রার্থনা করিবার কল্পনার নোটিস দিলে পর, তদনুসারে আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।*

---

* যে আদালতে নালিশ রুজু হয় বিবাদী সে এলাকাবাসী না হইলে অর্থাৎ ১৭, ১৮ ধারা অনুসারে যে সকল মোকদ্দমা একাধিক আদালতে রুজু হইতে পারিবে সেইস্থলে যখন বিবাদী ভিন্ন এলাকা বাসী হয় তখন সে এই ধারামতে আপত্তি করিতে পারিবে। কিন্তু ১৬ ধারার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ অনুসারে কি ১৮ ধারামতে নালিশ রুজু হইলে বিবাদী ভিন্ন এলাকাবাসী বলিয়া আপত্তি না করিয়া অন্য কারণে আপত্তি করিতে চাহিলে তাহাকে ২২। ২৩। ২৪ ধারামতে আপত্তি করিতে হইবে। সংক্ষেপতঃ ভিন্ন এলাকাবাসী-দিগের পক্ষে ২০ ধারা এবং অন্যান্য আপত্তি সম্বন্ধে ২২ ধারা খাটিবে। যথা

এবং উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কোন ব্যক্তিরা কিছু বলিতে চাহিলে আদালত তাঁহাদের কথা শুনিলে পর, অন্য কোন আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে ন্যায় বিচার হওয়ার অধিক সম্ভাবনা বোধ করিলে, একেবারে কিম্বা অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করিতে পারিবেন, ও মোকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যক্তিদের কিম্বা তাঁহাদের মধ্য কোন কোন ব্যক্তির যত খরচ হইয়াছে তদ্বিষয়ের যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ স্থলে, বাদী নিবেদন করিলে আদালত আবেদন পত্রের পৃষ্ঠে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করিবার আজ্ঞা লেখাইয়া তাহা ফিরিয়া দিবেন।

প্রার্থনা যে সময়ে করিতে হইবে তাহার কথা।

পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক প্রার্থনা মোকদ্দমার প্রথমযোগে সাধ্যমতে ত্বরায়, ও সর্ব্বদাই ইস্থ নির্ণয় হওয়ার পূর্ব্বে করিতে হইবে। কোন প্রতিবাদী তদ্রূপ প্রার্থনা না করিলে মোকদ্দমা উপস্থিত হওন বিষয়ে সম্মত আছেন, এমত জ্ঞান হইবে ইতি।

অন্য আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে আদালতের ফী ক্ষমা হইবার কথা।

২১ ধারা। আদালত ২০ ধারামতে মোকদ্দার কার্য্যানু-

—হুগলিবাসী আনন্দ বর্দ্ধমানে কাহাকে মারপিট করিলে তাহার নামে হুগলিতে নালিশ হইলে সে আপত্তি করিতে পারে যে বর্দ্ধমানে মোকদ্দমা রুজু হইলে তাহার প্রমাণ দিবার সুবিধা হয়, এস্থলে তাহার আপত্তি ২০ ধারা মতে হইতে পারিবে না। কিন্তু নালিশের সম্পূর্ণ হেতু যে আদালতের এলাকায় উত্থিত হয় সে আদালতের নিকট এই ধারার আপত্তি খাটে না।

স্থান স্থগিত করিলে, ও বাদী অন্য আদালতে মোকদ্দমা পুনরায় উপস্থিত করিলে, যদি পূর্ব্ব আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করণসময়ে উপযুক্ত ফী আদায় হইয়া থাকে ও ঐ আদালত আবেদনপত্র ফিরিয়া দিয়া থাকেন তবে ঐ অন্য আদালতে আবেদনপত্রের উপর আদালতের ফী লাগিবে না ইতি।

যে যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে তাহা একি আপীল আদালতের অধীন হইলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২২ ধারা। মোকদ্দমা একের অধিক আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারিলে, ও সেই সকল আদালত একি আপীল আদালতের অধীন থাকিলে, কোন প্রতিবাদী মোকদ্দমার অন্য ব্যক্তিদের নামে লিখিয়া, অন্য আদালতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দিবার জন্যে ঐ আপীল আদালতে প্রার্থনা করিবার কল্পনার নোটিস দিয়া, তদনুসারে প্রার্থনা করিতে পারিবেন, ও মোকদ্দমার অন্য কোন ব্যক্তি তদ্বিষয়ের কোন কথা জানাইতে চাহিলে আপীল আদালত তাঁহাদের কথা শুনিয়া ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা চলিবে ইহা নির্ণয় করিবেন ইতি।*

---

* এই ধারা এবং ২০ ধারার উল্লিখিত নোটীশ কিরূপে জারী হইবে তাহার কথা নাই কিন্তু ৯৪ ধারার সহিত যোগ দিলে বোধ হইবে যে আদালত দ্বারাই জারী হইবে। কোন কোন স্থানে স্পষ্ট লেখা আছে যে আদালতের দ্বারা নোটীশ জারী হইবে (যথা ১৩১ ধারা) ইহাতেই সন্দেহ উপস্থিত হয় বটে কিন্তু আদালতের দ্বারা জারী না হইলে বিবাদীর আপত্তি আছে কি না নিম্ন আদালত না জানিতে পারিলে উচ্চ আদালতের মীমাংসা হইতে না হইতেই নিম্ন আদালতে মোকদ্দমা এক তরফা নিষ্পত্তি হইয়া যাইতে পারে, এই জন্য বোধ হয় যে আদালত দ্বারাই নোটীশ জারী হইবে ইহাই আইন কর্ত্তাদের অভিপ্রায়। পূর্ব্ব নিয়ম অনুসারে কোন একজন

তদ্রূপ অধীন না থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৩ ধারা। সেই সকল আদালত ভিন্ন২ আপীল আদালতের, কিন্তু একি হাইকোর্টের অধীন হইলে, কোন প্রতিবাদী মোকদ্দমার অন্য ব্যক্তিদের নামে লিখিয়া মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য আদালতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দিবার জন্যে ঐ হাইকোর্টের প্রার্থনা করিবার কল্পনার নোটিস দিয়া, তদনুসারে প্রার্থনা করিতে পারিবেন। ঐ মোকদ্দমা জিলার আদালতের অধীন কোন আদালতে উপস্থিত করা গিয়া থাকিলে, ও মোকদ্দমার অন্য ব্যক্তিরা কোন আপত্তি উপস্থিত করিলে, উক্ত আদালত যে জিলার আদালতের অধীন থাকে, সেই আদালতের দ্বারা সেই আপত্তির সহিত ঐ প্রার্থনাপত্র, হাইকোর্টে অর্পণ করা যাইবে। অন্য ব্যক্তিরা কোন আপত্তি করিয়া থাকিলে, ঐ হাইকোর্ট সেই আপত্তি বিবেচনা করিবার পর, বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা চলিবে ইহা নির্ণয় করিবেন ইতি।

ভিন্ন ভিন্ন হাই কোর্টের অধীন থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৪ ধারা। উক্ত সকল আদালত ভিন্ন২ হাইকোর্টের অধীন থাকিলে, কোন প্রতিবাদী মোকদ্দমাসংক্রান্ত অন্য

বিবাদী ভিন্ন এলাকাবাসী হইলে এবং ভূমি সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায় বিরোধীয় ভূমির কিয়দংশ অন্য এলাকায় থাকিলে ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ৪ ধারা অথবা ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১১। ১২ ধারা মতে ঊর্দ্ধ আদালতের অনুমতি পাইবার জন্য আদালতকে আবেদন পত্র পাঠাইতে হইত কিন্তু এক্ষণে আদালত নিজে হইতে আর কিছুই করিবেন না। পক্ষগণ ইচ্ছা করিলে ২২। ২৩। ২৪ ধারা মতে ঊর্দ্ধ আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবে। অথবা ২০ ধারা মতে নিম্ন আদালতেও প্রার্থনা করিতে পারিবে।

ব্যক্তিদের নামে লিখিয়া, মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত করা গেল তাহা যে হাইকোর্টের এলাকার মধ্যে থাকে, সেই হাইকোর্টে প্রার্থনা করিবার কল্পনার নোটিস দিয়া, তদনুসারে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমা যদি জিলার আদালতের অধীন কোন আদালতে উপস্থিত করা গিয়া থাকে, তবে অন্য ব্যক্তিরা কোন আপত্তি করিয়া থাকিলে, ঐ আদালত যে জিলার আদালতের অধীন থাকে সেই আদালতের দ্বারা সেই আপত্তির সহিত ঐ প্রার্থনাপত্র অর্পণ করা যাইবে।

ও মোকদ্দমাসংক্রান্ত অন্য ব্যক্তিরা কোন আপত্তি করিয়া থাকিলে উক্ত হাইকোর্ট সেই আপত্তি বিবেচনা করিয়া, ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন নানা আদালতের মধ্যে কোন্ আদালতে মোকদ্দমা চলিবে তাহা নির্ণয় করিবেন

এক আদালত হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া অন্য আদালতে পাঠাইবার কথা।

২৫ ধারা। মোকদ্দমা হাইকোর্টের কিম্বা জিলার আদালতের অধীন প্রথম স্থলীয় কোন আদালতে কিম্বা আপীল আদালতেও উপস্থিত করা গেলে, ঐ হাইকোর্ট কিম্বা বিষয়-বিশেষে জিলার আদালত মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনাপত্র পাইলে উভয় পক্ষের ব্যক্তিদিগকে নোটিস দিয়া, তাঁহাদের কোন ব্যক্তির কোন কথা বলিবার ইচ্ছা থাকিলে তাহা শুনিলে পর, কিম্বা নোটিস না দিয়া আপনার প্রবৃত্তিমতে, ঐ মোকর্দ্দমা উঠাইয়া আনিয়া আপনি তাহার বিচার করিতে পারিবেন, কিম্বা মোকর্দ্দমার ভাব, ও বিবাদীয় যত টাকা কিম্বা বিবাদীয় বিষয়ের যে মূল্য হয় তদ্বিবেচনায় অন্য যে অধীন আদালত ঐ মোকর্দ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হন,

সেই আদালতে বিচার হইবার নিমিত্ত ঐ মোকর্দ্দমা পাঠাইতে পারিবেন।

এই ধারার কার্য্যপক্ষে, আডিশ্যনল ও আসিষ্টাণ্ট বিচারপতিদের আদালত জিলার আদালতের অধীন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

এই ধারামতে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত হইতে মোকর্দ্দমা উঠাইয়া লওয়া গেলে, যে আদালত তাহার বিচার করেন, ঐ মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে সেই আদালতও ক্ষুদ্র মোকর্দ্দমার আদালত বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

তৃতীয় অধ্যায়।

উভয় পক্ষ ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন ও প্রার্থনা করণ ও ক্রিয়া বিষয়ক বিধি।

যে ব্যক্তিদিগকে বাদীস্বরূপ সংযুক্ত করা যাইতে পারে তাঁহাদের কথা।

২৬ ধারা। যে উপকারের দাওয়া হয়, নালিশের একি হেতু ধরিয়া সেই উপকার প্রাপণার্থে যে সকল ব্যক্তির প্রতি এক যোগে কি পৃথকরূপে কি অনুকল্পে স্বত্ব বর্ত্তে বলিয়া কথিত হয়, তাঁহারা সকলেই বাদিস্বরূপ সংযুক্ত হইতে পারিবেন। ও তদ্রূপ বাদিদের মধ্যে যে এক কি কএক জনকে ঐ উপকার প্রাপণের স্বত্ববান বলিয়া দেখা যায় তিনি কি তাঁহার

যে উপকারের স্বত্ববান হন, সংশোধন না করিয়া তাঁহার কি তাঁহাদের পক্ষে সেই উপকার পাইবার ডিক্রী হইতে পারিবে, কিন্তু উপকার পাইবার স্বত্ববান নহেন বলিয়া যাঁহাকে দেখা যায়, তাঁহাকে বাদিস্বরূপ সংযোগ করা প্রযুক্ত প্রতিবাদির যে খরচা লাগে, আদালত মোকর্দ্দমার খরচা নিষ্পত্তি করণ সময়ে প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, প্রতিবাদী পরাজিত হইলেও সেই খরচা ফিরিয়া পাইবার স্বত্ত্ববান হইবেন ইতি।

যে ব্যক্তি নালিশ করেন তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তির নাম লেখাইতে কিম্বা তাহার সঙ্গে অন্য ব্যক্তিকে সংযোগ করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

২৭ ধারা। যিনি প্রকৃত বাদী নহেন তাঁহার নাম ধরিয়া মোকর্দ্দমা উপস্থিত করা গেলে, কিম্বা প্রকৃত বাদির নাম ধরিয়া উপস্থিত করা গেল কি না এই বিষয়ের সন্দেহ থাকিলে, সরলভাবে ভ্রান্তি হইয়া মোকর্দ্দমা তদ্রূপে উপস্থিত করা গেল, এবং বিবাদীয় প্রকৃত বিষয়টি নির্ণয় করিবার জন্যে বাদির কি বাদিদের পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তির কি ব্যক্তিদের নাম লেখা, কিম্বা বাদিস্বরূপ অন্য ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিদিগকে সংযোগ করা আবশ্যক, আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, যে নিয়ম ন্যায্য বোধ করেন তদনুসারে তাহা করিতে পারিবেন ইতি।

যাঁহাদিগকে প্রতিবাদিস্বরূপ সংযোগ করা যাইতে পারিবে তাঁহাদের কথা।

২৮ ধারা। একি বিষয় ধরিয়া এক যোগে কি স্বতন্ত্রে কি অনুকল্পে যে ব্যক্তিদের বিপক্ষে কোন উপকার পাইবার স্বত্ব বর্ত্তে বলিয়া কথিত হয়, তাঁহাদের সকলকেই প্রতিবাদী বলিয়া সংযোগ করা যাইতে পারিবে। এবং প্রতিবাদিদের

মধ্যে যে এক কি কএক জনকে দায়ি বলিয়া দেখা যায়, সংশোধন না করিয়া প্রত্যেকের দায়ানুসারে তাঁহার কি তাঁহাদের বিপক্ষে ডিক্রী হইতে পারিবে ইতি।

একি চুক্তিতে যে ব্যক্তিরা দায়ি হন তাহাদিগকে সংযোগ করণের কথা।

২৯ ধারা। বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি হুণ্ডীর কি খতের উভয় পক্ষসুদ্ধ যাঁহারা কোন একি চুক্তিক্রমে স্বতন্ত্র, কিম্বা একত্রে ও স্বতন্ত্র দায়ী হন, বাদী স্বেচ্ছামতে তাঁহাদের সকলকে কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিদিগকে একি মোকদ্দমার এক পক্ষ স্বরূপ সংযোগ করিতে পারিবেন* ইতি।

সম স্বার্থবিশিষ্ট সকল ব্যক্তির পক্ষে একি ব্যক্তির বাদ কি প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতার কথা।

৩০ ধারা। একি মোকদ্দমায় অনেক লোকের সমান স্বার্থ থাকিলে, তাঁহাদের এক কি কএক জন আদালতের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তদ্রূপ স্বার্থযুক্ত সকল ব্যক্তির সপক্ষে নালিশ করিতে পারিবেন ও তাঁহার কি তাঁহাদের নামে নালিশ হইতে পারিবে ও তিনি কি তাঁহারা ঐ মোকর্দ্দমায় প্রতিবাদ করিতে পারিবেন। কিন্তু তদ্রূপ স্থলে আদালত বাদির খরচে উক্ত সকল ব্যক্তির অর্থাৎ যে স্থলে যদ্রূপ আজ্ঞা করেন তদনুসারে প্রত্যেক জনের নামে নোটিস জারী

* চুক্তিপত্রে তিন প্রকার দায়িত্ব হয় ১—সকলে একত্রে দায়ী ২—প্রত্যেকেই স্বতন্ত্ররূপে দায়ী ৩—একত্রে এবং স্বতন্ত্ররূপে দায়ী। এই ধারাতে কেবল দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার চুক্তির কথা হইল সুতরাং প্রথম প্রকারের চুক্তিতে অর্থাৎ সকলে যে স্থলে একত্রে দায়ী আছে সেস্থলে কোন এক জনের নামে নালিশ চলে কিনা তাহা বলা হয় নাই। চুক্তি আইনের ৪৩ ধারার অর্থ অতঃপর সহজ হইল।

করিয়া, কিম্বা অনেক লোক থাকাপ্রযুক্ত কি অন্য কারণে তাহা করিতে না পারিলে, ইশতিহার প্রকাশ করিয়া, ঐ মোকর্দ্দমা উপস্থিত হওয়ার নোটিস দিবেন ইতি।*

অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের সংযোগ হেতুক মোকদ্দমা রহিত না হইবার কথা।

৩১ ধারা। কোন পক্ষের মধ্যে অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের সংযোগ হেতুক মোকদ্দমা ব্যর্থ হইবে না। আদালত প্রত্যেক মোকর্দ্দমায় আপনার সম্মুখে প্রকৃত প্রস্তাবে উপস্থিত ব্যক্তি-দের স্বত্ব ও স্বার্থ লক্ষ্য করিয়া বিবাদীয় বিষয় সম্পর্কীয় কার্য্য করিতে পারিবেন।

বাদিরা নালিশের ভিন্ন ভিন্ন হেতু ধরিয়া যে একত্র হইতে পারেন, এই ধারার কোন কথাক্রমে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না. ইতি।

কোন পক্ষের কোন ব্যক্তিদিগকে আদালতের ছাড়িয়া দিতে কি সংযোগ করিতে পারিবার কথা।

৩২ ধারা। (৮।৭৩) কোন পক্ষের প্রার্থনা হইলে, আদা-লত প্রথম শ্রবণের সময়ে বা তৎপূর্ব্বে, ও যে নিয়ম ন্যায্য বোধ করেন এমত নিয়ম করিয়া, বাদী কি প্রতিবাদী বলিয়া অনুপযুক্তমতে সংযোগ কর ব্যক্তির নাম উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন,

---

* এই বিধানটী সম্পূর্ণ নূতন। যথা জমিদার কোন গ্রামে প্রচলিত নল অপেক্ষা কম নল দ্বারা জরিপ করিলে ঐ গ্রামস্থ কোন এক জন প্রজা সেই নল অপ্রচলিত বলিলা আপত্তি কারী হইলে আদালতের অনুমতিক্রমে সেই ব্যক্তি গ্রামস্থ সকলের পক্ষে ঐ নলের মোকদ্দমা চালাইতে পারিবে এবং সেই মোকদ্দমায় যে নল প্রচলিত বলিয়া সাব্যস্থ হইবে, ভবিষ্যতে গ্রামস্থ কোন ব্যক্তি সেই নল অপ্রচলিত বলিয়া আর আপত্তি করিতে পারিবে না।

ও আদালত কোন সময়ে, উক্ত প্রকারের প্রার্থনা পাইলে কি না পাইলেও, যে নিয়ম ন্যায্য বোধ করেন এমত নিয়ম করিয়া, কোন বাদিকে প্রতিবাদী কিম্বা কোন প্রতিবাদিকে বাদী করিবার ও বাদী কি প্রতিবাদী বলিয়া যে ব্যক্তির নাম সংযোগ করা উচিত, কিম্বা মোকর্দ্দমার মধ্যে যে সকল বিষয় লিপ্ত থাকে ফলোপযোগী ও সম্পূর্ণরূপে তাহার বিচার ও নির্ণয় করণার্থে যে ব্যক্তির আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক তাঁহার নাম সংযোগ করিবার, আজ্ঞা করিতে পারিবেন।*

কোন ব্যক্তি সম্মত না হইলে বাদী কি আসন্নবন্ধু বলিয়া তাহার নাম সংযোগ করিতে না হইবার কথা।

কোন ব্যক্তি আপনি সম্মত না হইলে, বাদী কিম্বা বাদির

---

* বিবাদীর মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারীকে পক্ষভুক্ত করা হইলে নালিশ রুজুর তারিখেই মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছে মনে করিতে হইবে।

৮ আইনের ৭৩ধারায় বিধান ছিল যে যেস্থলে মোকদ্দমার ফলাফলে কোন ব্যক্তির ক্ষতি বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা সেই স্থলে তাহাকে পক্ষভুক্ত করা যাইবে। ঐ বিধান সম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ নজির অনেক হইয়া ছিল সেই সকল নজির এক্ষণে অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল, কিন্তু নিম্ন লিখিত নজিরটী স্মরণ রাখা উচিত। বাদী এক স্বত্বে দাবি করে এবং বিবাদী সেই স্বত্ব অস্বীকার করিয়া নিজের স্বত্ব উল্লেখ করে এমন স্থলে তৃতীয় ব্যক্তি তৃতীয় স্বত্ব উল্লেখ করিয়া উপস্থিত হইলে আদালত তাহাকে পক্ষভুক্ত করিবেন না। জয় গোবিন্দ দাস বং গৌরী প্রসাদ সাহা ৭ উঃ রিঃ ২০২। মোকদ্দমা রুজু হওয়ার পর বাদীর স্বত্ব বিক্রয় হইলে ঐ খরিদারকে পক্ষভুক্ত করা এবং মূল বাদীর নাম খারিজ করা অবৈধ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল ৯ উঃ রিঃ ৩০৯ এবং ৭ উঃ রিঃ ২২৫ দেখ কিন্তু এই আইনের ৩৭২ ধারামতে এক্ষণে খরিদারকে পক্ষভুক্ত করা এবং বাদী কি বিবাদীর নাম খারিজ করা যাইতে পারিবে।

আসন্ন বন্ধু বলিয়া তাঁহার নাম সংযোগ করিয়া দেওয়া যাইবে না।

৩০ ধারামতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা কি যাহার প্রতিবাদ করা যায় তাহার পক্ষের কথা।

০ ধারামতে কোন ব্যক্তির সপক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করা কি মোকর্দ্দমার প্রতিবাদ করা গেলে, তিনি আপনাকেই ঐ মোকর্দ্দমার একপক্ষ করণার্থে আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

যে প্রতিবাদির নাম সংযোগ করা যায় তাহার নামে সমন দিতে হইবার কথা।

প্রতিবাদী বলিয়া যাঁহাদের নাম উক্ত প্রকারে সংযোগ করা যায়, তাঁহাদের নামে নিম্নলিখিত প্রকারে সমন দিতে হইবে, ও ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক আইনের ২২ ধারা প্রবল মানিয়া সেই সমন যে সময়ে দেওয়া যায় কেবল সেই সময়াবধি তাঁহাদের বিপক্ষ মোকদ্দমাঘটিত কার্য্য আরম্ভ হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

মোকদ্দমা চালাওনেরর কথা।

আদালত যে বাদিকে উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহার প্রতি মোকদ্দমা চালাওনের কার্য্য অর্পণ করিতে পারিবেন।

প্রতিবাদির সংযোগ হইলে বাদির আবেদন পত্র সংশোধন করিতে হইবার কথা।

৩৩ ধারা। কোন প্রতিবাদিকে সংযোগ করা গেলে, যদি আবেদনপত্র তৎপূর্ব্বে উপস্থিত করা গিয়া থাকে, তবে আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, ঐ আবেদনপত্র আবশ্যকমতে সংশোধন করা যাইবে, ও নূতন প্রতিবাদিকে

ও প্রথম প্রতিবাদিদিগকে সমনের সংশোধিত নকল দিতে হইবে ইতি।*

সংযোগ না করণ কিম্বা অনুপযুক্তমতে সংযোগকরণ বিষয়ের আপত্তি করণের সময়ের কথা।

৩৪ ধারা। সহবাদি কি সহপ্রতিবাদিস্বরূপ যাঁহাদিগকে সংযোগ করা উচিত তাঁহাদিগকে সংযোগ করা যায় নাই, কিম্বা মোকদ্দমায় যাঁহাদের স্বার্থ নাই কিম্বা যাঁহাদিগকে সংযোগ করা উচিত নয় তাঁহাদিগকে সংযোগ করা গেল বলিয়া কোন আপত্তি থাকিলে, মোকদ্দমার প্রথম যোগে সাধ্যমতে ত্বরায় ও সর্ব্বদাই প্রথম শ্রবণের পূর্ব্বে তাহা জানাইতে হইবে। তৎকালে কোন আপত্তি করা না গেলে, প্রতিবাদী সেই আপত্তি উপেক্ষা করিলেন এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

অনেক বাদী কি প্রতিবাদী থাকিলে এক কি কএক জনের অন্যকে কি অন্যদিগকে আপনার পক্ষে উপস্থিত হইয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়ার কথা।

৩৫ ধারা। (৮। ১১৫) দুই কি তদধিক জন বাদী থাকিলে তাঁহাদের কোন এক ব্যক্তি এই আইনমতে আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যে অন্য এক কি কএক ব্যক্তিকে আপনার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার ও কার্য্য করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন। দুই কি তদধিক জন প্রতিবাদী থাকিলে, তাঁহাদের কোন এক ব্যক্তি তদ্রূপেও অন্য এক কি কএক জনকে আপ-

* সাবেক বিবাদীদিগের উপরেও আবার নূতন করিয়া সংশোধিত সমন দিতে হইবে।

মার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া উক্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্যে উত্তর দিবার কি কার্য্য করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

সেই ক্ষমতা লিখিয়া ও স্বাক্ষর করা গেলে গাঁথিয়া রাখিবার কথা।

ঐ ক্ষমতা লিখিয়া দেওয়া যাইবে, ও যে ব্যক্তি দেন তিনিই তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও সেই ক্ষমতাপত্র আদালতে গাঁথিয়া রাখা যাইবে ইতি।

স্বীকৃত মোক্তার ও উকীল বিষয়ক কথা।

নিজে কিম্বা স্বীকৃত মোক্তারের কি উকিলের দ্বারা উপস্থিত প্রভৃতি হইতে পারিবার কথা।

৩৬ ধারা। (৮। ১৬) যৎকালে যে আইন প্রবল থাকে তৎক্রমে প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, কোন আদালতে আইন অনুসারে মোকদ্দমার কি আপীলের কোন পক্ষের উপস্থিত হওয়ার কি প্রার্থনাপত্র দেওনের কি কার্য্য করণের আদেশ বা ক্ষমতা থাকিলে, ঐ পক্ষ আপনি কিম্বা আপনার স্বীকৃত মোক্তারের দ্বারা কিম্বা আপনার পক্ষে কর্ম্ম করণার্থে নিয়মমতে নিযুক্ত উকীলদ্বারা উপস্থিত হইতে কি ঐ প্রার্থনাপত্র দিতে কি কার্য্য করিতে পারিবেন।

কিন্তু আদালত আজ্ঞা করিলে সেই ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত হইতে হইবে ইতি।

স্বীকৃত মোক্তারদের কথা।

৩৭ ধারা। (৮। ১৭) কোন পক্ষীয় ব্যক্তিরা নিম্নলিখিত এই এই স্বীকৃত মোক্তারদের দ্বারা উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিতে ও কার্য্য করিতে পারিবেন।

আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থান বাসিদের মোক্তারনামা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা।

(ক) কোন পক্ষীয় ব্যক্তিদের যে আদালতের এলাকার

সীমার মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিতে কি কার্য্য করিতে হইবে তাঁহারা সেই সীমার মধ্যে বাস না করিলে তাঁহাদের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিবার ও কার্য্য করিবার ক্ষমতাসূচক আম মোক্তারনামা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা।

সর্টিফিকট প্রাপ্ত মোক্তার।

(খ) যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে কোন মোক্তার নিয়মমতে সার্টিফিকট প্রাপ্ত হইলে, ও মোক্তারেরা আইনমতে যে যে কার্য্য করিতে পারেন মওক্কেলদের পক্ষে সেই সেই কার্য্য করিবার ক্ষমতাসূচক খাস মোক্তারনামা পাইলে তাঁহারা।*

আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানবাসিদের নিমিত্ত যাঁহারা ব্যবসায়াদি চালান তাঁহারা।

(গ) কোন পক্ষীয় ব্যক্তিদের যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিতে কি কার্য্য করিতে হইবে সেই সীমার মধ্যে বাস না করাতে তাঁহাদের নিমিত্ত অন্য কোন মোক্তার উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিতে ও কার্য্য করিতে স্পষ্ট ক্ষমতা না পাইলে, যে ব্যক্তিরা তাঁহাদের নিমিত্ত ও তাঁহাদের নামে বাণিজ্য কি ব্যবসায়াদি করেন তাঁহারা, কেবল সেই বাণিজ্য কি ব্যবসায় সম্পর্কীয় বিষয়ে, ঐ পক্ষের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিতে কিম্বা কার্য্য করিতে পারিবেন।

---

* এই ধারার দ্বিতীয় প্রকরণ নূতন। পরীক্ষোত্তীর্ণ মোক্তারগণ মোক্তার নামা পাইলে স্বীকৃত মোক্তার মধ্যে গণ্য হইলেন। ৮ আইনে ইহার স্পষ্ট বিধান ছিল না।

পঞ্জাব ও অযোধ্যা ও মধ্য প্রদেশের স্বীকৃত মোক্তারদের কথা।

এইক্ষণে যে যে প্রদেশের কর্ত্তৃত্ব কার্য্য পঞ্জাবের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবরর্ণর সাহেবের এবং অযোধ্যা ও মধ্য প্রদেশের শ্রীযুক্ত প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে এই ধারার উপরিভাগের কোন কথা সেই সেই প্রদেশে খাটে না। সেই সেই প্রদেশে মোকদ্দমার কোন পক্ষের নিমিত্ত উপস্থিত হওনের ও প্রার্থনা করণের ও অন্য কার্য্য করণের নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া যে ব্যক্তিদিগকে নিরূপণ করেন, তাঁহারাই ঐ ঐ কার্য্যপক্ষে ঐ ঐ পক্ষের স্বীকৃত মোক্তার হইবেন ইতি।

স্বীকৃত মোক্তারের নামে পরওয়ানা জারী করিবার কথা।

৩৮ ধারা। (৮। ১৭) মোকদ্দমার কি আপীলের কোন পক্ষের স্বীকৃত মোক্তারের নামে পরওয়ানা দেওয়া গেলে, আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে নিজ সেই পক্ষকে দেওনের ন্যায় ফলবৎ হইবে।

এই আইনের মোকদ্দমার কোন পক্ষের নামে পরওয়ানা জারীকরণ বিষয়ে যে২ বিধান আছে, তাঁহার স্বীকৃত মোক্তারের নামে পরওয়ানা জারী করণের প্রতি সেই২ বিধান খাটে ইতি।

উকীল নিযুক্ত করিবার কথা।

৩৯ ধারা। (৮। ১৮) পূর্ব্বোক্তমতে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপত্র দিবার কি কার্য্য করিবার নিমিত্ত উকীল নিযুক্ত

হইলে, সেই নিয়োগপত্র লিখিয়া দেওয়া ও আদালতে গাঁথিয়া রাখা যাইবে।*

তদ্রূপে গাঁথিয়া রাখা গেলে পর, যত দিন আদালতের অনুমতিক্রমে সেই মওক্কেলের স্বাক্ষরিত পত্রদ্বারা রহিত না করা যায়,† ও সেই পত্রও আদালতে না গাঁথা যায়, কিম্বা যত দিন মওক্কেল কি উকীল না মরেন, কিম্বা মওক্কেলের পক্ষে মোকাদ্দমাঘটিত সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত না হয়, তত দিন ঐ নিয়োগপত্র প্রবল আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত কোন হাইকোর্ট আড্‌বোকেটের ঐ কার্য্য করিবার ক্ষমতাসূচক কোন দলীল উপস্থিত করিবার প্রয়োজন নাই ইতি।

উকীলের নামে পরওয়ানা জারী করিবার কথা।

৪০ ধারা। (৮।১৮) মোকদ্দমা কি আপীল সম্পর্কীয় পরওয়ানা কোন পক্ষের স্বয়ং উপস্থিত হইবার নিমিত্ত হউক বা নাই হউক, সেই পক্ষের উকীলকে দেওয়া গেলে কিম্বা তাঁহার কার্য্যালয়ে কি নিয়ত বাসস্থানে রাখিয়া আসা গেলে, উকিল যে পক্ষের প্রতিনিধি হন ঐ পরওয়ানা নিয়মমতে যে

---

* পাণ্ডুলিপিতে লেখা ছিল যে ওকালত নামায় মক্কেলের নিজের দস্তখত চাহি কিন্তু এক্ষণে আইনে নিজের কেন কাহারও দস্তখতের কথা নাই। পূর্ব্বে নজির ছিল যে যতক্ষণ ওকালতনামা মক্কেলে রহিত না করে ততক্ষণ সেই মোকদ্দমা চূড়ান্ত হওয়া পর্য্যন্ত যত কার্য্য আছে সমুদয়ই উকিল চালাইতে পারিবেন। মাখন লাল বনাম শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ৮ উঃ রিঃ ৯২।

† মন্তব্য যে যদিও ওকালতনামাতে মক্কেলের দস্তখত হওয়ার আবশ্যক নাই কিন্তু ওকালতনামা রহিত করিবার পত্রে মক্কেলের নিজের দস্তখত থাকা আবশ্যক।

তাঁহাকেই দেওয়া গেল ও জ্ঞাত করা গেল এমত অনুমান হইবে, ও আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, মোকদ্দমা কি আপীলসংক্রান্ত সকল কার্য্যপক্ষে ঐ পরওয়ানা নিজ সেই পক্ষকে দেওয়া যাওনের কি তাঁহার উপর জারী হওনের ফলবৎ হইবে ইতি।

মোক্তারের পরওয়ানা গ্রাহ্য করিবার কথা।

৪১ ধারা। ৩৭ ধারায় যে স্বীকৃত মোক্তারের কথা আছে তদ্ভিন্ন আদালতের এলাকার অন্তর্গত স্থানবাসী কোন ব্যক্তিকে পরওয়ানা গ্রাহ্য করিবার মোক্তারস্বরূপ নিযুক্ত করা যাইতে পারিবে।

তাঁহার নিয়োগ পত্র লিখিত হইয়া আদালতে অর্পণ করিবার কথা।

সেই নিয়োগপত্র বিশেষ কি সাধারণ হইতে পারিবে, ও লিখিত হইয়া মুখ্য ব্যক্তির দ্বারা স্বাক্ষর করা যাইবে, ও সেই আসল নিয়োগপত্র, কিম্বা নিয়োগপত্র সাধারণ হইলে তাহার নকল, আদালতে গাঁথিয়া রাখা যাইবে ইতি।

চতুর্থ অধ্যায়।

মোকদ্দমার আকার বিষয়ক বিধি।

মোকদ্দমা যে আকারে করিতে হইবে তাহার কথা।

৪২ ধারা। যত দূর হইতে পারে প্রত্যেক মোকদ্দমার এমত আকার থাকিবে যেন তাহাতে বিবাদীয় সমুদয় বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবার মূল থাকে, ও তদ্বিষয়ের আর বিবাদ হইতে না পারে ইতি।

মোকদ্দমার মধ্যে সম্পূর্ণ দাওয়া ধরিবার কথা।

৪৩ ধারা। নালিশের হেতু হইতে যে দাওয়া উত্থাপন হয়, প্রত্যেক মোকদ্দমার মধ্যে মধ্যে সেই সম্পূর্ণ দাওয়া ধরিতে হইবে। কিন্তু বাদী কোন বিশেষ আদালতের এলাকার মধ্যে মোকদ্দমা আনাইবার জন্যে আপনার দাওয়ার কোন অংশ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

দাওয়ার একাংশ ত্যাগের কথা।

বাদি আপনার দাওয়ার কোন অংশ পাইবার প্রার্থনা করিতে ত্রুটি করিলে কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করিলে, পশ্চাৎ সেই ছাড়া কি ত্যক্ত অংশের নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না।*

---

* স্বামী তঞ্চকতাক্রমে স্ত্রীর কোম্পানির কাগজ নিজস্বরূপে ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া মসম্মত সমসন্নিছা বেগম তাঁহার স্বামীর নামে নালিশ করে, তাহাতে এক খানি কোম্পানির কাগজ বাবত নালিশ করিতে ভুল হয় পরে মহামান্য হাইকোর্ট বলেন যে এরূপ স্থলে ৭ ধারা খাটে না অর্থাৎ ঐ কাগজ সম্বন্ধে পৃথক নালিশ চলে কিন্তু আইনের ভাষা সুস্পষ্ট আছে বলিয়া প্রিবি কাউন্সেল ঐ নিষ্পত্তি রহিত করেন ৮ উঃ রিঃ প্রিঃ কাঃ ১২।

অনেক প্রতিকারের মধ্যে একটি প্রার্থনা করিতে ত্রুটি হইলে তদ্বিষয়ক কথা।

কোন ব্যক্তি একি দাওয়ার উপলক্ষে দুই কি তদধিক প্রকারের প্রতিকার পাইবার স্বত্ত্ববান হইলে, সেই সকল কিম্বা তন্মধ্য কোন২ প্রতিকার প্রার্থনা করিতে পারিবেন। কিন্তু প্রথমবার শ্রবণ হওয়ার পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি না লইয়া যদি পূর্ব্বোক্ত প্রতিকারের মধ্য কোন প্রতিকার প্রার্থনা করিতে ত্রুটি করেন, তবে পশ্চাৎ সেই ত্যক্ত প্রতিকার প্রার্থনা করিবেন না ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামকে বৎসর ১২০০ টাকায় ঘর ভাড়া দেন। ১৮৭৪ ও ৭৫ পূরা দুই সালের ভাড়া বাকী পড়িলেও দেওয়া যায় নাই। আনন্দ কেবল ১৮৭৫ সালের ভাড়ার নিমিত্ত বলরামের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তাহা হইলে তিনি পশ্চাৎ বলরামের নামে ১৮৭৪ সালের ভাড়ার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না।*

ভূমি পাইবার মোকদ্দমার সহিত কোন২ দাওয়ামাত্র সংযোগ করিবার কথা।

৪৪ ধারা। ক বিধি।—আদালতের অনুমতি না হইলে, স্থাবর সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার কিম্বা স্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্বনির্ণায়ক আজ্ঞা পাইবার মোকদ্দমার সহিত নিম্ন লিখিত দাওয়াভিন্ন নালিশের কোন হেতু সংযোগ করা যাইবে না।

(ক) ঐ দাওয়া করা সম্পত্তি সংক্রান্ত ওয়াসিলাতের কিম্বা বাকী খাজনার উপলক্ষে দাওয়া, ও

---

* এই ধারার উদাহরণ অতি গুরুতর। বাকি খাজনার মোকদ্দমায়ও এই নিয়মখাটিবে।

(খ) সেই সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ যে চুক্তি ভঙ্গ হেতুক হানিপূরণের দাওয়া, ও

(গ) বন্ধকক্রমে বন্ধক গ্রহীতার প্রতিকারের মধ্যে কোন প্রতিকার প্রবল করণের দাওয়া।

উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্য সম্পাদকের কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারির কি উত্তরাধিকারির কি তদ্বিপক্ষ দাওয়ার কথা।

খ বিধি।—উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদক কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারী কিম্বা উত্তরাধিকারিস্বরূপ কোন ব্যক্তি যে দাওয়া করেন, কিম্বা তাঁহার বিপক্ষে যে দাওয়া উপস্থিত করা যায়, তৎসহিত তাঁহার নিজের দাওয়ার কিম্বা নিজে তাঁহার বিপক্ষ দাওয়ার সংযোগ করা যাইবে না, কিন্তু যে সম্পত্তির উপলক্ষে বাদী কি প্রতিবাদী উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদক কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারি কি উত্তরাধিকারি-স্বরূপ মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন কিম্বা তাঁহার নামে মোক-র্দ্দমা উপস্থিত করা যায় সেই সম্পত্তি সম্পর্কে তাঁহার নিজ দাওয়া কিম্বা নিজ তাঁহার বিপক্ষ দাওয়া উত্থিত হইল বলিয়া কথিত হইলে, সংযোগ হইতে পারিবে ইতি।

নালিশের নানা হেতু বাদির সংযোগ করিতে পারিবার কথা।

৪৫ ধারা। (৮। ৮,৯) ৪৪ ধারার বিধি প্রবল মানিয়া বাদী একি মোকদ্দমায় নালিশের নানা হেতু সংযোগ করিতে পারিবেন ও একি প্রতিবাদির কি প্রতিবাদিদের বিপক্ষে কোন বাদিদের নালিশের নানা হেতু থাকিলে, তাঁহারা একি মোকদ্দমায় নালিশের সেই সেই হেতু সংযোগ করিতে পারিবেন।

আদালতের পৃথক করিতে আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

কিন্তু নালিশের তদ্রূপ কোন কোন হেতুর একত্র বিচার কি নিষ্পত্তি সুবিধামতে হইতে পারে না, আদালত ইহা দেখিতে পাইলে, প্রথম শ্রবণের পূর্ব্ব কোন সময়ে, আপনার প্রবৃত্তি কিম্বা প্রতিবাদির প্রার্থনামতে, নালিশের তদ্রূপ কোন হেতুর স্বতন্ত্র বিচার করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহার স্বতন্ত্র নিষ্পত্তি করিবার জন্যে যে আজ্ঞা আবশ্যক কি বিহিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

নালিশের নানা হেতু সংযুক্ত হইলে, এই ধারার দ্বিতীয় প্রকরণমতে আজ্ঞা করা গেলে বা নাও গেলে, মোকদ্দমা উপস্থিত করণের তারিখে বিবাদীয় বিষয় সমগ্র যত টাকা কি যত মুল্যের হয় তদনুসারে সেই মোকর্দ্দমার বিষয়ে আদালতের এলাকা নির্ণয় হইবে, ইতি।*

মোকদ্দমার সীমা সঙ্কোচার্থে প্রতিবাদির প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা।

৪৬ ধারা। বাদী একি মোকদ্দমায় নালিশের যে নানা হেতু সংযোগ করেন একি মোকদ্দমায় সুবিধামতে তাহার নিষ্পত্তি হইতে পারিবে না, কোন প্রতিবাদী ইহা কহিয়া একি মোকদ্দমায় নালিশের যে২ হেতুর সুবিধামতে নিষ্পত্তি হইতে

---

* এই ধারার ভাষা যেরূপ তাহাতে নিম্ন লিখিতমত মোকদ্দমা রুজু হইতে পারিবে বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়। যথা—আনন্দ ও বলরামের এক যৌত কারবার আছে এবং কালাচাঁদ তাহাদের দোকান হইতে জিনিষ লইয়া মূল্য দেয় নাই। কালাচাঁদ আবার বলরামকে মারপিট করিয়াছে। এস্থলে কারবারের দেনার দরুণ এবং বলরামকে মারপিট করার দরুণ এক আরজি দাখিল হইতে পারিবে। কিন্তু ২৬ ধারার প্রথম ভাগ এবং ৩১ ধারা দেখিলে জানা যাইবে যে আইনকর্ত্তাদের সেরূপ অর্থ নয়।

পারে কেবল সেই সেই হেতুর মোকদ্দমা হওনার্থে, প্রথম শ্রবণের পূর্ব্বে, কিম্বা ইস্থ নিরূপণ হইয়া থাকিলে কোন সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে কোন সময়ে, আদলতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন ইতি।

প্রার্থনাপত্র শুনিয়া আদালতের কোন ২ হেতু ত্যাগ করিয়া সংশোধন করিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৭ ধারা। নালিশের সেই সেই হেতুর ভাব বিবেচনায় একি মোকদ্দমায় সুবিধামতে সকল হেতুর নিষ্পত্তি হইতে পারে না, আদালত উক্ত প্রার্থনাপত্র শুনিয়া ইহা জানিতে পাইলে, নালিশের উক্ত কোন হেতু ত্যাগ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও তদনুসারে আবেদনপত্র সংশোধন করিবার আদেশ করিয়া, খরচার বিষয়ে যে আজ্ঞা ন্যায্য বোধ করেন করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে যে সংশোধন করা যায় তাহাতে বিচারপতি সাক্ষিস্বরূপে স্বাক্ষর করিবেন ইতি।

পঞ্চম অধ্যায়।

মোকদ্দমা উপস্থিত করণ বিষয়ক বিধি।

আবেদনপত্রদ্বারা মোকদ্দমা আরম্ভ হওয়ার কথা।

৪৮ ধারা। (৮।২৫) আদালতে, কিম্বা এতৎ কার্য্যপক্ষে আদালত যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে, আবেদনপত্র দিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে ইতি।*

* এই বিধানটী নূতন বটে কিন্তু কার্য্যতঃ কোন হাকিম আজি পর্য্যন্ত নিজে আরজি দেখিয়া লইতেন না সেরস্তাদারের কাছেই দাখিল হইত।

আবেদনপত্র যে ভাষায় লিখিতে হইবে তাহার কথা।

৪৯ ধারা। (৮। ২৬) আবেদনপত্র আদালতের চলিত ভাষায় স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। কিন্তু ইংরেজী ভাষা আদালতের চলিত ভাষা না হইলে আদালতের অনুমতি লইয়া আবেদনপত্র ইংরেজী ভাষায় লেখা যাইতে পারিবে, কিন্তু তদ্রূপ স্থলে প্রতিবাদির আদেশ থাকিলে, আবেদনপত্র আদালতের চলিত ভাষায় অনুবাদিত হইয়া আদালতে অর্পণ করা যাইবে ইতি।*

আবেদনপত্রে যেং বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা।

৫০ ধারা। (৮। ২৬) আবেদনপত্রে এইং বৃত্তান্ত লেখা থাকিবে—

(ক) মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত করা যায় সেই আদালতের নাম।

(খ) বাদির নাম ও বর্ণনা ও বাসস্থান।

(গ) প্রতিবাদির নাম ও বর্ণনা ও বাসস্থান যত দূর জানা যাইতে পারে তাহা।

(ঘ) যেং ভাব গতিক লইয়া নালিশের হেতু হয় তাহার স্পষ্ট ও সংক্ষেপ বর্ণনা ও যে সময়ে যে স্থানে হেতু ঘটিয়াছিল তাহা।

(ঙ) বাদী যে উপকারের দাওয়া করেন তাহার প্রার্থনা।

(চ) বাদী আপন দাওয়া হইতে প্রতিবাদির কোন দাওয়া

*এখন অবধি আদালতের অনুমতি লইয়া ইংরাজি ভাষাতে আরজি দাখিল হইতে পারিবে। আর হাতে না লিখিয়া আরজি ছাপাইয়া দাখিল হইতে পারে।

বাদ দিবার অনুমতি দিলে, কিম্বা আপন দাওয়ার একাংশ ত্যাগ করিলে, যত টাকা বাদ দিলেন কি ত্যাগ করিলেন তাহা।*

টাকার নিমিত্ত মোকদ্দমার কথা।

বাদী টাকা পাইবার প্রার্থনা করিলে ঠীক কত টাকা পাইবেন, বিষয় বিবেচনায় ইহা যত দূর জানাইতে পারা যায়, আবেদনপত্রে তত দূর জানাইতে হইবে।

ওয়াসিলাৎ পাইবার মোকদ্দমা, এবং বাদির ও প্রতিবাদির মধ্যে হিসাব নিষ্পত্তি না হইয়া থাকিলে সেই হিসাব লইয়া বাদির যত টাকা পাওনা দেখা যায় তাহা পাইবার মোকদ্দমায়, যত টাকার প্রার্থনা হয় আবেদনপত্রে তাহা ন্যূনাধিকরূপে জানাইলেই চলিতে পারিবে।

বাদী স্থলাভিষিক্তস্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তদ্বিষয়ের কথা।

বাদী অন্যের স্থলাভিষিক্তস্বরূপ নালিশ করিলে বিবাদীয়

সাবেক আইনের সঙ্গে বিশেষ এই যে ১—যে আদালতে আরজি দাখিল হইবে তাহার নাম লিখিতে হইবে। ২—বিবাদীর কোন দাবি কাটাইয়া দিয়া নালিশ করিলে সেই দাবির পরিমাণ এবং দাবির কিয়দংশ পরিত্যাগ করিলে তাহার পরিমাণ বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে। ৩—ওয়াশিলাত প্রভৃতির মোকদ্দমা দাবির পরিমাণ আনুমানিক রূপে ন্যূনাধিক এত টাকা বলিয়া লিখিতে হইবে। ৪—স্থলাভিষিক্ত স্বরূপ নালিশ করিলে স্থলাভিষিক্ত হইবার যে যে উপায় আছে তাহা অবলম্বন করা হইয়াছে দেখাইতে হইবে। ৫ প্রতিবাদীর স্বার্থ ও দায় দেখাইতে হইবে। বাদী বেনামদার হইলে প্রকৃত খরিদ দারের নাম সহ নালিশ করিতে হইবে। কালী প্রসন্ন বসু বনাম দীননাথ মল্লিক ১১ বাঃ লাঃ রিঃ ৫৭।

বিষয়ে তাঁহার যথার্থই স্বার্থ আছে আবেদনপত্রে এইমাত্র প্রকাশ করিতে হইবে না, কিন্তু তদ্বিষয়ের মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার পূর্ব্বে তাঁহার যে যে কর্ম্ম করা আবশ্যক, তাহা করিয়াছেন ইহাও দেখাইতে হইবে।

উদাহরণ।

(ক) বলরামের উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদক বলিয়া আনন্দ মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। আনন্দ বলরামের উইলের প্রমাণ যে করিয়াছেন আবেদনপত্রে ইহাও লিখিতে হইবে।

(খ) চন্দ্রের দ্রব্য নিরূপণাধিকারীস্বরূপ আনন্দ মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। আনন্দ চন্দ্রের দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব পত্র যে লইয়াছেন, আবেদনপত্রে এই কথাও লিখিতে হইবে।

(গ) দিলওয়ার নামক মুসলমান নাবালগের অছি বলিয়া আনন্দ মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। কিন্তু আনন্দ মুসলমানদের শরা ও আচারমতে তাহার অছি নহেন, অতএব তিনি বিশেষমতে দিলওয়ারের অছিস্বরূপ যে নিযুক্ত হইয়াছেন আবেদন পত্রে এই কথা লিখিতে হইবে।

প্রতিবাদীর স্বার্থ ও দায় দেখাইতে হইবার কথা।

বিবাদীয় বিষয়ে প্রতিবাদির স্বার্থ আছে কিম্বা তিনি স্বার্থের দাওয়া রাখেন, ও বাদির দাওয়ার উত্তর দিবার জন্যে তাঁহার প্রতি আদেশ হইতে পারে, আবেদনপত্রে দেখাইতে হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ আপন উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদকস্বরূপ

বলরামকে নিযুক্ত করিয়া, ও চন্দ্রকে আপনার উইলঅনুসারে ধনের অধিকারী করিয়া, ও দিননাথকে খাতক জানাইয়া মরিলেন। চন্দ্র উইলক্রমে প্রাপ্য ধন পাইবার নিমিত্তে দিননাথের ঋণ শোধ করাইবার জন্যে তাঁহার নামে নালিশ করেন। বলরাম যে দিননাথের নামে নালিশ করিলেন না ইহার কারণ নাই, কিম্বা প্রতারণা করিয়া চন্দ্রের প্রাপ্য হরণের জন্যে বলরাম ও দিননাথ যোগ করিয়াছেন, আবেদনপত্রে এই কথা, কিম্বা অন্য যে ভাবগতিকপ্রযুক্ত চন্দ্রের নিকট দিননাথ দায়ী হইলেন তাহা দেখাইতে হইবে।

মিয়াদের আইনহইতে মুক্ত হওয়ার হেতু দেখাইবারকথা।

কোন আইনদ্বারা সামান্যতঃ মোকর্দ্দমা আরম্ভ করিবার যে মিয়াদ দেওয়া যায়, যদি নালিশের কারণ উত্থিত হওয়ার পর সেই মিয়াদ গত হইয়া থাকে, তবে যে কারণে ঐ আইনের বিধানহইতে মুক্তি পাইবার দাওয়া থাকে আবেদনপত্রে তাহা দেখাইতে হইবে ইতি।

আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবার ও সত্যাকরণের কথা লিখিবার কথা।

৫১ ধারা। (৮। ২৭, ২৮) বাদী, ও তাঁহার উকীল থাকিলে তিনিও আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবেন, ও নিম্নভাগে বাদী, কিম্বা মোকর্দ্দমার বৃত্তান্ত অন্য যে ব্যক্তির সুবিদিত থাকার প্রমাণ আদালতের হৃদ্বোধমতে করা যায় তিনি, আদালতের অনুমতিক্রমে ঐ সত্যাকরণের কথা লিখিবেন ইতি।*

---

*পূর্ব্ব আইনমতে বাদী অনুপস্থিত কি অন্য উপযুক্ত কারণে সত্যপাঠ দস্তখত করিতে না পারিলে অপর ব্যক্তি দস্তখত করিতে পারিত কিন্তু এইক্ষণে কোন কারণ দর্শাইবার কথা থাকিল না। তবে আদালতের অনুমতি না

সত্যাকরণের কথার মর্ম্মের কথা।

৫২ ধারা। সত্যাকরণের কথার মর্ম্ম এই, যে ব্যক্তি তাহা ব্যক্ত করেন তিনি আপন জ্ঞানানুসারে তাহা সত্য বলিয়া জানেন, ও অন্যের নিকট সন্ধান পাইয়া যাহা বিশ্বাসপূর্ব্বক জ্ঞাত করেন তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন

সত্যাকরণের কথায় স্বাক্ষর করণের ও সাক্ষির স্বাক্ষর করণের কথা।

যে ব্যক্তি সত্যাকরণের কথা ব্যক্ত করেন তিনি ঐ কথায় স্বাক্ষর করিবেন, ও আদালতের বাহিরে তাহা করিলে এক জন সাক্ষির সাক্ষাৎ স্বাক্ষর করিবেন, ঐ সাক্ষীও স্বাক্ষর করিবেন।*

যিনি সত্যাকরণের কথা ব্যক্ত করিলেন তিনি উপস্থিত না থাকিলে, আদালত ঐ স্বাক্ষর বিষয়ে সাক্ষির সাক্ষ্য লইবেন।

হইলে অপর ব্যক্তি দস্তখত করিতে পারিবে না। আদালত বিশেষ কারণ না দেখিয়া কখন অনুমতি দিবেন না আর অনুমতি না দিলে তৎসম্বন্ধে আপীল থাকারও বিধান নাই। পরন্তু ঐ অপর ব্যক্তি মোকদ্দমার বৃত্তান্ত অবগত আছে ইহা প্রমাণ দ্বারা আদালত সন্তুষ্ট হইলে তবে অনুমতি দিবেন। ৩৬ ধারার বিধানমতে বিরুদ্ধ বিধান না থাকিলে বাদী যাহা করিতে পারে তাহার স্বীকৃত মোক্তার কি উকিলেও পারেন। কিন্তু সত্যপাঠ সম্বন্ধে বাদীই দস্তখৎ করিবে বলিয়া বিশেষ বিধান হইতেছে। সুতরাং স্বীকৃত মোক্তার আদালতের বিনা অনুমতিতে সত্যপাঠ দস্তখৎ করিতে পারে এমন বোধ হয় না, তবে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের সদর দেওয়ানী আদালত ৮ আইন জারী থাকা কালে অবধারিত করিয়াছিলেন যে স্বীকৃত মোক্তার আদালতের অনুমতি ভিন্নই দস্তখত করিতে পারেন। রাম শাস্ত্রী বনাম চিন্তু পান্থ ১৮৬৪ সনের নিষ্পত্তি।

* সত্যপাঠের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইল। ও সত্যপাঠ আদালতের সমক্ষে দস্তখৎ না করা হইলে দস্তখৎ তজদিক করিয়া লইতে হইবে।

আবেদনপত্র যে স্থলে অগ্রাহ্য হইতে কিম্বা সংশোধন করিবার জন্যে ফিরিয়া দেওয়া যাইতে কিম্বা সংশোধন করা যাইতে পারে তাহার কথা।

৫৩ ধারা। (৮।২৯) নিম্নলিখিত কোন স্থলে আদালতের বিবেচনামতে ও মোকর্দ্দমার প্রথম শ্রবণের সময়ে বা তৎপূর্ব্বে আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইতে পারিবে, কিম্বা আদালতের নিরূপিত কোন সময়ের মধ্যে সংশোধন করিয়া দিবার জন্যে ফিরিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে, কিম্বা সংশোধন করিবার নিমিত্ত যে খরচ লাগিবে আদালত সেই খরচ দিবার যে নিয়ম বিহিত বোধ করেন সেই নিয়মানুসারে তাহা তৎকালে তৎস্থানেই সংশোধন করা যাইতে পারিবে।* বিশেষতঃ—

(ক) পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে আবেদনপত্রের মধ্যে ৫ ম

---

* আরজি রেজেষ্টরি হইলে পর আর সংশোধিত হইতে পারে না বলিয়া সুপ্রিম কোর্টের জজ ও বেল্‌স সাহেব অবধারণ করেন; পরে অন্যান্য নজিরের দ্বারা সে নজির আর বিশেষ বলবৎ থাকেনা। কিন্তু এইক্ষণে সম্পূর্ণ সন্দেহোচ্ছেদ করা হইয়াছে প্রথম শ্রবণের সময়েও সংশোধন করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

আরজি ঐরূপ পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারিবে যে এক প্রকারের নালিশ অন্য প্রকার হইয়া দাঁড়াইলে, কেবল পূর্ব্ব আকারের বিরুদ্ধ আকার ধারণ করিলে চলিল না। নালিশের কারণ নাই বলিয়া আরজি ফেরত দিলে আপীল চলিবে; অন্য কারণে ফেরত দিলে আপীল চলিবে না ৫৮৮ ধারা দ্রষ্টব্য। সংশোধন করিয়া দিবার জন্য ফেরত দিলে কত দিনের মধ্যে পুনরায় দাখীল হইতে পারিবে ইহা আদালতকে নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে। পূর্ব্বেও এইরূপ নজির ছিল কিন্তু কোন তারিখ হইতে নালিশ রুজু গণ্য করিতে হইবে তাহার বিধান হইল না। পূর্ব্ব আইনের নজির অনুসারে প্রথম দাখিলের তারিখই নালিশ রুজুর তারিখ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ৭ উঃ রিঃ ১৫৭ পৃ। গিরিশচন্দ্র সিংহ বনাম প্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

সকল বৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া লেখা কর্ত্তব্য, তাহা শুদ্ধরূপে ও অতিরিক্ত কথা বিনা লেখা না গেলে,

(খ) তদ্রূপে যেং বৃত্তান্ত লিখিবার আদেশ থাকে, তদ্ভিন্ন কোন বৃত্তান্ত লেখা থাকিলে, কিম্বা

(গ) পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে তাহাতে স্বাক্ষর করা না গেলে ও সত্যাকরণের কথা লেখা না গেলে, কিম্বা

(ঘ) তন্মধ্যে নালিশের হেতু প্রকাশ না থাকিলে, কিম্বা

(ঙ) ৪২ ধারানুসারে লেখা না গেলে কিম্বা

(চ) যাঁহারদিগকে পক্ষদের মধ্যে সংযোগ করা উচিত তাঁহারদিগকে সংযোগ না করাতে, বা যাঁহারদিগকে সংযোগ করা উচিত নয় তাহাদিগকে সংযোগ করাতে, কিম্বা নালিশের যেং হেতু এক মোকর্দ্দমায় সংযোগ করা উচিত নয় বাদী এমত নালিশের হেতু সংযোগ করাতে আবেদনপত্র উপযুক্তমতে লেখা না গেলে।

উপবিধি।

কিন্তু এক প্রকারের মোকর্দ্দমার পরিবর্ত্তে যাহাতে অন্য প্রকারের ও অসঙ্গত ভাবের অন্য মোকর্দ্দমা হইয়া উঠে, আবেদনপত্র এমতে পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারিবে না।

সংশোধিত কথায় সাক্ষিস্বরূপ স্বাক্ষর করণের কথা।

আবেদনপত্র সংশোধন করা গেলে, বিচারপতি সংশোধিত কথায় সাক্ষিস্বরূপ স্বাক্ষর করিবেন ইতি।

আবেদনপত্র যে স্থলে অগ্রাহ্য হইবে তাহার কথা।

৫৪ ধারা। (৮। ৩১) নিম্নলিখিত স্থলে আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইবে,*—

* নিম্ন লিখিত চারি স্থলে আরজি অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য অন্যস্থলে বাধ্য নহে।

(ক) যে উপকার প্রার্থনা হয় তাহার নূ্যন মূল্য ধরা গেলে, এবং আদালত সময় নিরূপণ করিয়া তন্মধ্যে ঐ মূল্য শুদ্ধ করিয়া লিখিতে আদেশ করিলেও বাদী তাহা না করিলে,

(খ) যে উপকারের প্রার্থনা হয় তাহার উপযুক্ত মূল্য ধরা গেলেও আবেদন পত্র ন্যূনমূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা থাকিলে, এবং আদালত সময় নিরূপণ করিয়া তন্মধ্যে উপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজ দিতে আদেশ করিলেও বাদী তাহা না দিলে।

(গ) আইনের কোন স্পষ্ট বিধানক্রমে মোকদ্দমা করিবার বাধা হইল, আবেদন পত্রলিখিত বর্ণনাদ্বারা ইহা দৃষ্ট হইলে।

(ঘ) আবেদনপত্র আদালতের নিরূপিত সময়ের মধ্যে সংশোধন করিবার জন্যে ফিরিয়া দেওয়া গেলে, সেই সময়ের মধ্যে সংশোধন করা না গেলে ইতি।

আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৫৫ ধারা। আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করা গেলে, বিচার-

১। বিরোধীয় সম্পত্তির মূল্য কম ধরা হইয়াছে।

২। প্রকৃত মূল্য ধরা হইয়াছে কিন্তু উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেওয়া হয় নাই॥

৩। আরজি দৃষ্টেই দাবি বারিত দেখা যায়।

৪। নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে আরজি সংশোধিত হইল না।

দ্বিতীয় এবং চতুর্থ স্থানে আপীল হইতে পারিবে অন্যত্র পারিবে না (৫৮৮ ধারা দেখ)

পতি আপন হাতে সেই মর্ম্মের আজ্ঞা ও সেই আজ্ঞা করিবার কারণ লিখিয়া দিবেন ইতি।

যে স্থলে আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইলেও নূতন আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার বাধা না থাকে তাহার কথা।

৫৬ ধারা। (৮। ৩৬) পূর্ব্বোল্লিখিত কোন কারণে আবেদন পত্র অগ্রাহ্য হইলেও, কেবল তৎপ্রযুক্ত নালিশের সেই হেতু ধরিয়া বাদির নূতন আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার বাধা নাই ইতি।*

উপযুক্ত আদালতে উপস্থিত করিবার নিমিত্তে আবেদনপত্র যে স্থলে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

৫৭ ধারা। (৮। ৩০) নিম্নলিখিত স্থলে আবেদনপত্র উপযুক্ত আদালতে উপস্থিত করিবার জন্যে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে,—

(ক) মোকর্দ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালত থাকিতেও, কিম্বা যে আদালতে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করা যাইবে আইন দ্বারা ইহা স্বেচ্ছামতে মনোনীত করিবার অনুমতি না থাকিলে, যে আদালতের মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা আছে তদপেক্ষা নিম্ন কি উচ্চ শ্রেণীর আদালতে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করা গেলে। †

---

* আরজি অগ্রাহ্য হইলে বাদী পূর্ব্বোল্লিখিত স্থল বিশেষে আপীল করিতে পারিবে কিন্তু নূতন নালিশের বাধা হইবে না।

† কলিকাতার ছোট আদালতে যে মোকদ্দমার বিচার হইতে পারে তাহা হাইকোর্টে কখন কখন রুজু হয় কিন্তু সে স্থলে হাইকোর্ট খরচা দেন না। এই ধারার দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণে আরজি ফেরত দিলে তাহার আপীল চলিতে পারে।

(খ) স্থাবর সম্পত্তির যে মোকদ্দমা ১৬ ধারার উপবিধির মধ্যে না আইসে, এমত মোকর্দ্দমায় আবেদনপত্র যে আদালতে উপস্থিত করা যায়, সেই আদালতের এলাকার অন্তর্গত স্থানের মধ্যে ঐ সম্পত্তির কোন অংশ নাই দৃষ্ট হইলে।

(গ) অন্য কোন স্থলে সেই এলাকার সীমার মধ্যে নালিশের হেতু ঘটে নাই, ও প্রতিবাদিদের কোন ব্যক্তি তথায় বাস করেন কি ব্যবসায় চালান না কি লভ্যের নিমিত্ত নিজে কর্ম্ম করেন না দৃষ্ট হইলে।

আবেদনপত্র ফিরিয়া দেওন সময়ে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

আবেদনপত্র ফিরিয়া দেওন সময়ে, বিচারপতি ঐ পত্রের পৃষ্ঠে তাহা উপস্থিত করিবার ও ফিরিয়া দিবার তারিখ, ও যে ব্যক্তি উপস্থিত করিলেন তাঁহার নাম, ও তাহা ফিরিয়া দিবার কারণের সংক্ষেপ লিপি স্বহস্তে লিখিবেন ইতি।

আবেদনপত্র গ্রাহ্য হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫৮ ধারা (৮। ৩৮) বাদী আবেদনপত্রের সঙ্গে কোন দলীলও উপস্থিত করিলে ঐ আবেদনপত্রের পৃষ্ঠে সেই দলীলের স্মারকলিপি লেখাইবেন কিম্বা আবেদনপত্রের সঙ্গে তাহা সংযোগ করিয়া দিবেন। ও আবেদনপত্র গ্রাহ্য হইলে, যত জন প্রতিবাদী থাকেন বাদী শাদা কাগজে আবেদনপত্রের তত খানি নকল উপস্থিত করিবেন, কিন্তু আবেদনপত্র লম্বা হওয়াতে কিম্বা অনেক জন প্রতিবাদী থাকাতে কি অন্য উপ-

সংক্ষেপ বর্ণনাপত্রের কথা।

যুক্ত কারণে, আদালত তাঁহাকে দাওয়ার ভাবাপন্ন, কিম্বা মোকর্দ্দমায় যে উপকারের কি প্রতিকারের প্রার্থনা হয় তদ্বি-

যয়ের তত খানি সংক্ষেপ বর্ণনাপত্র উপস্থিত করিবার অনুমতি দিলে, তিনি ঐ২ বর্ণনাপত্র উপস্থিত করিবেন।

বাদী অন্যের স্থলাভিষিক্তস্বরূপ মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিলে, কিম্বা অন্যের স্থলাভিষিক্তস্বরূপ প্রতিবাদির কিম্বা প্রতিবাদিদের কোন ব্যক্তির নামে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যে পদোপলক্ষে বাদী মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন কি প্রতিবাদির নামে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করা যায়, ঐ বর্ণনাপত্রে সেই পদ ব্যক্ত থাকিবে।

তদ্রূপ কোন বর্ণনাপত্র যেন আবেদনপত্রের অনুযায়ি হয়, বাদী আদালতের অনুমতি লইয়া তাহা এমতে সংশোধন করিতে পারিবেন।

আদালতের প্রধান আমলা উক্ত স্মারকলিপি ও নকল কি বর্ণনাপত্র পরীক্ষা করিয়া ঠিক জানিলে তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। *

মোকদ্দমার রেজিষ্টরের কথা।

আরও দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিষ্টর নামে যে বহী রাখিতে হইবে, আদালত সেই বহীর মধ্যে ৫০ ধারার উল্লিখিত বৃত্তান্তও লেখাইবেন। আবেদনপত্র যে ক্রমে গ্রাহ্য হয় প্রতি বৎসর সেই ক্রমানুসারে ক্রমিক নম্বর দিয়া সেই বহীতে ঐ কথা লেখা যাইবে ইতি।

---

* এই বিধানটী সম্পূর্ণ নূতন। আরজির নকল সমনের সঙ্গে বিবাদীকে দেওয়ার নিয়ম ভালই হইয়াছে বোধ হয়। দলীলের মর্ম্মাত্মক এবং আরজির নকল সেরেস্তাদার বুঝিয়া লইয়া দস্তখৎ করিবেন কিন্তু মুক্তারি কবিয়া লইতে হইবে এমন বিধান হইল না। এই [illegible]

বাদী যে দলীল ধরিয়া নালিশ করেন তাহা দেখাইবার কথা।

৫৯ ধারা। (৮।৩৯) বাদী নিজ অধিকারগত কি ক্ষমতাধীন দলীল ধরিয়া নালিশ করিলে, যে সময়ে আবেদনপত্র উপস্থিত করেন সেই সময়ে ঐ দলীলও দেখাইবেন, ও আবে-

দলীল কি তাহার নকল গচ্ছিত করিবার কথা।

দনপত্রের সঙ্গে গাঁথিয়া রাখিবার জন্যে ঐ দলীল কিম্বা তাহার নকল দিবেন।

অন্যং দলীলের নির্ঘণ্টপত্র দিবার কথা।

আপন দাওয়ার প্রতিপোষণার্থে অন্য কোন দলীলের প্রতি নির্ভর করিলে, সেই দলীল তাঁহার নিজ অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে থাকিলে বা নাও থাকিলে, তিনি সেইং দলীলের নির্ঘণ্টপত্র আবেদনপত্রের নিম্নভাগে লিখিয়া বা আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযোগ করিয়া দিবেন ইতি।

দলীল তাঁহার অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে না থাকিলে বর্ণনার কথা।

৬০ ধারা। দলীল তাঁহার অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে না থাকিলে, যাঁহার অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে আছে এই কথা জানাইতে পারিলে জানাইবেন ইতি।

ক্রয়বিক্রয়ের যোগ্য নিদর্শনপত্র হারান গেলে তাহা ধরিয়া মোকদ্দমার কথা।

৬১ ধারা। বিল অফ এক্সচেঞ্জ কিম্বা ক্রেয়বিক্রেয় অন্য নিদর্শনপত্রমূলক মোকর্দ্দমা হইলে, ও সেই নিদর্শনপত্র হারান

হইবে না। এ দিকে এই ধারাতে পরীক্ষা করিয়া লওয়ার বিধান হইয়াছে তাহা মুকাবিলা করিয়া না দেখিলে কিরূপে পরীক্ষা করা যাইবে! আরজি গ্রাহ্য হইলে পর ঐ নকল দাখিল হইবে।

গেল যদি ইহার প্রমাণ হইয়া থাকে, ও সেই নিদর্শনপত্রের উপর অন্য কোন ব্যক্তির দাওয়া থাকিলে বাদী তাহার ক্ষতিপূরণ করিবেন, যদি আদালতের হৃদ্বোধমতে এই মর্ম্মের নিষ্কৃতিপত্র দিয়া থাকেন, তাহা হইলে বাদী আবেদনপত্র উপস্থিত করণসময়ে সেই নিদর্শনপত্রও উপস্থিত করিলে ও আবেদনপত্রের সহিত গাঁথিয়া রাখিবার জন্যে ঐ নিদর্শনপত্রের নকল দিলে আদালত যদ্রূপে ডিক্রী করিতেন, তদ্রূপে ডিক্রী করিতে পরিবেন ইতি।

দোকানী খাতা দেখাইবার কথা।

৬২ ধারা। (৮। ৩৯) বাদির অধিকারগত কি তাঁহার ক্ষমতাধীন দোকানী কি অন্য খাতায় যে কথা লেখা আছে বাদী সেই কথারূপ দলীল ধরিয়া মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিলে, আবেদনপত্র উপস্থিত করণসময়ে ঐ খাতাবহী ও তল্লিখিত যে কথার উপর নির্ভর করেন সেই কথার নকল আদালতে উপস্থিত করিবেন।

আসল কথায় চিহ্ন দিয়া খাতা ফিরিয়া দিবার কথা।

ঐ দলীল পুনরায় চেনা যাইতে পারে এই নিমিত্ত আদালত, কিম্বা তৎকার্য্যপক্ষে আদালতের নিযুক্ত কার্য্যকারক, তৎক্ষণাৎ তাহাতে চিহ্ন দিবেন, এবং আসলের সঙ্গে নকল মিলাইয়া দেখিয়া তাহা ঠিক জানিলে পর স্বাক্ষর করিয়া বাদিকে ঐ খাতাবহী ফিরিয়া দিয়া, নকল গাঁথাইয়া রাখিবেন।

আবেদনপত্র দেওন সময়ে দলীল না দেওয়া
গেলে গ্রাহ্য না হইবার কথা।

৬৩ ধারা। আবেদনপত্র উপস্থিত করণ সময়ে বাদির যে দলীলও আদালতে উপস্থিত করা, কিম্বা আবেদনপত্রের

সহিত লিখিত বা সংযুক্ত নির্ঘণ্টপত্রে লিখিয়া দেওয়া উচিত তাহা তদনুসারে উপস্থিত না করা কিম্বা লেখা না গেলে, মোকদ্দমা শুনিবার সময়ে তাহা আদালতের অনুমতি বিনা বাদির সপক্ষ প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না। *

প্রতিবাদির সপক্ষ সাক্ষিদের কূট পরীক্ষার জন্যে কিম্বা প্রতিবাদির উত্থাপিত কোন কথার উত্তর দিবার জন্যে যে দলীল উপস্থিত করা যায়, কিম্বা সাক্ষির কেবল স্মরণ করাইবার জন্যে যে দলীল তাঁহার হাতে দেওয়া যায়, সেই সেই দলীলের প্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তে না ইতি।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সমন বাহির করণ ও দেওন বিষয়ক বিধি।

সমন বাহির করণ বিষয়ক বিধি।

সমনের কথা।

৬৪ ধারা। (৮। ৪১) আবেদনপত্র রেজিষ্টরী করা গেলে ও ৫৮ ধারার আদেশমতে তাহার নকল কি সংক্ষেপ বর্ণনাপত্র

---

* আরজির নীচে যে দলীলের উল্লেখ থাকিবে না তাহা পরে গ্রহণ না করিবার বিধান এই স্থলে খাটে না।

১। বিবাদীর বর্ণনাপত্র মিথ্যা দেখাইবার জন্য যে দলীল দাখিল করা আবশ্যক।

২। বিবাদীর সাক্ষীকে কূট প্রশ্ন করিবার জন্য যে দলিল দাখিল করা আবশ্যক (প্রমান বিষয়ক আইনের ১৪৫ ধারা)

৩। সাক্ষীর স্মরণশক্তি সবল করিবার জন্য যে দলীল উপস্থিত করা আবশ্যক।

অর্পণ করা গেলে পর, প্রতিবাদির নামে এই মর্ম্মের সমন বাহির হইবে যে, তিনি ঐ সমনের নির্দ্দিষ্ট তারিখে কিম্বা তৎপরে যত শীঘ্র হইতে পারে, *

(ক) স্বয়ং, কিম্বা

(খ) উপযুক্তমতে শিক্ষিত ও মোকদ্দমা সম্পর্কীয় গুরুতর সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার সক্ষম উকীল দ্বারা, কিম্বা

(গ) সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এমত কোন ব্যক্তিকে সঙ্গে দিয়া উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইয়া দাওয়ার উত্তর দেন।

বিচারপতি কিম্বা তিনি অন্য যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তিনি সেই সমনপত্রে স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা আদালতের মোহরে মোহরাঙ্কিত হইবে। †

কিন্তু আবেদনপত্র উপস্থিত করণসময়ে প্রতিবাদীও উপস্থিত হইয়া বাদির দাওয়া স্বীকার করিলে উক্ত সমন বাহির করা যাইবে না ইতি।

---

* 'নির্দ্দিষ্ট তারিখে কি তৎপরে যতশীঘ্র হইতে পারে' বলিয়া যে বাক্যটী মূলে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার অর্থ বুঝা কঠিন। 'তৎপরে'র পরিবর্ত্তে 'তৎপূর্ব্বে' হইলে একরূপ অর্থ হয়। ফলতঃ ইহার অর্থ এই যে 'নির্দ্দিষ্ট তারিখে কিম্বা সমনের তারিখের পর যত শীঘ্র হইতে পারে' বিবাদীকে উপস্থিত হইতে হইবে।

† এখন অবধি প্রত্যেক বিবাদীর নামে পৃথক সমন হইবে বোধ হয় অর্থাৎ এক খানি আসল সমন এবং যত বিবাদী তত নকল সমন না হইয়া প্রত্যেক বিবাদির নামে একটী আসল একটী নকল হইবে আর এখন অবধি আদালত অনুমতি দিলে সেরেস্তাদার কি অন্য আমলায় সমন দস্তখৎ করিতে পারিবেন।

সমনের সঙ্গে নকল কি বর্ণনাপত্র সংযোগ করিয়া দিবার কথা।

৬৫ ধারা। উক্ত প্রত্যেক সমনের সঙ্গে ৫৮ ধারার উল্লিখিত বর্ণনাপত্রের একং খানি নকল কি সংক্ষেপ বর্ণনা পত্র দেওয়া যাইবে ইতি।

প্রতিবাদির কি বাদির স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

৬৬ ধারা। (৮। ৪২) আদালত প্রতিবাদির স্বয়ং উপস্থিত হওনের আজ্ঞা করিবার কারণ জানিলে, ঐ সমনপত্রে এই আজ্ঞা থাকিবে যে ঐ পত্রের নির্দ্দিষ্ট তারিখে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হন।

আদালত সেই দিবসে বাদিরও স্বয়ং উপস্থিত হইতে আজ্ঞা করিবার কারণ জানিলে, তাঁহাও আদালতে আসিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

কোন ব্যক্তি ৫০ মাইলের মধ্যে কিম্বা রেলওয়ে থাকিলে ২০০ মাইলের মধ্যে বাস না করিলে স্বয়ং আসিবার আজ্ঞা হইতে না পারিবার কথা।

৬৭ ধারা। (৮। ৪২) (ক) মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণ পক্ষে আদালতের সাধারণ এলাকার যে সীমা থাকে কোন পক্ষ সেই সীমার মধ্যে বাস না করিলে, কিম্বা

(খ) সেই সীমার বাহিরে ও আদালত ঘরহইতে ৫০ পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে, কিম্বা তাঁহার বাসস্থান ও আদালতের যে স্থানে অধিবেশন হইয়া থাকে এই দুই স্থানের মধ্যে রেলওয়ের দ্বারা ছয় অংশের পাঁচ অংশ পথ যাইতে পারিলে আদালতঘরহইতে ২০০ দুই শত মাইলের মধ্যে বাস না করিলে, তাঁহার প্রতি স্বয়ং আদালতে আসিতে আজ্ঞা হইবে না ইতি।

ইসু নিরূপণের কিম্বা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন হইবার কথা।

৬৮ ধারা। (৮। ৪১) কেবল ইসু নির্ণয় করিবার জন্যে, না মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্যে সমন দেওয়া যাইবে, আদালত সমন দিবার সময়ে ইহা স্থির করিবেন, ও সমনের মধ্যে তদনুযায়ি আদেশ থাকিবে।

কিন্তু ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচার্য্য প্রত্যেক মোকদ্দমায়, চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া যাইবে ইতি।

প্রতিবাদির উপস্থিত হইবার দিন নিরূপণের কথা।

৬৯ ধারা। (৮। ৪৫) আদালতে যে চলিত কর্ম্ম উপস্থিত আছে, ও প্রতিবাদী যে স্থানে বাস করেন, ও সমন জারী করিতে যত সময় লাগে, আদালত ইহা বিবেচনা করিয়া প্রতিবাদির উপস্থিত হওয়ার দিন নিরূপণ করিবেন। ও প্রতিবাদী সেই দিনে উপস্থিত হইয়া উত্তর দিতে যেন উপযুক্ত অবকাশ পান, ইহা বিবেচনা করিয়া ঐ দিন নিরূপণ করা যাইবে।

"উপযুক্ত অবকাশ" কাহাকে বলে মোকদ্দমার আকার প্রকার লক্ষ করিয়া ইহা স্থির করিতে হইবে ইতি।

যেং দলীলে বাদির প্রয়োজন থাকে কিবা প্রতিবাদী যাহার উপরনির্ভর করেন সমনপত্রে প্রতিবাদির সেইং দলীলও দেখাইবার আজ্ঞা হওয়ার কথা।

৭০ ধারা। (৮। ৪৩) যে দলীলে বাদির পক্ষ মোকদ্দমার দোষ গুণের প্রমাণ থাকে, কিম্বা প্রতিবাদী স্বপক্ষ মোকদ্দমার প্রতিপোষণার্থে যে যে দলীলের উপর নির্ভর করেন, প্রতিবাদির অধিকারে কি তাঁহার ক্ষমতাধীনে এমত যে কোন দলীল থাকে, তাঁহার উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার

সমনপত্রে সেই দলীলও আনিয়া দেখাইবার আজ্ঞা থাকিবে ইতি।

চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া গেলে, উভয় পক্ষের সাক্ষিদিগকেও আনিবার আজ্ঞা হইবার কথা।

৭১ ধারা। মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া গেলে, সেই সমনপত্রে প্রতিবাদির প্রতি এই আজ্ঞা থাকিবে যে তিনি স্বপক্ষ মোকদ্দমার পোষকতার জন্যে যে সাক্ষিদের প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে চাহেন, আপনার উপস্থিত হওয়ার নিরূপিত দিনে সেই সাক্ষিদিগকেও উপস্থিত করান ইতি।

সমন জারীকরণবিষয়ক বিধি।

সমন জারী করিবার জন্যে দিবার কথা।

৭২ ধারা। (৮। ৪৭) আদালতের উপযুক্ত কর্ম্মকারকের কিম্বা তাহার অধীন কোন আমলার দ্বারা জারী করিবার জন্যে ঐ সমনপত্র সেই কর্ম্মকারককে দেওয়া যাইবে ইতি।

যেরূপে জারী হইবে তাহার কথা।

৭৩ ধারা। (৮। ৪৮) বিচারপতির কিম্বা এতৎকার্য্যপক্ষে তাঁহার নিযুক্ত কার্য্যকারকের স্বাক্ষরিত, ও আদালতের মোহরে মোহরাঙ্কিত সমনপত্রের এক কেতা নকল কোন ব্যক্তিকে দিয়া কিম্বা লও বলিয়া দেখাইয়া, ঐ সমন জারী করা যাইবে ইতি।

অনেক প্রতিবাদী থাকিলে সমন দিবার কথা।

৭৪ ধারা। (৮। ৪৮) একের অধিক প্রতিবাদী থাকিলে প্রত্যেক জন প্রতিবাদির নামে সমন জারী করিতে হইবে। কিন্তু যদি প্রতিবাদিরা অংশী হইয়া থাকেন, ও অংশির

ব্যবসার সম্পর্কীয় কিম্বা যে অন্যায়হেতুক নালিশ হইতে পারে ও যাহার নিমিত্ত কুঠীর স্থানে উপকারের দাওয়া হইতে পারে এমত অন্যায় সম্পর্কীয় মোকদ্দমা হইয়া থাকে, তবে আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, (ক) কোন এক প্রতিবাদির নামে আপনার ও অন্য প্রতিবাদিদের নিমিত্তে ঐ সমন জারী হইতে পারিবে কিম্বা (খ) দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণপক্ষে আদালতের সাধারণ ক্ষমতা যে সীমা ব্যাপ্ত হয় সেই সীমার অন্তর্গত ঐ ব্যবসায়ের প্রধান স্থানে যিনি ঐ সংশিষ্ট কার্য্যের অধ্যক্ষ হন তাঁহার নামে সমন জারী হইতে পারিবে ইতি।*

---

* বিবাদীগন যদি এক কারবারের অংশী হয় তাহা হইলে এক জন অংশীর উপর সমন জারী হইলেই যথেষ্ট হইবে এই বিধানটী নূতন।

শমন জারীর নিয়ম ও যাহার উপর জারী করিতে হইবে তাহার স্থূল মর্ম্ম এই।

১। বিবাদী অথবা বিবাদীর ক্ষমতাপন্ন মোক্তার। মোক্তার পাইলে মূল বিবাদীকে অন্বেষণ করার আবশ্যক নাই (৭৫ ধা)

২। কোন কারবার সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায় বিবাদী ভিন্ন এলাকাবাসী হইলে তাহার পক্ষে যে ব্যক্তি এলাকার মধ্যে থাকিয়া কারবার চালাইতেছে। অন্য মোক্তার থাকিলেও এইরূপ জারী যথেষ্ট (৭৬ ধা)

৩। ভূমি সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায় প্রথমতঃ বিবাদী অথবা তাঁহার মোক্তার দ্বিতীয়তঃ বিবাদীর নাএব (৭৭ ধা)

৪। বিবাদী কি মোক্তার না পাইলে বিবাদীর একান্নবর্ত্তী বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ (৭৮ ধা)

৫। আসল সমনের পৃষ্ঠে বিবাদী রসিদ না দিলে অথবা নকল সমন না লইলে কিম্বা বিবাদী কি তাহার মোক্তার ও একান্নভুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ না থাকিলে বিবাদীর বাসস্থানের বাহিরের দরজায় নকল সমন লটকাইয়া দিতে হইবে (৮০ ধা) কিন্তু সমনের সঙ্গে যে আরজির নকল যাইবে তাহা

নিজ প্রতিবাদিকেই সমন দেওয়া যাইতে পারিলে তাহাকে কিম্বা মোক্তারকে দিবার কথা।

৭৫ ধারা। (৮। ৪৯) নিজ প্রতিবাদিকেই সমন দেওয়া যাইতে পারিলে দেওয়া যাইবে। কিন্তু তাঁহার সেই সমন গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাপন্ন মোক্তার থাকিলে ঐ মোক্তারকে দিলেই যথেষ্ট হইবে ইতি।

প্রতিবাদী যে কর্ম্মকারক দ্বারা কার্য্য চালান তাহাকে সমন দিবার কথা।

৭৬ ধারা। যে আদালত হইতে সমন বাহির হয় সেই আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে বাস না করেন এমত ব্যক্তির নামে কোন ব্যবসায় কি কর্ম্মসম্পর্কীয় মোকদ্দমা হইলে, ঐ সমনজারীকরণের সময়ে ঐ ব্যক্তির পক্ষে যে কার্য্যাধ্যক্ষ কি কর্ম্মকারক স্বয়ং সেই সীমার মধ্যে ঐ ব্যবসায় কি কর্ম্ম চালান তাঁহাকে সমন দেওয়া গেলে তাহা উপযুক্তমতে জারী হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

এই ধারার কার্য্যপক্ষে, যিনি জাহাজের স্বামী হন কি জাহাজ ভাড়া করিয়া লন জাহাজের কাপ্তান তাঁহার সপক্ষ কর্ম্মকারক ইতি।

যে কর্ম্মকারকের প্রতি অধিকৃতভাব থাকে স্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমায় তাঁহাকে সমন দিবার কথা।

৭৭ ধারা। (৮। ৬১) স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে উপকার

...দা লটকাইয়া আসিবে কি কেবল লইয়া আসিবে তাহার স্পষ্ট বিধান নাই। কিন্তু তাহাও লটকাইয়া দিতে হইবে বোধ হয়।

মন্তব্য। যে একান্ন বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষের হস্তে দিয়া কি দরজায় লটকাইয়া ...া জারী করিবার বিধান কেবল নিজ বিবাদীর সম্বন্ধেই খাটে এমন নহে। ...ে ধারার বিধান মতে মোক্তারের উপর জারী সম্বন্ধেও ঐ প্রণালী খাটে।

পাইবার, কিম্বা ঐ সম্পত্তির প্রতি অন্যায় কার্য্য হওয়াতে তজ্জন্য হানিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা হইলে, নিজ প্রতিবাদিকে সমন দেওয়া যাইতে না পারিলে, ও প্রতিবাদির ঐ সমন গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাপন্ন মোক্তার না থাকিলে, প্রতিবাদির পক্ষ যে কর্ম্মকারকের প্রতি ঐ সম্পত্তির অধ্যক্ষতা ভার থাকে এমত কোন কর্ম্মকারককেই সমন দেওয়া যাইতে পারিবে ইতি।

যে স্থলে প্রতিবাদির পরিবারীয় কোন পুরুষকে সমন দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৭৮ ধারা। (৮। ৫৩) কোন মোকদ্দমার প্রতিবাদিকে পাওয়া যাইতে না পারিলে, ও তাঁহার পক্ষে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মকারক না থাকিলে, প্রতিবাদির পরিবারীয় বয়ঃপ্রাপ্ত যে পুরুষ তাঁহার সঙ্গে বাস করেন, তাঁহাকে সমন দেওয়া যাইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার মর্ম্মানুসারে চাকর পরিবারীয় লোক নয় ইতি।

সমন যাহাকে দেওয়া যায় তাঁহার ঐ সমন পাওয়ার কথায় স্বাক্ষর করিতে হইবার কথা।

৭৯ ধারা। (৮। ৫৪) সমন জারীর আমলা নিজ প্রতিবাদিকে কিম্বা তাঁহার সপক্ষ কর্ম্মকারককে কি অন্য ব্যক্তিকে সমনের নকল দিলে কি দণ্ড বলিয়া দেখাইলে, তাঁহাকে ঐ আসল সমনের পৃষ্ঠে ঐ সমন জারী হওয়ার কথায় স্বাক্ষর করিতে আদেশ করিবেন ইতি।

প্রতিবাদী সমন লইতে সম্মত না হইলে,

৮০ ধারা। (৮। ৫৫) প্রতিবাদী কি ঐ অন্য ব্যক্তি

সমন জারী হওয়ার কথায় স্বাক্ষর করিতে কিম্বা সমনের নকল লইতে অস্বীকার করিলে,

কিম্বা তাহাকে পাওয়া যাইতে না পারিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

কিম্বা সমন জারীর আমলা প্রতিবাদিকে পাইতে না পারিলে ও তাঁহার সপক্ষে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন কর্ম্মকারক কিম্বা অন্য যাঁহাকে সমন দেওয়া যাইতে পারে এমত ব্যক্তি না থাকিলে,

সমন জারীর আমলা প্রতিবাদির নিয়ত বাসগৃহের বহির্দ্বারে সমনের নকল লাগাইয়া দিয়া, সেই প্রকারে ঐ নকল যে লাগাইয়া দিলেন ও যে ভাবগতিকে তাহা করিলেন এই কথা আসল সমনের পৃষ্ঠে লিখিয়া, যে আদালত হইতে সমন বাহির হইয়াছিল তথায় ফিরিয়া দিবেন ইতি।

সমন যে সময়ে যে প্রকারে জারী করা গেল
এই কথা সমনের পৃষ্ঠে লিখিবার কথা।

৮১ ধারা। (৮। ৫৬) ৭৯ ধারামতে সমন জারী করা গেলে, যে সময়ে ও যে প্রকারে জারী করা গিয়াছে সমন জারীর আমলা এই কথা আসল সমনের কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত নকলের পৃষ্ঠে লিখিবেন বা লেখাইবেন ইতি। *

---

* দরজায় লটকাইয়া দিয়া জারী হইলে প্যাদার হলপান এজাহার লইতে হইবে এবং আদালত উপযুক্ত মনে করিলে আদালত ঘরে এক খণ্ড ও বিবাদীর শেষ বাসস্থানে আর এক খণ্ড সমন লটকাইয়া জারী করিবার আদেশ করিতে পারিবেন এবং তাহা হইলে সমন বিবাদীর নিজ হস্তে দেওয়ার ন্যায় গণ্য হইবে।

সমন জারীর আমলার পরীক্ষার কথা।

৮২ ধারা। (৮। ৫৭) সমন ৮০ ধারামতে ফিরিয়া আনা গেলে আদালত ঐ সমন জারীর আমলাকে শপথ করাইয়া ঐ কার্য্য বিষয়ে তাঁহার পরীক্ষা লইবেন ও তদ্বিষয়ের অন্য যে অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন লইতে পারিবেন, ও সমন উপযুক্তমতে জারী হইয়াছে বলিয়া নির্ণয় করিবেন, কিম্বা অন্য যে প্রকারে জারী করা উচিত বোধ করেন করাইবেন।

৮৫ পরিবর্ত্তে সমন জারী করিবার আজ্ঞার কথা।

সমন জারী না হয় এই নিমিত্তে প্রতিবাদী লুকিয়া থাকেন এমত জ্ঞান করিবার কারণ আছে, কিম্বা অন্য কারণে সমন রীতিমতে জারী হইতে পারে না, আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, আপনার আদালত ঘরের কোন প্রকাশ স্থানে, ও প্রতিবাদী শেষ যে ঘরে বাস করিতেন বলিয়া জানা থাকে সেই ঘরের কোন প্রকাশ স্থানে ঐ সমনের নকল লাগাইয়া দিয়া, কিম্বা আদালত অন্য যে প্রকারে বিহিত বোধ করেন সেই প্রকারে, সমন জারী করিতে আজ্ঞা করিবেন ইতি।

তদ্রূপে জারী করিবার ফলের কথা।

৮৩ ধারা। (৮। ৫৭) আদালতের আজ্ঞা ক্রমে নিয়মমতে জারী করণের পরিবর্ত্তে অন্য প্রকারে সমন জারী হইলে তাহা নিজ প্রতিবাদিকে দেওয়ার ন্যায় সফল হইবে ইতি।

সমন অন্য প্রকারে জারী হইলে উপস্থিত হইবার সময় নিরূপণ করিবার কথা।

৮৪ ধারা। (৮। ৫৮) সমন রীতিমতে জারী করণের পরিবর্ত্তে আদালতের আজ্ঞাক্রমে অন্য প্রকারে জারী করা গেলে,

আদালত মোকদ্দমার প্রয়োজনানুসারে প্রতিবাদির উপস্থিত হওনের সময় নির্দ্ধার্য্য করিবেন ইতি।

প্রতিবাদী অন্য আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করিলে ও সমন গ্রহণ করিবার কর্ম্মকারক না থাকিলে ঐ সমন জারীর কথা।

৮৫ ধারা। (৮। ৫৯) মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত করা যায় প্রতিবাদী তদ্ভিন্ন কোন আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করিলে, ও তাঁহার নামে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন কর্ম্মকারক প্রথমোক্ত আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে বাস না করিলে, যাঁহার দ্বারা সমন সুবিধামতে জারী হইতে পারে প্রতিবাদির বাসস্থান হাইকোর্ট ভিন্ন এমত যে আদালতের এলাকায় থাকে, উক্ত আদালত আপনার কোন আমলার দ্বারা কিম্বা ডাকযোগে ঐ অন্য আদালতের নিকট সমন পাঠাইবেন ও মোকর্দ্দমার প্রয়োজনানুসারে প্রতিবাদির উপস্থিত হওনের সময় নিরূপণ করিবেন।

সমন যে আদালতের নিকটে পাঠান যায়, সেই আদালত তাহা পাইলে, আপনার বাহির করা সমনের ন্যায় তাহা লইয়া কার্য্য করিয়া প্রথম যে আদালত হইতে বাহির হইয়াছিল তথায় ফিরিয়া পাঠাইবেন ও এই প্রকরণের উল্লিখিত লিপি করা গেলে তাহাও সঙ্গে পাঠাইবেন ইতি।

রাজধানীর ও রাঙ্গুণ নগরের মধ্যে মফঃসল আদালতের পরওয়ানা জারী করিবার কথা।

৮৬ ধারা। কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই ও রাঙ্গুণ নগরের সীমার বহির্ভূত স্থানে স্থাপিত কোন আদালতের কোন পরওয়ানা ঐ২ নগরে জারী করিতে হইলে, ক্ষুদ্র মোকর্দ্দমার যে আদালতের এলাকার মধ্যে তাহা জারী করা যাইবে সেই আদালতে পাঠাইতে হইবে।

ও ক্ষুদ্র মোকদ্দমার সেই আদালত হইতেই বাহির হইলে যে প্রকারে জারী করাইতেন সেই প্রকারে ঐ আদালত ঐ পরওয়ানা জারী করাইয়া,

যে আদালত হইতে বাহির হইয়াছিল তথায় ফিরিয়া পাঠাইবেন ইতি।

প্রতিবাদী কারাবদ্ধ থাকিলে তাহাকে সমন দিবার কথা।

৮৭ ধারা। প্রতিবাদী কারারুদ্ধ থাকিলে, তিনি যে জেলে বদ্ধ থাকেন সেই জেলের অধ্যক্ষতার ভার যাঁহার প্রতি থাকে তাঁহাকে সমন দেওয়া যাইবে, ও তিনি প্রতিবাদিকে তাহা দেওয়াইবেন।

জেলের অধ্যক্ষ ও প্রতিবাদী সমনের পৃষ্ঠে ঐ সমন জারী হওয়ার কথা লিখিয়া স্বাক্ষর করিলে, যে আদালত হইতে বাহির হইয়াছিল তথায় ফিরিয়া দেওয়া যাইবে ইতি।

ভিন্ন জিলায় জেল থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৮৮ ধারা। মোকদ্দমা যে জিলায় উপস্থিত করা গেল প্রতিবাদী তদ্ভিন্ন কোন জিলার জেলে বদ্ধ থাকিলে, ঐ জেলের অধ্যক্ষের নিকট ডাকযোগে কি অন্য প্রকারে সমন পাঠান যাইতে পারিবে। ও সেই অধ্যক্ষ প্রতিবাদিকে সমন দেওয়াইবেন, * ও ৮৭ ধারার বিধানমতে সমনের পৃষ্ঠে ঐ

---

* যদি বিবাদী কয়েদী হয় তবে জেলখানার অধ্যক্ষকে সমন দিতে হইবে; জেল ভিন্ন এলাকাতে হইলে সেই এলাকার আদালতের দ্বারায় দিতে হইবে না। আর জেলখানা যদি ভিন্ন জেলায় হয় তবে ডাকযোগে সমন ঐ জেলাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে। সে জেলার জজ কি অন্য আদালতের দ্বারা পাঠাইতে হইবে না। মন্তব্য যে ভিন্ন জেলায় হইলে ডাক-

সমন জারী হওয়ার কথা লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া যে আদালত হইতে সমন বাহির হইল তথায় তাহা ফিরিয়া পাঠাইবেন ইতি।

প্রতিবাদী ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলে ও তাহার সমন গ্রহণ করিবার কর্ম্মকারক না থাকিলে সমন যেরূপে জারী হইবে তাহার কথা।

৮৯ ধারা। (৮। ৬০) প্রতিবাদী ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলে, ও ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁহার নামে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মকারক না থাকিলে, শিরোনামায় প্রতিবাদির নাম ও বাসস্থান লিখিয়া, আদালত যে স্থানে আছে সেই স্থান হইতে ঐ স্থানে ডাকযোগে পত্র পঁহুছাইতে পারিলে, ডাকযোগে সমন পাঠান হইবে ইতি।

ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট কিম্বা গবর্ণমেণ্টর এজেণ্ট সাহেবের দ্বারা সমন জারী করিবার কথা।

৯০ ধারা। প্রতিবাদী যে দেশে বাস করেন, সেই দেশে কি সেই দেশের পক্ষে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট কিম্বা গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট থাকিলে, সমন প্রতিবাদিকে দিবার নিমিত্ত ডাকযোগে কি অন্য প্রকারে ঐ রেসিডেণ্ট কি এজেণ্ট সাহেবের নিকট পাঠান যাইতে পারিবে। এবং প্রতিবাদির উপর পূর্ব্বোক্ত-মতে সমন জারী হইয়াছে, ঐ রেসিডেণ্ট কি এজেণ্ট সাহেব সমনের পৃষ্ঠলিখিত এই কথায় স্বাক্ষর করিয়া তাহা ফিরিয়া পাঠাইলে, ঐ পৃষ্ঠলিপিই সমন জারী হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে ইতি।

যোগে পাঠাইবার স্পষ্ট বিধান থাকিল কিন্তু এক জেলায় হইলে ডাকে পাঠাইবার বিধান রহিল না।

সমনের পরিবর্ত্তে পত্র দিবার কথা।

৯১ ধারা। (৮। ৬৪) প্রতিবাদী মান্য প্রযুক্ত তাঁহার নামে সমন না দিয়া তাঁহার নিকট পত্র লেখা উচিত বোধ হইলে, এই আইনের কোন কথার ভাবান্তর থাকিলেও সমনের পরিবর্ত্তে বিচারপতির কিম্বা এতৎকার্য্যপক্ষে তাঁহার নিযুক্ত কর্ম্মকারকের স্বাক্ষরিত ও আদালতের মোহরাঙ্কিত একখানি পত্র পাঠান যাইতে পারিবে।

সমনে যে সকল বিবরণ লিখিবার আদেশ আছে ঐ পত্রেও সেই বিবরণ লেখা থাকিবে, ও ৯২ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া, সমন লইয়া যদ্রূপ কার্য্য হইয়া থাকে ঐ পত্রও লইয়া সর্ব্বতোভাবে তদ্রূপ কার্য্য করা যাইবে ইতি।

তদ্রূপ পত্র পাঠাবার নিয়মের কথা।

৯২ ধারা। (৮। ৬৫) উক্ত প্রকারে সমনের পরিবর্ত্তে পত্র দেওয়া গেলে, তাহা প্রতিবাদির নিকট ডাকযোগে চালান হইতে, কিম্বা আদালতের মনোনীত বিশেষ হরকরার দ্বারা, কিম্বা আদালত অন্য যে প্রকারে বিহিত বোধ করেন সেই প্রকারে পাঠান যাইতে পারিবে। কিন্তু প্রতিবাদির নামে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মকারক থাকিলে পত্রখানি ঐ কর্ম্মকারককে দেওয়া বা তাঁহার নিকট পাঠান যাইতে পারিবে ইতি।

পরওয়ানা জারী করণবিষয়ক বিধি।

যাঁহার অনুরোধে পরওয়ানা বাহির হয় তাঁহার খরচে জারী করিবার কথা।

৯৩ ধারা। (২৩। ২) এই আইনমতে যে প্রত্যেক পরওয়ানা বাহির হয়, যে ব্যক্তির পক্ষে বাহির করা যায়

আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে তাঁহারই খরচে জারী করা যাইবে।

জারী করিবার খরচের কথা।

পরওয়ানা জারী করিবার নিমিত্ত আদালতের যে ফী আদায় হইতে পারে, পরওয়ানা বাহির হইবার পূর্ব্বে তাহা আদায় করিতে হইবে ইতি।

নোটিস ও আজ্ঞাপত্র লিখিত হইয়া যে প্রকারে জারী করা যাইবে তাহার কথা।

৯৪ ধারা। এই আইনদ্বারা কোন ব্যক্তির নামে নোটিস ও আজ্ঞা দিবার বা জারী করিবার আদেশ থাকিলে তাহা লিখিয়া দেওয়া যাইবে, ও সমন জারী করিবার পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে জারী করা যাইবে ইতি।

ডাকমাসুলের কথা।

৯৫ ধারা। কোন নোটিস কি সমন কি পত্র এই আইনমতে বাহির হইয়া ডাকযোগে পাঠাইতে হইলে, ঐ পত্রাদি পাঠাইবার পূর্ব্বে তাহার ডাকমাসুল ও তাহা রেজিষ্টরী করিবার ফী দিতে হইবে ইতি।*

সপ্তম অধ্যায়।

উভয় পক্ষের উপস্থিত হওন বিষয়ক ও উপস্থিত না হওনের ফলবিষয়ক বিধি।

---

* ডাকযোগে কোন নোটিস ইত্যাদি পাঠাইতে হইলে তাহা রেজেষ্টরি না করিয়া পাঠান হইবে না আপাততঃ এইরূপ অর্থ বুঝা যায়।

সমনে প্রতিবাদির উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার যে দিন নিরূপণ
হয়, সেই দিনে উভয় পক্ষের উপস্থিত হইবার কথা।

৯৬ ধারা। (৮। ১০৯) সমনপত্রে প্রতিবাদির উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার যে দিন নিরূপণ থাকে, সেই দিনে উভয় পক্ষ নিজে কিম্বা আপন২ উকীলের দ্বারা আদালত ঘরে উপস্থিত হইবেন, এবং আদালত মোকদ্দমা শুনিবার কার্য্য স্থগিত রাখিয়া দিনান্তর নিরূপণ না করিলে, সেই দিনেই মোকদ্দমা শুনা যাইবে ইতি।

বাদী সমন জারী করিবার ফী না দেওয়াতে জারী না
হইলে, মোকর্দ্দমা ডিসমিস করিবার কথা।

৯৭ ধারা। সমন জারী করাইবার জন্যে আদালতে যে ফী আদায় হইতে পারে বাদী তাহা না দেওয়াতে ঐ সমন জারী হয় নাই, প্রতিবাদির উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার নিরূপিত দিনে ইহা দেখা গেলে, আদালত মোকর্দ্দমা ডিসমিস হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। *

উপবিধি।

কিন্তু প্রতিবাদিকে সমন দেওয়া না গেলেও, যদি উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার নিরূপিত দিনে তিনি নিজে উপস্থিত হন, কিম্বা মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি থাকিলে নিয়মিতরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হন, তবে উক্ত প্রকারের আজ্ঞা করা যাইবে না ইতি।

---

* যদি নৌকাভাড়া ইত্যাদি দাখিল না হওয়া জন্য সমন জারী হইতে না পারে তবে সেটী কি ত্রুটীর মধ্যে গণ্য হইবে না? তবে এ বিষয় হাইকোর্ট নাবহুলার আছে।

কোন পক্ষ উপস্থিত না হইলে, মোকদ্দমা ডিসমিস করিতে হইবার কথা।

৯৮ ধারা। (৮। ১১০) প্রতিবাদির উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার নিরূপিত দিনে, কিম্বা সেই দিনে কার্য্য স্থগিত হইয়া অন্য দিন নিরূপণ করা গেলে সেই দিনেও, যদি কোন পক্ষ উপস্থিত না থাকেন, তবে বিচারপতি প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে মোকর্দ্দমা ডিসমিস করা যাইবে। প্রকারান্তরের আজ্ঞা করিলে তাঁহার আজ্ঞার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া স্বাক্ষর করিতে হইবে ইতি। *

উক্ত স্থলে বাদির নূতন মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার কথা।

৯৯ ধারা। (৮। ১১০) ৯৭ বা ৯৮ ধারার বিধানমতে মোকর্দ্দমা ডিসমিস করা গেলে, বাদী মিয়াদের আইন প্রবল মানিয়া নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন। ঐ কিম্বা সমন জারী করিবার নিমিত্ত আদালতে যে ফী দিবার প্রয়োজন নিরূপিত সময়ের মধ্যে তাহা না দেওনের কিম্বা বিষয়বিশেষে উপস্থিত না হওনের বিশিষ্ট কারণ ছিল, বাদী

কিম্বা পুনবায় নথীর শামিল করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

ঐ মোকর্দ্দমা ডিসমিস হইবার আজ্ঞার তারিখ অবধি ত্রিশ

মন্তব্য যে এই ধারাতে কেবল কোর্টফি দাখিলের কথা থাকিল, অথচ আপীলের এত্তালা জারীর সমুদায় খরচা সমনমত দাখিলের বিধান হইয়াছে ৫৫৭ ধারা দ্রষ্টব্য।

* ৮ আইনের ১১০ ধারাতে বিধান ছিল যে আদালত ডাক দিলে কোন পক্ষই যদি উপস্থিত না হয় তবে মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইবে এবং প্রচলিত রীতি এই যে বাদী বিবাদীর নাম ধরিয়া ডাক দেওয়া হয় কিন্তু অতঃপর এই প্রথা প্রচলিত রাখিবার আইনতঃ কারণ থাকিল না।

দিনের মধ্যে এই বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে পারিলে, আদালত ডিসমিস করিবার আজ্ঞা অন্যথা করিয়া মোকদ্দমা চালাইবার দিন নিরূপণ করিবেন ইতি। *

কেবল বাদী উপস্থিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০০ ধারা। (৮। ১১১) বাদী উপস্থিত হইলে ও প্রতিবাদী উপস্থিত না হইলে, কার্য্য এইরূপে চলিবে।

সমন নিয়মমতে দেওয়া গিয়া থাকিলে।

(ক) সমন নিয়মমতে জারী করা গিয়াছে, ইহার প্রমাণ হইলে আদালত এক পক্ষ মাত্র উপস্থিত থাকিতে কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন।

সমন নিয়মমতে দেওয়া না গেলে।

(খ) সমন নিয়মমতে যে দেওয়া গেল ইহার প্রমাণ না হইলে, আদালত প্রতিবাদির নামে দ্বিতীয় সমন বাহির করিয়া জারী করিবার আজ্ঞা করিবেন।

সমন জারী করা গেলেও উপযুক্ত সময়ের মধ্যে জারী না হইলে তদ্বিষয়ক কথা।

(গ) প্রতিবাদিকে সমন দেওয়া গিয়াছিল, কিন্তু তিনি যাহাতে সমনের নিরূপিত দিনে উপস্থিত হইয়া উত্তর দিতে

---

* যদি উকীল উপস্থিত থাকেন অথচ প্রমাণ না থাকে তবে ৯৯ ধারামতে হানি হইবে না ২০ উঃ রিঃ ৫৩পৃ। আশ্চর্য্য এই যে উকীল উপস্থিত সত্তে ডিসমিস্ হইলে কি প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে তাহার বিধান ৮ আইনেও ছিল না এ আইনেও হইল না অথচ এ সম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ নজির হইয়াছে। ত্রুটি প্রযুক্ত ডিস্মিসের হুকুমের উপর আপীল আছে কিনা পূর্ব্বে সন্দেহ স্থল ছিল এবং এ বিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ নজির ছিল কিন্তু এক্ষণে স্থির হইতেছে যে ৯৭। ৯৮ ধারার আদেশের উপর আপীল চলিবেনা।

পারেন এমত উপযুক্ত সময় থাকিতে তাঁহাকে দেওয়া যায় নাই, ইহার প্রমাণ হইলে, আদালত অন্য দিন নিরূপণ করিয়া সেই দিন পর্য্যন্ত মোকর্দ্দমা শ্রবণের কার্য্য স্থগিত রাখিবেন ও প্রতিবাদিকে সেই দিনের নোটিস দিতে আজ্ঞা করিবেন।

যদি বাদিরই ত্রুটিপ্রযুক্ত সমন উপযুক্ত সময়ে জারী হইতে পারে নাই, তবে উক্ত প্রকারে অন্য দিন নিরূপণ করিবার যে খরচ হয়, আদালত তাঁহাকেই সেই খরচ দিতে আজ্ঞা করিবেন ইতি।

মোকদ্দমা স্থগিত হইয়া যেদিন নিরূপণ হয় প্রতিবাদী সেই দিনে উপস্থিত হইয়া, পূর্ব্বে উপস্থিত না হওয়ার উপযুক্ত কারণ জানাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০১ ধারা। (৮। ১১১) একপক্ষমাত্র উপস্থিত থাকিতে আদালত মোকর্দ্দমা শুনিবার অন্য দিন নিরূপণ করিলে, ও প্রতিবাদী সেই দিনে কি তৎপূর্ব্বে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বে উপস্থিত না হওয়ার বিশিষ্ট কারণ জানাইলে, আদালত খরচা প্রভৃতির যে নিয়মের আজ্ঞা করেন সেই নিয়মানুসারে ঐ মোকর্দ্দমায় উপস্থিত হইবার নিরূপিত দিনে উপস্থিত হওয়ার ন্যায় প্রতিবাদির উত্তর শুনা যাইবে ইতি।

কেবল প্রতিবাদী উপস্থিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০২ ধারা। (৮। ১১৪) প্রতিবাদী উপস্থিত হইলে ও বাদী উপস্থিত না হইলে, আদালত মোকদ্দমা ডিসমিস করিবেন। কিন্তু প্রতিবাদী বাদির দাওয়া কি তাহার একাংশ স্বীকার ব[illegible] আদালত সেই স্বীকার অনুসারে প্রতিবাদির বিপক্ষে [illegible]বেন, ও দাওয়ার একাংশ মাত্র স্বীকার

করা গেলে অবশিষ্ট অংশের পক্ষে মোকর্দ্দমা ডিসমিস করিবেন ইতি।

ত্রুট প্রযুক্ত বাদির বিপক্ষে ডিক্রী হইলে নূতন
মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধার কথা।

১০৩ ধারা। (৮।১১৪) এই ধারা ক্রমে সম্পূর্ণ মোকর্দ্দমা কিম্বা একাংশ ডিসমিস করা গেলে, বাদী নালিশের সেই হেতু ধরিয়া নূতন মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না। কিন্তু তিনি সেই ডিসমিস করণের আজ্ঞা অসিদ্ধ করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন। ও শ্রবণের জন্যে যে দিনে তলব করা যায়, বিশিষ্ট কোন কারণে তাঁহার সেইদিনে উপস্থিত হওয়ার বাধা ছিল, ইহার প্রমাণ করা গেলে, আদালত খরচা প্রভৃতি বিষয়ে যে নিয়ম উচিত জ্ঞান করেন এমত নিয়ম করিয়া, সেই ডিসমিস করণের আজ্ঞা অসিদ্ধ করিয়া, মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান করিবার দিন নিরূপণ করিবেন।

বাদী উক্তরূপে প্রার্থনা করিবার নোটিস লিখিয়া প্রতিবাদির নামে জারী না করাইলে, এই ধারার পূর্ব্ব প্রকরণমতে আজ্ঞা করা যাইবে ইতি।

প্রতিবাদী ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করাতে
উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০৪ ধারা। (৮।৬০) প্রতিবাদী ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলে, ও তাঁহার পক্ষে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন কর্ম্মকারক না থাকিলে, যদি প্রতিবাদী মোকর্দ্দমা শুনিবার নিরূপিত দিনে, কিম্বা সেই দিন কার্য্য স্থগিত হইয়া মোকর্দ্দমা শুনিবার নিরূপিত অন্য দিনে উপস্থিত না হন, তবে বাদী আদালতে মোকর্দ্দমা চালাইবার অনুমতি

প্রার্থনা করিলে, আদালত যে প্রকারে ও যে নিয়ম বিহিত বোধ করেন বাদিকে সেই প্রকারে ও সেই নিয়মানুসারে সেই মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান করিবার অনুমতি দেওনরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।*

অনেক জন বাদির মধ্যে এক কি কএক জন উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০৫ ধারা। (৮। ১১৬) একের অধিক জন বাদী থাকিলে, ও তাঁহাদের এক কি কএক জন উপস্থিত হইলে, ও অন্যেরা উপস্থিত না হইলে, যে বাদী কি বাদিরা উপস্থিত হন আদালত তাঁহাদের অনুরোধে সকল বাদির উপস্থিত হওয়ার ন্যায় মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান হওয়ার অনুমতি দিতে, ও যেরূপ আজ্ঞা করা বিহিত বোধ করেন করিতে পারিবেন ইতি।

অনেক জন প্রতিবাদির মধ্যে এক কি কএক জন উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০৬ ধারা। (৮। ১১৬) একের অধিক জন প্রতিবাদী থাকিলে, ও তাঁহাদের এক কি কএক জন উপস্থিত হইলে, ও অন্য প্রতিবাদিরা উপস্থিত না হইলে, মোকদ্দমা চলিবে, ও যে প্রতিবাদিগণ উপস্থিত নাই আদালত নিষ্পত্তি করণের সময়ে তাঁহাদের বিষয়ে যে আজ্ঞা করা উচিত বোধ করেন করিবেন ইতি।

কোন পক্ষের স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা থাকিলে ও উপযুক্ত কারণ না থাকিতে তিনি না আইলে তাহার ফলের কথা।

১০৭ ধারা। (৮। ১১৭) বাদির কি প্রতিবাদির প্রতি ওও

* অনুমতি লইবার কারণ এই যে এই স্থলে সমন জারী হইয়া ফেরত আইসে না সুতরাং সমন জারী হইল কিনা আদালত জানিতে পারেন না।

ধারার কিম্বা ৪৩৬ ধারার বিধানমতে স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা হইলে, ও তিনি নিজে না আইলে, কিম্বা আদালতের হৃদ্বোধমতে আপনার না আসিবার উপযুক্ত কারণ না দেখাইলে, অনুপস্থিত বাদিদের ও প্রতিবাদিদের প্রতি পূর্ব্বলিখিত ধারার যে সকল বিধান খাটে তাঁহার প্রতিও সেই সকল বিধান খাটিবে ইতি।

এক পক্ষমাত্র উপস্থিত থাকিতে যে ডিক্রী হয় তাহা অসিদ্ধ করণ বিষয়ক বিধি।

প্রতিবাদী উপস্থিত না থাকিলে তাহার বিপক্ষে যে ডিক্রী হয় তাহা অসিদ্ধ করিবার কথা।

১০৮ ধারা। (৮। ১১৯) কোন মোকর্দ্দমায় কেবল বাদী উপস্থিত থাকিতে ১০০ ধারামতে প্রতিবাদির বিপক্ষে ডিক্রী হইয়া থাকিলে, যে আদালতে ডিক্রী হইয়াছিল প্রতিবাদী সেই আদালতে ঐ ডিক্রী অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।*

---

* ৮ আইনের ১১৯ ধারা মতে বিবাদী দুই কারণে ছানি করিতে পারিত এক কারণ এই যে সমন জারী হয় নাই দ্বিতীয় কারণ এই যে কোন বিশেষ কারণে বিবাদী হাজির হইতে পারে নাই, এক্ষণে ঐ প্রথম কারণের কথা উঠাইয়া দেওয়া হইল অর্থাৎ সমন জারী হয় নাই বলিয়া কেহ ছানি করিতে পারিবে না। উঠাইয়া দিবার তাৎপর্য্য এই যে এইক্ষণে সমন বিবাদীর হাতে দিয়া জারী হইবে অথবা তাহার শেষ বাসস্থানে এবং আদালত গৃহে লটকাইয়া জারী হইবে, আর এই শেষোক্ত জারী, হস্তে দিয়া জারীর সহিত তুল্য সুতরাং সমন জারী হয় নাই বলিয়া আইনতঃ আপত্তি করিবার স্থল নাই। কিন্তু সমন জারীর প্রমাণ সম্বন্ধে আদালতের বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। বাদী অনায়াসে অপ্রকৃত বিবাদীর হস্তে সমন দেওয়া-

মোকর্দ্দমা শুনিবার নিমিত্ত যে সময়ে তলব করা গেল উপযুক্ত কোন কারণে প্রতিবাদির সেই সময়ে উপস্থিত হওয়ার বাধা ছিল, আদালতের হৃদ্বোধমতে এই কথার প্রমাণ করা গেলে, আদালত খরচার বিষয়ে ও আদালতে টাকা দেওন প্রভৃতির বিষয়ে যে নিয়ম করা উচিত জ্ঞান করেন এমত নিয়ম করিয়া ঐ ডিক্রী অসিদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিবেন ও মোকর্দ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান করিবার দিন নিরূপণ করিবেন।

বিপক্ষ পক্ষকে নোটিস না দিলে ডিক্রী অসিদ্ধ করিতে না হইবার কথা

১০৯ ধারা। (৮। ১১৯) বিপক্ষ পক্ষকে নোটিস লিখিয়া দেওয়া না গেলে, পূর্ব্বোক্ত কোন প্রার্থনামতে কোন ডিক্রী অসিদ্ধ করা যাইবে না ইতি।

ইযা প্যাদাব দ্বাবা কৈফিয়ত দেওযাইতে এবং মিথ্যা সাক্ষীব জবানবন্দী করাইতে পারে অতএব এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওযা আবশ্যক। ফলতঃ যে সকল উপযুক্ত কারণে বিবাদী উপস্থিত হইতে পারে নাই বলিয়া ছানি করিতে পারিবে তন্মধ্যে এইরূপ কারণও গণ্য করা যাইতে পারিবে। কত দিনের মধ্যে ছানিব প্রার্থনা করিতে হইবে তাহা লেখা নাই কারণ তমাদি আইনে ইহাব বিধান আছে। অর্থৎ ডিক্রীজারির পরওযানা জারীর দিন হইতে ৩০ দিন মধ্যে প্রার্থনা করিতে হইবে। এই আইনের ২৪৮ ধারামতে নোটিস জারী হইলে সেই তারিখ হইতে ৩০ দিন। অভয় চরণ দত্ত বনাম মধুসূদন চৌধুরি ও ওযাইমান ১৭২। কিন্তু পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু বনাম প্রসন্ন কুমার শিকদার ২ ইঃ লাঃ রিঃ ১২৩ নজিরে বলা হইযাছে যে নোটীশ জারির তারিখ হইতে নহে ক্রোক পরওয়ানা জারীব তারিখ হইতে ৩০ দিন।

যদি বিবাদীর ছানিব প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয় তবে সেই আদেশের বিরুদ্ধে তাহার আপীল করিবার বিধান দৃষ্ট হয় না।

অষ্টম অধ্যায়।

বর্ণনাপত্র ও দাওয়ার বিপরীত দাওয়া বিষয়ক বিধি।

বর্ণনাপত্রের কথা।

১১০ ধারা। (৮। ১২০) মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণ কালে বা তৎপূর্ব্ব কোন সময়ে উভয় পক্ষ আপন২ পক্ষের বর্ণনা-পত্র দিতে পারিবেন, ও আদালত সেই বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য করিয়া কাগজপত্রের মধ্যে রখিবেন ইতি। *

এক দাওয়ার বিপক্ষে অন্য দাওয়া উপস্থিত করা গেলে বর্ণনাপত্রে তাহার বিবরণ লিখিবার কথা।

১১১। (৮। ১২১) টাকা আদায়ের নিমিত্ত মোকর্দ্দমায় বাদী যে দাওয়া করেন প্রতিবাদীও বাদির সেই দাওয়ার বিপক্ষে তাঁহার স্থানে আইনমতে আপনার প্রাপ্য নিশ্চিত

---

* বর্ণনাপত্র খানি সমস্ত একত্র পাঠ করিতে হইবে কোন একাংশ ধরিয়া বিচার করিতে হইবে না। পুলিন বিহারী সেন বনাম ওয়াট্‌ছন সাহেব পূঃ অঃ ৩১ সে জানুয়ারি ১৮৬৮। কিন্তু পরস্পর সংস্রব হীন দুইটী কথার মধ্যে একটী কথা বিবাদীর বিরুদ্ধ প্রমাণ গণ্য করা অন্যায় নহে। যথা বিবাদী যদি কহে যে বাদী বিরোধীয় জমি ইস্তফা করাতে জমিদার তাহাকে বন্দোবস্ত দিয়াছেন তাহা হইলে বাদীর পূর্ব্ব দখল বিবাদীর স্বীকার বাক্য বলিয়া গণ্য করা অন্যায় নহে। বৈকুণ্ঠ নাথ কামার বনাম চন্দ্রমোহন চৌধুরি। ১ বাঃ লাঃ রিঃ ১৩৩। পূর্ণ অধিবেশন নিষ্পত্তির অর্থ এই যে যদি কোন ব্যক্তি কোন কথা কোন অবস্থা সংযুক্ত করিয়া বলে তবে সেই অবস্থা বাদ দিয়া কেবল নিরবচ্ছিন্ন সেই কথাটী স্বীকার বাক্য বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে।

বর্ণনা পত্র দিতে বিবাদী বাধ্য নহে মৌখিক আপত্তি করিলে চলিতে পারিবে।

কতক টাকার দাওয়া উপস্থিত করিলে, এবং বাদির মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের পরস্পর যদ্রূপ সম্বন্ধ থাকে বাদির বিপক্ষে প্রতিবাদি সেই দাওয়াসম্পর্কে তাঁহাদের পরস্পর সেই সম্বন্ধ থাকিলে, প্রতিবাদী মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের সময়ে সেই দাওয়ার বিপরীত আপনার প্রাপ্য ঋণের বিবরণ সূচক বর্ণনাপত্র দিতে পারিবেন,* কিন্তু আদালতের অনুমতি না হইলে তৎপরে দিতে পারিবেন না।

অনুসন্ধান লওনের কথা।

তাহা হইলে আদালত সেই বিষয়ের অনুসন্ধান লইবেন, এবং মোকর্দ্দমায় এই ধারার পূর্ব্ব ভাগের সকল নিয়ম পূর্ণ হইল, ও যত টাকার বিপরীত দাওয়া হইল তাহা আদালতের টাকাসম্পর্কীয় বিচারাধিপত্যের বহির্ভূত নয়, ইহা দেখিতে পাইলে, আদালত এক ঋণ হইতে অন্য ঋণ বাদ দিতে পারিবেন।

বাদ দেওয়ার ফলের কথা।

এক দাওয়ার বিপরীত অন্য দাওয়া উপস্থিত করিবার ফল মুক্তাহেমী মোকর্দ্দমার আবেদনপত্রের ফলের ন্যায় হইবে, তাহাতে আদালত একি মোকদ্দমায় আসল ও বিপরীত দাওয়ার চূড়ান্ত বিচার ব্যক্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু ডিক্রীমতে

---

* দাবি কাটা কাটি করিবার জন্য ৩ টী কথা প্রয়োজন—

১। বিবাদী যে টাকা কাটিয়া দিতে চাহে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইবে (গ)

২। উভয় দেনা পাওনা এক স্বত্বে দাবি হওয়া আবশ্যক (ক, খ)

৩। বিবাদীর পাওনা আইনমতে আদায় হইতে পারিবে যথা যে দাবি তমাদি হয় নাই।

কোন উকীলের যে খরচ প্রাপ্য হয় ডিক্রী করা টাকার উপর তাহার সেই দাওয়ার বিঘ্ন হইবে না ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ উইল লিখিয়া বলরামের পক্ষে ২,০০০, টাকা নিরূপণ করিয়া চন্দ্রকে আপনার উইলের নিরূপিত কার্য্য-সাধক ও অবশিষ্ট ধনের অধিকারী করিয়া যান। বলরাম মরিলে, দিননাথ তাঁহার দ্রব্যনিরূপণের অধিকারিত্বপত্র লন। চন্দ্র ঐ দিননাথের জামিনস্বরূপে ১,০০০, টাকা দেন। পরে আনন্দের দত্ত ঐ ২,০০০, টাকা পাইবার জন্যে দিননাথ চন্দ্রের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। এই স্থলে চন্দ্র জামিন স্বরূপে যে ১০০০, টাকা দিলেন ঐ ২,০০০, টাকাহইতে তাহা বাদ দিবার দাওয়া করিতে পারিবেন না, কারণ ঐ ১০০০, টাকা দেওন সম্পর্কে চন্দ্রের ও দিননাথের পরস্পর যে সম্বন্ধ ছিল, আনন্দের ২০০০, টাকাসম্পর্কে তাঁহাদের পরস্পর সেই সম্বন্ধ ছিল না।

(খ) আনন্দ বলরামের টাকা ধারে ও উইল না লিখিয়া মরে। চন্দ্র আনন্দের দ্রব্যনিরূপণ করিবার অধিকারিত্বপত্র লন, ও চন্দ্রেরস্থানে বলরাম সেই বিষয়ের একাংশ ক্রয় করেন। পরে চন্দ্র সেই ক্রীত দ্রব্যের মূল্য পাইবার জন্যে বলরামের নামে নালিশ করেন। এই স্থলে বলরাম আনন্দের স্থানে টাকা পাইবেন বলিয়া ঐ দ্রব্যের মূল্য হইতে ঐ ঋণ বাদ দিবার দাওয়া করিতে পারিবেন না, কারণ চন্দ্রের দুই প্রকারের সম্বন্ধ আছে, বলরামের নিকট তাঁহার বিক্রেতার সম্বন্ধ হেতুক বলরামের নামে নালিশ করেন, ও আনন্দের নিকট তাহার স্থলাভিষিক্তস্বরূপ সম্বন্ধ আছে।

(গ) আনন্দ কোন হুণ্ডীর উপর বলরামের নামে নালিশ করেন, তাহাতে বলরাম কহেন যে আনন্দ আমার মালের উপর বিমাপত্র লইতে অন্যায়মতে তাচ্ছল্য করিয়াছেন ইহার হানিপূরণার্থে আমার নিকট দায়ী আছেন. উঁহার দাওয়ার বিপরীত ঐ হানিপূরণার্থ টাকার দাওয়া রাখিলাম। এই স্থলে কত টাকা দাওয়া করেন ইহা নিশ্চয় না হওয়াতে তাহা বাদ দেওয়া যাইতে পারিবে না।

(ঘ) আনন্দ ৫০০ টাকার হুণ্ডীর উপর বলরামের নামে নালিশ করেন। বলরামের নিকট আনন্দের বিপক্ষে ১০০০৲ টাকার ডিক্রী আছে। এই স্থলে উভয়ের দাওয়ার টাকা নিশ্চিত হওয়া প্রযুক্ত এক দাওয়ার বিপরীত অন্য দাওয়া উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

(ঙ) বলরাম অনধিকার প্রবেশ করাতে আনন্দ তাহার নামে হানিপূরণের নালিশ করেন। বলরামের নিকট আনন্দের ১০০০৲ টাকার খৎ আছে তাহাতে বলরাম কহেন যে আনন্দ এই মোকর্দ্দমায় যত টাকা পাইতে পারেন, সেই হাজার টাকা হইতে তাহা বাদ দিবার প্রার্থনা করি। তাহা করিতেও পারেন, কারণ আনন্দের পক্ষে ঐ হানিপূরণের আজ্ঞা হইলেই উভয় পক্ষের দাওয়ার টাকা নিশ্চিত হয়।

(চ) আনন্দ ও বলরাম ১০০০ টাকা পাইবার নিমিত্ত চন্দ্রের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। চন্দ্র কেবল আনন্দের স্থানে যে ঋণ পাইবেন তাহা বাদ দিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।

(ছ) আনন্দ ১০০০ টাকা পাইবার নিমিত্তে বলরামের ও চন্দ্রের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন আনন্দের স্থানে

একা বলরামের যে টাকা পাওনা হয় তাহা বাদ দিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।

(জ) বলরাম ও চন্দ্র অংশিত্বভাবে কর্ম্ম করেন, আনন্দ ঐ ব্যবসায়ের সম্পর্কে তাহাদের ১০০০ টাকা ধারেন। বলরাম মরিলে চন্দ্র বর্ত্তমান রহিলেন। ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্য্য ভিন্ন নিজ চন্দ্রের নামে আনন্দ ১৫০০ টাকা পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। চন্দ্র ঐ ব্যবসায়ের পক্ষে প্রাপ্য ১০০০ টাকা বাদ দিতে পারিবেন

প্রথম শ্রবণের পর আদালত বর্ণনাপত্র না চাহিলে তাহা গ্রাহ্য হইতে না পারিবার কথা।

১১২ ধারা। (৮। ১২২) ইহার পূর্ব্বধারার নির্দ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের পরে, বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য হইবে না।

আদালত কোন সময়েই বর্ণনাপত্র আনাইবার ক্ষমতার কথা।

কিন্তু আদালত কোন সময়েই কোন পক্ষের বর্ণনাপত্র কিম্বা অতিরিক্ত বর্ণনাপত্র দিবার আজ্ঞা করিতে ও সেই পত্র উপস্থিত করিবার সময় নিরূপণ করিতে পারিবেন।

পরন্তু তদ্রূপ কোন বর্ণনাপত্র দিবার আদেশ হইলে ও উপস্থিত করা গেলে, তাহার উত্তর দিবার জন্যে আদালতের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বর্ণনাপত্র কিম্বা অতিরিক্ত বর্ণনাপত্র কোন সময়েই গ্রাহ্য হইতে পারিবে ইতি। *

আদালত কোন পক্ষের নিকট বর্ণনাপত্র চাহিলেও তিনি না দিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১৩ ধারা। উক্ত প্রকারে কোন পক্ষের প্রতি বর্ণনাপত্র

* বিধানটী নূতন।

দিবার আদেশ হইলেও সেই পক্ষ আদালতের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই পত্র উপস্থিত না করিলে আদালত তাঁহার বিপক্ষ ডিক্রী করিতে, কিম্বা মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অন্য যে আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করেন করিতে পারিবেন ইতি।

বর্ণনাপত্র যেরূপ লিখিতে হইবে তাহার কথা

১১৪ ধারা। (৮। ২৩) মোকদ্দমার ভাব বিবেচনায় ঐ বর্ণনাপত্র যত সংক্ষেপ লেখা যাইতে পারে লেখা যাইবে। তাহা তর্কবিতর্ক ভাবাপন্ন হইবে না। কিন্তু যে পক্ষ ঐ বর্ণন পত্র লেখেন কিম্বা যাঁহার পক্ষে তাহা লেখা যায় তিনি মোকদ্দমার যে যে বৃত্তান্ত গুরুতর জ্ঞান করেন ও যাহা স্বীকার করেন বা যাহার প্রমাণ করিতে আপনাকে সক্ষম জানেন, সাধ্যমতে কেবল সেই বৃত্তান্ত সহজ বর্ণনার ভাবে লেখা যাইবে।

তদ্রূপ প্রত্যেক বর্ণনাপত্র দফা দফা করিয়া ভাগ করা যাইবে ও প্রত্যেক দফার ক্রমিক নম্বর দেওয়া যাইবে ও সাধ্যমতে প্রত্যেক দফায় স্বতন্ত্র উক্তি থাকিবে ইতি।

বর্ণনাপত্রে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যাকরণের কথা লিখিতে হইবার কথা।

১১৫ ধারা। (৮। ১২৩) আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবার ও সত্যাকরণের কথা লিখিবার যে যে বিধান পূর্ব্বে হইয়াছে, বর্ণনাপত্রেও সেই সেই বিধানমতে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যাকরণের কথা লেখা না গেলে বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য হইবে না।

৫২ ধারায় স্বাক্ষরকরণ বিষয়ে সাক্ষিদের সাক্ষ্য লওয়ার যে বিধান আছে তাহা বর্ণনাপত্রেরও প্রতি বর্ত্তিবে ইতি।

বর্ণনাপত্রে তর্কবিতর্ক কিম্বা অতি বিস্তারিত কি অপ্রাসঙ্গিক কথা থাকিলে তাহা অগ্রাহ্য করিবার কথা।

১১৬ ধারা। (৮। ১২৪) বর্ণনাপত্র আদালতের আজ্ঞা-

মতে, কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক দেওয়া গেলেও, আদালতের বিবেচনামতে সেই পত্র তর্কবিতর্কের ভাবাপন্ন, কিম্বা অতিবিস্তৃত কিম্বা তন্মধ্যে মোকদ্দমার অপ্রাসঙ্গিক কথা থাকিলে, আদালত তৎকালে তৎস্থানেই তাহা সংশোধন করিতে পারিবেন, কিম্বা পৃষ্ঠে আজ্ঞা লিখিয়া তাহা অগ্রাহ্য করিতে, কিম্বা খরচা প্রভৃতির বিষয়ে যে নিয়ম উচিত বোধ করেন এমত নিয়ম ধার্য্য করিয়া যে ব্যক্তি লিখিয়া দিলেন তাঁহার দ্বারা আদালতের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধন করিবার নিমিত্তে তাঁহাকে ফিরিয়া দিতে পারিবেন।

সংশোধনের সাক্ষির কথা।

এই ধারামতে সংশোধন করা গেলে বিচারপতি সাক্ষিস্বরূপ ঐ সংশোধিত কথায় স্বাক্ষর করিবেন।

অগ্রাহ্য করণের ফলের কথা।

এই ধারামতে বর্ণনাপত্র অগ্রাহ্য হইলে, যে ব্যক্তি তাহা লিখিয়া দিলেন, আদালতের স্পষ্ট আজ্ঞা কি অনুমতি না থাকিলে, তিনি অন্য বর্ণনাপত্র উপস্থিত করিবেন না ইতি।

নবম অধ্যায়।

আদালতের দ্বারা উভয় পক্ষের পরীক্ষা লওন বিষয়ক বিধি।

লিখিত বর্ণনাপত্রে যে উক্তি হইয়াছে তাহা স্বীকার বা অস্বীকার হইল, প্রত্যেক পক্ষের নিকট ইহা জ্ঞাত হওয়ার কথা।

১১৭ ধারা। আবেদনপত্রে বৃত্তান্তের যে উক্তি হইয়াছে প্রতিবাদী তাহা স্বীকার বা অস্বীকার করেন, আদালত

মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণ কালে প্রতিবাদির কিম্বা তাঁহার উকীলের নিকট এই কথা জানিয়া লইবেন এবং বিপক্ষ পক্ষ কোন বর্ণনাপত্র লিখিয়া দিলে, তন্মধ্যে যে বৃত্তান্তের উক্তি যে পক্ষের বিপক্ষে করা যায় সেই পক্ষ স্পষ্টই কি কথার আবশ্যক ভাবানুসারে তাহা স্বীকার বা অস্বীকার না করিয়া থাকিলে, ঐ পক্ষ সেই উক্তি স্বীকার বা অস্বীকার করেন আদালত তাঁহার কিম্বা তদীয় উকীলের নিকট ইহা জানিয়া লইবেন। ও সেই স্বীকার বা অস্বীকার বাক্য লিপিবদ্ধ করিবেন ইতি। *

এক পক্ষের কিম্বা সঙ্গি ব্যক্তির কি উকীলের বাচনিক পরীক্ষার কথা।

১১৮ ধারা। (৮। ১২৫) মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের সময়ে, কিম্বা তৎপশ্চাৎ শুনিবার অন্য কোন সময়ে, কোন পক্ষ আদালতে স্বয়ং আইলে কিম্বা তথায় উপস্থিত থাকিলে আদালত তাঁহার কিম্বা যিনি মোকদ্দমা সম্পর্কীয় কোন গুরুতর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন ঐ পক্ষের কি তাঁহার উকীলের সঙ্গী এমত অন্য ব্যক্তির বাচনিক পরীক্ষা লইতে পারিবেন। এবং আদালত ঐ সাক্ষ্য লওন সময়ে উচিত বোধ করিলে কোন পক্ষের প্রস্তাবিত প্রশ্ন করিতে পারিবেন ইতি।

---

* বাদী বিবাদী যাহা স্বীকার করে কি অস্বীকার করে তাহা আদালতকে লিখিয়া নথি সামিল করিতে হইবে। কিন্তু তাহাদিগকে শপথ দিবার কথা এই অধ্যায়ে নাই। ৮ আইনে শপথের বিধান ছিল কিন্তু ১৮৭২ সনের ৮ আইনের ৫ ধারামতে শপথ না দিয়া এজাহার লওয়া গেলেও সে এজাহার অকর্ম্মণ্য হইবেক না সুতরাং এই স্থলে শপথের কথা লিখিবার প্রয়োজনও ছিলনা।

পরীক্ষার ফলের মর্ম্ম লিখিয়া রাখিবার কথা।

১১৯ ধারা। (৮। ১২৫) বিচারপতি সাক্ষ্যের মর্ম্ম লিখিয়া রাখিবেন ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে ইতি।

উকীল উত্তর না দিলে কি দিতে না পারিলে তাহার ফলের কথা।

১২০ ধারা। (৮। ১২৭) কোন পক্ষ উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে, ও আদালতের বিবেচনামতে মোকদ্দমাসম্পর্কীয় যে গুরুতর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সেই পক্ষের উচিত ও নিজ তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করা গেলে দিতে পারিতেন, ঐ উকীল এমত প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে কিম্বা দিতে না পারিলে, আদালত মোকর্দ্দমা শুনিবার অন্য দিন নিরূপণ করিয়া সেই দিনে ঐ পক্ষকে নিজে আসিতে আজ্ঞা দিবেন।

সেই পক্ষ বৈধ কারণ না থাকিলেও সেই নিরূপিত দিনে আপনি না আইলে, আদালত তাঁহার বিপক্ষে ডিক্রী করিতে, কিম্বা মোকর্দ্দমা সম্পর্কীয় জন্য যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন, করিতে পারিবেন ইতি।

দশম অধ্যায়।

সন্ধান লওন ও দলীল গ্রাহ্য ও দৃষ্টি ও উপস্থিত করণ ও আটক রাখণ ও ফিরিয়া দেওন বিষয়ক বিধি।

প্রশ্ন লিখিয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

১২১ ধারা। কোন পক্ষ আদালতের অনুমতি পাইয়া

কোন সময়েই আদালতের দ্বারা বিপক্ষ পক্ষকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্যে, কিম্বা বিপক্ষ পক্ষের মধ্যে একের অধিক জন থাকিলে তাঁহাদের কোন এক কি কএক জনকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্যে, প্রশ্ন লিখিয়া দিতে পারিবেন, ও যে ব্যক্তির যে যে প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, ঐ প্রশ্নপত্রের তলভাগে ইহার নোট লিখিবেন।

কিন্তু আদালতের অনুমতি না হইলে কোন পক্ষ একি ব্যক্তিকে এক প্রস্থ প্রশ্নের অধিক দিবেন না। এবং প্রতিবাদী যদি লিখিত বর্ণনাপত্র না দিয়া থাকেন ও সেই বর্ণনাপত্র প্রাপ্ত হইয়া যদি কাগজপত্রের মধ্যে না দেওয়া যায়, তবে ঐ প্রতিবাদী বাদিকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রশ্ন দিতে পারিবেন না ইতি।

প্রশ্নপত্র দেওনের কথা।

১২২ ধারা। যে পক্ষের নিকট প্রশ্ন করা যাইবে তাঁহার উকীল থাকিলে, ১২১ ধারামতে যে প্রশ্নপত্র উপস্থিত করা যায় তাহা তাঁহাকে দেওয়া যাইবে, কিম্বা গমন জারী করিবার পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে জারী করা যাইবে, ও শেষোক্ত স্থলে ৭৯ ও ৮০ ও ৮১ ও ৮২ ধারার বিধান যত দূর বর্ত্তিতে পারে বর্ত্তিবে ইতি।

প্রশ্ন দেওনের ঔচিত্য বিষয়ে অনুসন্ধান লওয়ার কথা।

১২৩ ধারা। মোকদ্দমার খরচা ধার্য্য করণসময়ে আদালত কোন পক্ষের অনুরোধে ঐ প্রশ্ন দেওয়ার ঔচিত্য বিষয়ে অনুসন্ধান লইবেন বা লওয়াইবেন, ও সেই প্রশ্ন অসঙ্গত কিম্বা ক্লেশজনক কিম্বা অত্যন্ত দীর্ঘ ভাবে লেখা গেল বোধ

করিলে, ঐ২ প্রশ্ন ও তদুত্তর হেতুক যে খরচ লাগে তাহা উক্ত বিষয়ের দোষি ব্যক্তির দিতে হইবে ইতি।

সমবেত সমাজের কি কোম্পানির কর্ম্মকারকের নামে প্রশ্নপত্র দিবার কথা।

১২৪ ধারা। সমবেত সমাজ, কিম্বা সমবেত হইলে বা না হইলেও জাইন্ট ষ্টাক কোম্পানি, কিম্বা সমাবদ্ধ অন্য যে ব্যক্তিরা আইনমতে আপনাদের সাধারণ নামে কিম্বা কোন কর্ম্মকারকের কি অন্য ব্যক্তির নামে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন কিম্বা সেই প্রকারে যাহাদের নামে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে, এমত ব্যক্তিরা মোকদ্দমার এক পক্ষ হইলে, বিপক্ষপক্ষের কোন ব্যক্তি ঐ সমবেত সমাজের কি কোম্পানির কি সমাজবদ্ধ ব্যক্তিদের অন্তর্গত কোন ব্যক্তির কি কার্য্যকারকের নামে প্রশ্ন লিখিয়া দিবার অনুমতি প্রাপণার্থে আদালতের আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন, ও তদনুসারে আজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারিবে ইতি।*

---

* এই অধ্যায়ের বিধানগুলি নূতন ও উপকার জনক——

১। আদালতের অনুমতি লইয়া বাদী যখন ইচ্ছা এবং বিবাদী তাহার বর্ণনা গ্রাহ্য হওয়ার পর বিপক্ষ পক্ষকে প্রশ্ন করিতে পারিবে (১২১ ধারা)

২। প্রশ্নগুলি লিখিত হইবে এবং সমন জারীর ন্যায় তাহা জারী হইবে অথবা উকিলকে দিলেই হইবে। (১২২ ধারা)।

৩। আফিডাবিটদ্বারা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইবে। জারীর তারিখ হইতে ১০ দিনের মধ্যে উত্তর দাখিল হইবে (১২৩ ধারা) [আফিডাবিট শব্দের অর্থ ১৯৪ ধারায় লিখিত হইবে]।

৪। প্রশ্নের উত্তর না দিলে প্রশ্নকারীর প্রার্থনামতে আদালত উত্তর দিবার আদেশ করিবেন (১২৭ ধারা)

৫। শুনানির অন্ততঃ ১০দিন পূর্ব্বে কোন পক্ষ প্রার্থনা করিতে পারিবেন

অপ্রাসঙ্গিক প্রভৃতি প্রশ্ন উঠাইয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

১২৫ ধারা। কোন পক্ষের প্রতি নিজে কিম্বা সমাজবদ্ধ উক্ত কোন ব্যক্তির কি কার্য্যকারকের দ্বারা প্রশ্নের উত্তর দিবার আদেশ থাকিলে, তিনি তন্মধ্যে কোন প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক

যে বিপক্ষ তাহার দলীল স্বীকার করুন তদ্ভিন্ন তিনি দলীল প্রমাণের খরচা না পাইতেও পারেন (১২৮)

৬। দলীল স্বীকার করিয়া বিপক্ষ যে উত্তর দিবেন তাহাতে উকীলের দস্তখৎ থাকিলেই হইল (ঐ ধারা)

৭। নোটীশ জারীর পর ৩ দিনের মধ্যে বিপক্ষ স্বীকার না করিলে মোকদ্দমার শেষ ফল যাহাই হউক দলীল প্রমাণের খরচা ঐ বিপক্ষকে বহন করিতে হইবে।

৮। আদালত যে কোন সময় হউক কোন পক্ষকে আদেশ করিতে পারিবেন যে বিরোধীয় বিষয় সম্বন্ধে তাহার নিকট কি কি দলীল আছে তাহা আফিডেবিটদ্বারা প্রকাশ করে (১২৯ ধারা)

৯। মোকদ্দমা সম্পর্কীয় যে সকল দলীল পক্ষগণের অধিকারে থাকে তাহা উপস্থিত করিবার জন্য আদালত আদেশ করিতে পারেন (১৩০ ধা)

১০। আরজি কি বর্ণনা আফিডেবিট দ্বারা যে দলীল কোন পক্ষের অধিকারে থাকা প্রকাশ হয় সেই দলীল আদালতের কোন কর্ম্মচারির সম্মুখে দেখাইবার জন্য সেই পক্ষের নামে নোটীস জারী হইতে পারিবে। (১৩১ ধা)

১১। ঐ নোটীস পাওয়ার ১০ দিন মধ্যে ঐ পক্ষ বিপক্ষকে এক নোটীস দিবে যে সে ব্যক্তি ঐ নোটীশ প্রাপ্তির ৩ দিন মধ্যে অমুক স্থানে দলীল দেখিতে পাইবেন।

১২। ঐ বিপক্ষ ঐরূপে প্রত্যুত্তর না দিলে যে পক্ষ প্রথম নোটীশ জারী করিয়াছেন তিনি দলীল পাইবার আদেশ হইবার জন্য আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন (১৩১ ধা)

১৩। এই প্রার্থনা করিতে হইলে স্থল বিশেষে আফিডেবিট দ্বারা জানাইতে হইবে যে দলীল প্রয়োজনীয় এবং বিপক্ষের অধিকারে আছে।

কিম্বা প্রকৃত প্রস্তাবে মোকর্দ্দমার কার্য্যপক্ষে করা যায় নাই, কিম্বা যে বিষয়ের প্রশ্ন হইতেছে মোকর্দ্দমার তাৎকালিক অবস্থায় তাহা উপযুক্তমতে গুরুতর নয়, এই কিম্বা তদ্রূপ অন্য কোন কারণে, ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন ইতি।

উত্তর স্বরূপ আফিডেবিট অর্পণ করিবার সময়ের কথা।

১২৬ ধারা। প্রশ্নপত্র প্রাপ্ত হওয়ার তারিখ অবধি দশ দিনের মধ্যে, কিম্বা আদালত আর যত দিনের অনুমতি দেন তত দিনের মধ্যে, আফিডেবিটদ্বারা প্রশ্নের উত্তর আদালতে অর্পণ করা যাইবে ইতি।

কোন পক্ষ প্রচুরমতে উত্তর না দিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১২৭ ধারা। যাঁহার নিকট প্রশ্ন করা যায় তিনি কোন প্রশ্নের উত্তর না দিলে, কিম্বা দিব না বলিলে, কিম্বা অপ্রচুর মতে উত্তর দিলে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তি ঐ উত্তর দেওনের কিম্বা বিষয়বিশেষে আরো উত্তর দেওনের আজ্ঞার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন। ও আফিডেবিটদ্বারা, কিম্বা বিচারপতি আদেশ করিলে বাচনিক পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার প্রতি উত্তর দিবার কি আরো উত্তর দিবার আজ্ঞা হইতে পারিবে। কিন্তু ১২৫ ধারামতে কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নাই বিচারপতি এমত জ্ঞান করিলে, সেই প্রশ্নের উত্তর দিবার আজ্ঞা করিবেন না ইতি।

দলীল প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করণের দাওয়া করিতে পারিবার কথা।

১২৮ ধারা। মোকদ্দমা শ্রবণের পূর্ব্বে দশ দিনের অন্যূন সঙ্গত কোন সময়ে, কোন এক পক্ষ আদালতের দ্বারা অন্য পক্ষের নামে নোটিস দিয়া (প্রমাণস্বরূপ কোন দলীল গ্রাহ্য

হওয়ার ন্যায্য সকল আপত্তি প্রবল মানিয়া) মোকর্দ্দমার পক্ষে গুরুতর কোন দলীল প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন।

দলীল প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করার কথা লিখিয়া দেওয়া যাইবে, ও অন্য পক্ষ কি তাঁহার উকীল তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা আদালতে অর্পণ করা যাইবে।

যদি উক্ত প্রকারের নোটিস না দেওয়া যায়, তবে বিচারপতি প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, ঐ দলীল প্রমাণ করিবার কোন খরচার অনুমতি হইবে না।

সেই নোটিস দেওয়া গেলে পর, চারি দিনের মধ্যে তদনুযায়ি কার্য্য না গেলে, ও বিচারপতি দলীল প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করা সঙ্গত জ্ঞান করিলে মোকদ্দমার যে ফল হউক, যে পক্ষ অসম্মত হইলেন ঐ দলীল প্রমাণ করিবার খরচ তাহারই দিতে হইবে ইতি।

দলীলের সন্ধান লইবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবার কথা।

১২৯ ধারা। মোকদ্দমা সংক্রান্ত কোন বিষয়সম্পর্কীয় যেং দলীল মোকদ্দমার কোন পক্ষের অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে আছে বা ছিল, আদালত ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত থাকনের কোন সময়ে তাঁহার প্রতি আফিডেবিটক্রমে সেই সকল দলীল নির্দ্দেশ করিয়া জানাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং মোকদ্দমার কোন পক্ষ, প্রথম শ্রবণের পূর্ব্ব কোন সময়ে, আদালতে তদ্রূপ আজ্ঞা হওয়ার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ঐ আজ্ঞার উত্তরস্বরূপ আফিডেবিটের কথা।

যে ব্যক্তি ঐ নির্দ্দেশসূচক বাক্য কহেন তাঁহার ঐ আফিডে-

বিটের উল্লিখিত দলীলের মধ্যে কোন দলীল উপস্থিত করিবার আপত্তি থাকিলে, উক্ত প্রত্যেক আফিডেবিটে তাহাও বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিবেন ও তাঁহার আপত্তির হেতু লিখিবেন ইতি।

মোকদ্দমার চলন সময়ে দলীল উপস্থিতকরণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা।

১৩০ ধারা। কোন মোকদ্দমার উপস্থিত থাকনের কোন সময়ে আদালত ঐ মোকদ্দমা কি আনুষ্ঠানিক কার্য্যসংক্রান্ত কোন বিষয়ে কোন পক্ষের অধিকারগত কি ক্ষমতাধীন যে২ দলীল উপস্থিত করা উচিত বোধ করেন, ঐ পক্ষের প্রতি তাহা উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। দলীল উপস্থিত করা গেলে তাহা লইয়া যদ্রূপ ন্যায্য জ্ঞান করেন করিতে পারিবেন ইতি।

আবেদনপত্রাদিতে যে দলীলের উল্লেখ হয় তাহা দেখিবার জন্যে উপস্থিত করিবার নোটিসের কথা।

১৩১ ধারা। কোন পক্ষের আবেদন পত্রে কি লিখিত বর্ণনাপত্রে কি আফিডেবিটে কোন দলীলের উল্লেখ থাকিলে, মোকর্দ্দমার অন্য পক্ষ ঐ মোকদ্দমা শ্রবণ হওয়ার পূর্ব্বে কি শ্রবণকালীন কোন সময়ে আদালতের দ্বারা তাঁহাকে এই নোটিস দিতে পারিবেন যে, আদালত এতৎকার্য্যের নিমিত্ত যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তাঁহার সাক্ষাৎ ঐ নোটিসদাতার কি তাঁহার উকীলের দেখিবার নিমিত্ত ঐ দলীল উপস্থিত করেন, ও তাঁহাকে কি তাঁহার উকীলকে ঐ দলীল নকল করিয়া লইবার অনুমতি দেন।

ঐ নোটিস অনুসারে কার্য্য না করিবার ফলের কথা।

কোন পক্ষ যদি উক্ত নোটিস অনুসারে কার্য্য না করেন, তবে ঐ দলীল কেবল আপনার স্বত্ব সম্পর্কীয় দলীল, কিম্বা ঐ নোটিস অনুসারে কার্য্য না করিবার অন্য ও উপযুক্ত কারণ ছিল, আদালতের হৃদ্বোধমতে এই কথা না জানাইলে, তিনি পশ্চাৎ ঐ মোকদ্দমায় আপনার সপক্ষ প্রমাণস্বরূপ ঐ দলীল উপস্থিত করিতে পাইবেন না ইতি।

কোন পক্ষ উক্ত নোটিস পাইলে, ঐ দলীল যে স্থানে যে সময়ে দেখা যাইতে পারে ইহার নোটীস তাঁহার দিতে হইবার কথা।

১৩২ ধারা। যে পক্ষকে উক্ত নোটিস দেওয়া যায় তিনি তাহা পাইলে পর দশ দিনের মধ্যে ঐ নোটিসদাতাকে আদালতের দ্বারা এই মর্ম্মের নোটিস দিবেন যে, এই নোটিস দেওয়া গেলে পর তিন দিনের মধ্যে ঐ দলীল, কিম্বা তাঁহার যে২ দলীল দেখাইবার আপত্তি নাই তাহা, আপন উকীলের আফিসে কিম্বা সুবিধাজনক অন্য স্থানে দেখা যাইতে পারিবে ও কোন দলীল দেখাইতে আপত্তি করিলে সেই দলীল নির্দ্দিষ্ট করিয়া আপনার আপত্তির কারণ জানাইবেন ইতি।

দেখাইতে আজ্ঞা হওয়ার প্রার্থনার কথা।

১৩৩ ধারা। যে পক্ষের প্রতি ১৩১ ধারামতে নোটিস দেওয়া যায়, তিনি ১৩২ ধারামতে দলীল দেখিবার সময়ের নোটিস না দিলে, কিম্বা দেখাইবার আপত্তি করিলে, কিম্বা দেখিবার অসুবিধার স্থান জানাইলে, যে পক্ষ তাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন তিনি আদালতের নিকট তাহা দেখিতে পাইবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন ইতি।

ঐ প্রার্থনা আফিডেবিট মূলক হওয়ার কথা।

১৩৪ ধারা। যাঁহার বিপক্ষে উক্ত প্রার্থনা করা যায় তাঁহার আবেদনপত্রের কি বর্ণনাপত্রের কি আফিডেবিটের উল্লিখিত দলীলভিন্ন, কিম্বা তাঁহার দলীলের আফিডেবিটে যে২ দলীলের কথা প্রকাশ হইয়াছে তদ্ভিন্ন, কোন দলীল-সম্পর্কীয় উক্ত প্রার্থনাপত্র আফিডেবিট মূলক হইবে, তন্মধ্যে (ক) যে২ দলীল দেখিতে প্রার্থনা হয় ও (খ) প্রার্থকের সেই দলীল দেখিবার অধিকার আছে, ও (গ) যে পক্ষের বিপক্ষে ঐ প্রার্থনা করা যায় দলীল তাঁহার অধিকারে কিম্বাক্ষমতাধীনে আছে, এই২ কথা ব্যক্ত থাকিবে ইতি।

কোন ইস্যুর কি বিবাদীয় বিষয়ের উপর দলীল দেখিয়া লইবার স্বত্বের নির্ভর থাকিলে তাহা প্রথমে নির্ণয় হইবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

১৩৫ ধারা। যে পক্ষের নিকট কোন প্রকারের দলীলের সন্ধান পাইবাব কি দলীল দেখিয়া লইবার চেষ্টা হয়, তিনি তদ্বিষয়ে কিম্বা তাহার কোন অংশ বিষয়ে আপত্তি করিলে, এবং মোকদ্দমায় কোন ইস্যুর কি বিবাদীয় কোন বিষয়ের নির্ণয়ের উপর ঐ সন্ধান পাইবার কি দলীল দেখিয়া লইবার স্বত্ব নির্ভর করে, কিম্বা অন্য কোন কারণে, সন্ধান পাইবার কি দলীল দেখিয়া লইবার স্বত্ব নির্ণয়ের পূর্ব্বে উক্ত কোন ইস্যু কি বিবাদীয় বিষয় নির্ণয় করা বিহিত, আদালত ইহা স্ববোধমতে, জানিলে, প্রথমে ঐ ইস্যু কি বিবাদীয় বিষয় নির্ণয় করিবার, ও পশ্চাৎ সন্ধান জানিবার কি দলীল দেখিয়া লওয়ার কথা নির্ণয় হইবার আজ্ঞা করিবেন ইতি।

উত্তর না দিবার কি দলীল না দেখাইবার ফলের কথা।

১৩৬ ধারা। এই অধ্যায়মতে প্রশ্নের উত্তর দিবার কিম্বা দলীলের সন্ধান জানাইবার কিম্বা দলীল দেখাইবার যে আজ্ঞা করা যায়, সেই আজ্ঞাপত্র নিয়মমতে দেওয়া গেলেও, যদি কোন পক্ষ সেই আজ্ঞানুসারে কার্য্য না করেন, তবে বাদী হইলে, মোকদ্দমা চালাইবার ত্রুটি প্রযুক্ত তাঁহার মোকর্দ্দমা ডিসমিস্ হইতে পারিবে, প্রতিবাদী হইলে তাঁহার উত্তর দেওয়া গিয়া থাকিলেও তাহা উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে ও তাঁহার উপস্থিত হইয়া উত্তর না দেওয়ার তুল্য অবস্থা হইবে। *

ও যে পক্ষ প্রশ্ন করেন, কি সন্ধান জানিতে কি দলীল দেখিতে চেষ্টা করেন, তিনি আদালতের নিকট সেই মর্ম্মের আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন, ও আদালত তদনুসারে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এই অধ্যায়মতে প্রশ্নের উত্তর দিবার কিম্বা দলীলের সন্ধান জানাইবার কি দলীল দেখাইবার আজ্ঞাপত্র নিজ কোন পক্ষকে দেওয়া গেলেও, যদি তিনি সেই আজ্ঞানুসারে কার্য্য না করেন, তবে তাঁহাকে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৮৮ ধারামতেও অপরাধের অপরাধী বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি†

---

* বাদী হইলে মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইতে পারিবে বিবাদী হইলে তাহার বিরুদ্ধে এক তরফা নিষ্পত্তি হইতে পারিবে।

† মোকদ্দমার বিরুদ্ধ নিষ্পত্তি ভিন্ন আবার দণ্ডবিধি আইনের মতে রাজকীয় কার্য্যকারকের হুকুম অমান্য অপরাধে ৬ মাস কারাবাস এবং ১০০০ টাকা দণ্ড হইতে পারিবে, কিন্তু ইহাতে অপরাধির নিজের উপর নোটীশ জারী হওয়া আবশ্যক।

আপনার কিম্বা অন্য আদালতের কাগজপত্র হইতে কাগজপত্র আনাইতে পারিবার কথা।

১৩৭ ধারা। (৮। ১৩৮) আদালত স্বীয় প্রবৃত্তিমতে, এবং মোকর্দ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনা হইলে স্বীয় বিবেচনামতে, আপনার কাগজপত্রের মধ্য হইতে, কিম্বা অন্য কোন আদালত হইতে অন্য কোন মোকদ্দমার কি মোকদ্দমাঘটিত ব্যাপারের কাগজপত্র আনাইয়া দেখিতে পারিবেন।

আদালত প্রকারান্তরের আদেশ না করিলে, যে মোকদ্দমার সম্পর্কে ঐ প্রার্থনা করা যায় সেই মোকদ্দমা সম্বন্ধে ঐ কাগজপত্র যে কারণে গুরুতর হয়, ও যে কাগজপত্রে কিম্বা তাহার যে অংশে প্রার্থকের প্রয়োজন থাকে, অসঙ্গত বিলম্ব কি খরচা হইলে তিনি নিয়মমতে প্রমাণীকৃত সেই পত্রের নকল পাইতে পারেন না, কিম্বা ন্যায় বিচার হেতুক আসল দলীল উপস্থিত করা আবশ্যক, ইহা দেখাইবার জন্যে এই ধারামত প্রত্যেক প্রার্থনাপত্রের পোষকতায় প্রার্থকের কিম্বা তাঁহার উকীলের আফিডেবিটও দিতে হইবে।

ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক আইনমতে যে দলীল মোকদ্দমায় গ্রাহ্য হইতে না পারে, এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালত সেই দলীল প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করিতে পারিবেন এমত জ্ঞান হইবে না ইতি।

এখন অবধি প্রার্থী কি তাহার উকীলকে আফিডেবিট দ্বারা জানাইতে হইবে যে অমুক দলীল প্রয়োজনীয় নতুবা দলীল তলব হইবে না কিন্তু আদালত ইচ্ছা করিলে বিনা আফিডেবিটেও পারেন।

প্রথম শ্রবণের সময়ে লিখিত প্রমাণ প্রস্তুত রাখিবার কথা।

১৩৮ ধারা। (৮। ১২৮) পূর্ব্বে যে দলীল আদালতে অর্পণ করা যায় নাই এইরূপ নানাপ্রকারের যে সকল দলীল উভয় পক্ষের অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে থাকে ও যাহার উপর তাঁহারা নির্ভর করিতে কল্পনা করেন, এবং আদালত মোকদ্দমা শ্রবণের পূর্ব্বে কোন সময়ে যে সকল দলীল উপস্থিত করিতে আজ্ঞা করিলেন, ঐ উভয় পক্ষ কিম্বা তাঁহাদের উকীলেরা মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণ সময়ে তাহা সঙ্গে করিয়া আনিবেন, ও প্রস্তুত রাখিয়া আদালতের আদেশ হইলেই দেখাইবেন ইতি। *

দলীল উপস্থিত না করিবার ফলের কথা।

১৩৯ ধারা। (৮। ১২৮) ১৩৮ ধারামতে যে দলীল উপস্থিত করিবার আজ্ঞা হয়, কোন পক্ষের অধিকারগত কিম্বা ক্ষমতাধীন এমত দলীল উপস্থিত না করা গেলে, ও তাহা উপস্থিত না করিবার বিশিষ্ট কারণ আদালতের হৃদ্বোধমতে দর্শান না গেলে, তৎপরে ঐ মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। বিচারপতি তদ্রূপ কোন প্রমাণ গ্রাহ্য করিলে, তাহা গ্রাহ্য করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন ইতি। †

---

* যে দলীলের মূলে মোকদ্দমা উপস্থিত যথা— তমঃসুকের মোকদ্দমা তমঃসুক হুণ্ডির মোকদ্দমা হুণ্ডি তাহা ৫৯ ধারামতে আরজির সঙ্গে প্রথমেই দাখিল হইবে। তদ্ব্যতিরিক্ত অন্যান্য দলীল সম্বন্ধে এই ধারা খাটে না।

† আদালত পূর্ব্ব ধারামতে দলীল না চাহিলেও পক্ষগণ পরে দলীল দাখিল করিতে পারিবে, কিন্তু ইসু ধার্য্যের তারিখে তলপ করা সত্তেও যদি কোন পক্ষ দলীল দাখিল না করিয়া থাকে, তবে পরে আর দাখিল করিতে পারিবে না। যদি কোন বিশেষ কারণে আদালত তৎপরেও

আদালতের দলীল গ্রাহ্য করিবার কথা।

১৪০ ধারা। (৮। ১২৯) উভয় পক্ষ প্রথম শ্রবণের সময়ে যে সকল দলীল উপস্থিত করেন আদালত তাহা গ্রাহ্য করিবেন। কিন্তু এক এক পক্ষ যে সকল দলীল উপস্থিত করেন তাহার সঙ্গে ঐ সকল দলীলের পরিশুদ্ধ নির্ঘণ্টপত্রও সেই পাঠে প্রস্তুত করা যাইবে। *

অপ্রাসঙ্গিক কি অনুপযুক্ত দলীল অগ্রাহ্য করিবার কথা।

আদালত কোন দলীল অপ্রাসঙ্গিক কিম্বা অন্য কারণে গ্রাহ্য হওয়ার অনুপযুক্ত জ্ঞান করিলে, তাহা অগ্রাহ্য করিবার কারণ লিখিয়া মোকর্দ্দমা চলনের কোন সময়ে অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন ইতি।

দলীলের প্রমাণ না হইলে কাগজপত্রের মধ্যে রাখিতে না হইবার কথা।

১৪১ ধারা। (৮। ১৩২) সাক্ষ্য বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তদনুসারে কোন দলীল প্রমাণীকৃত কিম্বা স্বীকৃত না হইলে, তাহা কাগজপত্রের মধ্যে রাখিতে হইবে না।

দলীল গ্রহণ করেন তবে হাকিম স্বহস্তে লওয়ার কারণ লিখিয়া রাখিবেন কিন্তু স্বহস্তে লিখিয়া লইতে অনেক হাকিমই ইচ্ছা করিবেন না অতএব পক্ষগণের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত যে ইস্যু ধার্য্যের তারিখেই যেন সমস্ত দলীল দাখিল হয়।

* দলীলের ফিরিস্তির ফারম মহামান্য হাইকোর্ট যত দিন নির্দ্ধারণ না করেন ততদিন এইরূপ ফারম চলিতে পারে——

১—দলীলের তরতিপ নম্বর। ২—দলীলের প্রকার ও সন তারিখ। ৩—কি প্রমাণ হইবে এবং ৪—চতুর্থ খানায় হাকিমের মন্তব্য।

দলীলের প্রমাণ হইলে চিহ্ন দিয়া তাহা গাঁথিয়া রাখিবার কথা।

তদ্রূপে প্রমাণীকৃত কি স্বীকৃত হইলে, ঐ প্রত্যেক দলীলের পৃষ্ঠভাগে মোকর্দ্দমার নম্বর ও নাম, ও যে ব্যক্তি দলীল উপস্থিত করিলেন তাঁহার নাম, ও তাহা উপস্থিত করিবার তারিখ লেখা যাইবে। ও যে ব্যক্তির বিপক্ষে ঐ দলীলের ব্যবহার হয় তাঁহারই বিপক্ষে তাহার প্রমাণ করা গেল কিম্বা বিষয় বিশেষে তিনি তাহা স্বীকার করিলেন, দলীলের পৃষ্ঠে বিচারপতি স্বহস্তে এই বর্ণনা লিখিবেন। পরে সেই দলীল কাগজপত্রের একাংশ বলিয়া গাঁথিয়া রাখা যাইবে।

দোকানের খাতার লিখিত কথা।

কিন্তু দোকানের খাতার কি অন্য বহীর লিখিত কথা লইয়া ঐ দলীল হইলে, যে পক্ষের সপক্ষে ঐ খাতাবহী উপস্থিত করা যায় তিনি ঐ কথার নকল দিতে পারিবেন, সেই নকলখানির পৃষ্ঠে পূর্ব্বোক্ত কথা লেখা যাইতে পারিবে ও তাহা কাগজপত্রের একাংশ বলিয়া গাঁথিয়া রাখা যাইবে, ও আদালত খাতার ঐ কথায় চিহ্ন দিবেন, ও যে ব্যক্তি বহী উপস্থিত করিলেন তাঁহাকে ফিরিয়া দিবেন।

প্রথম শ্রবণের সময়ে কোন দলীল উপস্থিত করা গেলে ও উক্ত প্রকারে তাহার প্রমাণ না হইলে, কি স্বীকার না করা গেলে যে পক্ষ উপস্থিত করিলেন তাঁহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে ইতি।*

---

* আদালত দলীল গ্রহণ করিয়া পরেও অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। দলীল প্রমাণ হইলে পর উহার পৃষ্ঠে কোন পক্ষ কর্তৃক দাখিল ইত্যাদি লিখিয়া লইতে হইবে এবং হাকিম স্বহস্তে ঐ দলীলের প্রমাণ হইল কি

দলীল অগ্রাহ্য হইলে তাহাতে চিহ্ন দিবার কথা।

১৪২ ধারা। (৮। ১৩৪) কোন ব্যক্তি সাক্ষ্য বলিয়া পূর্ব্বোক্তমতে প্রমাণীকৃত বা স্বীকৃত কোন দলীলের উপর নির্ভর করিলে, কিন্তু আদালত তাহা অগ্রাহ্য জ্ঞান করিলে, পূর্ব্বোক্ত পৃষ্ঠলিপির মধ্যে 'অগ্রাহ্য হইল' এই কথাও লেখা যাইবে, ও বিচারপতি সেই পৃষ্ঠলিপিতে স্বাক্ষর করিবেন।

এবং আদালতে আটক রাখা না গেলে ফিরিয়া দিবার কথা।

পরে যে ব্যক্তি দলীল আনিলেন তাঁহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে ইতি। *

কোন দলীল আটক করিয়া রাখিবার আজ্ঞা করিতে
আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৪৩ ধারা। (৮। ১৩৪) কোন মোকদ্দমায় যে দলীল কি বহী আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা যায়, ৬২ ও ১৪১ ও ১৪২ ধারায় ভাবান্তরের কথা থাকিলেও, আদালত উপযুক্ত কারণ জানিলে তাহা আটক করিয়া, যত দিন ও যে

স্বীকার করা হইল বলিয়া পৃষ্ঠে লিখিয়া রাখিবেন তৎপরেন নথি সামিল হইবে। আর যে সকল দলীল স্বীকার করা কি প্রমাণ করা না হয় তাহা ফেরত দিতে হইবে তাহাতে আর কিছু লিখিবার আবশ্যকতা নাই। অতএব তৎপর দলীল দাখিল হইবামাত্র উহাতে কেবল দাখিল শব্দ লিখিয়া রাখা উচিত এমন কি কিছু না লিখিয়া রাখিলেও চলে এবং প্রমাণ হওয়ার পর অন্যান্য কথা লিখা কর্ত্তব্য।

* যদি ঐরূপ প্রমাণীকৃত কি স্বীকৃত হওয়ার পরেও উপযুক্ত ষ্টাম্প নাই কি রেজষ্টরি হয় নাই ইত্যাদি কারণে কোন দলীল অগ্রাহ্য হয় তবে তাহার উপর 'অগ্রাহ্য' শব্দও লিখিয়া ফেরত দিতে হইবে। এবং অগ্রাহ্যের কারণও লিখিতে হইবে।

নিয়মাধীনে উচিত বোধ করেন তত দিন ও সেই নিয়মানুসারে, আদালতের কোন আমলার জিম্মায় রাখিতে পারিবেন ইতি।

প্রমাণ স্বরূপ যে দলীল গ্রাহ্য হয় আপীলের
মিয়াদ গত হইলে তাহা ফিরিয়া দিবার কথা।

১৪৪ ধারা। (৮ । ১৩৫ । ১৩৬) যে মোকদ্দমায় আপীল করিবার অনুমতি নাই, সেই মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর, ও যে মোকদ্দমায় আপীল করিবার অনুমতি আছে, সেই মোকর্দ্দমার ডিক্রীর উপর আপীল করিবার মিয়াদ গত হইলে পর, কিম্বা আপীল উপস্থিত করা গেলে, সেই আপীল মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর, কোন ব্যক্তি মোকদ্দমার এক পক্ষ হউন বা নাই হউন ঐ মোকদ্দমায় যে দলীল উপস্থিত করিলেন ও যাহা কাগজপত্রের মধ্যে রাখা গেল তাহা ফিরিয়া পাইতে চাহিলে, ১৪৩ ধারামতে ঐ দলীল আটক করিয়া রাখা না গেলে তাঁহার ফিরিয়া পাইবার অধিকার থাকিবে।

নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে দলীল ফিরিয়া দেওয়া যাইতে পারিবার কথা।

পরন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত কোন ঘটনার পূর্ব্ব কোন সময়ে কোন ব্যক্তি দলীল ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা করিয়া উপযুক্ত কার্য্যকারককে আসল দলীলের পরিবর্ত্তে ঐ দলীলের শংসিত নকল দিলে, দলীলখানি তাঁহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

স্থল বিশেষে দলীল ফি[illegible]ত না হইবার কথা।

আরো ডিক্রীর বলে কোন [illegible] ব্যর্থ কি অকর্ম্মণ্য করা গেলে, সেই দলীল ফিরিয়া দেওয়া যাইবে না।

দলীল ফিরিয়া দেওয়া গেলে রসীদ লইবার কথা।

দলীল ফিরিয়া পাইবার রসীদ বহী রাখা যাইবে, প্রমাণস্বরূপ যে দলীল গ্রাহ্য হয় তাহা ফিরিয়া দেওয়া গেলে, যে ব্যক্তি তাহা লইয়া যান তিনি ঐ বহীতে রসীদ লিখিয়া দিবেন।

দলীল বিষয়ক বিধান অন্য২ পদার্থেরও প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

১৪৫ ধারা। এই আইন গত দলীল বিষয়ক সকল বিধান প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা অন্য সকল দ্রব্যেরও প্রতি যত দূর বর্ত্তিতে পারে, বর্ত্তিবে ইতি।

একাদশ অধ্যায়।

ইস্থ নির্ণয় করণবিষয়ক বিধি।

ইস্থ নিরূপণের কথা।

১৪৬ ধারা। (৮। ১৩৯) এক পক্ষ বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত কোন গুরুতর প্রসঙ্গ করিলে ও অপর পক্ষ তাহা অস্বীকার করিলে ইস্থর উত্থাপন হয়।

মোকদ্দমা উপস্থিত করণের স্বত্ব দেখাইবার জন্যে বাদির আইন বা বৃত্তান্তঘটিত যে প্রসঙ্গ ব্যক্ত করা আবশ্যক তাহাই গুরুতর প্রসঙ্গ।

এক পক্ষ যাহা ব্যক্ত করেন ও অন্য পক্ষ যাহা অস্বীকার করেন এমত প্রত্যেক গুরুতর প্রসঙ্গ লইয়া একটি২ ইস্থ হয়।

ইস্থ দুই প্রকারের (১) বৃত্তান্তঘটিত। (২) আইনঘটিত।

মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের সময়ে আদালত, আবেদনপত্র এবং বর্ণনাপত্র থাকিলে তাহা পাঠ করিয়া, ও উভয় পক্ষের

যেরূপ পরীক্ষা লওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহা লইয়া, বৃত্তান্ত কিম্বা আইনঘটিত যেং গুরুতর প্রসঙ্গ করিয়া উভয় পক্ষের অনৈক্য হয়, ইহা নিশ্চয়মতে জানিয়া লইবেন ও যেং ইস্যুর উপর স্বীয় বিবেচনানুসারে মোকর্দ্দমার ন্যায্য নিষ্পত্তির নির্ভর থাকে, সেইং ইস্যু ধার্য্য করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

একি মোকর্দ্দমায় আইন এবং বৃত্তান্তঘটিত ইস্যু উত্থাপিত হইলে, কেবল আইনঘটিত ইস্যু ধরিয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইতে পারে আদালতের এই বিবেচনা থাকিলে, তিনি প্রথমে সেই ইস্যুর বিচার করিবেন। ও তদ্ধেতুক উচিত বোধ করিলে আইনঘটিত ইস্যু যত কাল নির্ণয় না হয় তত কাল বৃত্তান্তঘটিত ইস্যু স্থির করিতে বিলম্ব করিবেন।

প্রতিবাদী মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের সময়ে উত্তর না দিলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের প্রতি ইস্যু ধার্য্য করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ নাই ইতি।

যেং বাক্য ধরিয়া ইস্যু ধার্য্য হইতে পারে তাহার কথা।

১৪৭ ধারা। (৮।১৩৯) আদালত নিম্নলিখিত সকল কি কোন বিষয় ধরিয়া ইস্যু ধার্য্য করিতে পারিবেন,—

(ক) উভয় পক্ষ, কিম্বা তাঁহাদের সপক্ষে উপস্থিত কোন

---

* প্রথমে আইনঘটিত ইস্যুর বিচার করিয়া পরে বৃত্তান্তঘটিত ইস্যু ধার্য্য করা যাইতে পারিবে। যখন আদালত বুঝিতে পারেন যে আইনঘটিত ইস্যু লইয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইতে পারিবে তখন আদালত প্রথমে আইনঘটিত ইস্যু বিচার করিতে বাধ্য। কারণ তদ্ভিন্ন অনর্থক পক্ষগণের খরচা বৃদ্ধি হয়।

ব্যক্তিরা, কিম্বা ঐ২ পক্ষের কি ব্যক্তিদের উকীলেরা শপথ করিয়া যে উক্তি করেন তাহা।

(খ) মোকদ্দমার আবেদনপত্রে, কিম্বা লিখিত বর্ণনাপত্র দেওয়া গেলে সেই পত্রে, কিম্বা মোকদ্দমায় যে প্রশ্ন পত্র দেওয়া যায় তাহার উত্তরস্বরূপ যে উক্তি থাকে তাহা।

(গ) কোন পক্ষ যে দলীল উপস্থিত করেন তাহার মর্ম্ম ইতি। *

ইস্যু ধার্য্য করিবার পূর্ব্বে সাক্ষিদিগের কি দলীল আদালতের পরীক্ষা করিতে পারিবার কথা।

১৪৮ ধারা। (৮ । ১৪০) আদালতের সম্মুখে অনুপস্থিত কোন ব্যক্তির পরীক্ষা না লইলে, কিম্বা মোকর্দ্দমায় যাহা উপস্থিত করা যায় নাই এমত দলীল না দেখিলে, ইস্যু শুদ্ধ-রূপে ধার্য্য করা যাইতে পারে না, আদালত এইরূপ বিবেচনা করিলে, অন্য দিন নিরূপণ করিয়া, সেই দিনপর্য্যন্ত ইস্যু ধার্য্য করিবার কার্য্য স্থগিত রাখিয়া, ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যবিষয়ক আইনের বিধি প্রবল মানিয়া, সমন কিম্বা অন্য পরওয়ানা দিয়া বলপূর্ব্বক কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইতে, কিম্বা দলীল যাঁহার হাতে থাকে তাঁহার দ্বারা তাহা আনাইতে পারিবেন ইতি। †

* কেবল আরজি বর্ণনা দৃষ্টেই ইস্যু ধার্য্য হইবে এমন নহে উকীলগণ যাহা এজাহার করেন কি পক্ষগণ অথবা তাহাদের পক্ষের লোকে শপথ পূর্ব্বক যে এজাহার করে, প্রশ্নপত্রের উত্তরে কোন পক্ষ যাহা বলেন এবং দলীলে যাহা লেখা থাকে এই সমুদয় বলিয়া ইস্যু হইতে পারিবে।

জজ মার্কবি সাহেব বলেন যে নুতন কোন বিষয় প্রকাশ না হইলে অতি-রিক্ত ইস্যু ধার্য্য হইতে পারে না। আগা ছৈয়দ সাদক ২ ইঃ জুঃ ৩০৯।

† প্রমাণ বিষয়ক আইনের উল্লেখ করার তাৎপর্য্য এই যে ঐ আইনে যে

ইস্যু সংশোধন করিবার ও আরো ইস্যু লিখিবার ও
ইস্যু উঠাইয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

১৪৯ ধারা। (৮। ১৪১) আদালত ডিক্রী করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে, যে নিয়ম উপযুক্ত বোধ করেন সেই নিয়মানুসারে, ইস্যু সংশোধন করিতে কিম্বা আর কোন ইস্যু ধার্য্য করিতে পারিবেন ও উভয় পক্ষের বিবাদ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত যে সকল ইস্যু সংশোধন করা, কি নূতন যে ইস্যু ধার্য্য করা আবশ্যক, তাহাও সেই প্রকারে সংশোধন কি ধার্য্য করা যাইতে পারিবে।

আরও কোন ইস্যু অন্যায়মতে ধার্য্য কি উপস্থিত করা গিয়াছে, আদালত এমত বোধ করিলে, ডিক্রী করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে তাহা উঠাইয়া দিতে পারিবেন ইতি।

উভয় পক্ষের সম্মতি হইলে বৃত্তান্ত কি আইন ঘটিত বিবাদের
বিষয় ইস্যুর ন্যায় লেখা যাইতে পারিবার কথা।

১৫০ ধারা। (৮। ১৪২) উভয় পক্ষের মধ্যে বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত অমুক২ বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে হইবে বলিয়া উভয়ের এক মত থাকিলে তাঁহারা ইস্যুস্বরূপ তাহা ব্যক্ত করিয়া এই মর্ম্মের নিয়মপত্র লিখিয়া দিতে পারিবেন যে,

(ক) আদালত ঐ ইস্যুর সপক্ষ বা বিপক্ষ নির্ণয় করিলে আমাদের এক পক্ষ তদনুসারে অন্য পক্ষকে এই নিয়মপত্রের নির্দ্দিষ্ট এত টাকা, কিম্বা আদালত যত টাকা নির্ণয় করেন

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার কি যে দলীল উপস্থিত করিবার নিষেধ আছে তাহা করিবার ক্ষমতা এই আইন দ্বারা আদালতকে দেওয়া হইল না (প্রমাণ বিষয়ক আইনের ১৬৫ ধারা)

তত টাকা, কিম্বা আদালত যেরূপে আজ্ঞা করেন সেইরূপে নির্ণীত টাকা দিব, অথবা আমাদের কোন এক পক্ষকে নিয়ম পত্রের নির্দ্দিষ্ট কোন স্বত্বের স্বত্ববান, কিম্বা কোন দায়ের অধীন বলিয়া নির্ণয় করা যাইবে, অথবা

(খ) মোকদ্দমায় যে সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয় উক্ত প্রকারে যাহা নির্ণয় করা যায় তদনুসারে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে কিম্বা ঐ অন্য পক্ষের আদেশমতে ঐ নিয়মপত্রের নির্দ্দিষ্ট সেই সম্পত্তি দিবেন, অথবা

(গ) নিয়মপত্রে বিবাদীয় বিষয় সংক্রান্ত যে বিশেষ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট থাকে, উক্ত প্রকারে যাহা নির্ণয় হয় তদনুসারে এক পক্ষ কি অন্য পক্ষ সেই কার্য্য করিবেন কিম্বা সেই কার্য্য করিতে নিরস্ত হইবেন ইতি।

ঐ নিয়মপত্র সরল ভাবে সম্পাদন করা গেল আদালত
ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে নির্ণয় করিবার কথা।

১৫১ ধারা। (৮। ১৪৩) আদালত যে প্রকারের অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন তাহা লইয়া,

(ক) উভয় পক্ষ নিয়মমতে ঐ নিয়ম পত্র সম্পাদন করিলেন ও

(খ) উক্ত বিবাদের নিষ্পত্তিতে তাঁহাদের বিশিষ্ট স্বার্থ আছে, ও

(গ) সেই বিবাদ বিচার ও নিষ্পত্তি করণের উপযুক্ত,

ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, সেই ইস্থ লিপিবদ্ধ করিয়া বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন, ও আদালতেরই দ্বারা ইস্থ ধার্য্য হইলে যে প্রকারে করিতেন সেই প্রকারে আপনার নির্ণয় কি অভিমত জানাইবেন।

এবং সেই ইস্যু ধরিয়া যাহা নির্ণয় কি নিষ্পত্তি করেন তদনুসারে ঐ নিয়মপত্রের নিয়মক্রমে বিচার জানাইতে পারিবেন।

তদ্রূপে যে বিচার জ্ঞাত করা যায় তদনুসারে ডিক্রী হইবে, ও মোকদ্দমায় বাদ প্রতিবাদ হইয়া সেই বিচার প্রচার হইলে ডিক্রী যদ্রূপে জারী করা যাইত, তদ্রূপে জারী করা যাইবে ইতি।

দ্বাদশ অধ্যায়।

প্রথম শ্রবণের সময়ে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণ বিষয়ক বিধি।

আইনের কি বৃত্তান্তঘটিত বিষয় লইয়া বিবাদ না হইলে তদ্বিষয়েব কথা।

১৫২ ধারা। (৮। ১৪৪) উভয় পক্ষের মধ্যে আইন কি বৃত্তান্তঘটিত কোন বিষয় লইয়া বিবাদ নাই, মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের সময়ে ইহা দৃষ্ট হইলে, আদালত একেবারে বিচার জানাইতে পারিবেন ইতি।

অনেক জন প্রতিবাদী থাকিলে যদি বাদির সঙ্গে তাহাদের এক জনেব বিবাদ না হয়, তবে সেই স্থলের কথা।

১৫৩ ধারা। দুই কি তদধিক জন প্রতিবাদী থাকিলে, এবং বাদির সঙ্গে তাঁহাদের মধ্যে এক জনের আইন কি বৃত্তান্ত ঘটিত কোন বিষয় লইয়া বিবাদ না থাকিলে, আদালত একেবারে সেই প্রতিবাদির সপক্ষ কি বিপক্ষ বিচার জানাইতে পারিবেন, ও কেবল অন্য প্রতিবাদিদের বিপক্ষে মোকদ্দমা চলিবে ইতি।*

---

* অনেক বিবাদীর মধ্যে একজন দাবি কবুল করিলে এবং আর সকলে

আইন কি বৃত্তান্ত ঘটিত বিষয় লইয়া বিবাদ হইলে তদ্বিষয়ের কথা।

১৫৪ ধারা। (৮। ১৪৫) আইন কি বৃত্তান্তঘটিত কোন বিষয় লইয়া উভয় পক্ষের বিবাদ হইলে, এবং পূর্ব্ববিধানমতে আদালতকর্ত্তৃক ইস্থ ধার্য্য করা গেলে, ও মোকদ্দমার নিষ্পত্তির নিমিত্ত যে ২ ইস্থ প্রচুর হয় তৎসম্পর্কে উভয়পক্ষ তৎকালে যে তর্ক কি প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন তদ্ভিন্ন কোন তর্কের কি প্রমাণের প্রয়োজন নাই, ও তৎকালেই মোকর্দ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান হইলে কোন অন্যায়জনক ফলের সম্ভাবনা নাই, আদালত ইহা স্ববোধমতে জানিলে, ঐ ইস্থ স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইবেন,

ইস্থ স্থির করিয়া বিচার জানাইবার কথা।

ও কেবল ইস্থ ধার্য্য করিবার কিম্বা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্যে সমন হইলেও, ঐ ইস্থর উপর যাহা নির্ণয় হয় তাহা নিষ্পত্তির নিমিত্তে প্রচুর হইলে, তদনুসারে বিচার জানাইতে পারিবেন।

কিন্তু কেবল ইস্থ ধার্য্য করিবার জন্যে সমন বাহির হইয়া থাকিলে, প্রয়োজন যে উভয় পক্ষ কিম্বা তাঁহাদের উকীলেরা উপস্থিত হন ও তাঁহাদের মধ্যে কেহ আপত্তি না করেন,

তদ্বিষয়ে যাহা নির্ণয় হয় তদ্দ্বারাই নিষ্পত্তি হইতে না পারিলে আদালত মোকদ্দমা শুনিবার কার্য্য স্থগিত রাখিয়া

দাবি প্রতিবাদ করিলে যে ব্যক্তি কবুল করে তাহার সম্বন্ধে আদালত তখনই রায় প্রকাশ করিতে পারেন কিন্তু কেহ অনুপস্থিত কেহ উত্তরদায়ক হইলে দোতরফা নিষ্পত্তির পূর্ব্বেই অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্বন্ধে একতরফা নিষ্পত্তি কর উচিত হইবে না।

মোকদ্দমার প্রয়োজনানুসারে আরও প্রমাণ উপস্থিত করিবার কিম্বা আরও তর্ক করিবার জন্যে দিন নিরূপণ করিবেন ইতি।

কোন পক্ষ প্রমাণ উপস্থিত না করিলে আদালতের বিচার জানাইতে পারিবার কথা।

১৫৫ ধারা। (৮। ১৪৫) মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন বাহির হইয়া থাকিলে, ও কোন পক্ষ যে প্রমাণের উপর নির্ভর করেন উপযুক্ত কারণ না থাকিতেও তাহা উপস্থিত না করিলে, আদালত তৎকালেই বিচার জানাইতে পারিবেন।

প্রথম শ্রবণের সময়ে বিচার জানাইতে না পারিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

অথবা যদি উচিত বোধ করেন তবে, ১৪৬ ধারামতে ইস্যু ধার্য্য ও লিপিবদ্ধ করিলে পর, সেই ২ ইস্যু ধরিয়া নিষ্পত্তি করিবার জন্যে যে প্রমাণের আবশ্যক, তাহা উপস্থিত করাইবার জন্যে অন্য দিন পর্য্যন্ত মোকদ্দমা স্থগিত রাখিতে পারিবেন ইতি। †

---

* ইস্যু ধার্য্যের তারিখে উভয় পক্ষের উকীল সম্মতি না দিলে মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে না। আর এই ধারার ভাবে বোধ হয় যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য তারিখ ধার্য্য হইয়া থাকিলেও ইস্যু ধার্য্য না করিয়া আদালত বিচার কার্য্য করিতে পারিবেন না।

† এক পক্ষের প্রমাণ উপস্থিত এক পক্ষের অনুপস্থিত এমন স্থলেই এই ধারা খাটে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মোকদ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণ বিষয়ক বিধি।

আদালতের অবকাশ দিবার কিম্বা মোকদ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণ করিবার ক্ষমতার কথা।

১৫৬ ধারা। (৮। ১৪৬) মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত উভয় পক্ষকে কিম্বা তাঁহাদের কোন ব্যক্তিকে অবকাশ দিতে, ও সময়ে ২ মোকদ্দমা শুনিবার অন্য দিন নিরূপণ করিতে পারিবেন।

দিনান্তর নিরূপণের খরচার কথা।

তদ্রূপ সকল স্থলে আদালত মোকদ্দমার আর ২ কথা শুনিবার দিন নিরূপণ করিবেন, ও দিনান্তর নিরূপণ করা প্রযুক্ত যে খরচা হয় তদ্বিষয়ের যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

পরন্তু প্রমাণ শুনিতে একবার আরম্ভ হইলেই, আদালত কোন কারণে শ্রবণের কার্য্য দিনান্তর পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা আবশ্যক জ্ঞান না করিলে, উপস্থিত সকল সাক্ষির সাক্ষ্য যত কাল না লওয়া যায় তত কাল মোকর্দ্দমা দিন দিন শ্রবণ হইতে থাকিবে। স্থগিত করা আবশ্যক বোধ করিলে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ইতি।•

• সাক্ষীর জবানবন্দি আরম্ভ হইলে পর সমস্ত সাক্ষীর জবানবন্দি লওয়ার পূর্ব্বে যদি মোকদ্দমা মুলতুবি রাখিতে হয় তবে হাকিম স্বহস্তে মুলতুবির কারণ লিখিয়া দিবেন।

উভয় পক্ষ নিরূপিত দিনে না আইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৫৭ ধারা। (৮। ১৪৭) মোকর্দ্দমা শুনিবার দিনান্তর নিরূপণ করা গেলে, যদি উভয় পক্ষ কি তাহাদের মধ্যে কোন পক্ষ সেই দিনে উপস্থিত না হন, তবে সেই স্থলের উপলক্ষে ৭ সপ্তম অধ্যায়ে যে যে প্রথার আজ্ঞা হইল আদালত তাহার কোন এক প্রথামতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন কিম্বা অন্য যে আজ্ঞা করা বিহিত জ্ঞান করেন করিতে পারিবেন ইতি।

কোন এক পক্ষ প্রমাণ উপস্থিত না করিলেও আদালতের কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিবার কথা।

১৫৮ ধারা। (৮। ১৪৮) মোকর্দ্দমার কোন পক্ষকে অবকাশ দেওয়া গেলেও যদি তিনি আপনার প্রমাণ উপস্থিত করিতে, কিম্বা আপন স্বাক্ষিদিগকে উপস্থিত করাইতে কিম্বা মোকদ্দমা চালাইবার আবশ্যক অন্য যে কর্ম্মের নিমিত্ত অবকাশ দেওয়া গেল সেই কর্ম্ম করিতে ত্রুটি করেন তবে ঐ ত্রুটি হইলেও আদালত অগৌণে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন ইতি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সাক্ষিদের নামে সমন দেওন ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন বিষয়ক বিধি।

প্রমাণ দিবার কি দলীল দেখাইবার নিমিত্ত উপস্থিত হইবার সমনের কথা।

১৫৯ ধারা। (৮। ১৪৯) কেবল ইস্যু স্থির করিবার কিম্বা

মোকর্দ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া গিয়া থাকিলে, প্রতিবাদির নামে জারী করিবার জন্যে সমন দেওয়া গেলে পর, নিষ্পত্তি করিবার কিম্বা বিষয়বিশেষে ইস্থ ধার্য্য করিবার নিরূপিত দিনের পূর্ব্বে উভয় পক্ষ আদালতে কিম্বা এতৎকার্য্যপক্ষে আদালতের নিযুক্ত কার্য্যকারকের নিকটে প্রার্থনা করিয়া, সাক্ষ্য দিবার কিম্বা দলীল দেখাইবার জন্যে যে ব্যক্তিদের উপস্থিত হওয়া আবশ্যক তাঁহাদের নামে সমন বাহির করাইতে পারিবেন ইতি। •

সমন প্রার্থনা করিবার সময়ে সাক্ষিদের খরচ আদালতে দিতে হইবার কথা

১৬০ ধারা। (৮। ১৫১) যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায় তাঁহার যে আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে, পথ প্রভৃতির খরচ বলিয়া তাঁহার সেই আদালতে আসিতে ও তথা-হইতে ফিরিয়া যাইতে ও এক দিন উপস্থিত থাকিতে আদা-

---

• বিবাদীর নামে সমন বাহির হইলে পরেই পক্ষগণ সাক্ষীর নামে ইসমনার সহ দাখিল করিতে পারিবে। ইস্থ ধার্য্য হইবার পূর্ব্বেই সাক্ষীর সমনের প্রার্থনা পূর্ব্ব আইন মতে গ্রাহ্য হইতে পারিত না এবং শেষ পাণ্ডুলিপিতেও এই কথা ছিল না, কিন্তু এই বিধান প্রয়োজনীয় অন্ততঃ দলীল দাখিল সম্বন্ধে সমন পূর্ব্বে জারী না হইলে ইস্থ ধার্য্য করা কঠিন হয়। আর অতঃপর সমনের প্রার্থনা হাকিমের কাছেই করিতে হইবে এমন নহে আদালত যে আমলাকে ঐরূপ প্রার্থনাপত্র লইবার ক্ষমতা দিবেন সেই আমলাই লইতে পারিবেন। আরজির সঙ্গে আর ইসমনবিশি দাখিল হইতে পারিবে না।

মন্তব্য যে ৮আইনে এবং তৃতীয় পাণ্ডুলিপিতে বিধান ছিল যে এক সমনের মধ্যে অনেক সাক্ষীর নাম থাকিতে পারিবে কিন্তু এক্ষণে সেই বিধান রহিত হইল অতঃপর প্রত্যেক সাক্ষীর নামে পৃথক সমন হইল সুতরাং তলবানা সাক্ষী প্রতি এক এক টাকা করিয়া লাগিবে। আসামীর সমন পৃথক পৃথক হইবে বোধ হয়।

যত যত টাকা উচিত বোধ করেন, যে পক্ষ সমন প্রার্থনা করেন সমন বাহির হওয়ার পূর্ব্বে আদালতের নিরূপিত সময়ের মধ্যে তাঁহার তত টাকা আদালতে দিতে হইবে।

খরচার ফর্দ্দের কথা।

আদালত হাইকোর্টের অধীন হইলে, খরচের হার নিরূপণ করিতে গেলে তদ্বিষয়ের যে বিধি উপযুক্ত ক্ষমতাক্রমে নির্দ্ধার্য্য হইল, সেই বিধি মানিয়া ঐ খরচ ধার্য্য করিবেন ইতি। *

সাক্ষিদিগকে খরচ দিবার প্রস্তাবের কথা।

১৬১ ধারা। (৮। ১৫১) যাঁহার নামে সমন দেওয়া যায়, নিজ তাঁহাকেই সমন দেওয়া যাইতে পারিলে, যে টাকা উক্ত প্রকারে আদালতে দেওয়া যায়, সমন দিবার সময়ে তাঁহাকে সেই টাকাও দেওয়া যাইবে ইতি।

যত টাকা দেওয়া গেল তাহাতে না কুলাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৬২ ধারা। (৮। ১৫১) যে টাকা আদালতে দেওয়া গেল তাহাতে উক্ত খরচ কুলায় না, আদালত কিম্বা এতৎকার্য্যপক্ষে আদালতের নিযুক্ত কার্য্যকারক এমত বোধ

১৬০। কত দিনের মধ্যে সাক্ষীর খরবরদারি দাখিল করিতে হইবে তাহা আদালতকে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া উচিত। কি পরিমাণ খরচা দাখিল করা আদালত উচিত মনে করেন তাহা আদালত যতকাল নির্দ্ধারিত না করেন ততকাল পক্ষগণ খরচা দাখিল করিতে বাধ্য নহে। মোহন মন্দরা বনাম ব্রজভূষণ সিংহ ৯ উঃ রিঃ ১২৮। সাবেক আইনে ছিল যে ঊর্দ্ধ আদালত যে খরচার নিয়ম নির্দ্ধারিত করিবেন তদনুসারে নিম্ন আদালত চলিবেন কিন্তু এইক্ষণে ঊর্দ্ধ আদালতের স্থলে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল সুতরাং জজ সাহেব উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কি না তাহা বিচার্য্য রহিল।

করিলে, তজ্জন্যে আর যত টাকা আবশ্যক বোধ হয় আদালত সমন করা ব্যক্তির হস্তে আর তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। সেই টাকা না দেওয়া গেলে, যে পক্ষ সমন বাহির করিলেন আদালত তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করিয়া ঐ টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা সমন করা ঐ ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিবার আদেশ না করিয়া বিদায় করিয়া দিতে পারিবেন। কিম্বা ঐ টাকা তদ্রূপে আদায় করিবার ও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে বিদায়ও করিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। *

সাক্ষির এক দিনের অধিক থাকিতে হইলে তাহার খরচের কথা।

যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায়, তাঁহাকে এক দিনের অধিক রাখিবার আবশ্যক হইলে তাঁহার সেই অধিক কাল আটক থাকাতে যত টাকায় খরচ কুলায়, যাঁহার অনুরোধে তাঁহাকে সমন করা গেল আদালত তাঁহাকে সময়ে২ আদালতে তত টাকা দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও সেই টাকা আমানৎ করা না গেলে তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া ঐ টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা আদালত ঐ সমন করা ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিবার আদেশ

---

* ৮আইনের বিধানমতে সাক্ষীদের খোরাকি দাখিল না হইলে সাক্ষীদের বিদায় দেওয়া যাইতে পারিত অথবা পক্ষগণের নিকট হইতে খরচা আদায় করিয়া লইবার হুকুম দেওয়া যাইতে পারিত কিন্তু এইক্ষণে সাক্ষীকে বিদায় দিয়াও মান্যকারীর অস্থাবর মাল বিক্রয় দ্বারা সাক্ষীর খরচা আদায় করা যাইতে পারিবে। সময় নষ্ট হইয়াছে বলিয়া কেহ ক্ষতি-পূরণ পাইতে পারিবে না। নবাব নাজিম বনাম রাজাপ্রসন্ন নারায়ণ দেব। ২ হাইং ২৩৬ পৃং।

না করিয়া বিদায় করিয়া দিতে পারিবেন কিম্বা ঐ টাকা তদ্রূপে আদায় করিবার ও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে বিদায়ও করিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

যে সময়ে যে স্থানে যে কারণে উপস্থিত হইতে হইবে সমনে এইং কথা বিশেষ করিয়া লিখিবার কথা।

১৬৩ ধারা। (৮। ১৫২) সাক্ষ্য দিবার কি দলীল দেখাইবার জন্যে কোন ব্যক্তির উপস্থিত হওনের যে সমন দেওয়া যায়, যে সময়ে যে স্থানে ও যে কারণে, অর্থাৎ সাক্ষ্য দিবার কি দলীল দেখাইবার জন্যে কি উভয় কারণে তাঁহার উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন আছে, সমনে এইং কথা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে। ও যাঁহার নামে সমন দেওয়া যায়, তাঁহার প্রতি বিশেষ কোন দলীল দেখাইতে আজ্ঞা হইলে সমনে সেই দলীলের সঙ্গত ঠিক বর্ণনা করা যাইবে ইতি।

দলীল উপস্থিত করিবার সমনের কথা।

১৬৪ ধারা। (৮। ১৫৩) কোন ব্যক্তির নামে সাক্ষ্য দিবার জন্যে সমন না হইয়া দলীল দেখাইবার জন্যে সমন দেওয়া যাইতে পারিবে। আরও কোন ব্যক্তির নামে কেবল দলীল দেখাইবার জন্যে সমন দেওয়া গেলে, তিনি দলীল দেখাইবার নিমিত্ত স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া অন্যদ্বারা দলীল উপস্থিত করাইলে সমনমতে কার্য্য করিলেন বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

আদালতে উপস্থিত ব্যক্তির প্রতি সাক্ষ্য দিবার আদেশ হইতে পারিবার কথা।

১৬৫ ধারা। (৮। ১৭১) আদালতে উপস্থিত কোন ব্যক্তির প্রতি আদালত সাক্ষ্য দিবার ও তৎকালে তৎস্থানে

তাঁহার নিকট কি তাঁহার অধিকার গত দলীল দেখাইবার আদেশ করিতে পারিবেন ইতি।

সমন যে প্রকারে দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

১৬৬ ধারা। (৮। ১৫৪, ১৫৫) এই আইনের পূর্ব্ব ভাগে প্রতি বাদির নামে সমন দিবার যে বিধি নির্দ্ধারিত হইল, কোন ব্যক্তির নামে সাক্ষ্য দিবার কি দলীল দেখাইবার সমন যত দূর হইতে পারে সেই বিধিমতে দেওয়া যাইবে। ও ৬ ষষ্ঠ অধ্যায়ে সমন জারী হওয়ার প্রমাণ বিষয়ক যে বিধি আছে, তাহা এই ধারামতে জারী করা সকল সমনের প্রতি খাটিবে।

সমন দিবার সময়ের কথা।

১৬৭ ধারা। (৮। ১৫৪) যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায়, সমনে তাহার উপস্থিত হইবার যে সময় নির্দ্ধারিত হয় তৎপূর্ব্ব এমত সময় থাকিতে সমন জারী করিতে হইবে যেন তিনি প্রস্তুত হইয়া উপস্থিত হইবার নির্দ্ধারিত স্থানে যাইবার যুক্তিসঙ্গত অবকাশ পান ইতি।

সাক্ষী পাইলে তাহার সম্পত্তি ক্রোকের কথা।

১৬৮ ধারা। (৮। ১৫৯) কোন ব্যক্তির নামে সাক্ষ্য দিবার কিম্বা দলীল দেখাইবার জন্যে উপস্থিত হওনের যে সমন দেওয়া যায়, তাহা জারী হইতে পারিল না, সমন জারীর আমলা আদালতে এই কথা শংসিতমতে জানাইলে,

---

* পূর্ব্ব আইনমতে সাক্ষীর নিজ হস্তে কি তাহার একান্নভুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত কোন পুরুষের হস্তে সমন না দিলে তাহা জারী হওয়া বলিয়া গণ্য হইত না, এখন অবধি সাক্ষীর বাসস্থানে লটকাইয়া দিলেও জারী হওয়া গ্রাহ্য হইবে।

আদালত সমন জারী না হওন বিষয়ে শপথপূর্ব্বক ঐ আম-লার সাক্ষ্য লইবেন।

এবং সেই ব্যক্তির সাক্ষ্য কিম্বা সেই দলীল উপস্থিত করা গুরুতর বিষয়, ও যে ব্যক্তির নামে উপস্থিত হইবার সমন দেওয়া গেল তাঁহাকে সমন দেওয়া যাইতে না পারে এই কারণে ঐ ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছেন কিম্বা নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া তাঁহার প্রতি সাক্ষ্য দিবার কিম্বা দলীল দেখাইবার জন্যে সেই পত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ও তিনি সচরাচর যে ঘরে বাস করেন সেই ঘরের বহির্দ্বারে ঐ ঘোষণাপত্রের নকল লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

তিনি ঐ ঘোষণাপত্রের উল্লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত না হইলে, তাহার সম্পত্তি ক্রোক করিতে যত খরচা লাগে এবং ১৭০ ধারার বিধানমতে তাঁহার যত অর্থদণ্ড হইতে পারে, যে পক্ষের প্রার্থনানুসারে, সমন বাহির হইল তাঁহার অনুরোধে আদালত স্বীয় বিবেচনামতে ইহার অনধিক যত টাকা যুক্তিসঙ্গত বোধ করেন, ঐ ব্যক্তির তত টাকার সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

কিন্তু ক্ষুদ্র মোকদ্দমার কোন আদালত স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা করিবেন না ইতি। *

---

* ইস্তাহার বাহির হইবার পুর্ব্বে আদালতকে প্রমাণ দিয়া সন্তুষ্ট করিতে হইবে যে সাক্ষী সমন জারীর ভযে লুকায়িত হইয়াছে দ্বিতীয়তঃ সাক্ষীদ্বারা প্রয়োজনীয় কথার প্রমাণ হইবে কিন্তু অনেক স্থলেই পক্ষগণ

সাক্ষী উপস্থিত হইলে ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা।

১৬৯ ধারা। (৮। ১৬০) ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে যদি তিনি উপস্থিত হন, এবং তাঁহাকে সমন দেওয়া যাইতে না পারে এই উদ্দেশে তিনি পলায়ন করেন নাই কি নিরুদ্দেশ হন নাই, এবং যাহাতে ঘোষণাপত্রের উল্লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন এমত সময় থাকিতে ঐ ঘোষণাপত্রের নোটিস পান নাই, এই সকল বিষয়ে যদি আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইয়া দেন, তবে আদালত তাঁহার সম্পত্তির উপর ঐ ক্রোক উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিয়া, ক্রোকের খরচার বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন ইতি।

সাক্ষী উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৭০ ধারা। (৮। ১৬০) সেই ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে কিম্বা হইলেও তাঁহাকে যেন সমন দেওয়া যাইতে না পারে এই কারণে পলায়ন করেন নাই কিম্বা নিরুদ্দেশ হএন নাই, যাহাতে ঘোষণাপত্রের উল্লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন এমত সময় থাকিতে ঐ ঘোষণাপত্রের নোটিস পান নাই, এই২ বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে না পারিলে, আদালত ঐ ব্যক্তির সাংসারিক অবস্থা ও মোকদ্দ-

---

ইস্তাহারের প্রার্থনা করিয়া মোকদ্দমা মুলতুবি রাখেন। পক্ষগণের প্রার্থনা ভিন্নও আদালত আপনা হইতে ইস্তাহারের জারীর আদেশ করিতে পারেন কিন্তু মাল ক্রোকের পরওয়ানা পক্ষগণের প্রার্থনা ভিন্ন বাহির হইবে না। স্থাবর অস্থাবর সমস্ত প্রকার সম্পত্তিই দেওয়ানী আদালতে ক্রোক করিতে পারিবেন কেবল ছোট আদালত স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারিবে না।

ষার সকল ভাবগতিক বিবেচনায়* পাঁচ শত টাকার অনধিক যত টাকা বিহিত বোধ করেন তাহার তত টাকা দণ্ড ধার্য্য করিতে পারিবেন এবং ঐ ক্রোক করা প্রযুক্ত যত টাকা খরচ হয় তাহা এবং অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ অর্থদণ্ডের টাকা আদায় করিবার জন্যে, তাঁহার ঐ ক্রোকী সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ বিক্রয় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।†

কিন্তু যে ব্যক্তির উপস্থিত হওয়ার আজ্ঞা হয়, তিনি উক্ত খরচের ও দণ্ডের টাকা আদালতে দিলে আদালত তাঁহার সম্পত্তির উপর ঐ ক্রোক উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিবেন ইতি

মোকদ্দমার নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিদিগকে সাক্ষিস্বরূপে আদালতের সমন করিতে পারিবার কথা।

১৭১ ধারা। (২৩। ৯) যে ব্যক্তি মোকদ্দমার এক পক্ষের অন্তর্গত নহেন, ও মোকদ্দমার কোন পক্ষ সাক্ষী বলিয়া যাঁহার নাম দেন নাই আদালত কোন সময়ে এমত কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক জ্ঞান করিলে, সাক্ষিদের

*বিবাদীর অবস্থা দৃষ্টে জরিমানা করা উচিত। একজন ধনী লোককে ১০ টাকা জরিমানা করিলে তিনি অনায়াসে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিবেন কারণ শতবার ঐরূপ জরিমানা দিলে তাঁহার বিশেষ ক্ষতি নাই। এ দিকে একজন দুঃখীপ্রজাকে ৫ টাকা জরিমানা করিলেই তাহার পক্ষে সর্ব্বনাশ হয়।

† ১৮৫৩ সনের ১৯ আইন অনুসারে সাক্ষীদিগকে জরিমানা করিবার ক্ষমতা আদালতে ছিল কিন্তু ১৮৬১ সনের ১০ আইন দ্বারা ঐ আইনের দুইটী ধারা ভিন্ন সমুদয় রহিত হয় সুতরাং ১৮৬১ সন হইতে দেওয়ানী আদালতের আর জরিমানা করিবার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু এইক্ষণে পুনর্ব্বার সেই ক্ষমতা দেওয়া হইল। ইহাদ্বারা বিচার কার্য্যের সুবিধা হইল।

আইসন ও উপস্থিত হওন বিষয়ক এই আইনের বিধি এবং ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের বিধান প্রবল মানিয়া, আপনার প্রবৃত্তিমতে দিন নিরূপণ করিয়া সেই দিনে সাক্ষ্য দিবার জন্যে ও তাঁহার অধিকারগত দলীল আনিয়া দেখাইবার জন্যে তাঁহার নামে সাক্ষিস্বরূপ সমন দেওয়াইতে পারিবেন, ও সাক্ষী বলিয়া তাঁহার সাক্ষ্য লইতে কিম্বা তাঁহাকে সেই দলীল দেখাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।*

কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিবার জন্যে সমন করা গেলে তাহার আসিতে হইবার কথা।

১৭২ ধারা। (৮। ১৬৭) পূর্ব্বোক্ত বিধান প্রবল মানিয়া কোন ব্যক্তির নামে মোকদ্দমায় উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার জন্যে সমন দেওয়া গেলে, সমনে যে সময় ও স্থান লেখা থাকে, তাঁহার সেই সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে, ও দলীল উপস্থিত করিবার জন্যে যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায়, সেই সময়ে ও স্থানে তাঁহার সেই দলীল উপস্থিত করিবার জন্যে স্বয়ং আসিতে হইবে কিম্বা দলীল উপস্থিত করাইতে হইবে ইতি।

যে সময়ে চলিয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

১৭৩ ধারা। যে ব্যক্তির নামে তদ্রূপে সমন দেওয়া যায় তিনি উপস্থিত হইলে (ক) তাঁহার সাক্ষ্য না লওয়া গেলে বা তিনি দলীল উপস্থিত না করিলে ও আদালতের অধিবেশন

---

* এই ধারা এবং ইহার পরের ধারাতে প্রমাণ বিষয়ক আইনের যে উল্লেখ আছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে ঐ আইনে যে প্রমাণ লওয়ার নিষেধ আছে তাহা আদালত লইতে পারিবেন না। ঐ আইনের ১৬৫ ধারা দেখ।

ভঙ্গ না হইলে কিম্বা (খ) আদালতের স্থানে চলিয়া যাইবার অনুমতি না পাইলে, তিনি চলিয়া যাইবেন না ইতি। *

উপস্থিত না হওয়াব ফলের কথা।

১74 ধারা। (৮ ১৬৮) সাক্ষ্য দিবার কিম্বা দলীল আনিয়া দেখাইবার জন্যে কোন ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া গেলে পর, যদি তিনি সমনমতে কার্য্য না করেন, কিম্বা যাঁহার নামে তদ্রূপ সমন দেওয়া যায় তিনি উপস্থিত হইয়া যদি .৭৩ ধারার বিধানেব বিপক্ষে চলিয়া যান, তবে আদালত তাঁহাকে ধরিয়া সন্মুখে আনাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে ত্রুটি করেন তাঁহার সেই ত্রুটির উপযুক্ত কারণ ছিল আদালতের এইরূপ জ্ঞান করিবার হেতু থাকিলে, উক্ত প্রকারের আজ্ঞা করা যাইবে না।

কোন ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্তমতে আদালতের সন্মুখে আনা গেলে, তাঁহার সমন অনুযায়ি কার্য্য না করিবার উপযুক্ত কারণ ছিল এই বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে না পারিলে, আদালত তাঁহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—১৬০ ধারার উল্লিখিত খরচ শোধ করিবার উপযুক্ত টাকা না দেওয়া বা দিবার প্রস্তাব না করা এই ধারাব মর্ম্মানুযায়ি উপযুক্ত কারণ বলিয়া জ্ঞান হইবে।†

---

* সাক্ষীর জবানবন্দি হইয়া গেলেই সাক্ষী চলিয়া যাইতে পারে এমন নহে আদালত যতক্ষণ বন্ধ না হয় ততক্ষণ সাক্ষী হাজির থাকিতে বাধ্য আছে। এমন হইতে পারে যে সেই সাক্ষীকে পুনর্ব্বার সেই মোকদ্দমার কোন কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক হইবে। (১৯৩ ধারা দেখ)

† [illegible] ধারার ব্যাখ্যাতে লেখা আছে যে খরচা না পাইলে সাক্ষী

সাক্ষ্য দিবার কি দলীল উপস্থিত করিবার অসম্মতির ফলের কথা।

কোন ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্তমতে ধরিয়া আদালতের সম্মুখে আনা গেলে পর, তাঁহার নামে যে সাক্ষ্য দিবার কি যে দলীল উপস্থিত করিবার সমন দেওয়া গেল উভয় কিম্বা কোন পক্ষের উপস্থিত না হওয়া প্রযুক্ত যদি তিনি ঐ সাক্ষ্য দিতে কি ঐ দলীল উপস্থিত করিতে না পারেন, তবে আদালত যে সময় ও স্থান উচিত বোধ করেন তৎসময়ে তৎস্থানে তাঁহার উপস্থিত হওয়ার হাজির জামিন বা অন্য প্রতিভূ দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও সেই হাজির জামিন বা প্রতিভূ দিলে তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিবেন ইতি।

সাক্ষী পলায়ন করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৭৫ ধারা। (৮। ১৬৮) কোন ব্যক্তি উক্ত প্রকারে সমন অনুযায়ি কার্য্য না করিয়া পলায়ন করাতে কি নিরুদ্দেশ হওয়াতে যদি তাঁহাকে ধরিয়া আদালতের সম্মুখে আনা যাইতে না পারে, তবে ১৬৮, ১৬৯ ও ১৭০ ধারার বিধানের কথা প্রয়োজনমতে পরিবর্ত্তন করিলে উক্ত স্থলে ঐ২ বিধান বর্ত্তিবে ইতি। *

উপস্থিত হইতে বাধ্য নহে কিন্তু দ্বারে লটকাইয়া জারী হইলে কিরূপে সাক্ষী খরচা পাইবে। অতএব যে স্থানে সাক্ষী হাতে সমন পাইয়াছে অথচ খরচা পায়নাই সেইস্থলে সাক্ষী অব্যাহতি পাইবে কিন্তু ঘরে লটকাইয়া দেওয়া হইলে জরিমানা হইবে না কিন্তু ইস্তাহার জারী হইলে পর জরিমানা হইতে পারিবে ১৬৮ ধারা দেখ। অবধারিত দিনের পূর্ব্বে সাক্ষী ধৃত হইয়া আসিলে কি প্রণালী অবলম্বন করা উচিত পূর্ব্ব আইনে তাহার বিধান ছিলনা এইক্ষণে বিধান হইল যে জামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যায়।

* সাক্ষী ধৃত না হইলে তাহার মাল ক্রোক পরওয়ানা বাহির হইবে।

কোন ব্যক্তির নামে সমনক্রমে আজ্ঞা হইলে স্বয়ং উপস্থিত হইবার কথা।

১৭৬ ধারা। (ক) মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণপক্ষে আদালতের সাধারণ ক্ষমতা যে সীমাপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় কোন ব্যক্তি সেই সীমার মধ্যে বাস না করিলে, কিম্বা

(খ) সেই সীমার বহির্ভূত স্থানে কিন্তু আদালতঘরহইতে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে বাস না করিলে কিম্বা আদালত যে স্থানে থাকে সেই স্থানের ও তাঁহার বাসস্থানের মধ্যে রেল-পথদ্বারা ছয় অংশের পাঁচ অংশ পথ যাইতে পারিলে ঐ আদালতঘরহইতে দুই শত মাইলের মধ্যে বাস না করিলে, তিনি সেই আদালতে প্রমাণ কি সাক্ষ্য দিবার জন্যে স্বয়ং যাইতে বদ্ধ নহেন ইতি।*

আদালতের আজ্ঞা হইলেও কোন পক্ষের সাক্ষ্য দিতে অসম্মত হওয়ার ফলের কথা।

১৭৭ ধারা। (৮।১৭১) মোকর্দ্দমার কোন পক্ষ আদালতে উপস্থিত থাকিলে, ও আদালত তাঁহাকে সাক্ষ্য দিতে কিম্বা তৎকালে তাঁহার নিকট কি অধিকারগত দলীল দেখা-

---

ভিন্ন এলাকা বাসী সাক্ষীকে গ্রেপ্তার কি তাহার মাল ক্রোক করিতে হইলে যে প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে তাহার৬০৮ ধারাতে লেখা আছে।

* আদালতের এলাকার মধ্য হইতে বাসস্থান যত দূরবর্ত্তী হউক না কেন এবং ভিন্ন এলাকা বাসী হইলেও রেইলওয়ে থাকিলে ২০০ মাইল এবং রেইলওয়ে না থাকিলে ৫০ মাইল ব্যবধান হইতে সাক্ষীকে উপস্থিত করাণ যাইবে। পূর্ব্ব আইন মতে ১০০ মাইল দূরবর্ত্তী না হইলে কমিসন বাহির হইতে পারিত না এক্ষণকার নিয়ম ভাল হইল। কিন্তু দলীল পাঠাইয়া দিবার জন্য সমন অতি দূরবর্ত্তী সাক্ষীকেও দেওয়া যাইবে।

ইতে আদেশ করিলেও, তিনি বৈধ কোন কারণ বিনা সম্মত না হইলে, আদালত স্বীয় বিবেচনামতে তাঁহার বিপক্ষে ডিক্রী করিতে পারিবেন, কিম্বা মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অন্য যে আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করেন করিতে পারিবেন ইতি। *

মোকদ্দমার কোন পক্ষকে সমন করা গেলে সাক্ষিবিষয়ক বিধি খাটিবার কথা।

১৭৮ ধারা। (৮। ১৮০) মোকদ্দমার কোন পক্ষকে সাক্ষ্য দিতে কিম্বা দলীল উপস্থিত করিতে আজ্ঞা করা গেলে, এই আইনে সাক্ষিদের বিষয়ে যে বিধি আছে তাহা যতদূর খাটিতে পারে ততদূর ঐ পক্ষের প্রতিও খাটিবে ইতি। †

---

* এই ধারার ক্ষমতা সহিষ্ণুতার সহিত পরিচালন করা উচিত। এই ধারার হুকুমের উপর আপীল আছে ৫৮৮ ধারা দেখ। বাদী জবানবন্দি না দিলেও যদি তাহার পক্ষে প্রচুর প্রমাণ থাকে তবে বাদীর পক্ষে ডিক্রী দেওয়া উচিত। বিশ্বনাথ মজুমদার বনাম ক্ষেত্রচন্দ্র সেন। মার্শাল সাহেবের নজির সংগ্রহ ৪৬৭ পৃ। এই আইনের তৃতীয় পাণ্ডুলিপিতে নিম্ন লিখিত উদাহরণ ছিল। আনন্দ খাজনার জন্য নালিশ করিলে আদালত তাহাকে সাক্ষ্য দিবার জন্য উপস্থিত হইবার আদেশ করেন। আনন্দ উপস্থিত হইল না। নথিতে যথেষ্ট প্রমাণ থাকিলে আনন্দ উপস্থিত না হওয়া সত্ত্বেও আদালত মোকদ্দমা ডিক্রী দিবেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপির ঐ উদাহরণ উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ধারারও ঐ সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যাহা হউক বাদীর দাবি স্পষ্টতঃ তমাদি হইয়াছে দৃষ্ট হইলে বিবাদী সাক্ষ্য দিল না বলিয়া সে মোকদ্দমা ডিক্রী দেওয়া উচিত হইবে না। গিরিধর সিংহ বনাম কালিকা শুক্ল। ৭উঃরিঃ১৬

† এই ধারা অনুপস্থিত পক্ষগণ সম্বন্ধে খাটে এবং পূর্ব্ব ধারা আদালতে উপস্থিত পক্ষগণ সম্বন্ধে খাটিবে। সুতরাং পক্ষগণ আদৌ আদালতে উপস্থিত না হইলে সাধারণ সাক্ষিগণের উপর যে নিয়ম খাটে তাহা পক্ষগণের প্রতিও খাটিবে অর্থাৎ জরিমানা প্রভৃতি হইতে পারিবে। কিন্তু ১৮৫৩ সালের ১৯

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মোকদ্দমার শ্রবণ ও সাক্ষিদের সাক্ষ্য লওনবিষয়ক বিধি।

যে পক্ষের আরম্ভ করিবার স্বত্ব থাকে তাহার বর্ণনাপত্র ও সাক্ষ্য উপস্থিত করণের কথা।

১৭৯ ধারা। মোকদ্দমা শুনিবার নির্দ্ধারিত দিনে কিম্বা মোকদ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণ হইলে সেই দিনে, যে পক্ষের আরম্ভ করিবার স্বত্ব থাকে তিনি স্বপাক্ষীয় বাক্য জানাইবেন ও যেং ইস্থুর প্রমাণ করিতে হইবে তাহার পোষকতার্থ প্রমাণ উপস্থিত করিবেন।*

আইন অনুসারে পক্ষগণ সাক্ষী দিতে অনুপস্থিত হইলে মোকদ্দমা তাহাদের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হওনমাত্র তাহাদিগকে ফৌজদারি সুপরদ্দ কি জরিমানা করা যাইত না। যেহেতু "হইতে পারে" এই বাক্যটী মূল ধারায় ব্যবহৃত হওয়াতে এখনও সেই রীতি চলিবে। পূর্ব্ব ধারার নজির দ্রষ্টব্য।

৮ আইনে বিধান ছিল যে এক পক্ষ অপর এক পক্ষকে সাক্ষী মান্য করিলে আদালতের বিশেষ অনুমতি লওয়া আবশ্যক কিন্তু এইক্ষণে সে বিধান উঠিয়া গেল। আর ঐ আইনের ১৬৬ ধারা মতে আদালত পক্ষগণকে সাক্ষী স্বরূপ আহ্বান করিতে পারিতেন এবং ১৮৬১ সনের ২৩ আইন মতে পক্ষগণ ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে তলপ দিতে পারিতেন। এই শেষোক্ত ধারার পরিবর্ত্তে ১৭২ ধারা হইল কিন্তু প্রথমোক্ত ধারার পরিবর্ত্তে কোন ধারা হইলনা অর্থাৎ অতঃপর আদালত আপনা হইতে কোন পক্ষকে সাক্ষী স্বরূপ তলপ করিতে পারিবেন এমন বিধান হইল না কিন্তু প্রথম শ্রবণের সময় আদালত আপনা হইতেই তলপ দিতে পারেন। ১১৭ এবং ১২০ ধারা দ্রষ্টব্য।

* মকদ্দমা শুনিতে আরম্ভ হইবার সময় মকর্দ্দমার অবস্থা সম্বন্ধে উকিলদিগকে বক্তৃতা করিতে হইবে। যে পক্ষের উপর প্রমাণের ভার সেই পক্ষকে

আরম্ভ করিবার স্বত্ববিষয়ক বিধি।

ব্যাখ্যা।—বাদির আরম্ভ করিবার স্বত্ব আছে। কিন্তু প্রতিবাদী বাদির কথিত বৃত্তান্ত স্বীকার করিয়াও বাদী যে উপকার প্রার্থনা করেন আইনঘটিত বিষয়হেতুক কিম্বা প্রতিবাদির ব্যক্ত আর কোন বৃত্তান্তমতে, তাঁহার সেই উপকারের কোন অংশ পাইবার অধিকার নাই, এইরূপ বিতণ্ডা করিলে, প্রতিবাদির আরম্ভ করিবার স্বত্ব থাকিবে ইতি।

অন্য পক্ষের বর্ণনা ও সাক্ষ্য উপস্থিত করণের বিধি।

১৮০ ধারা। পরে অন্য পক্ষ স্বপক্ষীয় মোকর্দ্দমার বর্ণনা করিয়া, প্রমাণ থাকিলে তাহা উপস্থিত করিবেন।

যে ব্যক্তি আরম্ভ করেন তাঁহার উত্তরের কথা।

যে ব্যক্তি আরম্ভ করিলেন তিনি তৎপরে প্রত্যুত্তর করিতে স্বত্ববান।

অনেক ইস্থ থাকিলে, ও তন্মধ্যে কএক ইস্থর প্রমাণ করিবার ভার অন্য পক্ষের প্রতি বর্ত্তিলে, যে ব্যক্তি আরম্ভ করেন তিনি আপন ইচ্ছামতে হয় ঐ২ ইস্থর উপর আপনার প্রমাণ দেখাইতে পারিবেন, না হয় অন্য পক্ষ যে প্রমাণ উপস্থিত করেন তাহার উত্তরস্বরূপে আপনার প্রমাণ দেখাইতে পারিবেন। শেষোক্ত স্থলে, অন্য পক্ষ সকল প্রমাণ উপস্থিত করিলে পর, যিনি আরম্ভ করিলেন তিনি ঐ২ ইস্থর

উকিল আরম্ভ করিবেন এবং তিনি যে কথার উপর আদালতে আসিয়াছেন সেই কথা আদালতকে সংক্ষেপে জান ইয়া তৎ সম্বন্ধে তাহার যে সাক্ষী আছে তাহাদিগকে একে একে উপস্থিত করিবেন। সাধারণতঃ বাদিই আরম্ভ করিবেন কিন্তু বিবাদী বাদীর কথা স্বীকার করিয়া লইয়া অন্য কারণে অব্যাহতি লাভ করিতে চাহিলে বিবাদীই আরম্ভ করিবেন।

উপর প্রমাণ দেখাইতে পারিবেন, পরে অন্য পক্ষ তাঁহার উপস্থিত করা প্রমাণে বিশেষ উত্তর দিতে পারিবেন। তৎপরে, যিনি আরম্ভ করিলেন সম্পূর্ণ মোকর্দ্দমার বিষয় ধরিয়া তাঁহার সাধারণ উত্তর দিবার স্বত্ব থাকিবে ইতি।

খোলা কাছারীতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য লইবার কথা।

১৮১ ধারা। (৮। ১৭২) যত জন সাক্ষী উপস্থিত থাকেন, মুক্তদ্বার আদালতে বিচারপতির সাক্ষাতে ও তাঁহার নিজ আদেশমতে ও তত্ত্বাধীনে তাহাদের বাচনিক সাক্ষ্য লওয়া যাইবে ইতি।

মোকদ্দমায় আপীল হইতে পারিলে সাক্ষ্য যেরূপে লওয়া যাইবে তাহা লইবার কথা।

১৮২ ধারা। (৮। ১৭২) যে মোকদ্দমায় আপীল হইবার অনুমতি থাকে, সেই মোকর্দ্দমায় আদালতের চলিত ভাষায়, বিচারপতির দ্বারা কিম্বা তাহার সাক্ষাতে ও তাহার নিজ আদেশমতে ও তত্ত্বাধীনে প্রত্যেক জন সাক্ষির সাক্ষ্য, সচরা-

* অনেকগুলি ইস্যুর মধ্যে কতকগুলি বাদীকে এবং অবশিষ্টগুলি বিবাদিকে প্রমাণকরা আবশ্যক হইলে বাদী আপন পক্ষে প্রয়োজনীয় ইস্যু কয়েকটির প্রমাণ দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিবে পরে বিবাদী অবশিষ্ট ইস্যুর প্রমাণ দিলে তখন বাদী তাহার বিরুদ্ধ প্রমাণ দিতে পারিবেন। কিন্তু এইরূপ স্থানে বিবাদী আবার প্রত্যুত্তর দিতে পারিবে। প্রত্যুত্তর শব্দে কেবল বক্তৃতা বুঝাইবে এমত নহে বিরুদ্ধ প্রমাণ দেওয়াও বুঝাইবে। যথা বিবাদীর সাক্ষীর জবানবন্দীর পর বাদীর কোন সাক্ষী তাহার বিপরীত জবানবন্দী দিলে বিবাদী আবার দেখাইতে পারিবে যে বাদীর ঐ সাক্ষী বিশ্বাস-যোগ্য নহে অথবা সাক্ষী বাদীর নিকট টাকা লইয়া জবানবন্দী দিয়াছে অথবা পূর্ব্বে সে বিরুদ্ধ সাক্ষ্য দিয়াছে। প্রমাণবিষয়ক আইনের ১৫৫ ধারা দ্রষ্টব্য।

তর প্রশ্নোত্তরের ভাবে না হইয়া, বৃত্তান্তভাবে লিখিয়া লওয়া যাইবে। ও সমাপ্ত হইলে বিচারপতির ও সাক্ষির সাক্ষাৎ এবং উভয় পক্ষের কিম্বা তাঁহাদের উকীলদের সাক্ষাৎ পাঠ করা যাইবে, ও বিচারপতি প্রয়োজনমতে সংশোধন করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ইতি।

যে স্থলে সাক্ষী আপন সাক্ষ্য বুঝাইয়া দিবার আদেশ করিতে পারেন তাহার কথা।

১৮৩ ধারা। (৮। ১৭২) সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া গেল, ১৮২ ধারামতে তদ্ভিন্ন কোন ভাষায় লিখিয়া লওয়া গেলে, ও যে ভাষায় লেখা গেল সাক্ষী সেই ভাষা বুঝিতে না পারিলে, যে ভাষায় সাক্ষ্য দিলেন ঐ লিখিত সাক্ষ্য সেই ভাষায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ইতি। *

বিচারপতি সাক্ষ্য না লিখিলে সার কথা লিখিবার কথা।

১৮৪ ধারা। (৮। ১৭২) বিচারপতি আপনি সাক্ষ্য লিখিয়া না লইলে, এক২ জন সাক্ষির সাক্ষ্য লওন সময়ে এক২ জনের সাক্ষ্যের মর্ম্ম তাঁহার লিখিয়া লইতেই হইবে। বিচারপতি স্বহস্তে ঐ মর্ম্মাত্মক কথা লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও তাহা মোকর্দ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে †

যে স্থলে ইঙ্গরেজী ভাষায় সাক্ষ্য লেখা যাইতে পারে তাহার কথা।

১৮৫ ধারা। (৮। ১৭২) ইংরেজী ভাষা আদালতের

* যথা ইংরেজসাক্ষী ইংরেজী ভাষাভিন্ন অন্য ভাষা না জানিলেও তাহার জবানবন্দী আদালতের চলিত ভাষায় লিখিতে হইবে কিন্তু উভয় পক্ষের উকিল সম্মতিদিলে ইংরেজিতেই লেখা যাইতে পারিবে। ১৮৫ ধারা দ্রষ্টব্য।

† স্মারক লিপি কোন ভাষায় লিখিত হইবে তাহার বিধান হইলনা।

চলিত ভাষা না হইলে, কিন্তু ইংরেজী ভাষায় যে সাক্ষ্য দেওয়া যায়, মোকদ্দমার যে২ পক্ষ স্বয়ং উপস্থিত হন তাঁহারা এবং উকীলদের দ্বারা যাঁহারা উপস্থিত হন তাঁহাদের উকীলেরা ইংরেজী ভাষায় ঐ সাক্ষ্য লিখন বিষয়ে আপত্তি না করিলে, বিচারপতি ইংরেজী ভাষায় স্বহস্তে ঐ সাক্ষ্য লিখিয়া লইতে পারিবেন ইতি।

বিশেষ প্রশ্ন ও উত্তর লিখিবার কথা।

১৮৬ ধারা। (৮। ১৭২) বিশেষ কোন প্রশ্ন ও উত্তর কিম্বা কোন প্রশ্নের বিষয়ে কোন আপত্তি লিখিয়া লইবার কোন বিশেষ কারণ দৃষ্ট হইলে, আদালত আপনার প্রবৃত্তিমতে কিম্বা কোন পক্ষের কি তাহার উকীলের প্রার্থনামতে তাহা লিখিয়া কি লেখাইয়া লইতে পারিবেন ইতি।

প্রশ্নের বিষয় আপত্তি হইলে তাহার কথা।

১৮৭ ধারা। (৮। ১৭২) সাক্ষির নিকট যে প্রশ্ন করা যায় কোন পক্ষ কি তাঁহার উকীল তদ্বিষয়ে আপত্তি করিলেও আদালত সেই প্রশ্ন করিবাব অনুমতি দিলে, বিচারপতি ঐ প্রশ্ন ও উত্তর ও আপত্তি, ও আপত্তিকারকের নাম, ও তদ্বিষয়ে আদালতের যে নিষ্পত্তি হয় তাহা লিখিয়া লইবেন ইতি†

সাক্ষিদের আচরণ বিষয়ক মন্তব্য কথা।

১৮৮ ধারা। (৮। ১৭২) সাক্ষ্য দিবার সময়ে কোন সাক্ষী

† যদি কোন প্রশ্নের উপর কোন পক্ষ আপত্তি করে এবং আদালত সেই আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া সেই প্রশ্নের উত্তর গ্রহণ করেণ তবে তাহা লিখিয়া রাখা আবশ্যক কিন্তু যদি আপত্তি গ্রাহ্য করিয়া প্রশ্ন করিতে না দেন তবে আর তাহা লিখিয়া রাখিবার আবশ্যক নাই।

যরূপ আচরণ করেন আদালত তদ্বিয়ের কোন মন্তব্য কথা লেখা গুরুতর জ্ঞান করিলে তাহাও লিখিয়া রাখিতে পারিবেন ইতি।

যে মোকদ্দমার আপীল নাই সেই মোকদ্দমায় সাক্ষ্যের মর্ম্ম লিখিবার কথা।

১৮৯ ধারা। (৮। ১৭২) যে মোকর্দ্দমায় আপীল হইবার অনুমতি নাই, সেই মোকর্দ্দমায় সাক্ষিদের সাক্ষ্য বিস্তারিতরূপে লিখিয়া লওয়ার আবশ্যক নাই। কিন্তু এক২ জন সাক্ষির সাক্ষ্য লওন সময়ে বিচারপতি তাঁহার সাক্ষ্যের মর্ম্ম লিখিয়া লইবেন। ঐ মর্ম্মাত্মক কথা স্বহস্তে লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা মোকর্দ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে ইতি।

বিচারপতি সেই মর্ম্মাত্মক কথা লিখিতে না পারিলে
তাহার কারণ লিখিবার কথা।

১৯০ ধারা। (৮। ১৮২) বিচারপতি এই অধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞামতে মর্ম্মাত্মক কথা লিখিতে অক্ষম হইলে তাঁহার অক্ষমতার কারণ লিপিবদ্ধ করাইবেন। ও তিনি মুক্তদ্বার আদালতে আপনার কথনমতে সেই মর্ম্মাত্মক কথা লেখাইয়া লইবেন।

তদ্রূপে লেখা মর্ম্মাত্মকপত্র কাগজপত্রের একাংশ হইবে ইতি।

মোকদ্দমার সমাপ্তির পূর্ব্বে বিচারপতি স্থানান্তরে গেলে ঐ
সাক্ষ্য লইয়া যাহা করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

১৯১ ধারা। বিচারপতি এই অধ্যায়মতে কোন সাক্ষ্য লিখিয়া লইলে কিম্বা মর্ম্মাত্মকপত্র লেখাইয়া লইলে পর, মোকদ্দমার কার্য্য সমাপ্ত না হইতেং মরিলে, কিম্বা আদালত

হইতে স্থানান্তরে প্রেরিত হইলে, তাঁহার উত্তরপদধারী উচিত বোধ করিলে, আপনি যেন সেই সাক্ষ্য কি মর্ম্মাত্মক পত্র লিখিয়া কি লেখাইয়া লইলেন তাহা লইয়া এমত কার্য্য করিতে পারিবেন ইতি ।*

অগৌণেই সাক্ষির সাক্ষ্য লইতে পারিবার কথা।

১৯২ ধারা। (৮। ১৭৩) সাক্ষী আদালতের এলাকা· হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, কিম্বা আদালতের হৃদ্বোধমতে তাঁহার সাক্ষ্য অগৌণেই লইবার বিশিষ্ট অন্য কারণ দর্শান গেলে, আদালত মোকদ্দমার কোন এক পক্ষের কিম্বা ঐ সাক্ষির প্রার্থনামতে, মোকদ্দমা উপস্থিত হওনের পর কোন সময়ে, পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে সেই সাক্ষির সাক্ষ্য লইতে পারিবেন।

ঐ সাক্ষ্য অগৌণেই ও উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ লওয়া না গেলে আদালত ঐ সাক্ষ্য লইবার নিরূপিত দিনের যে নোটিস প্রচুর জ্ঞান করেন উভয় পক্ষকে এমত নোটিস দেওয়া যাইবে।

সাক্ষ্য তদ্রূপে লইয়া লেখা গেলে পর সাক্ষির নিকট পাঠ করা যাইবে, ও তিনি তাহা ঠিক বলিয়া স্বীকার করিলে তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। পরে মোকর্দ্দমা শ্রবণের কোন সময়ে পাঠ করা যাইতে পারিবে ইতি।†

---

* পূর্ব্ব আইনে এই বিধানটী স্পষ্ট ছিল না।

† এই ধারামতে যে জবান বন্দী লওয়া যায় তাহাতে সাক্ষীর দস্তখত আবশ্যক কিন্তু ১৮২ ধারা মতে সাধারণতঃ যে সকল জবানবন্দী হয় তাহাতে সাক্ষীর দস্তখত প্রয়োজন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

সাক্ষিকে পুনর্বায় ডাকিয়া তাঁহার সাক্ষ্য লইতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১৯৩ ধারা। কোন সাক্ষির সাক্ষ্য লওয়া গেলে পর তিনি ১৭৩ ধারার বিধানমতে চলিয়া না গেলে, আদালত মোকদ্দমা চলনের কোন সময়েই তাঁহাকে পুনরায় ডাকিয়া আনিয়া (ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের বিধান প্রবল মানিয়া) তাহার নিকট যে কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন ইতি।

ষোড়শ অধ্যায়।

আফিডেবিট বিষয়ক বিধি।

আফিডেবিট দ্বারা কোন বিষয়ের প্রমাণ করিতে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

১৯৪ ধারা। প্রথম স্থলের কোন আদালত ও কোন আপীল আদালত বিশিষ্ট কারণ থাকিলে কোন সময়ে আপনার বিবেচনানুযায়ি সঙ্গত নিয়ম করিয়া, আফিডেবিট দ্বারা বিশেষ কোন এক কি কএক বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার, কিম্বা শ্রবণের সময়ে কোন সাক্ষির আফিডেবিট পাঠ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন পক্ষ সরলভাবে কোন সাক্ষির কূটপরীক্ষা হইবার জন্যে তাঁহাকে উপস্থিত করাইতে ইচ্ছুক আছেন, আদালত ইহা দেখিতে পাইলে, ও সেই সাক্ষিকে উপস্থিত করান যাইতে পারিলে, আফিডেবিটদ্বারা ঐ সাক্ষির সাক্ষ্য দেওনের অনুমতির আজ্ঞা করা যাইবে না ইতি। *

---

* প্রতিজ্ঞাকরণ চারিপ্রকার। প্রথমতঃ সত্যপাঠ লেখা; দ্বিতীয়তঃ

যে স্থলে আফিডেবিটদ্বারা সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

১৯৫ ধারা। প্রার্থনা হইলেই আফিডেবিট দ্বারা সাক্ষ্য

সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান সাক্ষী যেরূপ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক জবানবন্দী দেয়; তৃতীয়তঃ আপন আপন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিশ্বাস অনুসারে কেহবা বাইবেল স্পর্শ কেহবা ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শ করিয়া কেহবা অন্য প্রকারে যে শপথ করিয়া থাকে, চতুর্থতঃ আফিডেবিট। আফিডেবিট এক প্রকার সত্যপাঠ লেখা কিন্তু আরজি বর্ণনার সত্যপাঠ লেখার সহিত ইহার প্রভেদ এই যে এস্থলে শপথ পূর্ব্বক সত্যপাঠ দৃঢ় করিতে হয়। পাণ্ডুলিপিতে এই ব্যাখ্যা ছিল যথা "আদালত কিম্বা শপথ করাইবার নিমিত্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি যাহাকে শপথ করান এমত প্রবাচকের শপথ ক্রমে দৃঢ়ী কৃত লিপিতে যে নির্দ্দেশ বাক্য থাকে আফিডেবিট শব্দে সেই নির্দ্দেশ বাক্য জানিতে হইবে"।

এই অধ্যায়টি সম্পূর্ণ নূতন। বস্তুবিক অনেক স্থলে ভদ্র সাক্ষিদিগকে অনেক দূর হইতে সমন দিয়া আদালতে উপস্থিত করাইতে হয় তাহাতে ঐ সাক্ষিগণের অনেক অসুবিধা হয় অতঃপর সাক্ষিগণ না আসিয়া সেই দূরস্থান হইতে আফিডেবিট দ্বারায় আপন এজাহার লিখিয়া পাঠাইতে পারিবেন, ইহাতে বিচারকার্য্যের সুবিধা হইবে এবং পক্ষগণের খরচাও কম লাগিবে। আফিডেবিট সম্বন্ধে স্থূল নিয়ম এই—

১। যে স্থলে সাক্ষিকে উপস্থিত করা যাইতে পারে এবং কোন পক্ষ সরলভাবে তাহাকে কূট পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন সে স্থলে আদালত সাক্ষীর আফিডেবিট দ্বারা সাক্ষ্য গ্রহণের আদেশ করিবেন না।

২। আফিডেবিট দেওয়ার পরেও কোন পক্ষ প্রার্থনা করিলে সাক্ষিকে কূট পরীক্ষার জন্য আদালতে উপস্থিত হইবার আদেশ হইতে পারিবে।

৩। যে ব্যক্তি আফিডেবিট করেন তিনি শ্রুত কথা ইত্যাদি লিখিবেন না তাহা লিখিলে মানাকারীকে খরচা বহন করিতে হইবে।

৪। কোন আদালত কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি এই কার্য্যের জন্য হাই-কোর্ট যাহাকে নিযুক্ত করেন কি গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতা পাইয়া অন্য আদালত যাহাকে নিযুক্ত করেন ইহাদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি আফিডেবিট কারীকে শপথ দিতে পারিবেন।

দেওয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু যে ব্যক্তি আফিডেবিট করিলেন আদালত কোন পক্ষের অনুরোধে তাঁহার কূট পরীক্ষা হইবার জন্যে উপস্থিত হওয়ার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে ব্যক্তি আফিডেবিট করেন তিনি এই আইনমতে স্বয়ং আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত না থাকিলে, কিম্বা আদালত অন্যরূপ আজ্ঞা না করিলে, ঐ ব্যক্তির আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে ইতি।

আফিডেবিটে যেং বিষয় মাত্রের কথা লিখা থাকিবে তাহার কথা।

১৯৬ ধারা। যে ব্যক্তি আফিডেবিট করেন তিনি নিজ জ্ঞানে যেং বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে পারেন তাঁহার আফিডেবিটে কেবল সেইং বৃত্তান্ত লেখা যাইবে। কিন্তু মোকদ্দমা চলন সময়ে প্রার্থনা হইলে, তিনি যাহা বিশ্বাস করেন তদ্বিষয়ের সঙ্গত কারণ প্রকাশ হইলে তাঁহার সেই বিশ্বাসমত কথাও গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

কোন আফিডেবিটের মধ্যে যদি শ্রুত কথা কিম্বা তর্কবিতর্ক কিম্বা দলীলের প্রতিলিপি কি দলীল হইতে উদ্ধৃত কথা অনাবশ্যকমতে ব্যক্ত থাকে, তবে আদালত অন্য প্রকারের আজ্ঞা না করিলে, যে ব্যক্তি আফিডেবিট উপস্থিত করেন তাঁহারই সেই আফিডেবিটের খরচ দিতে হইবে ইতি।

যে ব্যক্তি আফিডেবিট করেন তাহাকে যিনি
শপথ করাইবেন তাঁহার কথা।

১৯৭ ধারা। এই আইনমতে কোন আফিডেবিট হইলে, যিনি আফিডেবিট করেন,

(ক) কোন আদালত কি মাজিষ্ট্রেট, কিম্বা

(খ) হাইকোর্ট এই কার্য্যপক্ষে যে কোন কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তিনি, কিম্বা

(গ) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতৎকার্য্যপক্ষে অন্য আদালতের নিযুক্ত যে কার্য্যকারককে সাধারণ কি বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করেন তিনি,

তাঁহাকে শপথ করাইতে পারিবেন ইতি।

সপ্তদশ অধ্যায়।

বিচার ও ডিক্রী বিষয়ক বিধি।

বিচার যে সময়ে প্রকাশ করা যাইবে তাহার কথা।

১৯৮ ধারা। (৮। ১৮৩) সাক্ষ্য নিয়মমতে লওয়া গেলে ও উভয় পক্ষের নিজ২ কথা, কি আপন২ উকীলদের বা স্বীকৃত মোক্তারদের দ্বারা তাঁহাদের কথা শুনা গেলে পর আদালত তৎকালেই কিম্বা তৎপশ্চাৎ কোন দিনে মুক্তদ্বার আদালতে আপনার বিচার জানাইবেন। উভয় পক্ষকে কি তাঁহাদের উকীলদিগকে সময় থাকিতে ঐ দিনের নোটিস দিতে হইবে ইতি।*

---

* এই ধারাতে একটী অতি বৃহৎ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইতেছে। ৮ আইন মতে কেবল উকিলগণ সওয়াল জবাব করিতে পারিতেন এইক্ষণে স্বীকৃত মোক্তারেরা পর্য্যন্ত আদালতে সওয়াল জওয়াব করিতে সক্ষম হইবেন। সুতরাং মোক্তারি পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিগণ এক্ষণে বিশেষ মোক্তার নামা পাইলে তর্ক বিতর্ক করিতে পারিবেন কিন্তু সাক্ষির জবানবন্দি মোক্তারে চালাইতে পারিবেন এমন বিধান হইল না কারণ ১৫ অধ্যায়ে কেবল উকিলে-

বিচারপতির পূর্ব্বপদধারীর বিচার প্রকাশ
করিবার ক্ষমতার কথা।

১৯৯ ধারা। বিচারপতির পূর্ব্বপদধারী যদি বিচার লিখিয়া প্রকাশ না করিয়া থাকেন, তবে বিচারপতি তাহাই প্রচার করিতে পারিবেন। এমত স্থলে নোটিস দেওন ভিন্ন তিনি ১৯৮ ধারার বিধানে বদ্ধ হইবেন না ইতি।*

বিচার লিখিবার ভাষার কথা।

২০০ ধারা। (৮। ১৮৪) আদালতের চলিত ভাষায় কিম্বা ইঙ্গরেজী কি বিচারপতির মাতৃভাষায় বিচার লিখিতে হইবে ইতি।

বিচারের অনুবাদের কথা।

২০১ ধারা (৮। ১৮৫) আদালতের চলিত ভাষাভিন্ন কোন ভাষায় বিচার লেখা গেলে, কোন পক্ষের প্রার্থনামতে আদালতের চলিত ভাষায় ঐ বিচার অনুবাদ করা যাইবে, ও বিচারপতি কিম্বা তিনি এতৎপক্ষে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তিনি ঐ অনুবাদে স্বাক্ষরও করিবেন ইতি।†

রই উল্লেখ আছে। এই ধারা হাইকোর্টে খাটে না। খোলা আদালতে রায় প্রকাশ করিতে হইবে। পূর্ব্ব আইনে এই বিধান ছিল না এই জন্য এক মোকদ্দমায় আদালতের বাহিরে রায় প্রকাশ হওয়াতে পিকক সাহেব বলেন যে ইহাতে আপিলের কারণ হয় না। শ্রীশ্রী নীলমণি সিংহ বং ভবানী চরণ পাণ্ডা। রবিবারে রায় প্রকাশ করা যায় না। হুলাসী বং দলচন্দ। উত্তর পশ্চিম সদর দেওয়ানী আদালত ১৮৬৩ সন। আপীল আদালতেও মোক্তারগণ তর্ক বিতর্ক করিতে পারিবেন না ৫৭১ ধারা দ্রষ্টব্য।

* এই বিধানটী নূতন।

† ৮ আইনের বিধানমতে অনুবাদটী না দিলেই হইত না এক্ষন কোন

বিচারপত্রের তারিখ লিখিতে ও স্বাক্ষর করিতে হইবার কথা।

২০২ ধারা। (৮। ১৮৫) বিচারপতি যে সময়ে বিচার প্রকাশ করেন সেই সময়ে মুক্তদ্বার আদালতে ঐ বিচারপত্রে তারিখ লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন, কোন শব্দের ভ্রম শোধন, কিম্বা যে দোষদ্বারা মোকদ্দমার গুরুতর অংশের কোন বিঘ্ন না হয় অকস্মাৎ এমত কোন দোষ খণ্ডনভিন্ন কিম্বা পুনরালোচনার সময়ে যে সংশোধন করা যায় তদ্ভিন্ন, তাহা পরিবর্ত্তন করা যাইবে না ও তাহাতে কোন কথা সংযোগ করিয়া দেওয়া যাইবে না ইতি। *

ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচারের কথা।

২০৩ ধারা। যে২ বিষয় নির্ণয় করা প্রয়োজন ও তাহার উপর যে যে নিষ্পত্তি হয়, ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদা-

পক্ষ না চাহিলে আর অনুবাদ করার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ডিক্রীর ফারমে যে অনুবাদের ফি লেখা আছে তাহা রায়ের অনুবাদ সম্বন্ধে খাটিবেনা বোধ হয়, কারণ ৮ আইন জারী থাকার সময় ব্রাউটন সাহেব অবিকল এই ফারম বাঙ্গুন প্রদেশে প্রচলিত করেন অথচ ৮ আইন জারী থাকার সময় কোনমতেই অনুবাদ ফি লওয়া যাইত না।

রায়টী জজের নিজের দস্তখৎ হওয়া আবশ্যক কিন্তু রায়ের অনুবাদ আমলাতে দস্তখৎ করিলেও করিতে পারিবে। অনুবাদটী ঠিক হইল কি না ইহা দেখিয়া লইবার বিধান হইল না অথচ আপিল আদালতের রায়ের অনুবাদ দেখিয়া লইবার বিধান হইয়াছে। ৫৭৩ ধারা দ্রষ্টব্য।

১২৭ নঃ ফারমে আছে যে অনুবাদের ফি ফয়সলাতে উঠিবে কিন্তু সে ফির নিয়ম কি? কোন স্থলে লাগিবে? তাহা প্রকাশ নাই।

* ব্যাকরণভুল পর্য্যন্ত সংশোধন করিবার বিধান পূর্ব্ব আইনে স্পষ্টরূপে ছিল না।

লতের বিচারপত্রে তদ্ভিন্ন কোন কথা লিখিবার প্রয়োজন নাই।

অন্য ২ আদালতের বিচারের কথা।

অন্য সকল আদালতের বিচারপত্রে, মোকদ্দমার সংক্ষেপ বর্ণনা, ও নির্ণয় করিবার যে যে বিষয়, ও তাহার উপর যে নিষ্পত্তি হয় তাহা, ও ঐ নিষ্পত্তির হেতু লিখিতে হইবে ইতি।*

প্রত্যেক ইস্যুর বিষয়ে আদালতের নিষ্পত্তি জানাইবার কথা ও বর্জ্জিত কথা।

২০৪ ধারা। (৮। ১৮৫) মোকদ্দমায় ইস্যু ধার্য্য করা গেলে, কোন এক কি কএক ইস্যুর উপর যাহা নির্ণয় হয় কেবল তাহাই মোকদ্দমার নিষ্পত্তির নিমিত্ত প্রচুর না হইলে, আদালত এক এক স্বতন্ত্র ইস্যুর উপর যাহা নির্ণয় বা নিষ্পত্তি করেন হেতু সহিত তাহা লিখিবেন ইতি।

ডিক্রীর তারিখের কথা।

২০৫ ধারা। (৮। ১৮৯) যে দিনে বিচার প্রচার করা যায়, ডিক্রীতে সেই দিনের তারিখ লিখিতে হইবে। ও বিচার পত্রানুসারে ডিক্রী লেখা গেল বিচারপতি ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, ঐ ডিক্রীতে স্বাক্ষর করিবেন ইতি।†

ডিক্রীর মর্ম্মের কথা।

২০৬। ধারা। (৮। ১৮৯) ডিক্রী বিচারের সঙ্গে

---

* ৮ আইন মতে মোকদ্দমার অবস্থার চুম্বক কি বর্ণনা করা আবশ্যক ছিল না। কোন পক্ষ খরচা দিবে তাহাও রায়েতে লিখিতে হইবে। ২১৯ ধারা দ্রষ্টব্য

† ৮ আইনের ১৮৯ ধারাতে ডিক্রি মোহর করিবার আদেশ ছিল এখন সে বিধান থাকিল না তথচ ডিক্রির ফারমে মোহর দৃষ্ট হয়।

মিলিবে। মোকদ্দমার রেজিষ্টরী বহীতে মোকদ্দমার যে নম্বর ও উভয় পক্ষের যে যে নাম ও বর্ণনা ও দাওয়ার যে বিশেষ কথা লেখা থাকে ডিক্রীতে তাহাও লিখিতে হইবে, ও যে প্রকারের উপকার করা গেল কিম্বা মোকদ্দমা অন্য যে প্রকারে নির্ণয় হইল তাহাও স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইবে।

আরও মোকর্দ্দমায় যত খরচা লাগিল ও যে২ পক্ষের, ও ঐ খরচার যে অংশ যাঁহার দিকে হইবে, ডিক্রীতে এই২ কথাও লেখা যাইবে।

ডিক্রী সংশোধন করিবার ক্ষমতার কথা।

বিচারের সঙ্গে ডিক্রীর ঐক্য নাই দেখা গেলে, কিম্বা ডিক্রীর মধ্যে কোন অক্ষরের কি অঙ্কের ভুল দেখা গেলে, যাহাতে বিচারের সঙ্গে ঐক্য হয় কিম্বা ঐ ভ্রম সংশোধন করা যায়, আদালত আপন প্রবৃত্তিমতে কিম্বা কোন এক পক্ষের প্রার্থনানুসারে ডিক্রী এমন করিয়া সংশোধন করিতে পারিবেন। কিন্তু উভয় পক্ষকে কি তাঁহাদের উকীলদিগকে প্রস্তাবিতমতে সংশোধন করিবার উপযুক্ত নোটিস দিতে হইবে ইতি।

স্থাবর সম্পত্তির একাংশ ফিরিয়া পাইবার ডিক্রীর কথা।

২০৭ ধারা। (৮। ১৯০) স্থাবর সম্পত্তি মোকদ্দার বিবাদীয় বিষয় হইলে, এবং বন্দোবস্তী কি জরীপী কাগজপত্রে সীমা কি নম্বর দিয়া ঐ সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট থাকিলে, যদি ঐ সম্পত্তির অংশমাত্র ফিরিয়া পাইবার ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে ডিক্রীতে সেই অংশের সীমা ও নম্বর বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে ইতি।

অস্থাবর সম্পত্তি দিবার ডিক্রীর কথা।

২০৮ ধারা। (৮। ১৯১) অস্থাবর সম্পত্তির নিমিত্ত মোক

দ্দমা হইয়া যদি ঐ সম্পত্তি দিবার ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে ঐ সম্পত্তি দেওয়া যাইতে না পারিলে তৎপরিবর্ত্তে যত টাকা দিতে হইবে ইহাও ডিক্রীতে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে ইতি।

টাকার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে আসল যত টাকার আজ্ঞা হয় ডিক্রীতে তার উপর সুদও দিবার আজ্ঞা থাকিতে পারিবার কথা।

২০৯ ধারা। (২৩। ১০) বাদির পাওনা টাকার নিমিত্ত মোকদ্দমা হইলে, মোকদ্দমা উপস্থিত করণের পূর্ব্ব কোন সময়ের নিমিত্ত আসল টাকার উপর যে সুদের আজ্ঞা হয় আদালত তদতিরিক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি ঐ ডিক্রীর তারিখপর্য্যন্ত যে হার সঙ্গত জ্ঞান করেন; আসল যত টাকার ডিক্রী করেন ঐ ডিক্রীতে তত টাকার উপর সেই হারানুসারেও সুদ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও সর্ব্বসুদ্ধ যত টাকার ডিক্রী হয় ডিক্রীর তারিখঅবধি টাকা না দেওনের তারিখপর্য্যন্ত, কিম্বা আদালত তৎপূর্ব্বের যে তারিখ উচিত বোধ করেন এমত তারিখ পর্য্যন্ত, মোটে তত টাকার উপর যে হারে সঙ্গত জ্ঞান করেন সেই হারে সুদের আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি। *

---

* নালিশ রুজুর তারিখ হইতে ডিক্রীর তারিখ পর্য্যন্ত আদালত যে সুদ উচিত মনে করেন তাহাই দেওয়াইবেন কিন্তু নালিশের পূর্ব্বকার সুদ সম্বন্ধে আদালতের কতদূর অধিকার আছে তাহা দেখা উচিত। ১৮৫৫ সনের ২৮ আইনের ২ধারাতে বিধান হইয়াছে যে পক্ষগণ মধ্যে যেরূপ সুদের চুক্তি হয় আদালত সেই হারেই ডিক্রী দিবেন কিন্তু ঐ ২৮ আইন দ্বারা হিন্দুশাস্ত্র রহিত হয় নাই সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রমতে যখন আসল টাকা অপেক্ষা সুদ কখন অধিক হইতে পারে না তখন কোন হিন্দু মহাজন আসল টাকার দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক টাকার ডিক্রী পাইতে পারেন না। রামলাল

মুখোপাধ্যায় বং হারান চন্দ্র ধব। ৩ বাঃ লাঃ রিঃ ১৩০। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই নজীর মফঃসলে খাটেনা। ১৮৭১ সনের ৬ আইনের ২৪ ধারামতে উত্তরাধিকার, জাতি বিবাহ কি ধর্ম্মসংক্রান্ত নিয়ম সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায় মফঃসল আদালত সকল হিন্দুদিগের মধ্যে হিন্দুআইন ও মুসলমানদিগের মধ্যে মুসলমান শাস্ত্রানুসারে বিচার করিবেন, চুক্তিসম্বন্ধীয় মোকদ্দমায় দেশীয় শাস্ত্রের নিয়মানুসারে বিচার করিবার আদেশ নাই। কেবল সনন্দ প্রাপ্ত হাইকোর্ট চুক্তি বিষয়ক মোকদ্দমাতেও হিন্দুশাস্ত্র অনুসরণ করিতে পারেন অতএব উক্ত মোকদ্দমা কলিকাতাবাসীদিগের মধ্যে হওয়াতে হাইকোর্ট হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বিচার করিয়াছিলেন। মফঃসল আদালত ১৮৫৫ সালের ২৮ আইনের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বাধ্য আছেন অর্থাৎ পক্ষগণের মধ্যে সুদের যেরূপ চুক্তি হয় তাহাই ডিক্রী দিতে আদালত বাধ্য, আসল হইতে দ্বিগুণ কেন তিনগুণ টাকারও ডিক্রী হইতে পারে। দীন দয়াল পরামানিক বং কৈলাস চন্দ্র পালচৌধরি। ইঃ লাঃ রিঃ ৯২। তবে চুক্তি সরলভাবে হইয়াছে কি না ইহা আদালত দেখিতে পারেন। চুক্তি আইনের ১৪।১৫।১৬।১৭।১৮।১৯ ধারা দ্রষ্টব্য। যেস্থলে এক পক্ষ দুর্ব্বল অপর পক্ষ ক্ষমতাশালী এবং অবস্থা আলোচনা করিয়া যেস্থলে দেখাযায় যে দুর্ব্বল পক্ষ অন্যায়রূপে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে সেস্থলে ন্যায় আদালত সেই চুক্তি প্রবল রাখিবেন না। কলিকাতাতে একজন মহাজন ব্যবসায়ী লোক মাসিক শতকরা ৩, টাকা হিসাবে সুদের সর্ত্তে তমঃসুক লয়। খাতকের বয়স তখন ১৬ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল মাত্র সুতরাং কলিকাতা বাসী দিগের আইন অনুসারে যদিও খাতক তখন সাবালক হইয়াছিলবটে তথাপি হাইকোর্ট বলেন চুক্তি অনুসারে সুদ দিতে হইবে বলিয়া এইরূপ অল্প বয়স্ক বালকের সহিত এইরূপ চুক্তি প্রবল রাখিতে হইবে এমন নহে, সময়ে সময়ে খাতক হস্তপদ বদ্ধ হইয়া উপস্থিত হয়, তখন আপনার স্বার্থ রক্ষা করার পক্ষে তাহার ক্ষমতাও থাকে না ইচ্ছাও থাকেনা; এইরূপ স্থলে ন্যায়ের আদালত সেই সকল চুক্তি প্রবল করেন না। মথুরা মোহন রায় বং সুরেন্দ্র নারায়ণ দেব। ১ ইঃ লাঃ রিঃ ১০৮। কোন কোন স্থলে তমঃসুকে এইরূপ সর্ত্ত থাকে যে অমুক তারিখে টাকা পরিশোধ না হইলে এত হিসাবে সুদ চলিবে এইরূপ সর্ত্ত প্রবলকরা উচিত কি না তাহা অবস্থার উপর নির্ভর করে। তমঃসুকে এক সর্ত্ত থাকে যে শতকরা ॥৵ আনা সুদ প্রতি-

কিস্তি করিয়া টাকা দিবার কথা।

২১০ ধারা। (৮। ১৯৪) টাকা দিবার সকল ডিক্রীতে আদালত বিশিষ্ট কোন কারণে সুদ সমেত কি সুদ ছাড়া কিস্তি করিয়া ঐ টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আদালত যে স্থলে কিস্তিবন্দী করিয়া টাকা
দিবার আজ্ঞা করিতে পারেন তাহার কথা।

ও তদ্রূপ কোন ডিক্রী করা গেলে পর, ডিক্রীমত খাতকের প্রার্থনামতে ও ডিক্রীদারের অনুমতি লইয়া, আদালত সুদ দেওন, বা প্রতিবাদির সম্পত্তি ক্রোক করণ, কিম্বা তাঁহার স্থানে জামিন লওনপ্রভৃতি বিষয়ে যে নিয়ম উচিত বোধ করেন, তদনুসারে কিস্তিবন্দা করিয়া ঐ ডিক্রীর টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এই ধারার ও ২০৬ ধারার বিধানের স্থলছাড়া, কোন পক্ষের প্রার্থনামতে ডিক্রী পরিবর্ত্তন করা যাইবে না ইতি। *

মাসে দিব এবং তিন বৎসর পরে টাকা পরিশোধ করিব। আর এক সর্ত্ত থাকে এই যে মেয়াদ মধ্যে আদায় করিতে না পারিলে অদ্য হইতে আদায়ের তারিখ পর্য্যন্ত শতকরা মাসিক ২, টাকা হারে সুদ দিব। অবধারণ হইল এইরূপ সর্ত্ত প্রবল করা যাইতে পারে না। বিবাদী যদি ৩৩ মাস সমানে ॥০ আনা হারে সুদ দিয়া থাকে এবং ৩৬ মাসের সময় দিতে অপারগ হয় তবে ঐ সমুদয় কালের জন্য তাহাকে উচ্চহারে সুদ দিতে বাধ্য করিতে হয়; কিন্তু যেস্থলে নিয়মিত সময়ে সামান্য টাকা না দিলে অত্যন্ত অধিক টাকার দাবি হইতে হয় সেস্থলে চুক্তি প্রবল করা যাইতে পারে না। বিচুক নাথ পাঁড়ে বং রামলোচন সিংহ। ১১ বাঃ লাঃ রি, ১৩৫। খতের সমুদয় টাকা নগদ না দিয়া সাবেক পাওনা বাবত কতক টাকা কাটিয়া রাখা হয় অথচ সর্ত্ত থাকে যে মেয়াদগতে শতকরা ১২ টাকা সুদ চলিবে। ১ টাকা হারে ডিক্রী হইল। ২ ইং লাঃ রিঃ ২০২। ১৮ জানুয়ারি ১৮৭৭।

* ডিক্রীজারিতে যোলেনামা দাখিল হইলে সেই ডিক্রীজারী আ

ভূমির নিমিত্ত মোকদ্দমা হইলে, সুদসমেত ওয়াসিলাৎ দিবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

২১১ ধারা। (৮। ১৯৬) ভূমির, কিম্বা অন্য যে সম্পত্তি হইতে খাজনা কি অন্য লভ্য পাওয়া যায় সেই সম্পত্তির নিমিত্ত মোকদ্দমা হইলে, যাঁহার পক্ষে ডিক্রী করা যায় আদালত ঐ ডিক্রীর মধ্যে ঐ মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি সম্পত্তি তাঁহার অধিকার করিয়া না দেওন, কিম্বা ডিক্রীর তারিখ অবধি তিন বৎসরের অবসান না হওন, ইহার মধ্যে যেটি প্রথম হয় তৎকালপর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তির উপর ওয়াসিলাৎ কি খাজানা দিবার ও যে হার উচিত বোধ করেন সেই হারে সুদ দিবার বিধান করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—সম্পত্তি অন্যায়মতে যে ব্যক্তির অধিকারে থাকে তিনি সেই সম্পত্তি হইতে যে লভ্য পাইলেন, কিম্বা সাধারণমতে যত্ন করিলে যে লভ্য পাইতে পারিতেন, সম্পত্তির 'ওয়াসিলাৎ, শব্দে সেই লভ্য জানিতে হইবে ইতি।*

চলে কি না এই বিষয় লইয়া অনেক নজীর ছিল কিন্তু এইক্ষণে স্পষ্ট বিধান হইল যে বন্দর সম্পত্তির সহিত বিবাদী যদি কিস্তিবন্দী করিয়া টাকা পরিশোধের প্রার্থনা করে তবে ডিক্রী তদনুসারে পরিবর্ত্তিত হইবে সুতরাং সোলেনমার মূলে দ্বিতীয় মোকদ্দমা হওয়ার আর সম্ভাবনা রহিল না।

* ভূমি দখলের নালীশে নালীশ রুজুর তারিখ হইতে পুনঃ দখল পাওয়ার তারিখ পর্য্যন্ত ওয়াশীলাৎ পাইবার আদেশ হইতে পারিবে কিন্তু ডিক্রীর পর ৩ বৎসরের মধ্যে যদি ডিক্রীদার দখল না পান তবে ঐ তিন বৎসরের অতিরিক্ত কালের ওয়াশীলাৎ পাইবেন না। ঐ অতিরিক্ত কালের ওয়াশীলাতের জন্য স্বতন্ত্র নালীশও চলিবে না ২৪৪ ধারা এবং তমাদি আইন দ্রষ্টব্য। ওয়াশীলাতের উপর সুদ দেওয়া যাইবে। ওয়াশীলাৎ শব্দের ব্যাখ্যাটি সংক্ষিপ্ত এবং সরল ; উহা ৮ উঃ রিঃ ১০৪ হইতে লওয়া হই

আদালতের ডিক্রী করিবার পূর্ব্বে ওয়াসিলাতের টাকা নির্ণয় করিবার কিম্বা পশ্চাৎ তাহার অনুসন্ধান লইবার কথা।

২১২ ধারা। (৮। ১৯৭) স্থাবর সম্পত্তির নিমিত্ত, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্ব কোন সময়াবধি ঐ সম্পত্তির উপর ওয়াসিলাতের নিমিত্ত মোকদ্দমা হইলে, এবং ঐ ওয়াসিলাৎ যত টাকা হয় তদ্বিষয়ের বিবাদ হইলে, আদালত ঐ ডিক্রীতেই সেই টাকা নির্ণয় করিতে পারিবেন। কিম্বা সম্পত্তির নিমিত্ত ডিক্রী করিয়া, ওয়াসিলাৎ যত টাকা হয় ইহার অনুসন্ধান লওয়ার আজ্ঞা করিয়া অন্য আজ্ঞাক্রমে তাহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ইতি।*

মৃত ব্যক্তির দ্রব্যনিরূপণার্থ মোকদ্দমার কথা।

২১৩ ধারা। কোন সম্পত্তির হিসাব পাইবার ও আদালতের ডিক্রী অনুসারে সম্পত্তি নিয়মমতে নিরূপণ করার বিষয়ে মোকর্দ্দমা হইলে, আদালত ডিক্রী করিবার পূর্ব্বে যে হিসাব ও অনুসন্ধান লওয়ার ও অন্য যে বিষয়ের আদেশ করা উচিত বোধ করেন তাহার আজ্ঞা করিবেন। †

রাছে। ওয়াশীলাৎ সম্বন্ধে যে ভূরি২ নজির আছে তাহা প্রায়ই অতঃপর অকর্ম্মণ্য হইবে কিন্তু এই নিয়মটি স্মরণ রাখা আবশ্যক যে জমীদার যদি কোন কৃষককে বেদখল করেন তবে সেই কৃষক ফসলের হারে ওয়াশীলাৎ পাইবে। ১৫ উঃ রিঃ ৪২৮ এবং ১৯ উঃ রিঃ ১২১ এবং ১৬ উঃ রি ২১ দ্রষ্টব্য।

* এই ধারা এবং ২১১ ধারা বিধানে দেখা যায় যে ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৬বৎসর কালের অর্থাৎ নালীশের পূর্ব্ব তিন বৎসর এবং ডিক্রীর পর তিন বৎসরের ওয়াশীলাৎ ও নালীশ মুলতবি থাকা কালের ওয়াশীলাৎ ডিক্রীদার পাইতে পারিবে সুতরাং বেদখলকারী যত অধিককাল বেদখল রাখিতে পারে ততই তাহার লাভ।

† চুক্তি আইনের ২৬৫ ধারামতে যৌত কারবার উঠাইয়া দিবার প্রার্থনা

এই আইন প্রচলিত হওনের পর কোন ব্যক্তি মরিলে ও আদালত তাঁহার সম্পত্তি নিরূপণ করিলে, যদি তাঁহার সম্পূর্ণ ঋণ ও দায় শোধ করণার্থে ঐ সম্পত্তিতে অকুলান হইয়া থাকে, তবে যাঁহাদিগকে ঋণ শোধ করিবার অক্ষম বলিয়া নির্ণয় করা যায় তাঁহারদের সম্পত্তি বিষয়ে যে বিধি যৎকালে প্রচলিত থাকে, ঐ মৃত ব্যক্তির প্রতিভূক্রমে রক্ষিত ও অরক্ষিত মহাজনদের নিজ নিজ স্বত্ব বিষয়ে, ও যে ঋণের ও দায়ের প্রমাণ করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে, ও বার্ষিক বৃত্তির ও সম্ভাবিত ও নৈমিত্তিক দায়ের মূল্য নিরূপণ বিষয়ে সেই২ বিধানমতে কার্য্য করা যাইবে।

ও তদ্রূপ কোন স্থলে সেই সম্পত্তি হইতে যাঁহাদের ঋণের শোধ পাইবার স্বত্ব থাকে, তাঁহারা ঐ সম্পত্তির নিরূপণাধিকারিত্ব বিষয়ক ডিক্রীর অধীন হইয়া এই আইনের বলে যে দাওয়া করিতে স্বত্ববান হন, ঐ সম্পত্তির উপর সেই দাওয়া করিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষীয় চুক্তি বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ২৬৫ ধারামতে যে প্রার্থনা করা যায়, তাহা এই ধারার মর্ম্মানুযায়ি মোকর্দ্দমা বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

ক্রয় করিবার অগ্রস্বত্ব প্রবল করণার্থে মোকদ্দমার কথা।

২১৪ ধারা। সম্পত্তির বিশেষ বিক্রয় হওনস্থলে, যদি

জিলার জজ আদালতে হইতে পারিবে। এই ধারা বুঝিবার জন্য চতুর্থ তপশীলের ১০৫। ১০৬। ১০৭। ১৩০। ১৩১ নম্বর ফারম দ্রষ্টব্য এবং যৌত কারবার রহিত কারবার জন্য কিরূপ প্রার্থনা করিতে হইবে তাহা ১১৩নং ফারম দৃষ্টে জানা যাইবে।

ক্রয় করিবার অগ্রস্বত্ব প্রবল করণার্থ মোকদ্দমা হইয়া থাকে, ও আদালত বাদির সপক্ষে নির্ণয় করেন, তবে ক্রয়ের টাকা আদালতে না দেওয়া গেলে, যে দিনে বা যে দিনের পূর্ব্বে ঐ টাকা দিতে হইবে ডিক্রীর মধ্যে এমত দিন নির্দ্ধারিত হইবে, ও তন্মধ্যে এই আজ্ঞা থাকিবে যে বাদির বিপক্ষে খরচারও ডিক্রী হইলে সেই খরচা সুদ্ধ ঐ ক্রয়ের টাকা দেওয়া গেলে বাদী ঐ সম্পত্তির অধিকার পাইবেন, কিন্তু সেই টাকা ও খরচা না দেওয়া গেলে, মোকদ্দমা খরচা সমেত ডিসমিস হইবে ইতি।

অংশিত্ব লোপ করণার্থ মোকদ্দমার কথা।

২১৫ ধারা। অংশিত্ব লোপ করণার্থ মোকদ্দমা হইলে, যে দিন অবধি ঐ অংশিত্ব লোপ হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে, আদালত ডিক্রী করিবার পূর্ব্বে এমত দিন নিরূপণের আজ্ঞা করিয়া, হিসাব লওয়ার ও অন্য যে কার্য্য করা উচিত বোধ করেন সেই কার্য্য করিবার আদেশ করিতে পারিবেন ইতি।*

বিপরীত দাওয়ার অনুমতি হইলে তাহার কথা।

২১৬ ধারা। (৮। ১৯৫) প্রতিবাদী বাদির দাওয়ার বিপক্ষে কোন ঋণের দাওয়া করিলে, ও সেই দাওয়া গ্রাহ্য হইলে, বাদির কত টাকা পাওনা ও প্রতিবাদির কিছু পাওনা থাকিলে তাহারই বা কত পাওনা আছে, ডিক্রীর মধ্যে এই কথা লেখা যাইবে, ও কোন এক পক্ষের যত টাকা পাওনা বলিয়া দৃষ্ট হয় তত টাকা আদায়ের নিমিত্ত ডিক্রী হইবে।

* ই ধারা বুঝিবার জন্য ১৩২। ১৩৩ নং ফারম দ্রষ্টব্য —

ডিক্রীর ফলের কথা।

প্রতিবাদী বাদির নামে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা করিয়া সেই টাকার দাওয়া করিলে ঐ ডিক্রীর যে ফল হইত ও আপীল প্রভৃতি বিষয়ক যে বিধি বর্ত্তিত, আদালত উক্ত স্থলে প্রতিবাদির কোন টাকা পাইবার যে ডিক্রী করেন তাহারও সেই ফল হইবে, ও আপীলপ্রভৃতি বিষয়ক সেই বিধি বর্ত্তিবে ইতি

ডিক্রীর ও বিচারের সর্টিফিকটযুক্ত নকল দিতে হইবার কথা।

২১৭ ধারা। (৮। ১৯৮) মোকর্দ্দমার কোন পক্ষ আদালতের নিকটে বিচারপত্র ও ডিক্রী প্রার্থনা করিলে, তাঁহার খরচে ঐ ঐ পত্রের সর্টিফিকটযুক্ত নকল তাঁহাকে দেওয়া যাইবে ইতি।*

অষ্টাদশ অধ্যায়।

খরচাবিষয়ক বিধি।

প্রার্থনাপত্রের খরচের কথা।

২১৮ ধারা। আদালত এই আইনমত কোন প্রার্থনাপত্রের নিষ্পত্তি করণসময়ে কোন এক পক্ষকে ঐ প্রার্থনাপত্রের খরচ দেওয়াইতে পারিবেন, কিম্বা তৎপরে অন্য যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় তাহা করণসময়ে ঐ খরচার কথা বিবেচনা করিতে পারিবেন ইতি।

---

* পূর্ব্ব আইন অনুসারে ষ্ট্যাম্প দাখিল করিলেই বিনা খরচাতে পক্ষগণ নকল পাইতে পারিত এমন কি রায় ফয়সলা লিখিবার কাগজ পর্য্যন্ত দিতে বাধ্য ছিল না কিন্তু আগামী ১লা অক্টোবর হইতে নকলের খরচা প্রভৃতি দিতে হইবে।

খরচ কোন্ পক্ষের দিতে হইবে বিচারপত্রে ইহার আজ্ঞা হওয়ার কথা।

২১৯ ধারা। (৮। ১৮৭) এক এক পক্ষের খরচা কাহার দিতে হইবে, অর্থাৎ আপনি কি মোকদ্দমার অন্য কোন পক্ষ দিবেন, এবং সমুদয় কিম্বা অংশমাত্র, কি যে অনুপাতে যাঁহার দিতে হইবে, বিচারপত্রে এই এই বিষয়ের আজ্ঞা থাকিবে ইতি।

খরচার বিষয়ের আদালতের ক্ষমতার কথা।

২২০ ধারা। (৮। ১৮৭) আদালত যে কোন প্রকারে বিহিত বোধ করেন সেই প্রকারে প্রত্যেক প্রার্থনাপত্রের ও মোকর্দ্দমার খরচা দেওয়াইতে ও অংশাংশমতে নিরূপণ করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন হন। এবং আদালত মোকর্দ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলেও তাঁহার উক্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার বাধা নাই।

কিন্তু কোন প্রার্থনাপত্রের কি মোকর্দ্দমার যে খরচা লাগে তাহা ঐ প্রার্থনাপত্রের কি মোকদ্দমার ফলের অনুগত হইবে না, আদালত এমত আজ্ঞা করিলে, তাহার কারণ লিখিয়া জানাইবেন ইতি। *

টাকা পাওনা বলিয়া স্বীকার হইলে কি জানিতে পাওয়া গেলে
তাহাহইতে খরচ বাদ দিতে পারিবার কথা।

২২১ ধারা। এক পক্ষের খরচ অন্য পক্ষের দিতে হইলে যদি ঐ এক পক্ষ ঐ অন্য পক্ষের টাকা পাওনা স্বীকার করেন কিম্বা মোকদ্দমায় তাহা পাওনা বলিয়া জানা যায়, তবে আদালত সেই টাকা হইতে শোষোক্ত পক্ষের খরচা বাদ দিবার আজ্ঞা কবিতে পারিবেন।

---

* বিচারের এলেকা না থাকিলেও খরচার আদেশ হইতে পারিবেক।

উকীলের দাওয়ার ব্যাঘাত না হইবার কথা।

কিন্তু ডিক্রীমতে উকীলের যে খরচা প্রাপ্য হয়, তদ্দেতুক ডিক্রীর টাকার উপর তাঁহার যে স্বত্ব থাকে, উক্ত আজ্ঞাক্রমে তাহার ব্যাঘাত হইবে না ইতি। *

খরচার উপর সুদের কথা। বিবাদীয় বিষয়হইতে খরচা দিবার কথা।

২২২ ধারা। আদালত খরচার উপর বৎসর শতকরা ছয় টাকার অনধিক হারে সুদ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। এবং সুদসহিত বা সুদ বিনা ঐ খরচা মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয়হইতে দেওয়া কি লওয়া যায় এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি। †

---

* এই ধারার মর্ম্ম এই যে কোন পক্ষের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে অথচ সে খরচা বাবত কোন টাকা পাইবার স্বত্ববান হইলে সেই পাওনা টাকা বাদ দিয়া বাকী টাকার জন্য ডিক্রী জারী হইবার আদেশ হইবে কিন্তু আপন পাওনা খরচার জন্য মক্কেলের ডিক্রীর উপর উকিলের যে রেহেন থাকে সেই রেহেণী স্বত্ব এতদ্বারা বিনষ্ট হইবে না।

† ডিক্রীতে স্পষ্ট আদেশ না থাকিলে খরচার উপর সুদ চলিতে পারে কিনা এই বিষয় লইয়া অনেক পরস্পর বিরুদ্ধ নজীর ছিল যথা ২ উঃ রিঃ ২৫ এবং ১৮ উঃ রিঃ ৩৪ পৃষ্ঠার নজীর মতে ডিক্রীতে আদেশ না থাকিলেও খরচার উপর সুদ চলে কিন্তু ৬ বাঃ লাঃ রিঃ ৩৩ পরিশিষ্ট লিখিত নজীর অনুসারে ডিক্রীতে আদেশ না থাকিলে সুদ চলে না। কিন্তু অতঃপর আর বিসম্বাদের সূত্র রহিল না এখন অবধি স্পষ্টরূপে লিখিত না থাকিলে খরচার উপর সুদ চলিবে না এই ধারার ভাবে বুঝা যায়। " বিবাদীয় বিষয় হইতে খরচা আদায় হইবার আদেশ" এইরূপ স্থলে হইতে পারে যথা যদি ভাবী উত্তরাধিকারী কোন বিধবার নামে কোন সম্পত্তির নালীশ করি তবে সেই মোকর্দ্দমার খরচা ঐ সম্পত্তি হইতে আদায় হইবার আদেশ হইতে পারিবে।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

ডিক্রী জারীকরণ বিষয়ক বিধি।

ক।—যে আদালতের দ্বারা ডিক্রীজারী করা যাইতে পারিবে তদ্বিষয়ক বিধি।

যে আদালতের দ্বারা ডিক্রী জারী করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ক কথা।

২২৩ ধারা। (৮।২৮৬) যে আদালত ডিক্রী করিলেন তাঁহারই দ্বারা, কিম্বা জারী করাইবার জন্যে অন্য যে আদালতে পাঠান যায় তাঁহার দ্বারা, নিম্নলিখিত বিধানমতে ডিক্রী জারী করা যাইতে পারিবে।

যে আদালত ডিক্রী করিলেন, সেই আদালত নিম্নলিখিত স্থলে ডিক্রীদারের প্রার্থনামতে সেই ডিক্রী জারী করাইবার জন্যে অন্য আদালতে পাঠাইতে পারিবেন,

(ক) যে ব্যক্তির বিপক্ষে ডিক্রী হয় তিনি যথার্থই ও স্বেচ্ছামতে ঐ অন্য আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে বাস করিলে কি ব্যবসায় করিলে কিম্বা লাভের আশায় নিজে কর্ম্ম করিলে, কিম্বা

(খ) যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে ঐ ডিক্রীমত কার্য্যসাধন করণার্থ ঐ ব্যক্তির প্রচুর সম্পত্তি না থাকিলে ও ঐ অন্য আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে সম্পত্তি থাকিলে, কিম্বা

(গ) যে আদালত ডিক্রী করিলেন তাহা যে জিলার অন্তর্গত থাকে, ডিক্রীর মধ্যে সেই জিলার বহির্ভূত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা থাকিলে, কিম্বা

(খ) যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালত অন্য কোন কারণে ঐ অন্য আদালতের দ্বারা ডিক্রী জারী হওয়া উচিত বোধ করিলে। এইস্থলে তাঁহার সেই কারণ লিপি-বদ্ধ করিতে হইবে।

যে আদালত ডিক্রী করিলেন, তিনি আপন প্রবৃত্তিমতে আপনার অধীন কোন আদালতে তাহা জারী করিবার নিমিত্ত পাঠাইতে পারিবেন।

এই ধারামতে ডিক্রী জারী করাইবার জন্যে যে আদালতে পাঠান যায় সেই আদালত, অন্য যে আদালত ডিক্রী করিলেন তাঁহার নামে সর্টিফিকট লিখিয়া, ঐ ডিক্রী জারী করাইবার কথা, কিম্বা জারী করিতে না পারিলে, না পারিবার সকল ভাবগতিক জানাইবেন।

ক্ষুদ্র মোকর্দ্দমার আদালতের বিচার্য্য মোকর্দ্দমায় ডিক্রী হইলে, ও যে আদালত ডিক্রী করিলেন তিনি কলিকাতায় কি মান্দ্রাজে কি বোম্বাইয়ে কি রাঙ্গুণে ঐ ডিক্রী জারী করাইতে চাহিলে, ঐ২ স্থানের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে ২২৪ ধারার (ক) (খ) ও (গ) প্রকরণের উল্লিখিত নকল ও সর্টিফিকট পাঠাইবেন। তাহা হইলে ঐ ক্ষুদ্র মোকদ্দার আদালত আপনার কৃত ডিক্রীর ন্যায় ঐ ডিক্রী জারী করাইবেন।

যে আদালত ডিক্রী করিলেন ও ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত যে আদালতে পাঠান যায় উভয়ই একি জিলার মধ্যে থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত আদালত শেষোক্ত আদালতে তাহা একেবারে পাঠাইবেন। কিন্তু ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত যে আদালতে পাঠান যায় তাহা ভিন্ন জিলায় থাকিলে, যে আদালত ডিক্রী করিলেন তিনি যে জিলার মধ্যে তাহা জারী করা-

ইবেন তথাকার জিলার আদালতে ডিক্রী পাঠাইবেন ইতি।*

কোন আদালত আপনার ডিক্রী অন্য আদালতের দ্বারা জারী করাইতে ইচ্ছা করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২২৪ ধারা। (৮।২৮৫) কোন আদালত ২২৩ ধারামতে ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলে, তাহার সঙ্গে এই২ পত্রাদি পাঠাইবেন,—

(ক) ডিক্রীর নকল।

(খ) যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালতের এলাকার মধ্যে ডিক্রীজারী করণ দ্বারা ডিক্রীমত কার্য্য সাধন হয় নাই এই মর্ম্মের সর্টিফিকট, কিম্বা ডিক্রীর অংশমাত্র সাধন হইলে, যত দূর সাধন হইয়াছে ও ডিক্রীর যে অংশটি সাধন না হইয়া রহিয়াছে তদ্বিষয়ের সর্টিফিকট। এবং

(গ) ডিক্রীজারী করিবার কোন আজ্ঞা হইয়া থাকিলে সেই আজ্ঞার নকল, ও তদ্রূপ আজ্ঞা না হইয়া থাকিলে সেই মর্ম্মের সর্টিফিকট দিবেন ইতি।

আদালত ডিক্রীর নকলপ্রভৃতি পাইলে প্রমাণ না লইয়া তাহা গাঁথিয়া রাখিবার কথা।

২২৫ ধারা। (৮। ২৮৬) যে আদালতে তদ্রূপে ডিক্রী পাঠান যায়, সেই আদালত বিশেষ কোন কারণে ঐ ডিক্রীর, কিম্বা জারী করণের আজ্ঞার, কিম্বা তাহার নকলের, কিম্বা যে আদালত ডিক্রী করিলেন তাঁহার বিচারাধিপত্যের প্রমাণ

---

* এখন অবধি আদালত আপনা হইতে কোন ডিক্রী অন্য আদালতের দ্বারা জারি হইবার আদেশ করিতে পারিবেন। যে আদালতে জারির জন্য ডিক্রী প্রেরণ করা যায় সেই আদালত প্রেরণকারী আদালতে জারি হইয়া থাকিলে সংবাদ দিবেন এবং জারি হইতে না পারিলেও সংবাদ দিবেন।

চাহিলে, বিচারপতি ঐ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। নতুবা কোন প্রমাণ না লইয়া, ঐ২ নকল ও সর্টিফিকট গাঁথাইয়া রাখিবেন ইতি।

ডিক্রী কি আজ্ঞা যে আদালতে পাঠান যায় তৎকর্তৃক জারী হওয়ার কথা।

২২৬ ধারা। ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞা যে আদালতে পাঠান যায় তাহা জিলার আদালত হইলে, পূর্ব্বোক্ত নকল তদ্রূপে গাঁথিয়া রাখা গেলে পর, ঐ আদালত আপনি তাহা জারী করিতে পারিবেন, কিম্বা অধীন, যে আদালতের প্রতি আজ্ঞা করেন সেই আদালত জারী করিতে পারিবেন ইতি।

অন্য আদালতের প্রেরিত ডিক্রী হাই কোর্টের দ্বারা জারী করিবার কথা।

২২৭ ধারা। ডিক্রী জারী করিবার জন্যে হাই কোর্টে পাঠান গেলে, ঐ কোর্ট দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণ পক্ষে সাধারণ ক্ষমতামতে কার্য্য করিয়া আপনি ডিক্রী করিলে যে প্রকারে জারী করিতেন, সেই প্রকারে ঐ ডিক্রী জারী করাইবেন ইতি।

অন্য আদালতের ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞার উপর আপিলের কথা।

২২৮। (৮। ২৮৭, ২৮৯) এই অধ্যায় মতে ডিক্রী জারী করিবার জন্যে যে আদালতে পাঠান যায়, তিনি আপনার ডিক্রী জারী করণার্থে যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন ঐ ডিক্রী জারী করণার্থেও সেই ক্ষমতাপন্ন হইবেন। কোন ব্যক্তি সেই ডিক্রী জারী সম্পর্কীয় আজ্ঞা না মানিলে, কিম্বা জারী করণের বাধা জন্মাইলে, ঐ আদালত আপনি ঐ ডিক্রী করিলে যেরূপে ঐ ব্যক্তির দণ্ড করিতে পারিতেন সেইরূপে করিতে পারিবেন। এবং ঐ ডিক্রী জারী করণ সম্পর্কে ঐ আদালত যে২ আজ্ঞা করেন, আপনি ঐ ডিক্রী

করিলে ঐ২ আজ্ঞার উপর আপীল বিষয়ক যে বিধি বর্ত্তিত সেই বিধি বর্ত্তিবে ইতি।*

এতদ্দেশীয় রাজ্যাধিকারে ভারতবর্ষের গবর্নমেণ্টের স্থাপিত আদালতের ডিক্রীর কথা।

২২৯ ধারা। ভারতবর্ষের অন্তর্গত এতদ্দেশীয় কোন রাজার দেশে কি রাজ্যাধিকারে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে যে আদালত স্থাপিত হয়, সেই আদালতের ডিক্রী ঐ আদালতের এলাকার মধ্যে জারী করা যাইতে না পারিলে এই আইনের বিধানমতে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন আদালতের এলাকার মধ্যে জারী করা যাইতে পারিবে।

(খ)—ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনার কথা।

ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনার কথা।

২৩০ ধারা। (৮। ২০৭) ডিক্রীদার ডিক্রী প্রবল করিতে চাহিলে, যে আদালত ডিক্রী করিলেন তিনি সেই আদালতে, কিম্বা এই কার্য্য পক্ষে কোন কার্য্যকারক নিযুক্ত হইয়া থাকিলে তাঁহার নিকটে, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে অন্য আদালতে প্রেরণ করা গেলে সেই আদালতে, কিম্বা ঐ আদালতের উপযুক্ত কার্য্যকারকের নিকটে প্রার্থনা করিবেন।

* যে আদালতে জারির জন্য ডিক্রী প্রেরণ হয় সেই আদালত ডিক্রী তমাদি হইয়াছে কিনা বিচার করিতে পারিবেন। লিক বং ডেনিয়েল। পূঃ অঃ ১৯ মার্চ ১৮৬৮। কিন্তু ডিক্রী প্রেরণ হইবার পূর্ব্বে যদি তমাদী হইয়া থাকে তবে যে আদালত ডিক্রী পাঠাইয়াছেন সেই আদালতকেই তমাদির বিচার করিতে হইবে। সমত দাস ১৩ বাঃ লাঃ রিঃ ২৩ পরিশিষ্ট। লং- মূল্যা বং কিয়াত চাঁদ। ঐ ৩ পৃষ্ঠা।

আদালত স্বীয় বিবেচনামতে ডিক্রীমত খাতকের ও তাঁহার সম্পত্তির উপর একিসময়ে ডিক্রী জারী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

এই ধারাক্রমে টাকা দেওনের কিম্বা অন্য সম্পত্তি সমর্পণ করণের ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা করা গেলে, ও সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে, সেই প্রার্থনানুসারে উপযুক্তক্রমে সেই ডিক্রীমত কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সাধন করিবার উদ্যোগ হইয়াছে আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে না জানিলে, তৎপশ্চাৎ সেই ডিক্রী জারী করিবার অন্য প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে না। ও আদালত পশ্চাৎ অন্য প্রার্থনা গ্রাহ্য হওয়ার আজ্ঞা করিলে সেই ডিক্রী মতে কার্য্যসাধন করিবার উপযুক্ত যত্ন যে হইয়াছিল ঐ আজ্ঞাই ইহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

ঐ প্রকারের প্রার্থনা পশ্চাৎ করা গেলেও নিম্নলিখিত কোন তারিখ অবধি দ্বাদশ বৎসর গত হইলে পর গ্রাহ্য হইবে না,—

(ক) যে ডিক্রী প্রবল করিবার চেষ্টা হয় তাহার, কিম্বা আপীল হইয়া সেই ডিক্রী প্রবল রাখিবার ডিক্রী হইলে তাহার তারিখ অবধি, কিম্বা

(খ) ডিক্রীদ্বারা কিম্বা পশ্চাৎ অন্য আজ্ঞা দ্বারা কিস্তীবন্দি করিয়া টাকা দিবার কি সম্পত্তি সমর্পণ করিবার আজ্ঞা হইলে, প্রার্থক যে কিস্তী লক্ষ্য করিয়া ডিক্রী প্রবল করাইতে চেষ্টা করেন, সেই কিস্তির টাকা দিবার কি সম্পত্তি সমর্পণ করিবার ত্রুটি যে তারিখে হয় সেই তারিখ অবধি।

ঐ প্রার্থনাপত্রের তারিখের অব্যবহিত পূর্ব্ব দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে ডিক্রীমত খাতক প্রতারণাদ্বারা কিম্বা

বলক্রমে ঐ ডিক্রী জারী হইবার বাধা দিয়া থাকিলে, বারো বৎসরের ঐ মিয়াদ গত হইলেও, এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের ঐ ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে বাধা নাই।

এই আইন প্রচলিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে আইন প্রবল ছিল তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিবার যে মিয়াদ নির্দ্ধারিত ছিল, এই আইন প্রচলিত হওয়ার পর তিন বৎসর অবসান হওনের পূর্ব্বে ঐ মিয়াদ গত না হইলে, এই ধারায় ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও, উক্ত তিন বৎসরের মধ্যে কোন ডিক্রী প্রবল করিবার কার্য্যানুষ্ঠান হইতে পারিবে ইতি। *

---

* (১) যে আদালতে ডিক্রী জারীর জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে সেই আদালতে কিম্বা যে আদালত ডিক্রী করিয়াছেন সেই আদালতে প্রার্থনা করিতে হইবে। (২) শরীর ও সম্পত্তি উভয়ের উপর এককালে পরওয়ানা জারির অনুমতি আদালত করিতেও পারেন না করিতেও পারেন ইহা আদালতের ইচ্ছাধীন কার্য্য। (৩) ডিক্রী জারীর নম্বর খারিজ হইলে পর পুনর্ব্বার জারীর প্রার্থনা অতঃপর গ্রাহ্য করান সহজ হইবে না, কারণ পূর্ব্ব জারী কি জন্য খারিজ হইয়াছিল অর্থাৎ ডিক্রীদার যে ইচ্ছা পূর্ব্বক ত্রুটী করে নাই ইহা দেখাইতে হইবে, আর দ্বিতীয় জারীর প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে সেই হুকুমের উপর আপীল থাকার বিধানও দৃষ্ট হয় না, অতএব পক্ষগণ বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত যে ডিক্রী জারীর নম্বর ত্রুটীতে খারিজ না হয়। (৪) ডিক্রীর তারিখ হইতে ১২ বৎসর গতে কোন ডিক্রী জারী হইবে না। যদি ডিক্রীতে কিম্বা ২১০ ধারার বিধানমতে কিস্তিবন্দী হয় তবে প্রত্যেক কিস্তী খেলাপের তারিখ হইতে দ্বাদশ বৎসর মেয়াদ চলিবে। ১৮৭১ সনের ৯ আইনে যেরূপ বিধান ছিল তাহাতে ৩ বৎসর অন্তর একং খানি ডিক্রী জারির দরখাস্ত দিলেই ডিক্রী সজীব থাকত সুতরাং ১০০ বৎসর পরেও কোন ডিক্রী জারী হইতে বাধা ছিল না; এইক্ষণে সেই অশুভকর নিয়ম রহিত হইল; কারণ ডিক্রীদার মধ্যে ২ যতই কেন দরখাস্ত দিয়া থাকুন

অনেক ডিক্রীদার থাকিলে কোন এক জনের ঐ প্রার্থনা করিবার ক্ষমতার কথা।

২৩১ ধারা। (৮।২০৭) দুই কি তদধিক ব্যক্তির সপক্ষে সাধারণ ডিক্রী হইলে, তাঁহাদের কোন এক কি অধিক ব্যক্তি কিম্বা তাঁহার কি তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি, সকলের হিতার্থে, কিম্বা তাঁহাদের মধ্য কোন ব্যক্তি মরিলে উত্তরজীবী অন্য ব্যক্তিদের ও মৃত ব্যক্তির স্বার্থসম্বন্ধীয় স্থলাভিষিক্তের হিতার্থে, সম্পূর্ণ ডিক্রীজারী করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

তদ্রূপে যে প্রার্থনা করা যায় আদালত সেই প্রার্থনানুসারে ডিগ্রী জারী করিবার অনুমতি দেওয়ার উপযুক্ত কারণ দেখিতে পাইলে, অন্য যে ব্যক্তিরা সেই প্রার্থনায় সংযুক্ত না ছিলেন তাঁহাদের স্বার্থরক্ষার জন্যে যে আজ্ঞা আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহা করিবেন ইতি।

না, ডিক্রীর দ্বাদশ বৎসর পরে আর তাহার প্রার্থনা চলিবে না। (৫) কিন্তু কেবল টাকা কি অন্য সম্পত্তি পাইবার জন্য ডিক্রীসম্বন্ধেই এই মেয়াদের বিধান খাটে, অন্য প্রকার ডিক্রী সম্বন্ধে খাটে না, আর তঞ্চকতা স্থলে মেয়াদের নিয়ম খাটে না অর্থাৎ দায়ীক যদি বলে কি তঞ্চকতাক্রমে ডিক্রীজারি নিবারণ করিয়া থাকে তবে সেই ডিক্রী তমাদী হয় না যখন ঐ বল কি তঞ্চকতার কার্য্য হয় সেই তারিখ হইতে দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে প্রার্থনা করিলেই গ্রাহ্য হইতে পারিবে। (৬) কিন্তু এই আইন প্রচলিত হওয়ার ৩ বৎসরের মধ্যে এই মেয়াদের নিয়মানুসারে কোন ডিক্রী জারী তমাদী হইবে না। যথা ১৮৬৫ সনের ডিক্রী যদি ১৮৭৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে জারি হওয়া নম্বর খারিজ হয় তবে ১৮৭৯ সনে পুনর্ব্বার ঐ ডিক্রী জারীর জন্য দরখাস্ত করিলে ডিক্রীর তারিখ হইতে দ্বাদশ বৎসর গত হইয়াছে বলিয়া ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইবে না।

ডিক্রী হস্তান্তর করিয়া যাঁহাকে দেওয়া যায় তাঁহার প্রার্থনার কথা।

২৩২ ধারা। (৮। ২০৮) লিখিত নিরূপণ পত্রক্রমে কিম্বা আইনের কার্য্যবলে সেই ডিক্রী ডিগ্রীদারের হস্ত হইতে অন্য কোন ব্যক্তির হস্তগত করা গেলে, যে আদালত ডিগ্রী করিলেন ঐ ডিগ্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই আদালতে ঐ ডিগ্রী জারীর প্রার্থনা করিতে পারিবেন। এবং ডিক্রীদার আপনি ঐ প্রার্থনা করিলে যে প্রকারে ও যে নিয়মাধীনে তাহা জারী করা যাইত, আদালত বিহিত বোধ করিলে, ঐ ডিক্রী সেই প্রকারে ও সেই নিয়মাধীনে জারী করা যাইতে পারিবে।

কিন্তু নিরূপণ পত্রদ্বারা সেই ডিক্রী অন্যের হস্তগত করা গেলে, উক্ত প্রার্থনার নোটিস লিখিয়া হস্তান্তর কারিকে ও ডিক্রীমত খাতককে দেওয়া যাইবে ও তাঁহারা ঐ ডিক্রী জারী করণ বিষয়ে আপত্তি করিলে, আদালত তাঁহাদের ঐ আপত্তি না শুনিলে ঐ ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

আরো অনেক ব্যক্তির বিপক্ষে ডিক্রী হইয়া তাঁহারদের কোন এক ব্যক্তির হস্তগত করা গেলে, অন্যদের বিপক্ষে তাহা জারী করা যাইতে পারিবে না ইতি।*

---

* ডিক্রী জারিতে কেহ খরিদ কি অন্য স্বত্বে স্থলাভিষিক্ত হইবার প্রার্থনা করিলে দায়িক ও মূল ডিক্রীদারকে সম্বাদ দিতে হইবে এবং তাহাদের আপত্তি না শুনিয়া স্থলাভিষিক্তের প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে না। একজন দায়ীক ডিক্রী খরিদ করিয়া অপর দায়ীক দিগের বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী চালাইতে পারেন না তিনি কেবল ভর্ত্তব্যের নালীশ করিতে পারেন। পূর্ব্বকার নজির বিধিবদ্ধ হইল মাত্র।

ঐ ডিক্রী যাহার হস্তগত করা যায় আসল ডিক্রীদারের বিপক্ষে যে ন্যায্য দাওয়া প্রবল হইতে পারে তাহা মানিয়া তাঁহার ঐ ডিক্রী রাখিবার কথা।

২৩৩ ধারা। আসল ডিগ্রীদারের বিপক্ষে ডিগ্রীমত খাতকের ন্যায্য দাওয়া থাকিলে. ও খাতক ঐ দাওয়া প্রবল করিতে পারিলে, ডিগ্রী হস্তান্তর করিয়া যাঁহাকে দেওয়া যায় তিনিও সেই দাওয়া বলবৎ মানিয়া ঐ ডিগ্রী রাখিবেন ইতি। *

ডিক্রীমত খাতক ঐ ডিক্রী জারী হওনের পূর্ব্বে মরিলে, তাঁহার স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ডিক্রীজারী হইবার প্রার্থনার কথা।

২৩৪ ধারা। (৮। ২১০, ২১১) ডিগ্রী সম্পূর্ণরূপে জারী হওনের পূর্ব্বে ডিগ্রীমত খাতক মরিলে, যে আদালত ডিগ্রী করিলেন ডিগ্রীদার তাঁহার নিকট মৃত খাতকের আইনমত স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ঐ ডিগ্রী জারী করাইতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

মৃত ব্যক্তির যত সম্পত্তি ঐ স্থলাভিষিক্তের হস্তগত হইয়া নিয়মমতে হস্তান্তর করা যায় নাই, ঐ স্থলাভিষিক্ত কেবল তত সম্পত্তি সম্বন্ধে দায়ী হইবেন। ও যে আদালত ডিক্রী জারী করাইবেন তিনি ঐ দায় নিশ্চয়রূপে স্থির করিবার নিমিত্তে যে যে হিসাব দেখা উচিত বোধ করেন, স্বীয় প্রবৃত্তিমতে কিম্বা ডিক্রীদারের প্রার্থনামতে ঐ স্থলাভিষিক্তের

---

* যদি দায়িক কোন ন্যায় সঙ্গত কারণে কোন টাকা ঐ ডিক্রী হইতে কাটাইয়া দিবার অধিকারী হয় তবে ডিক্রীদারের স্থলাভিষিক্ত সেই টাকা বাদ দিতে বাধ্য হইবেন।

দ্বারা বলপূর্ব্বক সেই সেই হিসাব উপস্থিত করাইতে পারিবেন ইতি।

ডিক্রীজারী করিবার প্রার্থনাপত্রের মর্ম্মের কথা।

২৩৫ ধারা। (৮। ২১২) ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা পত্র লিখিয়া দেওয়া যাইবে, ও আবেদনপত্রে সত্যাকরণের কথা লিখিবার পূর্ব্বলিখিত বিধানানুসারে ঐ প্রার্থনাপত্রেও সত্যাকরণের কথা লিখিতে হইবে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত টেবিলের পাঠে লেখা থাকিবে,—

(ক) মোকদ্দমার নম্বর।

(খ) উভয় পক্ষের নাম।

(গ) ডিক্রীর তারিখ।

(ঘ) ডিক্রীর উপর আপীল উপস্থিত করা গেল কি না।

(ঙ) ডিক্রী হওয়ার পর উভয পক্ষের মধ্যে বিবাদীয় বিষয়ের কোনরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে কি না ও যেরূপ নিষ্পত্তি হইল সেই কথা।

(চ) ইহার পূর্ব্বে ঐ ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা হইয়াছে ও তাহার কি ফল।

(ছ) ডিক্রীমতে ঋণের কি হানিপূরণের যত টাকা ও সুদের আজ্ঞা হইলে যত টাকা সুদ কি তদ্দারা অন্য যে উপকারের আজ্ঞা হইল তাহা।

(জ) খরচার আজ্ঞা হইলে যত টাকা খরচা।

(ঝ) যে ব্যক্তির উপর ডিক্রী প্রবল করিবার চেষ্টা হয় তাঁহার নাম। ও

(ঞ) আদালতের নিকট যদ্রূপ সাহায্যের প্রার্থনা হয়, অর্থাৎ যে সম্পত্তির স্পষ্ট ডিক্রী হইল সেই সম্পত্তি দেওয়ান

কিম্বা প্রার্থনাপত্রের উল্লিখিত ব্যক্তিকে ধরিয়া কারাবদ্ধকরণ, কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করণ, কিম্বা প্রার্থিত উপকারের ভাব বিবেচনায় অন্য যে কার্য্যের প্রর্থনা হয় তাহা ইতি। *

অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার প্রার্থনাপত্রের সহিত নির্ঘণ্টপত্র দিতে হইবার কথা।

২৩৬ ধারা। (৮। ২১৪) ডিক্রীমত খাতকের যে অস্থাবর সম্পত্তি তাঁহার অধিকারে নাই, এমত সম্পত্তি ক্রোক করিবার প্রার্থনা হইলে, ডিক্রীদার ঐ প্রার্থনাপত্রের সহিত ঐ সম্পত্তির সঙ্গতরূপে যথার্থ বর্ণনাযুক্ত এক নির্ঘণ্টপত্র সংযোগ করিয়া দিবেন ইতি। †

স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার প্রার্থনা হইলে আর২ যে বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা।

২৩৭ ধারা। (৮। ২১৩) ডিক্রীমত খাতকের কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার প্রার্থনা হইলে, সেই সম্পত্তি যাহাতে চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে প্রার্থনাপত্রের নিম্নভাগে তাহার এমত বর্ণনা লিখিতে হইবে, এবং প্রার্থকের বিশ্বাসমতে কিম্বা তিনি যত দূর নিশ্চয়রূপে জানিয়া লইতে পারিলেন ততদূর সেই সম্পত্তিতে ডিক্রীমত খাতকের যে অংশ কি স্বার্থ থাকে তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া লিখিতে হইবে।

---

* ডিক্রীজারীর দরখাস্তে অতঃপর সত্যপাঠ লিখিতে হইবে। আর সাবেক আইনমতে দরখাস্তের ফারমে ৯ টী ঘর ছিল এখন ১০ টী হইল। (চ) চিহ্নিত বিষয় পূর্ব্ব আইনমতে লিখিতে হইত না।

† যে অস্থাবর সম্পত্তি দায়ীকের দখলে থাকে তাহার সম্বন্ধে এই ধারা খাটে না।

আবেদনপত্রে সত্যাকরণের কথা লিখিবার পূর্ব্ব লিখিত বিধানানুসারে, উক্ত বর্ণনাপত্রে ও নির্দ্দেশ বাক্যেও সত্যাকরণের সেই কথা লিখিতে হইবে ইতি।*

প্রার্থনাপত্রের সঙ্গে যে স্থলে কালেক্টর সাহেবের রেজিষ্টর হইতে উদ্ধৃত কথা দিতে হইবে তাহার কথা।

২৩৮ ধারা। (৮। ২১৩) সেই সম্পত্তি যদি কালেক্টরী কাছারীতে রেজিস্টরী করা ভূসম্পত্তি হয়, তবে ঐ ভূমির অধিকারী বলিয়া, কিম্বা যে স্বার্থ হস্তান্তর করা যাইতে পারে ঐ ভূমিতে কি তদুৎপন্ন রাজস্বে এমত স্বার্থ প্রাপ্ত কিম্বা ঐ ভূমির রাজস্বের দায়ী বলিয়া যে ব্যক্তিদিগকে রেজিষ্টরী করা গেল, তাঁহাদের নাম ও রেজিস্টরী ভূম্যধিকারিদের নানা অংশ যাহাতে বিশেষ করিয়া লেখা থাকে ঐ কাছারীর রেজিষ্টরহইতে উদ্ধৃত ও স্বাক্ষরক্রমে প্রমাণিত এমত পত্র ঐ ভূমি ক্রোক করিবার প্রার্থনাপত্রের সঙ্গে দিতে হইবে ইতি।

গ।—ডিক্রী জারী স্থগিত রাখিবার বিধি।

যে স্থলে আদালত ডিক্রী জারী স্থগিত রাখিতে পারেন তাহার কথা।

২৩৯ ধারা। (৮। ২৯০) যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালতে, কিম্বা ঐ ডিক্রী কি তাহার জারীকরণ বিষয়ক আপীল যে আদালতের বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে সেই আদালতে ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার আজ্ঞা হওয়ার নিমিত্ত, কিম্বা ঐ প্রথম স্থলীয় আদালত কি আপীল আদা-

---

* স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের প্রার্থনা করিলে দায়ীকের তাহাতে কি অংশ আছে তাহা লিখিয়া এবং সম্পত্তির চৌহদ্দি লিখিয়া নীচে সত্যপাঠ লিখিতে হইবে। কিন্তু ২৩৮ ধারামতে প্রার্থনীর সেরূপ সত্যপাঠ লিখিতে হইবে না।

লত ডিক্রী জারীর আজ্ঞা দিয়া থাকিলে কিম্বা তাঁহার নিকট ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা হইয়া থাকিলে ঐ ডিক্রীর কিম্বা তাহা জারী করণের বিষয়ে অন্য যে আজ্ঞা করিতে পারিতেন এমত কোন আজ্ঞা হওয়ার নিমিত্ত, ডিক্রীমত খাতক যেন প্রার্থনা করিতে অবকাশ পান এই অভিপ্রায়ে, এই অধ্যায় মতে জারী করিবার জন্যে ডিক্রী যে আদালতে প্রেরণ করা যায়, উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, সেই আদালত সঙ্গত কালের নিমিত্ত ঐ ডিক্রী জারী স্থগিত রাখিবেন।

ও ডিক্রী জারীমতে ডিক্রীমত খাতকের সম্পত্তি কিম্বা তাঁহাকেই ধৃত করা গিয়া থাকিলে, যে আদালত ঐ ডিক্রী জারীর আজ্ঞা করিলেন সেই আদালত, উক্ত আজ্ঞার নিমিত্ত প্রার্থনার ফলের অপেক্ষায়, ঐ সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কিম্বা ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

ডিক্রীমত খাতকের স্থানে জামিন লইতে কিম্বা তাঁহাকে নিয়মবদ্ধ করিতে পারিবার কথা।

২৪০ ধারা। (৮। ২৯১) ২৩৯ ধারামতে ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার কিম্বা সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কি ডিক্রীমত খাতককে মুক্ত করিবার আজ্ঞা করণের পূর্ব্বে, আদালত ডিক্রীমত খাতকের স্থানে যে জামিন লওয়া উচিত বোধ করেন লইতে পারিবেন, কিম্বা তৎপক্ষে যে নিয়ম ধার্য্য করা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন ইতি।

ডিক্রিমত খাতককে মুক্ত করা গেলে পুনরায় ধরা যাইতে পারিবার কথা।

২৪১ ধারা। (৮। ২৯৩) ডিক্রীমত খাতককে কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ২৩৯ ধারামতে মুক্ত করা গেলেও, জারী করিবার নিমিত্ত যে ডিক্রী পাঠান যায় তাহা জারী করণক্রমে

তাঁহার কিম্বা তাঁহার সম্পত্তির পুনরায় ধৃত হইবার বাধা নাই ইতি।

যে আদালতে প্রার্থনা করা যায় ডিক্রীকারি কিম্বা অপীল আদালতের আজ্ঞা তাঁহার মানিতে হইবার কথা।

২৪২ ধারা। (৮। ২৯২) যে আদালতে ডিক্রী করা যায় সেই আদালত, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত আপীল আদালত ঐ ডিক্রী জারী করণসম্পর্কীয় যে আজ্ঞা করেন, ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে যে আদালতে পাঠান যায় সেই আদালতের ঐ আজ্ঞা মানিতেই হইবে ইতি।

ডিক্রীদারের ও ডিক্রী মত খাতকের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে ডিক্রীজারী স্থগিত থাকার কথা।

২৪৩ ধারা। (৮। ২০৯) কোন আদালতের ডিগ্রী যে ব্যক্তির বিপক্ষে হইয়াছে, ডিক্রীদারের নামে সেই আদালতে সেই ব্যক্তির মোকর্দ্দমা উপস্থিত থাকিলে, আদালত উচিত জ্ঞান করিলে, ঐ উপস্থিত মোকদ্দমা যত দিন নিষ্পত্তি না হয় তত দিন নিয়ম ব্যতিরেকে, কিম্বা যে নিয়ম উচিত জ্ঞান করেন এমত নিয়মানুসারে, ঐ ডিগ্রীজারী স্থগিত রাখিতে পারিবেন ইতি।

ঘ।—যে আদালত ডিগ্রী জারী করিবেন তাঁহার বিবেচনীয় বিষয়ের কথা।

যে আদালত ডিক্রী জারী করেন তাঁহার যেই বিষয় নির্ণয় করিতে হইবে তাহার কথা।

২৪৪ ধারা। (২৩। ১১) যে আদালত ডিগ্রীজারী করেন স্বতন্ত্র মোকদ্দমা না হইয়া সেই আদালতের আজ্ঞাক্রমে নিম্ন লিখিত প্রশ্ন সকল নির্ণয় করা যাইবে।

(ক) ডিগ্রীতে যে ওয়াসিলাতের বিষয়ে অনুসন্ধান লওয়ার আজ্ঞা থাকে তাহার যত টাকা ধরিতে হইবে এই বিষয়ের প্রশ্ন।

(খ) ডিগ্রী অনুসারে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি ডিগ্রী জারী করণের তারিখপর্য্যন্ত, কিম্বা ডিগ্রীর তারিক অবধি তিন বৎসর অবসান না হওন পর্য্যন্ত বিবাদীয় বিষয়ের উপর ওয়াসিলাৎ কি সুদ ধরিতে হইবে এই বিষয়ের প্রশ্ন।

(গ) যে মোকদ্দমায় ডিগ্রী করা যায় সেই মোকর্দ্দমার উভয় পক্ষের কিম্বা তাঁহাদের স্থলাভিষিক্তদের মধ্যে ডিগ্রী জারী করণসম্প্রর্কীয় অন্যান্য যে প্রশ্ন উত্থিত হয় তাহা।

প্রথম মোকদ্দমা উপস্থিত করণ ও ঐ মোকদ্দমার ডিগ্রী জারী করণসময়ের মধ্যে যে ওয়াসিলাৎ বর্ত্তে, ঐ ডিগ্রীতে তৎসম্পর্কীয় কোন কার্য্য করা না গেলে, এই ধারার কোন কথায় সেই ওয়াসিলাতের নিমিত্ত স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধা নাই ইতি।*

ঙ।—ডিগ্রী যে প্রকারে জারী করা যাইবে তদ্বিষয়ক বিধি।

---

* ১৮৬১ সনের ২৩ আইনের ১১ ধারাতে কেবল পক্ষগণের মধ্যে বিবাদের বিচার হইবার কথা ছিল সুতরাং তাহাদের স্থলাভিষিক্তদিগের সম্বন্ধে ঐ ধারা খাটে কিনা ইহা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হয় অবশেষে প্রিবিকাউন্সীল স্থির করেন যে স্থলাভিষিক্তকেও পক্ষ শব্দের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। ১৮ উঃ রিঃ ১৮৫। কিন্তু এক্ষণে আইনেই ঐ কথা বিনিবদ্ধ হইল। ঐ ১১ ধারাতে আর এক কথা ছিল যে ডিক্রী পরিশোধের জন্য কোন টাকা দেওয়া লওয়া হইয়াছে কিনা তাহাও আদালত দেখিতে পারিবেন কিন্তু ৮ আইনের ২০৬ ধারার সহিত ঐ কথার সংলগ্ন হইত না এইক্ষণে সেই কথাটী উঠাইয়া দেওয়া হইল।

ডিক্রীজারী করিবার প্রার্থনা-পত্র পাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৪৫ ধারা। (২৩। ১৫) আদালত ডিগ্রী জারী করিবার প্রার্থনাপত্র পাইলে, ২৩৫ ধারার উল্লিখিত বৃত্তান্ত কিম্বা তন্মধ্যে যে২ বৃত্তান্ত মোকদ্দমায় বর্ত্তে তাহা ঐ প্রার্থনাপত্রে লেখা হইয়াছে কি না, ও তাহার সঙ্গে ২৩৬ ধারার উল্লিখিত নির্ঘণ্টপত্র দেওয়া গিয়াছে কি না ইহা নিশ্চয়মতে জানিয়া লইবেন। ও সেই বৃত্তান্ত নির্ঘণ্টপত্র না থাকিলে ঐ প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিবেন, কিম্বা সংশোধন করিবার নিমিত্ত কি বিষয়বিশেষে নির্ঘণ্টপত্র সংযোগ করিবার নিমিত্ত তাহা ফিরিয়া দিবেন, কিম্বা তৎকালে তৎস্থানেই সংশোধন করিতে পারিবেন। এই ধারামতে যে২ কথা সংশোধন করা যায় তাহাতে বিচারপতির স্বাক্ষর করিতে হইবে।

প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য হইলে, আদালত মোকর্দ্দমার রেজিষ্টরী বহীতে ঐ প্রার্থনা হওয়ার কথা, ও যে তারিখে করা যায় তাহা লিখিয়া, ঐ প্রার্থনাপত্রের ভাবানুসারে ডিগ্রীজারী করিবার আজ্ঞা করিবেন।

কিন্তু টাকার নিমিত্ত ডিগ্রী হইলে, যত টাকার ডিগ্রী হয়, সাধ্যমতে তাহার অধিক কি ন্যূন মূল্যের সম্প্রত্তি ক্রোক করিতে হইবে না ইতি।*

---

* ২৩৭ দফামতে সত্যপাঠ না লিখিত থাকিলে দরখাস্ত ফেরত দিতে হইবে এমন কথা এই ধারায় থাকিল না এবং মূল ডিক্রীর সহিত প্রার্থনাপত্র ঐক্য কিম্বা তাহা দেখিয়া লইবার কোন বিধান হইল না। প্রার্থনাপত্রের সহিত ডিক্রীর নকল দেওয়া আবশ্যক নহে। ৯ উঃ রিঃ ৩৬২ এবং ১০ উঃ রিঃ ১৪৪ এবং ধনপৎ সিং বনাম লালানন্দ সিং ১১উঃ রিঃ ২৮।

পরস্পরের বিপক্ষ ডিগ্রীর কথা।

২৪৬ ধারা। (৮। ২০৯) আদালতে টাকার নিমিত্ত দুই পক্ষের পরস্পর বিপক্ষ ডিগ্রী উপস্থিত করা গেলে, যিনি অধিক টাকার ডিগ্রীদার তিনিই অন্য ডিগ্রীর অল্পতর টাকা বাদে কেবল অবশিষ্ট টাকার নিমিত্ত ডিগ্রী জারীর আজ্ঞা পাইতে পারিবেন, এবং অধিক টাকার ডিগ্রীর উপর ঐ অল্প টাকা শোধ হওয়ার, ও অল্প টাকার ডিগ্রীর উপর টাকা শোধ পাইবার কথা লেখা যাইবে।

সমান টাকার দুই ডিগ্রী হইলে, উভয় ডিগ্রীর উপর টাকা শোধ হওয়ার কথা লেখা যাইবে।

প্রথম ব্যাখ্যা।—এই ধারায় এই২ প্রকারের ডিগ্রী লক্ষ্য। (ক) একি আদালতের ডিগ্রী। (খ) জারী করিবার নিমিত্ত একি আদালতে প্রেরিত ডিগ্রী। (গ) দুই ডিগ্রীর মধ্যে এক খানি আদালতেরই হইলে, অন্য খানি জারী করিবার নিমিত্ত সেই আদালতে পাঠান গেলে সেই ডিগ্রী। কিন্তু (ঘ) দুই ডিগ্রীর মধ্যে এক খানি এক আদালতের অন্য খানি অন্য আদালতের হইয়া জারী করিবার নিমিত্ত প্রথমোক্ত আদালতে পাঠান না গেলে তাহা এই ধারার লক্ষিত নয়।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা।—কোন এক পক্ষ নিরূপণক্রমে উক্ত কোন এক ডিগ্রী প্রাপ্ত হইলেও এই ধারা খাটে, এবং নিরূপণক্রমে প্রাপ্ত ব্যক্তির ও আসল নিরূপণকারির ডিগ্রীমত ঋণের প্রতি সমানরূপে খাটে।

তৃতীয় ব্যাখ্যা।—এই ধারা নিম্নলিখিত স্থলে খাটে না, (ঙ) যদি উভয় ডিগ্রী একি সময়ে জারী হইতে না পারে।

(চ) যেং মোকদ্দমায় ঐ২ ডিগ্রী করা গেল তন্মধ্য কোন

এক মোকদ্দমার ডিগ্রীদার যদি অন্য মোকদ্দমার ডিক্রীমত খাতক না হন, ও উভয় মোকদ্দমায় প্রত্যেক জনের একিরূপ সম্বন্ধ না থাকে, এবং

(ছ) দুই ডিগ্রীমতে যত টাকা পাওনা হয় তাহা যদি নিশ্চিত না থাকে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) বলরামের বিপক্ষে আনন্দের ১০০০, টাকার ডিক্রী আছে। ও আনন্দ ভাবি কোন দিনে বলরামকে অমুক অমুক দ্রব্য না দিলে ঐ আনন্দের বিপক্ষে বলরামেরও ১০০০, টাকা পাইবার ডিগ্রী হইয়াছে। বলরাম এই ধারামতে আপনার ডিগ্রী বিপক্ষ ডিগ্রী বলিয়া মানিতে পারিবেন না।

(খ) আনন্দ ও বলরাম একি মোকর্দ্দমায় সহবাদী হইয়া চন্দ্রের বিপক্ষে ১০০০, টাকার ডিগ্রী পান চন্দ্রও কেবল বলরামের বিপক্ষে ১০০০, টাকার অন্য ডিগ্রী পান। চন্দ্র এই ধারামতে আপনার ডিগ্রী অন্য ডিগ্রীর বিপক্ষ বলিয়া মানিতে পারিবেন না।

(গ) আনন্দ বলরামের বিপক্ষে ১০০০, টাকার ডিগ্রী পান। চন্দ্র বলরামের সপক্ষ ন্যাসধারী হইয়া বলরামের সপক্ষে আনন্দের বিপক্ষে ১০০০, টাকার ডিগ্রী পান। বলরাম এই ধারামতে চন্দ্রের ডিগ্রী বিপক্ষ ডিগ্রী বলিয়া মানিতে পারিবেন না। *

---

* কারেম আলী জোয়ান্দার বং লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্ত্তীর মোকদ্দমায় পূর্ণাধিবেশন নিষ্পত্তি করেন যে মূল ডিক্রীদারের বিরুদ্ধে যদি দায়িকের কোন ডিক্রী থাকে তাহা হইলে সেই ডিক্রীদার হইতে যে ব্যক্তি খরিদ করে সে ব্যক্তিও ঐ দায়িকের ডিক্রী বাদ দিয়া জারী করিতে বাধ্য, এইক্ষণে সেই

একি ডিক্রীমতে পরস্পর বিপক্ষ দাওয়ার কথা।

২৪৭ ধারা। দুই পক্ষ একি ডিক্রীমতে পরস্পরের স্থানে ন্যূনাধিক টাকা পাইবার সত্ববান হইলে, যে ব্যক্তি অন্য অপেক্ষা অল্প টাকার সত্ববান তিনি ঐ অন্যের বিপক্ষে ডিক্রী জারীর আজ্ঞা পাইতে পারিবেন না কিন্তু ডিক্রীর উপর অল্প টাকা শোধ পাওয়ার কথা লেখা যাইবে।

উভয় ডিক্রী সমান টাকার হইলে, কোন পক্ষ ডিক্রী জারীর আজ্ঞা পাইতে পারিবেন না, এক এক ডিক্রীর টাকা শোধ হওয়ার কথা সেই সেই ডিক্রীর উপর লেখা যাইবে।

ডিক্রী জারী করিতে না হওয়ার কারণ দেখাইবার নোটিস দিবার কথা।

২৪৮ ধারা। (৮। ২১৬) (ক) ডিক্রীর তারিখের ও তাহা জারী করিবার প্রার্থনাপত্রের তারিখের মধ্যে এক বৎসরের অধিক গত হইলে, কিম্বা

(খ) যে মোকদ্দমায় ডিক্রী করা গেলে, সেই মোকর্দ্দমার এক পক্ষের আইনমত স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ডিক্রী প্রবল করিবার প্রার্থনা হইলে,

যাঁহার বিপক্ষে ডিক্রী জারী করিতে প্রার্থনা করা যায়, আদালত মিয়াদ নিরূপণ করিয়া তাঁহার নামে নোটিস দিয়া যে যে হেতুতে তাঁহার বিপক্ষে ডিগ্রী জারী করা উচিত না

কথাটী দ্বিতীয় ব্যাখ্যাতে সন্নিবেশিত হইল। কেবল এই কাটাকাটী হইবার সুযোগ হইতে পারে এই জন্যই কোন আদালত জারীর জন্য কোন ডিক্রী অন্য আদালতে পাঠাইতে পারেন না। ৫ ওয়াইমানের রিপোর্ট ২২১। কিন্তু ২২৩ ধারার (ঘ) প্রকরণ বিধিবদ্ধ হওয়ার পরেও এই নজীর বলবৎ থাকিতে পারে কি না সন্দেহ স্থল।

হয় সেই মিয়াদের মধ্যে এমত হেতু দেখাইয়া দিতে আজ্ঞা করিবেন।

উপবিধি।

কিন্তু এই এই স্থলে তদ্রূপ নোটিস দেওনের প্রয়োজন নাই,

ডিক্রীর তারিখ ও ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনাপত্রের তারিখের মধ্যে এক বৎসরের অধিক গত হইলেও, যে ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা হয়, তাহার উপর আপীল হইয়া যে ডিক্রী করা যায় যদি সেই ডিক্রীর তারিখ অবধি, কিম্বা যাঁহার বিপক্ষে ডিক্রীজারী করিতে প্রার্থনা করা যায় তৎপূর্ব্বে ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা হইয়া তাঁহার বিপক্ষে শেষ যে আজ্ঞা করা যায় যদি ঐ আজ্ঞার তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে ঐ প্রার্থনা হইয়া থাকে, কিম্বা।

ডিক্রীমত খাতকের আইনমত স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে প্রার্থনা হইলেও, যদি তৎপূর্ব্বে সেই ব্যক্তির বিপক্ষে ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা হইয়া আদালত তাঁহার বিপক্ষ ডিক্রী জারীর আজ্ঞা করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় "আদালত" শব্দে যে আদালত ডিক্রী করিলেন তাঁহাকে জানিতে হইবে। কিন্তু ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত অন্য আদালতে পাঠান গিয়া থাকিলে ঐ শব্দে সেই অন্য আদালতকে জানিতে হইবে ইতি।

নোটিস জারী হইবার পর কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৪৯ ধারা। (৮। ২১৭) ইহার পূর্ব্ব ধারামতে কোন ব্যক্তির নামে নোটিস দেওয়া গেলেও তিনি উপস্থিত না হইলে, কিম্বা যে হেতু'তে ডিক্রী জারী করা উচিত নয় আদালতের হৃবোধমতে এমত হেতু না দেখাইলে, আদালত সেই ডিক্রী জারী করিতে আজ্ঞা করিবেন।

তিনি ঐ ডিক্রী প্রবল করিবার কোন আপত্তি জানাইলে, আদালত সেই আপত্তি বিবেচনা করিয়া যে আজ্ঞা বিহিত জ্ঞান করেন করিবেন ইতি।

পরওয়ানা যে সময়ে বাহির হইতে পারিবে তাহার কথা।

২৫০ ধারা। (৮। ২২১) পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে প্রথমস্থলীয় যে কার্য্যের প্রয়োজন হয় তাহা করা গেলে পর আদালত অন্যরূপ কার্য্য, করিবার কারণ না জানিলে, ডিক্রী জারী করিবার পরওয়ানা দিবেন ইতি।

তাহাতে তারিখ দিয়া ও স্বাক্ষর ও মোহর করিয়া দিবার কথা।

২৫১ ধারা। (৮। ২২২) ঐ পরওয়ানা যে দিনে বাহির হয় সেই দিনের তারিখ তাহাতে দেওয়া যাইবে, ও বিচারপতি কিম্বা এতৎকার্য্যপক্ষে আদালতের নিযুক্ত কার্য্যকারক তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। তাহাতে আদালতের মোহরও মুদ্রিত হইবে ও জারী করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত কর্ম্মকারকের হস্তে দেওয়া যাইবে।

ও যে দিনে বা যে দিনের পূর্ব্বে ঐ পরওয়ানা জারী করিতে হইবে এমত দিন নির্দ্ধারিত থাকিবে, ও যে দিনে যে প্রকারে জারী করা গেল উপযুক্ত কর্ম্মকারক পরওয়ানার পৃষ্ঠে তাহা লিখিয়া, কিম্বা জারী করা না গেলে জারী না হওয়ার কারণ লিখিয়া, যে আদালতহইতে বাহির হইল তথায় সেই পৃষ্ঠলিপি সহিত ঐ পরওয়ানা ফিরিয়া পাঠাইবেন ইতি।

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিহইতে তাঁহার স্থলাভিষিক্তের টাকা দিবার ডিক্রীর কথা।

২৫২ ধারা। (৮। ২০৩) মৃত ব্যক্তির আইনমত স্থলা-

ভবিষ্যস্বরূপ কোন পক্ষের বিপক্ষে ডিক্রী জারী হইলে,এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিহইতে টাকা দিবার ঐ ডিক্রী হইলে, উক্ত কোন সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করণদ্বারা ঐ ডিক্রী জারী হইতে পারিবে।

তদ্রূপ কোন সম্পত্তি পাওয়া যাইতে না পারিলে, ও মৃত ব্যক্তির যে সম্পত্তি ডিক্রীমত খাতকের অধিকারগত হইল বলিয়া প্রমাণ করা যায় তিনি ঐ সম্পত্তি নিয়মমতে যে প্রয়োগ করিয়াছেন এই কথা আদালতের হুবোধমতে জানাইতে না পারিলে, সম্পত্তির যে অংশ তাঁহারদ্বারা নিয়মমতে প্রয়োগ হয় নাই সেই অংশপর্য্যন্ত, নিজ তাঁহারই বিপক্ষে ডিক্রী হওয়ার ন্যায়, ডিক্রীমত খাতকের বিপক্ষে ঐ ডিক্রী জারী হইতে পারিবে ইতি।

জামিনের বিপক্ষে ডিক্রীর কথা।

২৫৩ ধারা। (৮। ২০৪) প্রথমতঃ উপস্থিত মোকদ্দমায় ডিক্রী হওয়ার পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি ঐ ডিক্রীমতে কিম্বা তাহার একাংশমতে কার্য্য হইবার প্রতিভূস্বরূপ দায়ী হইলে, প্রতিবাদির বিপক্ষে যেরূপে ডিক্রী জারী হইতে পারে, ঐ ব্যক্তি আপনাকে যত দূর দায়ী করিলেন তত দূর তাঁহার বিপক্ষে সেই ডিক্রী জারী হইতে পারিবে।

কিন্তু আদালত প্রত্যেক স্থলে যে প্রকারের নোটিস প্রচুর জ্ঞান করেন, প্রতিভূকে এমত নোটিস লিখিয়া দিতে হইবে ইতি।

টাকার নিমিত্ত ডিক্রীর কথা।

২৫৪। (৮। ২০১) যে ডিক্রী কি আজ্ঞাদ্বারা কোন পক্ষের প্রতি হানিপূরণ কি খরচাস্বরূপ, কিম্বা ডিক্রী কি

আজ্ঞানুযায়ি অন্য কোন উপকারের পরিবর্ত্তে, কি অন্য প্রকারে, টাকা দেওয়ার আদেশ থাকে, ডিক্রীমত খাতককে কারাবদ্ধ করণ কিম্বা নিম্নলিখিত বিধানমতে তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণদ্বারা কিম্বা ঐ উভয় প্রকারে ঐ ডিগ্রী কি আজ্ঞা প্রবল করা যাইতে পারিবে ইতি।

ওয়াসিলাতের কিম্বা অন্য যে বিষয়ের মূল্য পশ্চাৎ নির্ণয় করিতে হইবে তদ্বিষয়ক ডিক্রীর কথা।

২৫৫ ধারা। (২৩। ১৩) ওয়াসিলাতের কিম্বা অন্য যে বিষয়ের মূল্য পশ্চাৎ টাকাতে নির্ণয় করিতে হইবে তদ্বিষয়ের ডিগ্রীমত খাতকের স্থানে ডিগ্রীক্রমে যত টাকা পাওনা হয় তাহা নিরূপণ করিবার পূর্ব্বে, টাকার সাধারণ ডিক্রী হওয়ার ন্যায় তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করা যাইতে পারিবে ইতি

১০০০, টাকার অধিকের ডিক্রী না হইলে অগৌণেই তাহা জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২৫৬ ধারা। কেবল টাকার ডিক্রী হইলে, ও এক সহস্র টাকার অধিকের ডিক্রী না হইলে ও ডিক্রীমত খাতক আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে থাকিলে, আদালত ঐ ডিগ্রী করণসময়ে ডিগ্রীদারের বাচনিক প্রার্থনামতে খাতককেই ধরিবার কিম্বা সেই সীমার অন্তর্গত তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার পরওয়ানা দিয়া, অগৌণেই ডিগ্রী জারী করিবার আজ্ঞা করিবেন ইতি। *

---

* এখন অবধি ওয়াশিলাৎ ধার্য্য হইবার পূর্ব্বেই দায়ীকের সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারিবে।

ডিক্রীমত টাকা যে যে রূপে দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

২৫৭ ধারা। (৮। ২০৬) ডিক্রীমতে যে সকল টাকা দেয় হয় তাহা এই এই প্রকারে দেওয়া যাইবে,

(ক) সেই ডিক্রী জারী করা যে আদালতের কর্ত্তব্য সেই আদালতে, কিম্বা

(খ) আদালতের বাহিরে ডিক্রীদারকে, কিম্বা

(গ) যে আদালত ডিক্রী করিলেন তিনি অন্য যদ্রূপে আজ্ঞা করেন, তদ্রূপে ইতি।

আদালতের বাহিরে ডিক্রীদারকে টাকা দিবার কথা।

২৫৮ ধারা। (৮। ২০৬) আদালতের বাহিরে টাকা দেওয়া গিয়াথাকিলে, কিম্বা ডিক্রীদারের স্বচ্ছেধতমতে ডিক্রী অন্য প্রকারে মিটাইয়া দেওয়া গেলে, ঐ ডিক্রী জারী করা যে আলতের কর্ত্তব্য ডিক্রীদার সেই আদালতে ঐ টাকা দেওয়ার কি মিটাইয়া দেওয়ার সর্টিফিকট দিবেন। ও সেই টাকা দেওয়ার কিম্বা ডিক্রী মিটাইয়া দেওয়ার পূর্ব্বোক্ত সর্টিফিকট না দেওয়া গেলে, ঐ আদালত ঐ টাকা দেওন কি ডিক্রী মিটাইয়া লওন দ্বারা ডিক্রীর একাংশ কি সম্পূর্ণ শোধ স্বীকার করিবেন না। ডিক্রীদার পূর্ব্বোক্ত প্রকারের সর্টিফিকট না দিলে, ডিক্রীমত খাতক আদালতে এই প্রার্থনা করিতে পারেন যে, ডিক্রীদারের প্রতি পূর্ব্বোক্ত সর্টিফিকট দিবার আজ্ঞা হয়, ও আদালত ডিক্রীদারের কথা শুনিলে পর সেই আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও ডিক্রীদার সেই আজ্ঞা না মানিলে, ঐ ডিক্রী আর জারী করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন ইতি।*

* এই ধারার প্রথম ভাগের সহিত দ্বিতীয় ভাগের কথা আপাততঃ সঙ্গত

বিশেষ অস্থাবর দ্রব্যের কিম্বা স্ত্রী পুনঃপ্রাপণের নিমিত্ত ডিক্রীর কথা।

২৫৯ ধারা। (৮।২০০) যদি বিশেষ কোন অস্থাবর দ্রব্য কিম্বা অস্থাবর দ্রব্যের কোন অংশ প্রাপণের কিম্বা স্ত্রী পুনঃ প্রাপণের নিমিত্ত ডিক্রী হয়, তবে ঐ দ্রব্য কি অংশ ধৃত করিয়া লইতে পারিলে তাহা ধৃত করিয়া যাঁহার পক্ষে ডিক্রী হইল তাঁহার প্রতি, কিম্বা তিনি আপনার পক্ষ হইয়া ঐ দ্রব্য গ্রহণার্থে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাঁহার প্রতি সমর্পণ করিয়া, কিম্বা ডিক্রীমত খাতককে কারাবদ্ধ করিয়া, কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিয়া আদালতের অন্য আজ্ঞা হওন পর্য্যন্ত আটক রাখিয়া কিম্বা আবশ্যক হইলে তাঁহাকে কারাবদ্ধ ও তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিয়া, ঐ ডিক্রী প্রবল করা যাইতে পারিবে।

এই ধারামতে যে ক্রোক করা যায় তাহা ছয় মাসের অধিক প্রবল থাকিবে না। তৎকালের শেষে যদি ডিক্রীমত

বোধ হয়না। দায়ীক উশুলের আপত্তি করিলে ডিক্রীদারকে সেই আপত্তির কথা জানাইতে হইবে। এবং ডিক্রীদারের যে বক্তব্য থাকে তাহা শুনা যাইবে কিন্তু ডিক্রীদার আপোসে টাকা পাওয়ার কথা অস্বীকার করিলে আদালত যে সেই বিষয়ের প্রমাণ লইতে পারিবেন এবং প্রমাণ লইয়া দায়ীকের আপত্তি গ্রাহ্য করিতে পারিবেন এমন বিধান হইল না আর বাস্তবিক সেইরূপ অ... করিতে হইলে এই ধারার প্রথম ভাগ এবং ২৫৭ ধারার বিধান অর্থ-শূন্য হয়। যে তারিখে আপোসে টাকা দেওয়া হয় সেই তারিখ হইতে ১০ দিনের মধ্যে দায়িককে আদালতে আসিয়া এইরূপ সংশিত পাইবার প্রার্থনা করিতে হইবে, (নূতন তমাদী আইন দ্রষ্টব্য) ডিক্রীদার দায়িকের নিকট হইতে টাকা পাইয়া উশুল না দিলে সেই তঞ্চকতা কার্য্যের দরুণ দায়িক স্বতন্ত্র নালীশ করিতে পারিবে। গুণমনি দাসী বং প্রাণকিশোরী দাসী। ৫বাঃ লাঃ রিঃ ২২৩পৃঃ অঃ।

আজ্ঞা পালন না করিয়া থাকেন, তবে ক্রোক করা সম্পত্তি বি ক্রয় করা যাইতে পারিবে, ও তদুৎপন্ন টাকাহইতে আদালত ডিক্রীদারের হানিপূরণ স্বরূপ যত পাওয়া উচিত বোধ করেন তত টাকা দিয়া, উদ্বর্ত্ত থাকিলে ডিক্রীমত খাতকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে দিতে পারিবেন ইতি।*

---

* স্মরণ রাখিতে হইবে যে কেবল অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া ডিক্রীদারকে দেওয়ার কথা এই ধারাতে থাকিল, স্ত্রীকে ক্রোক করিয়া ডিক্রীদারকে সমর্পণ করিবার বিধান হইল না। অনেক নজীরের দ্বারা স্থির হইয়াছে যে স্ত্রীর দখলের ডিক্রী কেবল স্বত্ব নির্দ্দেশ সূচক হইবে যথা— কুবির খানসামা বং জান খানসামা ৩ উঃ রিঃ ৩৬৭। এদিকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই আইনের তৃতীয় পাণ্ডুলিপির ২০৩ ধারাতেও লেখা ছিল যে দাম্পত্য স্বত্বের মোকদ্দমায় কেবল স্বত্ব নির্দ্দেশ সূচক ডিক্রী হইবে, কিন্তু তৎপরে ব্যবস্থাপক সমাজ সেই কথাটী ইচ্ছাপূর্ব্বক উঠাইয়া দিয়াছেন। উঁহারা বলেন যে "অন্যান্য স্থানে না হউক কিন্তু পঞ্জাবে সেই বিধি দ্বারা অনেক অসন্তোষ জন্মাইবার সম্ভাবনা" অতএব ব্যবস্থাপক সমাজ যখন ইচ্ছাপূর্ব্বক তৃতীয় পাণ্ডুলিপির কথা উঠাইয়া দিয়াছেন তখন নির্দ্দেশ সূচক ডিক্রী দেওয়ার সম্বন্ধে পূর্ব্বকার নজীর সকল বলবৎ থাকিবে কি না ইহা তর্কের স্থল রহিল। সে যা হা হউক গরু কি ছাগলের ন্যায় স্ত্রীলোককে ধরিয়া বলপূর্ব্বক দুর্বৃত্ত স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে এমন বিধান হইল না। বিচারপতি মার্কবি পূর্ব্ব আইনের ধারা সকল আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে স্ত্রীকে কয়েদ করাও উচিত নহে; কিন্তু অতঃপর সেইরূপ অভিপ্রায় করিবার আর স্থল রহিল না। সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সনের ১৭ মার্চ্চ তারিখের এক নিষ্পত্তি আছে যে স্ত্রী যদি স্বামির সঙ্গে থাকিতে অস্বীকার করে তবে যে এলাকায় স্ত্রীর বাটী সেই এলাকায় মোকদ্দমা করিতে হইবে। জীবন কি শারীরিক স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার আশঙ্কা না দেখাইতে পারিলে স্ত্রী স্বামীর আশ্রয়ে আসিতে বাধ্য, অন্য কারণ যথেষ্ট নহে। ১ ইঃ রিঃ ১৬৪ বম্বে। এই ধারামতে ক্রোক ৬ মাসের অধিক কাল বলবৎ থাকিবে না।

বিশেষ কার্য্যসম্পাদন করণার্থ কিম্বা দাম্পত্যসত্ব পুনঃ প্রাপণার্থ ডিক্রী হইলে তদ্বিষয়ক কথা।

২৬০ ধারা। (৮।২০০) কোন ব্যক্তির বিপক্ষে চুক্তিমতে কোন বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করিবার, কিম্বা দাম্পত্য সত্ত্ব পুনঃ প্রদান করিবার, কিম্বা অন্য কোন বিশেষ ক্রিয়া করিবার ডিক্রী হইলে, তাঁহার সেই ডিক্রী কি আজ্ঞামতে কার্য্য করিবার সুযোগ থাকিলেও যদি তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ ডিক্রী মানিতে ত্রুটি করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে কারাবদ্ধ করণ কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করণদ্বারা ঐ উভয় কার্য্যদ্বারা ঐ ডিক্রী প্রবল করা যাইতে পারিবে।

এই ধারা মতে যে ক্রোক করা যায় তাহা এক বৎসরের অধিক কাল প্রবল থাকিবে না। তৎকালের শেষে যদি ডিক্রীমত খাতক ঐ ডিক্রীমত আজ্ঞা পালন না করিয়া থাকেন তবে ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইতে পারিবে ও তদুৎপন্ন টাকা হইতে আদালত ডিক্রীদারের হানিপূরণ স্বরূপ যত পাওয়া উচিত বোধ করেন তত টাকা দিয়া, উদ্বর্ত্ত থাকিলে ডিক্রীমত খাতকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে দিতে পারিবেন।*

---

* দাম্পত্য স্বত্ব পুনঃ প্রাপণের মোকদ্দমায় স্ত্রীও স্বামীর নামে নালীশ করিতে পারে, পূর্ব্ব ধারাতে কেবল স্বামীর নালিশেরই কথা আছে। এই দুই ধারারই ডিক্রীজারী প্রণালী এক, কেবল এই মাত্র প্রভেদ যে এই ধারামতে ক্রোক ১বৎসর থাকিবে আর এই ধারামতে প্রথমে বিবাদীকে কর্ম্ম সম্পাদন করিবার সুযোগ দিতে হইবে। সে যদি সুযোগ পাইয়াও কর্ম্ম না করে তবেই তাহার শরীর কি সম্পত্তি ক্রোক হইবে। যথা এক জন চিত্রকর যদি চুক্তিমত চিত্র কর্ম্ম না করিয়া থাকে তবে সেই অসম্পন্ন অংশ তাহার দ্বারা চিত্র করাইবার সুযোগ দিতে হইবে তদ্ভিন্ন প্রথমেই ক্রোকী পরওয়ানা জারি হইবে না।

হস্তান্তরকরণপত্র সম্পাদন করিবার কিম্বা ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠে লিখিবার ডিগ্রীর কথা।

২৬১ ধারা। (৮। ২০২) হস্তান্তর করণপত্রে স্বাক্ষর করিবার কিম্বা ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠলিপি লিখিবার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে, ও ডিক্রীমত খাতক সেই ডিক্রী মতে কার্য্য করিতে তাচ্ছল্য কি অস্বীকার করিলে, ডিগ্রীদার ডিগ্রীর নিয়মানুসারে হস্তান্তরকরণ পত্রের কি পৃষ্ঠলিপির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া আদালতে দিতে পারিবেন।

তাহা হইলে আদালত সমন জারী করিবার পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে, ডিগ্রীমত খাতকের নামে সেই পাণ্ডুলিপি ও তৎসহিত এই মর্ম্মের নোটিস লিখিয়া জারী করাইবেন যে, তদ্বিষয়ে তাঁহার আপত্তি থাকিলে তিনি এতৎপক্ষে আদালতের নিরূপিত অমুক সময়ের মধ্যে জানান।

আইনমতে সেই পাণ্ডুলিপিতে ইষ্টাম্প লাগিলে ডিগ্রীদার উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখাইবার নিমিত্ত পাণ্ডুলিপির অন্য এক প্রতিলিপি দিতে পারিবেন।

ডিক্রীমত খাতককে ঐ পাণ্ডুলিপি দেওয়ার প্রমাণ হইলে আদালত কিম্বা এতৎপক্ষে তাঁহার নিযুক্ত কার্য্যকারক তদ্রূপে দেওয়া দ্বিতীয় প্রতিলিপিতে, কিম্বা আবশ্যক হইলে ঐ প্রতিলিপি যাহাতে ডিক্রীর নিয়মানুযায়ি হয় এমতে পরিবর্ত্তন করিয়া সেই পরিবর্ত্তিত প্রতিলিপিতে স্বাক্ষর করিবেন।

কিন্তু পূর্ব্বোক্তমতে যে পাণ্ডুলিপি জারী করা যায় কোন পক্ষ তদ্বিষয়ের আপত্তি করিলে, পূর্ব্বোক্তমতে নিরূপিত সময়ের মধ্যে ঐ আপত্তি লিখিয়া দেওয়া ও আদালতের

সম্মুখে তদ্বিষয়ের তর্কবিতর্ক করা যাইবে, তাহা হইলে আদালত যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন তাহা করিয়া, তদনুসারে ঐ পাণ্ডুলিপিতে স্বাক্ষর করিবেন কিম্বা পরিবর্ত্তন করিয়া স্বাক্ষর করিবেন ইতি। *

হস্তান্তরকরণপত্রে আদালতের যেরূপে স্বাক্ষর করিতে হইবে ও তাহার যে ফল হইবে তাহার কথা।

২৬২ ধারা। (৮। ২০২) ইহার পূর্ব্বধারামতে হস্তান্তর করণ পত্রে আদালতের যে স্বাক্ষর করিতে, কিম্বা ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের যে পৃষ্ঠলিপি লিখিতে হইবে, তাহা এই পাঠানুসারে লেখা যাইবে। "আনন্দের নামে ঈশানের মোকদ্দমায় আনন্দের পক্ষে অমুক আদালতের জজ (কিম্বা বিষয়বিশেষে) শ্রী অমুক।" কিম্বা হাই কোর্ট সময়ে সময়ে অন্য কোন পাঠে লিখিতে আজ্ঞা করিলে সেই পাঠে লেখা যাইবে। ও যে ব্যক্তির প্রতি ঐ পত্রে স্বাক্ষর করিতে কিম্বা ঐ পৃষ্ঠলিপি করিতে আজ্ঞা হয় তিনিই তাহা করিলে যে ফল হইত, আদালতকর্ত্তৃক সেই হস্তান্তরকরণ পত্রে স্বাক্ষর করিবার কিম্বা সেই নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠলিপি লিখিবার সেই ফল হইবে ইতি। *

স্থাবর সম্পত্তির নিমিত্ত ডিক্রীর কথা।

২৬৩ ধারা। (৮। ২২৩) কোন স্থাবর সম্পত্তি সমর্পণ

---

* ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র শব্দের অর্থ হুণ্ডি প্রভৃতি দলীল যাহার পৃষ্ঠে কোন ব্যক্তির নাম লিখিয়া দিলেই সেই ব্যক্তি তাহার মালিক হয়। যথা (১) প্রমিসরি নোট যথা——ব্যাঙ্ক নোট, (২) চেক, (৩) বিল অব্ একস্‌চেইঞ্জ, (৪) বিল অব্ লেডিং। এই সমস্ত ব্যাখ্যা করা তত আবশ্যক নহে আর তাহা করিতে অনেক স্থানের প্রয়োজন। ৩৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

করিবার ডিগ্রী হইলে, যাঁহার সপক্ষ ডিক্রী হইল তাঁহার কিম্বা তিনি আপনার পক্ষে তাহা গ্রহণার্থে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাঁহার অধিকারে দেওয়া যাইবে। এবং ডিক্রীক্রমে আবদ্ধ কোন ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি ত্যাগ করিতে অসম্মত হইলে, প্রয়োজনমতে তাঁহাকে উঠাইয়া দিয়া ঐ সম্পত্তির অধিকার দেওয়া যাইবে ইতি।*

স্থাবর সম্পত্তি প্রজার অধিকারে থাকিলে তাহা দেওয়াইবার কথা।

২৬৪ ধারা। (৮। ২২৪) প্রজার কিম্বা অন্য যে ব্যক্তির অধিকার করিবার স্বত্ব আছে তাঁহার অধিকারগত স্থাবর সম্পত্তি সমর্পণ করিবার ডিক্রী হইলে, আদালত ঐ সম্পত্তির কোন প্রকাশ স্থানে পরওয়ানার এক কেতা নকল লাগাইয়া, দিয়া, এবং উপযুক্ত কোন স্থানে ঢেঁড়রা দিয়া কিম্বা রীতি-মতে অন্য যে প্রকারে হইয়া থাকে সেই প্রকারে দখীল-কারের নিকট ঐ সম্পত্তি বিষয়ক ডিক্রীর মর্ম্ম ঘোষণা করা-ইয়া ঐ সম্পত্তি সমর্পণ করাইতে আজ্ঞা করিবেন।

কিন্তু দখীলকারের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারিলে তাঁহা রই নামে সেই মর্ম্মের নোটিস জারী করিয়া দেওয়া যাইবে। তাহা হইলে ঘোষণা করিবার প্রয়োজন নাই ইতি।†

---

* যে ব্যক্তি মোকর্দ্দমার পক্ষ নহে তাহাকে ডিক্রীদ্বারা আবদ্ধ বলা যায় না সুতরাং দায়িক ভিন্ন অন্য কাহাকে উঠাইয়া দিবার বিধান হইল না, কিন্তু ইহা দ্বারা এমন বুঝিতে হইবে না যে ডিক্রীর পর দায়ীক অন্য স্থানে চলিয়া গিয়া আপন চাকর কি অপর ব্যক্তিকে বাটীতে রাখিয়া গেলে সেই চাকর কি অপর ব্যক্তি সম্পত্তি দখলে রাখিতে পারিবে ৩৩১। ৩৩২ ধারা দ্রষ্টব্য।

† একটা বাটী কি অন্য ভূমি যাহা এক জনের নিজ দখলে থাকিতে

মহাল বিভাগ কি অংশ পৃথক করিবার কথা।

২৬৫ ধারা। গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ী কোন মহাল বণ্টন করিবার, কিম্বা অবিভক্ত মহালের একাংশের স্বতন্ত্র অধিকার পাইবার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে, কালেক্টর সাহেবের দ্বারা মহাল বণ্টন কিম্বা অংশ পৃথক করা যাইবে ইতি।

চ—সম্পত্তি ক্রোককরণ বিষয়ক বিধি।

ডিক্রী জারীক্রমে যে যে প্রকারের সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম হইতে পারে তাহার কথা।

২৬৬ ধারা (৮। ২০৫) ডিক্রী জারীক্রমে নিম্নলিখিত প্রকারের সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম হইতে পারিবে, অর্থাৎ ভূমি, কোটা কি অন্য ঘর, মাল, মুদ্রা, ব্যাঙ্ক নোট, চ্যাক, বিল অফ এক্সচেঞ্জ, হুণ্ডী, প্রমিসরি নোট, গবর্ণমেণ্ট সিক্যুরিটী, খৎ কিম্বা টাকার অন্য প্রতিভূপত্র, ঋণ, কোন রেলওয়ের কি ব্যাঙ্কের কিম্বা প্রকাশ্য অন্য কোম্পানির কি সমবায়িত সমাজের মূলধনের কি সংযুক্ত ধনের শ্যার, এবং নিম্নলিখিত দ্রব্যাদিভিন্ন ডিক্রীমত খাতকের স্থাবর কি অস্থাবর অন্য যে সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারে, কিম্বা যে সম্পত্তির উপর কিম্বা যাহার উপস্বত্বের উপর খাতকের নিজ হিতার্থে বিক্রয়াদি করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা নিজ তাঁহারই নামে ভোগ হইলে

পারে এইরূপ সম্পত্তি সম্বন্ধে ২৬৩ ধারা খাটে, এবং তালুক জমীদারি সম্বন্ধে এই ধারা খাটে। একবার ২৬৪ ধারা মতে দখল দেওয়া হইলে পরেও ২৬৩ ধারা মতে পুনর্ব্বার খাস দখল দেওয়া যাইতে পারে। আদরমণিদাসী বং প্রেমচাঁদ মসান্ত ৯ উঃ রিঃ ৪৫৩। ডিক্রীর কথক ভূমি সম্বন্ধে পূর্ব্বধারামতে এবং কথক ভূমি সম্বন্ধে এই ধারামতে দখল দেওয়া যাইতে পারে। রাণী শ্যামাসুন্দরী দেবী বং জারডিন্। ৭ উঃ রিঃ ৩৭৩।

কিম্বা তাঁহার নিমিত্ত কি তাঁহার পক্ষে অন্যের দ্বারা ন্যস্ত-স্বরূপে ভোগ হইলে, সেই দ্রব্য।

কিন্তু নিম্নলিখিত দ্রব্য তদ্রূপে ক্রোক কি নীলাম হইতে পারিবে না, বিশেষতঃ

(ক) ডিক্রীমত খাতকের ও তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদির পরিধেয় বস্ত্রাদি।

(খ) কারিগরদের হাতিয়ার ও কৃষিকার্য্যসংক্রান্ত যন্ত্র ও ডিক্রীমত খাতকের কৃষাণস্বরূপে জীবিকা চালাইবার নিমিত্ত আদালতের বিবেচনায় তাঁহার যে গবাদির আবশ্যক তাহা।

(গ) কৃষিকারিদের অধিকারে তাঁহাদের যে গৃহাদি থাকে সেই গৃহাদির সরঞ্জাম।

(ঘ) খাতাবহী।

(ঙ) হানিপূরণ পাইবার জন্যে নালিশ করিবার স্বত্বমাত্র।

(চ) নিজে সেবা করিবার কোন স্বত্ব।

(ছ) সৈনিক ও সিবিল সরবিসের যে ব্যক্তিরা গবর্ণমেণ্ট হইতে পেনশ্যন পান তাঁহাদের ঐ বৃত্তি, ও রাজনীতি সংক্রান্ত পেনশ্যন।

(জ) রাজকীয় কার্য্যকারকের কিম্বা কোন রেলওয়ে কোম্পানির কর্ম্মকারকের অর্দ্ধ বেতন।

(ঝ) সিপাহীদের যুদ্ধসংক্রান্ত আইন যে ব্যক্তিদের প্রতি বর্ত্তে তাঁহাদের বেতন ও উপরি টাকা।

(ঞ) মজুরদের ও ঘরের চাকরদের বেতন।

(ট) অন্যের মরণান্তে জীবিত থাকিলে উত্তরাধিকারিত্বের অপেক্ষা, কিম্বা কেবল কোন ঘটনাধীন কি সম্ভাবিত অন্য স্বত্ব কি স্বার্থ।

(ঠ) উত্তরকালীন ভরণপোষণের অধিকার।

ব্যাখ্যা।—(ছ) (জ) (ঝ) (ঞ) এই কএকটী প্রকরণে যেং বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে তাহা প্রাপ্য হওয়ার পূর্ব্বে বা পরেও ক্রোক ও বিক্রয়হইতে মুক্ত।

পরন্তু (ক) খাজানার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে সেই ডিক্রী জারীক্রমে, কোটার ও অন্য গৃহাদির সরঞ্জাম ক্রোক কি বিক্রয়হইতে যে মুক্ত হইল, কিম্বা

(খ) সৈন্যদলের রাজবিদ্রোহ ও পলায়ন অপরাধের দণ্ড করণার্থে ও পল্টনের ও সৈন্যদলের বেতন দানার্থে যে ব্যবস্থা যৎকালে প্রচলিত থাকে তাহার যে ব্যতিক্রম হইল,

এই ধারার কোন কথাক্রমে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।*

---

* এই ধারা সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে খাতকের অত্যন্ত সুবিধা এবং মহাজনের অত্যন্ত কষ্ট হইবে সে যাহা হউক অতঃপর রাইয়তের বাসগৃহ খাজনার ডিক্রী ভিন্ন অন্য ডিক্রীজারিতে বিক্রয় হইবে না এবং কৃষি-কার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে এই পরিমাণ গবাদি দায়ীকের জন্য রাখিয়া দিয়া বাকী গরু ক্রোক হইতে পারিবে কিন্তু দুগ্ধ পানের জন্য যে গরু থাকে তাহা ক্রোক হইবার বাধা নাই। (চ) চিহ্নিত প্রকরণে অর্থ এই যে ঠাকুর সেবা করিতে দায়ীকের যে সত্ব থাকে তাহা ক্রোক হইবে না। (ঙ) চিহ্নিত প্রকরণের দ্বারা জানা যায় যে মার পিট প্রভৃতির দরুণ ক্ষতি পূরণ পাইবার মোকর্দ্দমার স্বত্ব ক্রোক হইবে না সুতরাং অন্যবিধ মোকর্দ্দমার স্বত্ব ক্রোক হইবার বাধা নাই কিন্তু সাবেক আইন অনুসারে নজীর হইয়াছিল যে কোন প্রকার মোকর্দ্দমার স্বত্বই ক্রোক হইতে পারে না, ডুরি বং হারাধন ভট্টাচার্য্য ৩ উঃ রিঃ ১৮।

ব্যক্তিদিগকে ডাকাইয়া যে সম্পত্তি ধৃত হইতে পারিবে তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার কথা।

২৬৭ ধারা। (৮। ২১৯) আদালত আপনার প্রবৃত্তিমতে কিম্বা ডিগ্রীদারের প্রার্থনামতে যাঁহাকে আবশ্যক বোধ করেন তাঁহাকে সমন করিয়া, ডিক্রীমত কার্য্য সাধন করিবার জন্যে যে সম্পত্তি ধৃত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন, ও সেই সম্পত্তি বিষয়ক যে দলীল তাঁহার নিকটে কি অধিকারে থাকে তাহা দেখাইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ও আপনার প্রবৃত্তিমতে সমন জারী করিবার পূর্ব্বে, যাঁহার পক্ষে সমন বাহির করান তাহার নাম প্রচার করিবেন ইতি। *

ঋণ ও শ্যার ও অন্য যে সম্পত্তি ডিক্রীমত খাতকের অধিকারে নাই তাহা ক্রোক করিবার কথা।

২৬৮ ধারা। (৮। ২৩৬, ২৩৯) ঐ সম্পত্তি (ক) ক্রেয়-বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের দ্বারা অরক্ষিত ঋণ, কিম্বা (খ) কোন প্রকাশ্য কোম্পানির কি সমবায়িত সমাজের মূলধনে কোন শ্যার কিম্বা (গ) কোন আদালতে গচ্ছিত কি রক্ষিত সম্পত্তি-

---

* ৮ আইনের ২১৬ ধারাতে বিধান ছিল যে ডিক্রীদার দায়ীকের যত অস্থাবর মাল আছে তাহা নির্দ্দিষ্ট না করিয়া সাধারণ মত ক্রোক করিবার দরখাস্ত করিতে পারেন কিন্তু এই আইন কর্ত্তারা বলিয়াছেন যে "সাধারণ ক্রোক করিবার অনুমতি থাকা উচিত নহে, ২৬৭ ধারার বিধান মতে দায়ীকের সম্পত্তির সন্ধান লওয়ার ক্ষমতা যথেষ্ট রূপে দেওয়া গেল,,। ১৮৭৭ সনের ৩০ জানুয়ারি তারিখের অতিরিক্ত বাঙ্গলা গেজেট ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। কিন্তু এই ধারার ক্ষমতা নূতন নহে সাবেক আইনের ২১৯ ধারাতেও এই ক্ষমতা ছিল।

ভিন্ন অন্য যে অস্থাবর সম্পত্তি ডিক্রীমত খাতকের অধিকারে না থাকে তাহা ঐ প্রকার সম্পত্তি হইলে, নিম্নলিখিত প্রকারের নিষেধ সূচক লিখিত আজ্ঞাদ্বারা ঐ সম্পত্তি ক্রোক করা যাইবে, বিশেষতঃ

(ক) ঋণ হইলে, আদালত হইতে প্রকারান্তরের আজ্ঞা না পাওনপর্য্যন্ত মহাজন ঐ ঋণ আদায় না করেন ও খাতক কাহাকেও সেই ঋণের টাকা না দেন,

(খ) শ্যার হইলে, ঐ শ্যার যাঁহার নামে থাকে তিনি অন্যের নিকট তাহা হস্তান্তর করিয়া না দেন, কিম্বা তাহার উপর কোন ডিবিডেণ্ড না লন,

(গ) পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তিভিন্ন অন্য প্রকারের অস্থাবর সম্পত্তি হইলে, তাহা যে ব্যক্তির অধিকারে আছে তিনি ডিক্রীমত খাতককে তাহা না দেন।

সেই নিষেধসূচক আজ্ঞার এক কেতা আদালত ঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে। ও ঋণ হইলে, ঐ আজ্ঞাপত্রের অন্য এক কেতা খাতকের নিকট, কিম্বা শ্যার হইলে, কোম্পানির কিম্বা সমবায়িত সমাজের উপযুক্ত কর্ম্মকারকের নিকট, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তিভিন্ন অন্য অস্থাবর হইলে, তাহা যাঁহার অধিকারে থাকে তাহার নিকট পাঠান যাইবে।

এই ধারার (ক) প্রকরণমতে খাতকের প্রতি নিষেধ হইলে, তিনি আদালতে ঐ ঋণের টাকা দিতে পারিবেন। তাহা দিলে, যে পক্ষের ঐ টাকা পাইবার স্বত্ব আছে তাঁহাকেই দেওয়ার ন্যায় খাতকের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি হইবে।

এই ধারামতে যে ক্রোক করা যায় তাহা ছয় মাসের অধিক

কাল প্রবল থাকিবে না। তৎকালের শেষে যদি ডিক্রীমত খাতক ঐ ডিক্রীমত আজ্ঞা পালন না করিয়া থাকেন, তবে ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইতে পারিবে, ও তদুৎপন্ন টাকাহইতে আদালত ডিক্রীদারের হানিপূরণস্বরূপ যত পাওয়া উচিত বোধ করেন তত টাকা দিয়া, উদ্বর্ত্ত থাকিলে ডিক্রীমত খাতকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে দিতে পারিবেন ইতি।*

---

* দায়ীকের পাওনা টাকা ইত্যাদি ক্রোক করিবার প্রনালী এই—

(১) হুণ্ডি চেক ইত্যাদি হস্তগত করিয়া ক্রোক করিতে হইবে (২৭০ধাঃ)

(২) আদালতের হস্তে দায়ীকের যে টাকা কি অন্য অস্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহা সেই আদালতকে নোটীস দিয়া ক্রোক রাখিতে হইবে (২৭২ধাঃ)

(৩) দায়ীকের অনুকূলে ডিক্রী থাকিলে নোটিসের দ্বারা ক্রোক হইবে ২৭৩ ধারার টীকা দ্রষ্টব্য।

(৪) অন্য ব্যক্তির নিকট দায়ীকের টাকা পাওনা থাকিলে দায়ীক ও সেই ব্যক্তির উপর নিষেধ আজ্ঞা প্রচার হইবে যে দায়ীক যেন টাকা না লয় এবং সেই ব্যক্তি যেন টাকা না দেয়। নোটীস সেই ব্যক্তির উপরই জারিহইবে।

(৫) কোন কোম্পানীর মূলধনে দায়ীকের অংশ থাকিলে যাহার নামে ঐ অংশ থাকে তাহাকে নিষেধ করিতে হইবে যেন ঐ অংশ তিনি হস্তান্তর না করেন এবং তাহার দরুণ কোন সুদ কি লভ্য না লন, এই নিষেধ আজ্ঞাটী কোম্পানীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

(৬) টাকা ভিন্ন আর কোন অবস্থার সম্পত্তি অপর ব্যক্তির হস্তে থাকিলে সেই ব্যক্তিকে নিষেধ আজ্ঞা দিতে হইবে যে তিনি যেন দায়ীককে সেই সম্পত্তি ফেরত না দেন।

চতুর্থ, পঞ্চম, এবং ষষ্ঠ স্থলে নিষেধাজ্ঞা তিন প্রস্ত প্রস্তুত হইবে এক এক প্রস্ত নথিতে থাকিবে এক প্রস্ত আদালত ঘরে লট্‌কাইয়া দিতে হইবে এবং আর এক প্রস্ত উক্ত ব্যক্তিগণের উপর জারি হইবে। যাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী হইতেছে তাহাকে আর এক খণ্ড নকল দেওয়া আবশ্যক নহে। এই ক্রোক ৬ মাস পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। দায়ীকের খাতক তাহার দেনা

প্রতিবাদির অধিকারে যে অস্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহা ক্রোক করিবার কথা।

২৬৯ ধারা। (৮। ২৩৩) ২৬৬ ধারার প্রথম উপবিধির উল্লিখিত সম্পত্তিভিন্ন ডিক্রীমত খাতকের অধিকারস্থ অন্য অস্থাবর সম্পত্তি হইলে, ঐ দ্রব্যই ধৃত করিয়া ক্রোক করা যাইবে। ক্রোককারি কার্য্যকারক আপনার কিম্বা আপন অধীন কোন একজন কর্ম্মকারকের জিম্মায় ঐ সম্পত্তি রাখিবেন, ও তাহা উপযুক্তমতে রক্ষা করণ বিষয়ে তিনিই দায়ী হইবেন।

কিন্তু ক্রোক করা সম্পত্তি স্বভাবত: অতিশীঘ্র ক্ষয় পায় এমত দ্রব্য হইলে, কিম্বা সেই দ্রব্য রক্ষা করিবার খরচ দ্রব্যের মূল্যহইতেও অধিক হইলে, উপযুক্ত কর্ম্মকারক তৎকালেই তাহা বিক্রয় করিতে পারিবেন।

পশ্বাদি ক্রোক করা গেলে তাহার আহারাদির বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

পশুপক্ষ্যাদি ও অন্য অস্থাবর সম্পত্তি যত দিন ক্রোকী অবস্থায় থাকে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে তাহার তত দিন আহারাদি পাইবার ও রক্ষণাবেক্ষণের বিধি করিতে পারিবেন এবং যে কার্য্যকারক এই ধারামতে সম্পত্তি ক্রোক করেন, এই ধারার পূর্ব্ব ভাগে ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও, তিনি ঐ বিধিমতে কার্য্য করিবেন ইতি। *

টাকা আদালতে আমানত করিতে পারিবে কিন্তু অন্য অস্থাবর সম্পত্তি যাহার হস্তে থাকে সে তাহা আমানত করিতে পারিবার বিধান নাই।

* দায়ীকের নিজ দখলী সম্পত্তি হস্তগত করিয়া ক্রোক হইবে কিন্তু যদি নিতান্ত কমমূল্যের দ্রব্য হয় কিম্বা পক্ক আম্র কাঁঠালের ন্যায় শীঘ্র নষ্ট হইবার দ্রব্য হয় তবে তৎক্ষণাৎ নীলাম হইতে পারিবে। অনেক সময় একটী গাভী কি দুই এক খানি সামান্য মুল্যের দ্রব্য ক্রোক হয়, তাহার রক্ষকী বেতন যে

ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র ক্রোক করিবার কথা।

২৭০ ধারা। (৮। ২৩৮) ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র লইয়া ঐ সম্পত্তি হইলে, ও তাহা আদালতে গচ্ছিত না থাকিলে, সেই নিদর্শনপত্র ধৃত করিয়া ক্রোক করা যাইবে, ও সেইপত্র আদালতে আনা যাইবে, ও আদালতের অন্যরূপ আজ্ঞা না হওনপর্য্যন্ত আটক রাখা যাইবে ইতি।

ঘরের মধ্যে দ্রব্য ধৃত করণ বিষয়ক কথা।

২৭১ ধারা। এই আইনমত কোন পরওয়ানায় অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা কি অনুমতি থাকিলে, যে ব্যক্তি সেই পরওয়ানা জারী করেন তিনি বাটীতে কি অন্য ঘরে প্রবেশ করিতে পারিলে, ও ঐ বাটীর কোন ঘরের মধ্যে তদ্রূপ কোন সম্পত্তি আছে তাঁহার এমত জানিবার কারণ থাকিলে, তিনি ঘরের দ্বারের বন্ধন মুক্ত করিয়া দ্বার খুলিতে পারিবেন।

অন্তঃপুরে দ্রব্য ধৃতকরণ বিষয়ক কথা।

কিন্তু তৎকালে ঐ ঘরে কোন স্ত্রীলোক থাকিলে, ও দেশাচারমতে প্রকাশস্থানে যাইতে না পারিলে, যে ব্যক্তি পরওয়ানা জারী করেন তিনি ঐ স্ত্রীলোককে চলিয়া যাইবার অনুমতির নোটিস দিবেন, ও ঐ স্ত্রীলোকের চলিয়া যাইবার উপযুক্ত সময় দিয়া ও তাঁহার চলিয়া যাইবার সঙ্গত সুবিধা করা-

---

পরিমাণে লাগে নীলাম হইয়া সেই পরিমাণ টাকা সকল সময় আদায় হয়না, এইরূপ স্থলে ক্রোকী সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ নীলাম হইতে পারিবে। অস্থাবর সম্পত্তির রক্ষকী বেতন ও গবাদির খোরাকীর নিয়ম অতঃপর আর হাইকোর্ট করিতে পারিবেন না গবর্ণমেণ্ট সেই সকল নিয়ম করিবেন।

হইলে পর, তিনি ঐ দ্রব্য ধৃত করিবার জন্যে ঐ ঘরে প্রবেশ করিতে পারিবেন, ইতিমধ্যে ঐ দ্রব্য যেন গোপনে স্থানান্তর করা না যায় এই নিমিত্ত এই বিধানের সঙ্গত সদুপায় করিবেন ইতি।*

সম্পত্তি আদালতে কি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকের নিকট গচ্ছিত নোটিস দিয়া তাহা ক্রোক করিবার কথা।

২৭২ ধারা। (৮।২৩৭) কোন আদালতে কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকের হস্তে ঐ সম্পত্তি আমানৎ কি গচ্ছিত থাকিলে তাহা ক্রোক করিবার নিয়ম এই, ঐ আদালতের কি কার্য্যকারকের নামে এই মর্ম্মের নোটিস দেওয়া যাইবেক যে উক্ত নোটিস যে আদালত হইতে বাহির হয় সেই আদালতের অন্য আজ্ঞা না পাওন পর্য্যন্ত উক্ত আদালত কি কার্য্যকারক ঐ দ্রব্য, ও তাহার উপর সুদ কি ডিবিডেণ্ড পাওনা থাকিলে তাহা, আপন হস্তে রাখেন।

উপবিধি।

পরন্তু সেই দ্রব্য কোন আদালতে আমানৎ কি গচ্ছিত থাকিলে, ও কোন নিরূপণপত্রক্রমে কিম্বা ক্রোক করণের কি অন্য কার্য্যের বলে, ডিক্রীমত খাতকভিন্ন, ঐ সম্পত্তিগত স্বার্থের অন্য দাওয়াদারের ও ডিক্রীদারের মধ্যে স্বত্ব কি অগ্র-

* এই বিধানটী সম্পূর্ণ নূতন কিন্তু এই নূতন ক্ষমতাটী আদালতের কর্ম্মচারিগণকে সাবধানে পরিচালন করা উচিত। এই ধারামতে দায়ীকের কোন অপর ব্যক্তির বাটীতেও দায়ীকের মালামাল থাকিলে আদালতের কর্ম্মচারী সেই অপর ব্যক্তির অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিতে পারিবে। কিন্তু বাহিরের দরজা ভাঙ্গিয়া বাটীতে প্রবেশ করিতে পারিবে না; যদি বাটীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়া থাকে তবেই ঘরের চাবি ভাঙ্গিয়া সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারিবে।

গণ্যতাবিষয়ক কোন বিবাদ হইলে, সেই আদালত ঐ বিবাদ নির্ণয় করিবেন ইতি।

টাকার ডিক্রী ক্রোক করিবার কথা।

২৭৩ ধারা। যে ডিগ্রী জারী করিতে চেষ্টা হয় সেই-ডিগ্রীকারি আদালতের টাকার অন্য ডিগ্রী লইয়া ঐ সম্পত্তি হইলে, শেষ ডিগ্রীর টাকা শোধ করিবার জন্যে যেন পূর্ব্ব ডিগ্রীর উৎপন্ন টাকা প্রয়োগ হয়, আদালতের এই মর্ম্মের আজ্ঞা দ্বারা ঐ ডিগ্রী ক্রোক করা যাইবে।

যদি অন্য আদালতের টাকার ডিগ্রী লইয়া সম্পত্তি হয়, তবে যে ডিগ্রী জারী করিতে চেষ্টা থাকে সেই ডিগ্রীকারি আদালতের বিচারপতি আপন স্বাক্ষর ক্রমে ঐ অন্য আদালতের নামে নোটিস লিখিয়া দিয়া, যে আদালতহইতে নোটিস পাঠান গেল তাঁহার দ্বারা ঐ নোটিস রহিত না হওন-পর্য্যন্ত, আপন ডিগ্রী জারীর কার্য্য স্থগিত করিতে আদেশ করিবেন। তাহা হইলে,

(ক) যে ডিগ্রী জারী করিতে চেষ্টা হয়, সেই ডিগ্রীকারী আদালত যত দিন ঐ নোটিস রহিত না করেন, কিম্বা

(খ) যে ডিগ্রী জারী করিতে চেষ্টা হয় সেই ডিগ্রীদার ঐ নোটিসপ্রাপ্ত আদালতে আপন ডিগ্রী জারী করিতে যত দিন প্রার্থনা না করেন, ঐ নোটিস প্রাপ্ত আদালত তত দিন ঐ ডিগ্রীজারী স্থগিত রাখিবেন।

আদালত উক্ত প্রকারের প্রার্থনাপত্র পাইলে, ঐ ডিগ্রী-জারী করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, যে ডিগ্রী জারী করিতে চেষ্টা হয় তাহার পরিশোধে উক্ত ডিগ্রীর উৎপন্ন টাকা প্রয়োগ করিবেন।

অন্য ডিক্রী ক্রোক করিবার কথা।

অন্য কোন প্রকারের ডিক্রী হইলে, ক্রোক করিবার নিয়ম এই। যে ডিগ্রী জারী করিতে চেষ্টা হয় সেই ডিগ্রীকারি আদালতের বিচারপতি, যে ডিগ্রী ক্রোক করিতে চেষ্টা হয় সেই ডিক্রীদারের নামে স্বীয় স্বাক্ষরিত নোটিস লিখিয়া, তাঁহাকে কোন প্রকারেই সেই ডিক্রী হস্তান্তর করিতে কি তাহার উপর কোন দায় বর্ত্তাইতে নিষেধ করিবেন। এবং অন্য আদালতের ঐ ডিগ্রী হইলে, সেই আদালতের নামেও সেই প্রকারের নোটিস লিখিয়া পাঠাইয়া, যে আদালতহইতে পাঠান যায় সেই আদালত ঐ নোটিস রহিত না করিলে, যে ডিগ্রী ক্রোক করিতে চেষ্টা হয় সেই ডিগ্রী জারী না করিতে আদেশ করিবেন। কোন আদালত সেই প্রকারের নোটীস পাইলে, যত দিন ঐ নোটিস রহিত না করা যায় তত দিন তাহা প্রবল করাইবেন।

ডিক্রীদারের সন্ধান জানাইতে হইবার কথা।

এই ধারামতে কোন ডিগ্রী ক্রোক করা গেলে সেই ডিক্রীদার ঐ ডিগ্রী জারী করণিয়া আদালতের প্রতি সম্ভবমত আদেশানুসারে সন্ধান জানাইতে ও তাঁহার সাহায্য করিতে আবদ্ধ হইবেন ইতি। *

---

* দায়ীকের স ব ন্ধ কান টাকার ডিক্রী থাকিলে———

(১) যদি যে আদালতে ডিক্রী জারী হইতেছে সেই আদালতের ডিং হয় তবে এইরূপ আদেশ হইবে যে দায়ীকের পাওনা ডিক্রীর টাকা আদায় হইয়া এই ডিগ্রী জারিতে উশুল পড়ে।

(২) যদি যে আদালতে ডিক্রী জারী হইতেছে সেই আদালত ভিন্ন অন্য আদালতের ডিক্রী হয় তাহা হইলে সেই অন্য আদালতে নোটীস

স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।

২৭৪ ধারা। (৮। ২৩১) সম্পত্তি স্থাবর হইলে, ডিক্রীমত খাতক কোন প্রকারে তাহা যেন হস্তান্তর না করেন বা তাহার উপর কোন দায় না বর্ত্তান, এবং কোন ব্যক্তি যেন তাঁহার স্থানে ক্রয় কি দানক্রমে কি অন্য প্রকারে তাহা গ্রহণ না করেন, এই মর্ম্মের নিষেধসূচক আজ্ঞা দ্বারা ঐ সম্পত্তি ক্রোক করা যাইবে।

ঐ সম্পত্তি যে স্থানে থাকে সেই স্থানে কি তাহার নিকটে ঢেঁড়রা দিয়া কি যচরাচর অন্য যে প্রকারে হইয়া থাকে সেই প্রকারে ঐ আজ্ঞা ঘোষণা করা যাইবে, ও ঐ সম্পত্তির এবং আদালত ঘরের কোন প্রকাশ স্থানে ঐ আজ্ঞাপত্রের নকল লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ী ভূমি লইয়া ঐ সম্পত্তি হইলে, ভূমি যে জিলায় থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতেও ঐ আজ্ঞাপত্রের নকল লাগাইয়া দিতে হইবে ইতি।*

প্রেরণপূর্ব্বক সেই ডিক্রী ক্রোক হইবে যথা —— যদি হুগলি জিলার এক জন ডিক্রীজারী করে আর তাহার দায়ীক ঢাকা জিলায় এক ডিক্রী পাইয়া থাকে তবে ঢাকা জিলার আদালতে নোটিস দিয়া ডিক্রী জারী স্থগিত রাখিতে হইবে কিন্তু হুগলী জিলার ডিক্রীদার ঢাকার আদালতে গিয়া তথাকার ডিক্রী জারির প্রার্থনা করিতে পারিবে, এবং তখন ঢাকার আদালত সেই ডিক্রী জারী করিয়া তাহাকে টাকা দেওয়াইতে পারিবেন।

টাকার ভিন্ন অন্য প্রকার ডিক্রী ক্রোক করিতে হইলে সেই ডিক্রীদারকে নিষেধাজ্ঞা দিতে হইবে যে তিনি যেন ডিক্রী হস্তান্তর ইত্যাদি না করেন এবং সেই ডিক্রীটী ভিন্ন আদালতের হইলে ঐ আদালতকেও ডিক্রী জারী স্থগিতের জন্য নোটিস দিতে হইবে।

* অতঃপর কালেক্টরি তৌজি ভুক্ত মহল ভিন্ন আর কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হইলে কালেক্টরিতে ইস্তাহার পাঠাইতে হইবে না। এই ধারা কি

ডিক্রীমতে কার্য্যসাধন হইলে পর ক্রোক উঠাইয়া লইবার আজ্ঞার কথা।

২৭৫ ধারা। (৮। ২৪৫) যত টাকার ডিক্রী হইল, খরচা সুদ্ধ এবং কোন সম্পত্তি ক্রোক করণ প্রযুক্ত সকল খরচ খরচাসুদ্ধ সেই সমুদয় টাকা আদালতে দেওয়া গেল, কিম্বা আদালতের দ্বারা ডিক্রীমত কার্য্য অন্য কোন প্রকারে সাধন করা গেলে, কিম্বা ডিক্রী অসিদ্ধ কি ব্যর্থ করা গেলে ঐ সম্পত্তিতে স্বার্থ বিশিষ্ট কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে ক্রোক উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা প্রচার করা যাইবে ইতি।

ক্রোক হইবার পর সম্পত্তি গোপনে হস্তান্তর করা গেলে তাহা ব্যর্থ হওয়ার কথা।

২৭৬ ধারা। (৮। ২৪০) সম্পত্তি ধৃত করণ দ্বারা কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে লিখিত আজ্ঞা নিয়মিতরূপে জ্ঞাত ও প্রচার করণ দ্বারা ক্রোক করা গেলে পর, যদি ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি গোপনে বিক্রয় কি দান কি বন্ধকক্রমে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করা যায়, ও ক্রোক হইয়া থাকন সময়ে যদি ডিক্রীমত খাতককে ঋণের কি ডিবিডেণ্ডের টাকা কি যায়, তবে ক্রোকের বলে যে সকল দাওয়া শ্যার দেওয়া প্রবল করা যাইতেপারে তৎপক্ষে ঐ হস্তান্তর করণ কি ঐ টাকাপ্রভৃতি দেওন ব্যর্থ হইবে ইতি। *

ইহার পূর্ব্বে পাঁচ ধারার ক্রোক কতকাল প্রবল থাকিবে তাহা লেখা থাকিলনা।

* পূর্ব্ব আইনের ২৪০ ধারায় বিধান ছিল যে ক্রোক অবস্থায় কোন হস্তান্তর হইলে সে হস্তান্তর অগ্রাহ্য হইবে কিন্তু পূর্ণাধিবেশন ঐ বিধানের এই অর্থ করেন যে ক্রোককারী ডিক্রীদার সম্বন্ধেই উহা অগ্রাহ্য হইবে অপর ব্যক্তির সম্বন্ধে হইবে না। আনন্দলাল দাস বং রাধামোহন সাহা। ২ বাঃ লাঃ রিঃ ৪৯। প্রিবী কাউন্সিলও এই নিষ্পত্তি অনুমোদন করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে বিধান হইল যে কেবল ক্রোককারী সম্বন্ধে নহে "অন্য যাহাদের দাওয়া ঐ ক্রোকের দ্বারা প্রবল করা যাইত তাহাদের দাবিসম্বন্ধে ও সেই

হস্তান্তর ব্যর্থ হইবে,,। এই স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে পূর্ব্ব আইনের ২৭১ ধারামতে যত ডিক্রীদার এক সম্পত্তি ক্রোক করিত সকলেই নীলাম উৎপন্ন টাকা হইতে হার হারি মতে অংশ পাইত কেবল প্রথম ক্রোককারী সম্পূর্ণ টাকা পাইত; সে যাহা হউক অপর ডিক্রীদারেরা ঐ সম্পত্তি ক্রোক না করিলে কোন অংশ পাইত না এইক্ষণে ক্রোক না করিলেও পাইবে সুতরাং এখন অবধি এক জন ডিক্রীদার ক্রোক করিলেই ঐ ক্রোকের দ্বারা অপর ডিক্রীদারদের 'দাওয়া প্রবল করা যাইতে পারিবে' এবং তাহাদের সম্বন্ধেও হস্তান্তর ব্যর্থ হইবে বোধ হইতেছে। ক্রোকের সময় যে হস্তান্তর অগ্রাহ্য ক্রোক উঠিয়া গেলে পরেও সেই হস্তান্তর অগ্রাহ্য থাকে। রামচরণ লাল ব খাটু সাহা। ১২ বাঃ লাঃ রিঃ ৪১০। শ্যামচাঁদ বাবু এবং তাহার স্ত্রী জয়কুমারীর নামে বাদী ১৮৬৩ সনে ডিক্রী পায় এবং সেই ডিক্রী জারীতে দায়ীকের সম্পত্তি ক্রোক করেন পরে আপোসে ১৫ ০ টাকা আদায় হওয়াতে ডিক্রী জারী খারিজ হইতে দেন। ইতি মধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজ সেই সম্পত্তি বন্ধক লন এবং বয় সিদ্ধি করিয়া দখলের ডিক্রী পান। পরে বাদী ঐ সম্পত্তি ডিক্রীর দায়ে আবদ্ধ আছে বলিয়া নালীশ করিলে অবধারিত হইল যে ডিক্রী জারী খারিজ হইলেই ক্রোক ছুটীয়া যায় না। অবশ্য স্পষ্টরূপে নূতন করিয়া ক্রোক করিবার প্রার্থনা হইলে সাবেক ক্রোক ছুটীয়া যাওয়া মনে করা যায় কিন্তু যদিও এই স্থলে আবার ক্রোকের প্রার্থনা করা হইয়াছিল সেই দরখাস্তের মর্ম্ম স্পষ্ট বুঝা যায় নাই অত . বাদী অবশ্য ডিক্রী পাইবে। ১২ বাঃ লাঃ রিঃ ৪১৪। এই সঙ্গে পদ্মমনি দাসী বং মথুরানাথ চৌধুরির প্রিবি কাউন্সিল নিষ্পত্তি দ্রষ্টব্য। ১২ বাঃ লাঃ রিঃ ২১১। প্রিবিকাউন্সিল বলেন যে যখন ডিক্রীদার একবার ডিক্রী জারী খারিজ হওযার পর দ্বিতীয়বার জারির প্রার্থনা করেন তখন সাধারণতঃ দ্বিতীয় ক্রোক হইতেই তাঁহার স্বত্ব ধরিতে হইবে। ডিক্রী জারী কি অবস্থায় খারিজ হইয়াছিল তাহা দৃষ্টি করা আবশ্যক কিন্তু যখন ডিক্রী জারির তারিখের বহুকাল পরে ডিক্রী জারী খারিজ হয় তখন ইহাই অনুমান করিতে হইবে যে জারির কার্য্য ডিক্রীদার পরিত্যাগ করিয়াছে এবং সেই সকল ব হইয়াছে। তবে ডিক্রী জারী খারিজ হইলেই, যে ক্রোক এমত নহে। বিন্দা বিবি বং লালাগোপীনাথের মোকদ্দমা ৩২৩ পৃষ্ঠায় নজীরে যে দিন ডিক্রী জারী খারিজ হয়

মুদ্রা কি নোট ক্রোক করা গেলে তাহা পাইবার স্বত্ববান্ ব্যক্তিকে দিতে আদালতের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২৭৭ ধারা। (৮। ২৪২) যে সম্পত্তি ক্রোক করা যায় তাহা মুদ্রা কি নোট হইলে, ডিগ্রীমতে যে পক্ষের তাহা পাইবার স্বত্ব থাকে, আদালত ঐ ক্রোক প্রবল থাকনের কোন সময়ে ঐ পক্ষকেই সেই মুদ্রা কি নোট, কিম্বা তাহার উপযুক্ত যে অংশদ্বারা ডিগ্রীমত কার্য্য সাধন হইতে পারে সেই অংশ দিবার আদেশ করিতে পারিবেন ইতি।

ক্রোক করা সম্পত্তির উপর দাওয়ার ও ক্রোক করিবার আপত্তির অনুসন্ধান লওয়ার কথা।

২৭৮ ধারা। (৮। ২৪৬, ২৪৭) ডিগ্রীজারীক্রমে কোন

সম্পত্তি পুনর্ব্বার ক্রোকের জন্য প্রার্থনা করা হয় কিন্তু সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয় এই অবস্থায় পূর্ব্ব ডিগ্রী জারীর ক্রোক বহাল বলিয়া গণ্য হইল না। আনন্দ বলরামের বিরুদ্ধে একটী এক তরফা ডিগ্রী পায় এবং সেই ডিগ্রী জারীতে বলরামের সম্পত্তি ক্রোক করে। ঐ ক্রোক থাকার সময় বলরাম তাহার সেই সম্পত্তি কালিদাসের নিকট বিক্রয় করে তদনন্তর বলরাম ছানী রিয়া ঐ এক তরফা নিষ্পত্তি রহিত করায়। অবধারিত হইল যে কালিদাসের খরিদ অগ্রাহ্য নহে যে হেতু ছানী মঞ্জুর হওয়াতে আনন্দের ক্রোক একেকালে অকর্ম্মণ্য হইয়াছিল। লালা জগত নারায়ণ বং তুলসীরাম। ১ বাঃ লাঃ রিঃ ৭১। আনন্দ বলরামের বিরুদ্ধে এক একতর্ফা ডিগ্রী জারির নীলামে তাহার তালুক খরিদ করে কিন্তু বলরাম ছানী করিয়া মূল মোকর্দ্দমায় জয়লাভ করে; অবধারিত হইল যে আদালতের নীলাম সরলভাবে হইয়া থাকিলে তাহা রক্ষিত হইবে না। জানআলী বং জানআলী চৌধুরি ১ বাঃ ৫৬। আপীলে নিম্ন আদালতের হুকুম রহিত হইলেও সেই হুকুম য নীলাম হয় তাহা অগ্রাহ্য হয় না। ডিগ্রীদার ইর্ষাপূর্ব্বক রখে তৃতীয় ব্যক্তির সম্পত্তি অন্যায় করিয়া ক্রোক করাইলে দায়ী হইতে পারেন কিন্তু সরল ভাবে করিলে দায়ী নহেন। বং চাঁদমালা। ৯ উঃ রিঃ ১৩৩।

সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে, তাহা ক্রোক হওয়ার যোগ্য নয় বলিয়া সেই সম্পত্তির উপর কোন দাওয়া, কিম্বা তাহার ক্রোক হওয়ার কোন আপত্তি উপস্থিত করা গেলে, আদালত সেই দাওয়ার কি আপত্তির অনুসন্ধান লইতে প্রবৃত্ত হইবেন। সেই দাওয়াদার কি আপত্তিকারক মোকদ্দমার একপক্ষ হইলে আদালতের যে ক্ষমতা থাকিত, তাঁহার সাক্ষ্য লওন-বিষয়ে ও অন্য সকল বিষয়ে সেই ক্ষমতা থাকিবে।

কিন্তু ইচ্ছা পূর্ব্বক কিম্বা অনাবশ্যকমতে সেই দাওয়া কি আপত্তি করিতে বিলম্ব হইয়াছে, আদালতের এমত বোধ হইলে তদ্রূপ অনুসন্ধান লওয়া যাইবে না।

নীলাম স্থগিত রাখনের কথা।

যে সম্পত্তির উপর ঐ দাওয়া কি আপত্তি করা যায় তাহার নীলাম হইবার ইশতিহার হইয়া থাকিলে, নীলামের আজ্ঞা-কারক আদালত ঐ দাওয়ার কি আপত্তি অনুসন্ধান হওনের অপেক্ষায় ঐ নীলাম স্থগিত রাখিতে পারিবেন ইতি।

দাওয়াদারের যে সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে হইবে তদ্বিষয়ক কথা।

২৭৯ ধারা। (৮। ২৪৬) সম্পত্তি যে তারিখে ক্রোক করা যায় সেই তারিখে সেই ক্রোকী সম্পত্তিতে দাওয়া-দারের কি আপত্তি কারকের কোন স্বার্থ ছিল কিম্বা সেই সম্পত্তি তাঁহার অধিকারে ছিল, তাঁহার ইহা দেখাইবার প্রমাণ উপস্থিত করিতে হইবে ইতি। *

---

* দাবিদারের কোন প্রকার অধিকার আছে কিনা ইহারও প্রমাণ লইতে হইবে। প্রমাণের ভার দাবিদারের উপর। ১১ উঃ রিঃ ৮ পুঃ অঃ।

ক্রোকহইতে সম্পত্তি মুক্ত করিবার কথা।

২৮০ ধারা। (৮। ২৪৬) ঐ দাওয়া কি আপত্তিপত্রের উল্লিখিত কারণে সেই সম্পত্তি ক্রোক করণ সময়ে ডিক্রীমত খাতকের অধিকারে, কিম্বা তাঁহার পক্ষে ন্যস্তস্বরূপ অন্য ব্যক্তির অধিকারে, কিম্বা তাঁহাকে যে প্রজা কি অন্য ব্যক্তি খাজনা দিয়া থাকেন তাঁহার অধিকারে ছিল না কিম্বা সেই সময়ে ডিক্রীমত খাতকের অধিকারে থাকিলেও তাঁহার নিজের নিমিত্ত কিম্বা নিজ সম্পত্তি বলিয়া নয় অন্যের নিমিত্ত কিম্বা অন্যের পক্ষে ন্যস্তস্বরূপ, কিম্বা অংশতঃ নিজের ও অংশতঃ অন্যের পক্ষে তাঁহার অধিকারে ছিল, আদালত পূর্ব্বোক্ত অনুসন্ধান লইয়া ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, ক্রোক হইতে সম্পূর্ণরূপে কিম্বা যত দূর উচিত বোধ করেন ততদূর ঐ সম্পত্তি মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিবেন ইতি।

ক্রোক করা সম্পত্তির মুক্ত হওয়ার দাওয়া অগ্রাহ্য করিবার কথা।

২৮১ ধারা। (৮। ২৪৬) ঐ সম্পত্তি ক্রোক করণ সময়ে অন্য কাহারো নিমিত্ত না হইয়া ডিক্রীমত খাতকের নিজ সম্পত্তি বলিয়া তাঁহার অধিকারে, কিম্বা তাঁহার পক্ষে ন্যস্তস্বরূপ অন্য ব্যক্তির অধিকারে ছিল, কিম্বা তাঁহাকে যে প্রজা কি অন্য ব্যক্তি খাজনা দিয়া থাকেন তাঁহার অধিকারে ছিল, আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, ঐ দাওয়া অগ্রাহ্য করিবেন ইতি।

অন্য ব্যক্তির দাওয়ার অধীনে সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।

২৮২ ধারা। ঐ সম্পত্তি বন্ধকক্রমে, কিম্বা যাঁহার অধিকারে নাই এমত কোন ব্যক্তির কোন স্বত্বাধীনে অন্যের অধিকারে আছে, আদালত ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, ও

ক্রোক প্রবল রাখা উচিত বোধ করিলে, ঐ বন্ধক কি ঐ অন্য ব্যক্তির স্বত্বপ্রবল রাখিয়া ঐ সম্পত্তি ক্রোকী অবস্থায় রাখিবেন ইতি।

ক্রোকী সম্পত্তির উপর স্বত্ব স্থাপন করিবার মোকদ্দমা হইতে পারিবার কথা।

২৮৩ ধারা। (৮। ২৪৬) ২৮০ কি ২৮১ কি ২৮২ ধারামত কোন আজ্ঞা যাঁহার বিপক্ষে করা যায়, তিনি বিবাদীয় সম্পত্তির উপর যে স্বত্বের দাওয়া রাখেন, তাহা স্থাপনার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, কিন্তু ঐ মোকদ্দমার যে ফল হয় তাহা প্রবল মানিয়া উক্ত আজ্ঞা সিদ্ধান্ত হইবে।*

* তমাদি আইন দ্রষ্টব্য। বাদীগণের পূর্ব্বাধিকারী বৃহস্পতির নামে একডিক্রী জারিতে কোন সম্পত্তি ক্রোক হইলে বিবাদী ঐ বৃহস্পতির নিকট হইতে খরিদ করিয়াছে বলিয়া দাবিদারি দেয়; সে দাবিদারি অগ্রাহ্য হয়। তাহার ১ বৎসর পরে বাদীগণ নাম রেজষ্টরি ও স্বত্বসাব্যস্তের জন্য বিবাদীর নামে নালিশ করিলে নিম্ন আদালত বলেন যে ঐ সরাসরি হুকুমের ১ বৎসর মধ্যে, বৃহস্পতি এবং বৃহস্পতির উত্তরাধিকারিগণ নালিশ করিতে বাধ্য সুতরাং সে সময় গত হওয়াতে নালীশের তমাদীদোষ ঘটিয়াছে। হাই কোর্ট তমাদীর আপত্তি অগ্রাহ্য করেন; হাই কোর্ট বলেন যে সে মোকর্দ্দমা বৃহস্পতি এবং বিবাদীর মধ্যে ছিলনা, ডিক্রীদার এবং বিবাদীর মধ্যে হইয়াছিল সুতরাং এই স্থানে দ্বাদশ বৎসর মেয়াদ খাটিবে। নিত্য কলিতা বং বিষ্ণুরাম কলিতা। ২ বাঃ লাঃ রিঃ ৩৯ পরিশিষ্ট। ১৮৫৯ সনে ১৪ আইনের ১ ধারার ৫ প্রকরণ ১৮৭১ সনের ৯ আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ১৫ প্রকরণ এবং নূতন তমাদি আইনের ১১ প্রকরণ এই সমস্তই এক এবং প্রথমোক্ত আইনজারি থাকার সময় অবধারিত হইয়াছিল যে সম্পত্তি ক্রোক হইতে খালাস দেওয়ার হুকুমের বিরুদ্ধ না হইয়া জয়ী দাবিদারের হস্তহইতে দখল পাইবার মোকদ্দমার মিয়াদ এই প্রকরণ অনুসারে গণনা করিতে হইবে না সুতরাং দ্বাদশ বৎসর হইবে। ৮ উঃ রিঃ ৯১। উমেশচন্দ্র মিত্র বনাম মদন

ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া স্বত্ববান ব্যক্তিদিগকে টাকা দিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

২৮৪ ধারা। (৮। ২৪২) যে সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে কোন আদালত ঐ সম্পত্তি, কিম্বা ডিক্রীমত কার্য্য সাধন করিবার জন্যে তাহার যে অংশ বিক্রয় করা আবশ্যক সেই অংশ বিক্রয় করিবার, ও তদুৎপন্ন টাকা কিম্বা তাহার উপযুক্ত অংশ ডিগ্রীমতে পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

নানা আদালতের ডিগ্রীজারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক হইলে তদ্বিষয়ক কথা

২৮৫ ধারা। একের অধিক আদালতের ডিগ্রী জারী ক্রমে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে ও সেই সম্পত্তি কোন আদালতে আটক না থাকিলে, ঐ২ আদালতের মধ্যে যেটি উচ্চতম শ্রেণীর, সেই আদালত, কিম্বা ঐ ২ আদালতের শ্রেণীর ইতর বিশেষ না থাকিলে, যে আদালতের ডিগ্রীমতে সম্পত্তি প্রথম ক্রোক করা যায় সেই আদালত ঐ সম্পত্তি গ্রহণ বা

মোহন সরকারের মোকদ্দমায় হাইকোর্ট বলেন যে ছোট আদালতে ঐ স্বত্ব সাব্যস্তের মোকদ্দমা চলিতেপারে। ২ উঃ রিঃ ৪৪। কিন্তু তৎপরে অবধারিত হইয়াছে যে যত কম মূল্যের দাবি হউক না কেন ছোট আদালতে স্বত্ব সাব্যস্তের নালীশ চলিতে পারেনা। রামধন বিশ্বাস বনাম কেফালবিশ্বাস ১০ উঃ রিঃ ১৪১। কিন্তু এই শেষোক্ত নজীব ডিক্রীদার দাবীকের স্বত্ব সাব্যস্তের জন্য নালীশ করে। দাবিদার কে যদি নালীশ করিতে হয় তবে ছোট আদালতে নালীশ চলা উচিত বলিয়া হাইকোর্ট মত প্রকাশ করিয়াছেন সেখ পাঙ্গু বনাম সেখ উদয় ১৮ উঃ রিঃ ৩৩৭। বেদখলের তারিখ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে নালীশ করিতে হইবে। রাধাকুমার বনাম জানকীকুমার। ৯ উঃ রিঃ ১৯৯।

আদায় করিবেন, ও তৎপক্ষে কোন দাওয়া ও ক্রোক করণ-বিষয়ক কোন আপত্তি নির্ণয় করিবেন ইতি।

ছ।—সম্পত্তি বিক্রয় ও সমর্পণ করণ বিষয়ক বিধি।

(ক)—সাধারণ বিধি।

যাহারদ্বারা যে রূপে নীলাম হইবে তাহার কথা।

২৮৬ ধারা। (৮। ২৪৮) আদালতের কোন এক জন কার্য্যকারকের দ্বারা, কিম্বা আদালত অন্য যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাঁহার দ্বারা ডিগ্রীজারী ক্রমে বিক্রয় হইবে, এবং ২৯৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থলভিন্ন নিম্নলিখিতমতে প্রকাশ্য নীলাম করিয়া বিক্রয় করা যাইবে ইতি।

নীলাম দ্বারা বিক্রয়ের ঘোষণার কথা।

২৮৭ ধারা। (৮। ২৪৯) ডিক্রীজারীক্রমে কোন সম্পত্তি প্রকাশরূপে নীলাম করিবার আজ্ঞা হইলে, আদালত নিজ আদালতের চলিত ভাষায় ঐ প্রস্তাবিত নীলামের কথা ঘোষণা করাইবেন। যে সময়ে ও যে স্থানে নীলাম হইবে ঘোষণাপত্রের মধ্যে তাহা ব্যক্ত থাকিবে ও নিম্নলিখিত কথা সাধ্যানুসারে স্পষ্ট ও শুদ্ধরূপে নির্দ্দিষ্ট করা যাইবে। †

(ক) যে সম্পত্তি নীলাম হইবে তাহা।

---

* যদি জজ আদালত ও মুনসফী আদালত হইতে এক সম্পত্তি ক্রোক হয় তবে উর্দ্ধ আদালতেই দাবিদাবি ইত্যাদির বিচার হইবে আর সমশ্রেণী আদালত হইলে যিনি পূর্ব্বে ক্রোক করিয়াছেন তিনিই বিচার করিবেন এবং সম্পত্তি রাখিবেন। কিন্তু এই সঙ্গে ২৭২ ধারা দ্রষ্টব্য।

† এখন অবধি সম্পত্তি রেহেন কি বন্ধক আছে কিনা তাহা নীলামি ইস্তাহারে লিখিতে হইবে এবং দায়িকের 'স্বত্ব লাভ,, শব্দ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(খ) যে সম্পত্তি নীলাম করা যাইবে তাহা গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ি মহালগত কিম্বা মহালের একাংশগত স্বার্থ হইলে, ঐ মহালের কিম্বা সেই অংশের যত রাজস্ব ধার্য্য আছে তাহা।

(গ) ঐ সম্পত্তির উপর কোন দায় থাকিলে তাহা।

(ঘ) যত টাকা আদায়ের জন্যে নীলামের আজ্ঞা হয় তাহা। ও

(ঙ) সম্পত্তির ভাব ও মূল্য বুঝিয়া লইবার জন্যে আদালতের বিবেচনায় ক্রেতার আর যে যে কথা জানা প্রয়োজন তাহা।

উক্ত যে যে বিষয় বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে তাহা নিশ্চয়মতে জানিয়া লইবার জন্যে, আদালত যাঁহাকে আবশ্যক বোধ করেন তাঁহার নামে সমন দিয়া উক্ত কোন বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা[illegible]রিতে, ও সেই বিষয়সম্পর্কীয় যে কোন দলীল তাঁ[illegible]নিকটে কিম্বা অধিকারে থাকে তাহা উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

হাই কোর্টের বিধি করিবার কথা।

এই আইন প্রচলিত হওনের পর হাইকোর্ট সাধ্যমতে ত্বরায় এই ধারামতে নানা আদালতের কর্ত্তব্য কার্য্যের পদ্ধতি দর্শাইবার বিধি করিবেন। ও তদ্রূপে যে যে বিধি করা যায় হাইকোর্ট সময়ে সময়ে তাহা পরিবর্ত্তনও করিতে পারিবেন। উক্ত সকল বিধি স্থানবিশেষের রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে। করা গেলে তাহা আইনের তুল্য বলবৎ হইবে। এই প্রকরণের তাৎপর্য্যক্রমে রাঙ্গুণের রিকার্ডর সাহেবকে আপনার আদালতের ও রাঙ্গুণের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের পক্ষে "হাইকোর্ট" বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

কোন মোকদ্দমার ডিক্রী জারী করিবার কার্য্য কালেক্টর সাহেবের হস্তগত করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না ইতি।

বিচারপতি প্রভৃতির নিষ্কৃতি পাইবার কথা।

২৮৮ ধারা। ২৮৭ ধারামত ঘোষণাপত্রের মধ্যে কোন ভ্রম কি অযথা বর্ণনা কি চুক থাকিলেও, তাহা কুটিলভাবে করা না গেলে, তজ্জন্যে কোন বিচারপতি কি রাজকীয় অন্য কার্য্যকারক দায়ী হইবেন না ইতি।

ঘোষণা যেরূপে করা যাইবে তাহার কথা।

২৮৯ ধারা। (৮। ২৪৯) সম্পত্তি যে স্থানে ক্রোক করা যায় সেই স্থানে ২৭৪ ধারার বিধানমতে ঘোষণা করা যাইবে।

আদালত আজ্ঞা করিলে, স্থানবিশেষের রাজকীয় গেজেটে এবং স্থানীয় কোন সম্বাদপত্রেও সেই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা যাইবে, ও তাহা প্রকাশ করিবার খরচ নীলামের খরচ বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি। *

নীলাম হইবার সময়ের কথা।

২৯০ ধারা। (৮। ২৪৯) ২৬৯ ধারার উপবিধিতে যে সম্পত্তির উল্লেখ হইয়াছে তদ্ভিন্ন অন্য প্রকারের দ্রব্য, অর্থাৎ স্থাবর সম্পত্তি হইলে, যে বিচারপতি নীলাম করিতে আজ্ঞা

---

* এখন অবধি গেজেট এবং স্থানীয় কোন সংবাদ পত্রে নীলামী ইস্তাহার ছাপাইবার অনুমতি হইতে পারিবে। যেস্থলে সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে সেই স্থলে ঘোষণা করিয়া দিতে হইবে। এবং আদালত গৃহে ঐ ইস্তাহার লট্‌কাইতে হইবে। দায়িক লিখিত সম্মতি দিলে যখন ইচ্ছা নীলাম হইতে পারিবে তদ্ভিন্ন ৩০দিন অথবা ১৫ দিন গত হওয়া আবশ্যক। তবে ২৬৯ ধারার বিধান স্মরণ রাখিতে হইবে।

কবেন তাঁহার আদালত ঘরে ঐ জ্ঞাপনপত্র লাগাইয়া দিবার তারিখ অবধি অন্যূন ত্রিশ দিন গত না হইলে, ও অস্থাবর সম্পত্তি হইলে অন্যূন পঞ্চদশ দিন গত না হইলে, ডিগ্রীমত খাতকের লিখিত অনুমতি বিনা এই অধ্যায়মতে নীলাম করা যাইবে না ইতি।

নীলামের দিনান্তর নিরূপণ করিবার কথা।

২৯১ ধারা। যে কার্য্যকারক এই অধ্যায়মত নীলামের কার্য্য চালান, তিনি আপনার বিবেচনামতে অন্য দিনপর্য্যন্ত নীলাম স্থগিত রাখিতে পারিবেন ও তাহার হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন। কিন্তু আদালতঘরের কি বাড়ীর সীমার মধ্যে নীলাম হইলে, আদালতের অনুমতি বিনা অন্য দিন পর্য্যন্ত নীলাম স্থগিত করা যাইবে না। ও লাট বিক্রয় হওন সূচক

ঋণ ও খরচা দিবার প্রস্তাব হইলে ও দেওয়ার প্রমাণ হইলে নীলাম স্থগিত করণের কথা।

ঘা মারিবার পূর্ব্বে ঐ কার্য্যকারকের নিকট ঋণ ও (নীলামের খরচা সুদ্ধ) খরচা দিবার প্রস্তাব হইলে, কিম্বা যে আদালত নীলামের আজ্ঞা করিলেন সেই আদালতে ঐ ঋণের ও খরচার টাকা দেওয়া গিয়াছে তিনি ইহার হৃদ্বোধজনক প্রমাণ পাইলে, উক্ত নীলাম স্থগিত হইবে ইতি।

ডিগ্রীজারীনক্রমে নীলামে যে কার্য্যকারকদের সম্পর্ক থাকে বিক্রীত সম্পত্তির নিমিত্ত তাঁহাদের না ডাকিবার ও তাহা ক্রয় না করিবার কথা।

২৯২ ধারা। এই অধ্যায়মত কোন নীলাম সম্পর্কে যে কার্য্যকারকের কোন কর্ম্ম করিতে হয় তিনি ঐ নীলামে বিক্রীত কোন সম্পত্তি গত কোন স্বার্থের নিমিত্ত স্পষ্টরূপে কি

ক্রেতা ডাকিবেন না, ও কোন স্বার্থপ্রাপ্ত হইবেন না, ও প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করিবেন না ইতি। *

পুনশ্চ বিক্রয় হইয়া কম মূল্য পাওয়া গেলে ত্রুটিকারি ক্রেতার দায়ী হইবার কথা।

২৯৩ ধারা। (৮। ২৫৪। ক্রয়ের টাকা দেওনে ক্রেতার ত্রুটিহেতুক এই আইনমতে সম্পত্তি পুনশ্চ বিক্রয় হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন মূল্য পাওয়া গেলে, যে কার্য্যকারক নীলাম করেন তিনি আদালতে মূল্যের ন্যূনতা ও পুনশ্চ বিক্রয়ের সমস্ত খরচ শংসিতমতে জানাইবেন,

এবং এই অধ্যায়ে টাকার ডিক্রী জারী করিবার যে বিধি আছে, ডিক্রীমত মহাজনের কিম্বা ডিক্রীমত খাতকের অনুরোধে, অবশিষ্ট টাকা ও খরচা সেই বিধিমতে বাকীদারের স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে ইতি।†

ডিক্রীদার অনুমতি না পাইলে সম্পত্তির নিমিত্ত ডাকিতে কি সম্পত্তি ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।

২৯৪ ধারা। যে ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তি বিক্রয় করা যায়, সেই ডিক্রীদার আদালতের স্পষ্ট অনুমতি না পাইলে, ঐ সম্পত্তির নিমিত্ত ডাকিবেন না ও ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিবেননা।

ডিক্রীদার ক্রয় করিলে মূল্য পরিশোধে ডিক্রীর টাকা লওয়ার কথা।

ডিক্রীদার যদি সেই অনুমতি পাইয়া ক্রয় করেন, তবে

* যে কোন কর্ম্মচারিকে ঐ নীলাম সম্বন্ধে কোন কার্য্য করিতে হয় তিনি স্বনামে খরিদ করিতে পারিবেন না এবং নামান্তরে পরেও তাহা খরিদ করিবেন না।

† দায়িক কি ডিক্রীদার ইহাদের মধ্যে যে কেহ হউক ঐ টাকা ডিক্রীজারির নিয়মানুসারে আদায় করিয়া লইতে পারিবে।

তাঁহার ইচ্ছা থাকিলে, ক্রয়ের টাকা ও ডিক্রীমত তাঁহার পাওনা টাকা এই উভয়ের এক হইতে এক বাদ দেওয়া যাইতে পারিবে, ও যে আদালত ডিক্রীজারী করেন তিনি তদনুসারে ডিক্রীর সমুদয় টাকা কি তাহার একাংশ শোধ হওয়ার কথা লিখিয়া দিবেন ইতি। *

ডিগ্রী জারীক্রমে নীলাম হইয়া যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহা হারহারিমতে ডিগ্রীদারদের মধ্যে বাঁটিয়া দিবার কথা।

২৯৫ ধারা। (৮। ২৭১) ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তির নীলাম হইয়া কিম্বা অন্য প্রকারে টাকা আদায় হইলে, * এবং যে আদালতের নিকট ঐ ধন থাকে ঐ টাকা আদায় হইবার পূর্ব্বে একের অধিক ব্যক্তি সেই আদালতে ডিক্রীমত একি খাতকের বিপক্ষে টাকার ডিক্রীজারী করিবার প্রার্থনা করিয়া থাকিলে, ও আপনাদের প্রাপ্ত সেই ডিক্রীর শোধ পাইতে না পারিলে, সেই ধন আদায় করিবার খরচ বাদ দিয়া যাহা উদ্বর্ত্ত থাকে তাহা হারহারিমতে ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া যাইবে।

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় হইলে তদ্বিষয়ক কথা।

পরন্তু কোন সম্পত্তি বন্ধকের কি অন্য প্রকারের দায়যুক্ত হইয়া বিক্রয় হইলে, বন্ধক গ্রহীতা কিম্বা ঐ দায়ক্রমে লভ্য-প্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ বিক্রয়োৎপন্ন টাকার উদ্বর্ত্তের কোন অংশ পাইবার স্বত্ববান হইবেন না।

আরো ডিক্রীজারীক্রমে যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবার যোগ্য তাহার উপর বন্ধকের কি অন্য প্রকারের দায় থাকিলে, আদালত বন্ধকগ্রহীতার কিম্বা দায়ক্রমে লভ্য প্রাপ্তার অনুমতি-

---

* বিধানটী নূতন কিন্তু হাই কোর্টে পূর্ব্ব হইতে চলিত ছিল।

ক্রমে, ঐ সম্পত্তি বন্ধক ও দায় হইতে মুক্তভাবে বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করিয়া বিক্রীত সম্পত্তির উপর বন্ধকগ্রহীতার কিম্বা দায়ক্রমে লভ্যপ্রাপ্তার যে স্বত্ব ছিল, নীলামদ্বারা উৎপন্ন টাকার উপর তাঁহার প্রতি সেই স্বত্ব প্রদান করিবেন।

ঐ উৎপন্ন টাকা পাইতে যাঁহার স্বত্ব নাই এমত ব্যক্তিকে তৎসমুদয় কি তাহার কোন অংশ দেওয়া গিয়া থাকিলে, পূর্ব্বোক্তমতে যে ব্যক্তির স্বত্ব আছে তিনি ঐ টাকা ফিরিয়া দেওয়াইবার জন্যে সেই অন্য ব্যক্তির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

এই ধারার কোন কথাক্রমে গবর্ণমেণ্টের কোন স্বত্বের ব্যাঘাত হইবে না। ইতি।*

---

* পূর্ব্ব আইনের ২৭০ ও ২৭১ ধারার বিধানমতে যে ডিক্রীদার অগ্রে ক্রোক করাইতে পারিত তাহার দাবি অগ্রে পরিশোধ হইত তৎপরে অবশিষ্ট হারাহারিমতে ভাগ হইত কিন্তু এক্ষণে প্রথম ক্রোককারির আর কিছু বিশেষ স্বত্ব থাকিল না। তাঁহার খরচা আদায় হইয়া যাহা বাকি থাকিবে তাহা সকলেই হারাহারিমতে পাইবে। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্ব আইন অনুসারে টাকা বণ্টনের আদেশ হইবার পূর্ব্বে যাহারা প্রার্থনা করিত তাহারা ভাগ পাইতে পারিত কিন্তু এখন অবধি নীলামদ্বারা টাকা আদায় হইবার পূর্ব্বেই প্রার্থনা করা আবশ্যক। তৃতীয়তঃ পূর্ব্ব আইনে ডিক্রীজারির পরওয়ানা বাহির করা আবশ্যক ছিল এখন কেবল ডিক্রীজারির দরখাস্ত দাখিল হইলেই হারাহারিমতে ভাগ পাইবে।

একটী রেহেনী তমঃসুকের বুনিয়াদে এইরূপ ডিক্রী হয় যে রেহেনী সম্পত্তি দ্বারা ডিক্রীর টাকা আদায় হয় সেই ডিক্রীজারিতে যে নীলাম খরিদ করে সে ঐ সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ স্বত্ববান হয়। প্রহ্লাদ মিস্ত্রি বং উদিত নারায়ণ সিংহ। ১০ উঃ রিঃ ২৯১। বন্ধক গ্রহিতা আপন বন্ধকী স্বত্ব বজায় রাখিয়া নীলাম করাইতে পারেন না, সম্পত্তি উদ্ধার করিবার যে স্বত্ব বন্ধক দাতা দাবিকের থাকে তাহা বন্ধক গ্রহীতা নীলাম করাইতে পারেন। শ্রীমতী কামিনী

(খ)।—অস্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক বিধি।

ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শন পত্র ও প্রকাশ্য কোম্পানির শ্যাবের বিধি।

২৯৬ ধারা। (৮। ২৪৮) যে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইবে তাহা ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র কিম্বা প্রকাশ্য কোন কোম্পানির কি সমবায়িত সমাজের শ্যার হইলে, আদালত সেই পত্র প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা বিক্রয় করিতে আজ্ঞা না দিয়া, দালালের দ্বারা বাজার দরে ঐ নিদর্শনপত্র কি শ্যার বিক্রয় করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন ইতি।

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইলে তাহার টাকা দিবার কথা।

২৯৭ ধারা। (৮। ২৫১) অন্য প্রকারের অস্থাবর সম্পত্তি

দেবী বং রামলোচন সরকার। ৫ বাঃ লাঃ রিঃ ৪৫০। বন্ধক উদ্ধারের স্বত্ব তৃতীয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক নীলাম হইতে পাবে। শ্রীমতী সরস্বতী দেবী বং নবদ্বীপ চন্দ্র গোস্বামী। ৫ বাঃ লাঃ রিঃ ৩৮০। এই সম্বন্ধে ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গল বং নন্দলাল দাসের মোকদ্দমা দ্রষ্টব্য। ১২ বাঃ লাঃ রিঃ ৫০৯। এক রেহেনী তমঃসুকের উপর এইরূপ ডিগ্রী হয় যে প্রথম রেহেনী সম্পত্তি হইতে টাকা আদায় হইবে; সাব্যস্ত হইল যে ঐ ডিগ্রীদারে রেহেনী স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়া হারাহারিমতে টাকার ভাগ লইতে পারেন। ১৪ উঃ রিঃ ২০৯। এই নজিরটীই এক্ষণে বিধি বদ্ধ হইল। স্মরণ রাখিতে হইবে এই ধারার উল্লিখিত বন্ধক গ্রহিতাও নালীশ করিয়া ডিগ্রী পাইয়াছেন। কেবল সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়াছেন এমন নহে সুতরাং তাঁহার বন্ধকি স্বত্ব অব্যাহত রাখিয়া নীলাম হইলে তিনি অবশ্যই ভাগ পাইবার যোগ্য নহেন কিন্তু বন্ধকি স্বত্ব পরিত্যাগ করিলে অবশ্যই অন্যান্য ডিগ্রীদারের ন্যায় ভাগ পাইতে স্বত্ববান। পরন্তু এই ধারার প্রথম ভাগে বিধান হইল যে নীলামদ্বারাই হউক কি অন্য প্রকারেই হউক টাকা আদায় হইলেই এই নিয়ম খাটিবে সুতরাং পাঁচ জন ডিগ্রীদারের মধ্যে এক জনে দায়িককে গ্রেপ্তার করাইলে দায়িক যে টাকা দিবে তাহাও সকল ডিগ্রীদারের মধ্যে বিভাগ হইবে।

হইলে বিক্রয় হইবার সময়েই কিম্বা যে কার্য্যকারক নীলাম করেন তিনি তাহার পর যত শীঘ্র আজ্ঞা করেন তৎকালেই এক এক লাটের মূল্য দেওয়া যাইবে। না দেওয়া গেলে সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ পুনরায় নীলামে ধরিয়া বিক্রয় করা যাইবে।

ক্রয়ের টাকা দেওয়া গেলেই, যে কার্য্যকারক নীলাম করেন তিনি ঐ টাকার রসীদ দিবেন ও বিক্রয় সিদ্ধ হইবে ইতি

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়কালে দাঁড়ার দোষ হইলে বিক্রয় অসিদ্ধ না হইবার, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির নালিশ করিতে পারিবার কথা।

২৯৮ ধারা। (৮। ২৫২) অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইবার ইশতিহার দেওনে কি বিক্রয়করণে দাঁড়ার কোন ব্যতিক্রম হইলেও বিক্রয় অসিদ্ধ হইবে না। কিন্তু দাঁড়ার সেই ব্যতিক্রম প্রযুক্ত কোন ব্যক্তি অন্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, তাঁহার নামে হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা কিম্বা সেই ব্যক্তি ক্রেতা হইলে ঐ বিশেষ সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার ও না পাওয়া গেলে হানিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন ইতি।

প্রতিবাদির অস্থাবর সম্পত্তি ধৃত হইলে তাহা দিবার কথা।

২৯৯ ধারা। (৮। ২৬৬) যে সম্পত্তি বিক্রয় করা যায় তাহা ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র বা অন্য অস্থাবর সম্পত্তি হইলে, ও তাহা ধৃত করিয়া লওয়া গেলে, ক্রেতাকে ঐ সম্পত্তি দেওয়া যাইবে ইতি।

ডিক্রীমতে খাতক অন্যের দাওয়াব অধীনে যে অস্থাবর সম্পত্তির স্বত্ববান হন তাহা দিবার কথা।

৩০০ ধারা। (৮। ২৬২) যে সম্পত্তি বিক্রয় করা যায় তাহা অস্থাবর হইলে, ও অন্য কোন ব্যক্তির অধিকারের পর

ডিক্রীমত খাতকের অধিকার পাইবার স্বত্ব থাকিলে, ঐ সম্পত্তি যে ব্যক্তির অধিকারে থাকে তিনি ক্রেতাভিন্ন কোন ব্যক্তিকে যেন ঐ সম্পত্তির অধিকার না দেন, তাঁহার নামে এই মর্ম্মের নোটিস দিয়া ক্রেতাকে ঐ সম্পত্তি দেওয়া যাইবে ইতি। *

ঋণ ও প্রকাশ্য কোম্পানির শ্যার দেওয়াইবার কথা।

৩০১ ধারা। (৮। ২৬৫) ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্ররূপ প্রতিভূক্রমে যে ঋণ রক্ষিত না হয় এমত ঋণ কিম্বা প্রকাশ্য কোন কোম্পানির শ্যার লইয়া ঐ বিক্রীতসম্পত্তি হইলে, মহাজন ঐ ঋণ কি তাহার উপর কোন সুদ যেন গ্রহণ না করেন ও খাতক ক্রেতা ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে ঐ ঋণ শোধ করিয়া না দেন, অথবা ঐ শ্যার যে ব্যক্তির নামে থাকে তিনি ক্রেতাভিন্ন কোন ব্যক্তির নামে তাহা হস্তান্তর করিয়া না দেন, কিম্বা তাহার কোন ডিবিডেণ্ট কি সুদ গ্রহণ না করেন, ও ঐ কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ কি সেক্রেটরী কি উপযুক্ত অন্য কর্ম্মকারক ক্রেতাভিন্ন কোন কাহাকেও তাহা হস্তান্তর করিয়া না দেন ও পূর্ব্বোক্ত কোন টাকা না দেন, আদালত এই মর্ম্মের নিষেধসূচক আজ্ঞা লিখিয়া দিয়া ক্রেতাকে ঐ ঋণ কি শ্যার দেওয়াইবেন ইতি।

ক্রেয় বিক্রয় নিদর্শনপত্র ও শ্যার হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

৩০২ ধারা। (৮। ২৬৭) ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শনপত্র কিম্বা প্রকাশ্য কোন কোম্পানির শ্যার যে ব্যক্তির নামে থাকে, হস্তান্তর করিবার জন্যে ঐ ব্যক্তির সেই নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠ-

---

* যে স্থলে বস্তুটী অন্যের দখলে থাকে দায়িকের দখলে না থাকে সেই স্থলে এই বিধান খাটে।

লিপি কিম্বা হস্তান্তরকরণপত্র লিখিয়া দেওয়া প্রয়োজন হইলে, বিচারপতি সেই নিদর্শনপত্রের কিম্বা শ্যারের সার্টিফিকটের পৃষ্ঠলিপি লিখিতে, কিম্বা অন্য যে দলীল করা আবশ্যক তাহাতে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন।

সেই পৃষ্ঠলিপি কি সেই স্বাক্ষর এই পাঠে কি ইহার মর্ম্মানুসারে করা যাইবে, "আনন্দের নামে ঈশানের মোকদ্দমায় অমুক আদালতের জজ (কিম্বা বিষয়বিশেষে) শ্রী অমুকের দ্বারা শ্রী আনন্দ।"

সেই নিদর্শনপত্র কি শ্যার যত দিন হস্তান্তর করিয়া না দেওয়া যায় তাহার উপর যে সুদ কি ডিবিডেণ্ড পাওনা হয় আদালত আজ্ঞা করিয়া তত দিনের নিমিত্ত ঐ সুদ কি ডিবেডেণ্ড লইবার ও তাহার রসীদে স্বাক্ষর করিবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ও উক্ত প্রকারে যে পৃষ্ঠলিপি করা যায় কিম্বা দলীলে যে দস্তখৎ করা যায় কিম্বা রসীদে যে স্বাক্ষর করা যায় তাহা সকল কার্য্যপক্ষে নিজ ঐ পক্ষের দ্বারা লেখার কি দস্তখৎ করার কি স্বাক্ষর করার ন্যায় সিদ্ধ ও সফল হইবে ইতি।

অন্য সম্পত্তির অর্পণ করণ সুচক আজ্ঞার কথা।

৩০৩ ধারা। ইহার পূর্ব্বে যে অস্থাবর সম্পত্তির কোন বিধান হয় নাই এমত সম্পত্তি হইলে, আদালত ক্রেতার প্রতি, কিম্বা ক্রেতা যে প্রকারে আদেশ করেন সেই প্রকারে, সেই সম্পত্তি বর্ত্তিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ও তদনুসারে সম্পত্তি বর্ত্তিবে ইতি।*

---

* যথা এজমালি পরিবারের মধ্যে এক জনের নামে ডিক্রী হইলে এবং

(গ)—স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক বিধি।

জিলার আদালতের অনধীন আদালতের দ্বারা ভূমি বিক্রয়ের কথা

৩০৪ ধারা। ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতভিন্ন কোন আদালত ডিগ্রীজারীক্রমে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

প্রতিবাদী যেন ডিগ্রীর টাকা তুলিতে পারেন এই কারণে বিলম্বে ভূমি বিক্রয়ের কথা।

৩০৫ ধারা। (৮। ২৪৩) স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করা গেলে, এবং ঐ সম্পত্তি কি তাহার একাংশ কিম্বা ডিগ্রীমত খাতকের অন্য স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক কিম্বা পাট্টা করিয়া দিলে কিম্বা আপোসে বিক্রয় করিলে, ডিগ্রীর টাকা তুলিতে পারাযাইবে, ডিগ্রীমত খাতক এই বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে পারিলে, তিনি যেন সেই টাকা তুলিতে পারেন এই কারণে তাঁহার প্রর্থনামতে আদালত যত দিন উচিত বোধ করেন ততদিন ঐ নীলামের আজ্ঞাপত্রের উল্লিখিত সম্পত্তির বিক্রয় বিলম্ব করিতে পারিবেন।

ডিগ্রীমত খাতককে সর্টিফিকট দিবার কথা।

তদ্রূপ স্থলে আদালত ডিগ্রীমত খাতককে সর্টিফিকট দিয়া, তাঁহাকে ঐ সর্টিফিকটের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রস্তাবিতমতে ঐ ভূমি বন্ধক কিম্বা পাট্টা করিয়া দিতে কি বিক্রয় করিতে অনুমতি দিবেন। কিন্তু ঐ বন্ধক কি পাট্টা কি বিক্রয়-

---

*তাহার অংশ নীলাম হইলে আদালত এই ধারামতে বিহিত আদেশ করিতে পারিবেন।

ক্রমে যে সকল টাকা দেয় হয় তাহা আদালতে দিতে হইবে, ডিক্রীমত খাতককে নয়।

তদ্রূপ সর্টিফিকট দেওয়া গেলে, তাহা যত দিন প্রবল থাকে ২৪৮ ধারার বিধান তত দিন খাটিবে না ইতি।

স্থাবর সম্পত্তির ক্রেতার আমানতের কথা।

৩০৬ ধারা। (৮। ২৫৩) এই অধ্যায়মতে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা গেলে, কোন ব্যক্তিকে ক্রেতা বলিয়া প্রকাশ করা গেলেই তিনি, যে কার্য্যকারক নীলাম করিতেছেন তাঁহার নিকট ক্রয়ের টাকার শতকরা পঁচিশ টাকা আমানৎ করিবেন। ঐ টাকা আমানৎ না করিলে ঐ সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ পুনরায় নীলামে ধরা গিয়া বিক্রয় করা যাইবে ইতি

সমুদয় টাকা দিবার সময়ের কথা।

৩০৭ ধারা। (৮। ২৫৪) সম্পত্তি বিক্রয় হইবার দিন-ছাড়া পঞ্চদশ দিনে, ও সেই পঞ্চদশ দিন রবিবার কিম্বা অন্য বন্দের দিন হইলে ঐ পঞ্চদশ দিনের পর প্রথম যে দিনে কাছারী খোলা থাকে সেই দিনে ক্রেতা কাছারী বন্ধ হইবার পূর্ব্বে ক্রয়ের সমস্ত টাকা দিবেন ইতি। *

টাকা দেওয়া না গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩০৮ ধারা। (৮। ২৫৪) ইহার পূর্ব্ব ধারার উল্লিখিত দিনের মধ্যে ঐ টাকা না দেওয়া গেলে, আমানতী টাকা হইতে নীলামের খরচ বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইবে, ও ঐ সম্পত্তি পুনশ্চ বিক্রয় করা যাইবে, ও ঐ

* যথা মাসের ৫ই তারিখে নীলাম হইলে ২০শে তারিখ চারি ঘটীকার মধ্যে টাকা দাখিল করিতে হইবে।

সম্পত্তির উপর কিম্বা পশ্চাৎ তাহা যত টাকাতে বিক্রয় হয় তাহার কোন অংশের উপর ত্রুটিকারি ক্রেতার কোন দাওয়া থাকিবে না ইতি।

স্থাবর সম্পত্তি পুনরায় বিক্রয় করিতে হইলে জ্ঞাপনপত্রের কথা।

৩০৯ ধারা। (৮। ২৫৫) ক্রয়ের টাকা দিবার মিয়াদের মধ্যে ঐ টাকা না দেওয়াতে স্থাবর সম্পত্তি পুনশ্চ বিক্রয় করিতে হইলে, পূর্ব্ব বিধান মতে নীলামের জ্ঞাপনপত্র যে প্রকারে ও যত দিন প্রকাশ করা যায়, সেই প্রকারে ও তত দিন নূতন জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ হইবার পর ঐ সম্পত্তি পুনশ্চ বিক্রয় করা যাইবে ইতি।*

ডিক্রী জারীক্রমে অবিভক্ত মহালের একাংশ বিক্রয় হইলে মূল্য ডাক করণে সহঅংশির অগ্রগণ্য হওয়ার কথা।

৩১০ ধারা। ডিক্রী জারীক্রমে অবিভক্ত স্থাবর সম্পত্তির একাংশ বিক্রয় হইলে, ও নীলামে ডাক দেওনের সময়ে যদি দুই কি তদধিক জন একি মূল্য ডাকেন ও তাঁহাদের মধ্যে এক জন ঐ সম্পত্তির সহঅংশী হন, তবে সেই ডাকটি ঐ সহঅংশীর ডাক বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।†

গুরুতর হানি না হইলে বেদাঁড়াপ্রযুক্ত ভূমি বিক্রয় অসিদ্ধ না হওয়ার কথা।

৩১১ ধারা। (৮। ২৫৬) ডিক্রীদার কিম্বা এই অধ্যা-

---

* দায়ীকের সুবিধার জন্য নীলাম স্থগীত রাখিবার পরদিন নীলাম হইলে পুনর্ব্বার ইস্তাহার জারি ভিন্ন নীলাম হইয়াছে বলিয়া আপত্তি চলে না। বৈদ্যনাথ ভট্ট বং রাজা চন্দ্রশেখর। ১ উঃ রিঃ ৩১।

† বিধানটী সম্পূর্ণ নূতন। সরিক অপেক্ষা অন্য খরিদদার অধিক মূল্য দিতে প্রস্তুত না হইলে সরিককেই খরিদদার বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

মতে যে ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তি নীলাম হয় তিনি, সেই নীলামের কথা প্রকাশ করণে কিম্বা নীলামের কার্য্য চালাওনে গুরুতর বেদাঁড়া হইয়াছে বলিয়া আদালতে ঐ নীলাম অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

কিন্তু সেই বেদাঁড়া প্রযুক্ত প্রার্থকের যে গুরুতর হানি হইয়াছে তিনি আদালতের হৃদ্বোধমতে ইহার প্রমাণ করিতে না পারিলে, বেদাঁড়াপ্রযুক্ত নীলাম অসিদ্ধ হইবে না ইতি। *

আপত্তি অগ্রাহ্য কিম্বা গ্রাহ্য হওয়ার ফলের কথা।

৩১২ ধারা। (৮। ২৫৭) ইহার পূর্ব্ব ধারার উল্লিখিত কোন প্রার্থনা করা না গেলে, কিম্বা করা গেলেও আপত্তি অগ্রাহ্য হইলে, আদালত মোকদ্দমার উভয় পক্ষ ও ক্রেতা সম্পর্কে ঐ বিক্রয় সিদ্ধ হওনের আজ্ঞা করিবেন।

তদ্রূপ প্রার্থনা করা গেলে ও আপত্তি গ্রাহ্য হইলে, আদালত ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ হওনের আজ্ঞা করিবেন।

---

* ডিক্রিদার কি দাযিক এই দুয়ের মধ্যে একজন নীলাম রহিত করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন, কিন্তু অপর ব্যক্তি ঐরূপ প্রার্থনা করিতে পারিবে না। রায় সীতারাম বং বালকৃষ্ণ তেওয়ারি। সঃ দেঃ আঃ (উত্তর-পশ্চিম) ১৮৬২ সন ৩৭৭। এবং ২উঃ রিঃ ১৩ দ্রষ্টব্য। নীলাম কার্য্যের পরে যদি অনিয়ম হয় তবে এই ধারা খাটে না বৃন্দা দেবী বং গোপী সুন্দরী দাসী। ৬ উঃ রিঃ ৮২। মূল্যাবশিষ্ট সময়মত দাখিল না হইলে সে ত্রুটি এই ধারার অনিয়মের মধ্যে গণ্য নহে। ঐ নজীর। ক্ষতির প্রমাণ না হইলে শুদ্ধ নীলামের অনিয়ম হইলে নীলাম রহিত হয় না। ঐ নজীর। যদি ডিক্রীজারির পূর্ব্বেই টাকা আদায় হইয়া থাকে তবে খরিদদার সরল ভাবে খরিদ করিয়া থাকিলেও জাবেতা নালীশ হইলে নীলাম রহিত হইবে। ৯ উ রিঃ ১৯৬ পুঃ অঃ। ত্রিশ দিনের পরেও নীলাম রদের প্রার্থনা গ্রহণ করা যাইতে পারে। ১৮ উঃ রিঃ ১১। কিন্তু এক্ষণকার তমাদী আইন অনুসারে ঐ নজীর খাটিতে পারে কিনা সন্দেহ স্থল।

এই ধারামতে যে পক্ষের বিপক্ষে যে আজ্ঞা করা যায়, তিনি সেই আজ্ঞা অসিদ্ধ করিবার জন্যে পূর্ব্বোক্ত বেদাঁড়ার হেতু ধরিয়া কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না ইতি।*

বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা

৩১৩ ধারা। তদ্রূপ কোন নীলামে যে ব্যক্তির সম্পত্তি বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় ছিল সেই সম্পত্তিতে তাঁহার বিক্রেয় স্বার্থ ছিল না বলিয়া ক্রেতা আদালতে ঐ নীলাম অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন, এবং আদালত যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিতে পারিবেন। কিন্তু বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার আজ্ঞার বিপরীতে ডিক্রীমত খাতকের ও ডিক্রীদারে.. কথা শুনিবার সুযোগ না হইলে, ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার কোন আজ্ঞা করা যাইবে না ইতি। †

বিক্রয় সিদ্ধ করণের কথা।

৩১৪ ধারা। (৮। ২৫৬) স্থাবর সম্পত্তির নীলাম আদালত কর্ত্তৃক দৃঢ় করা না গেলে একেবারে সিদ্ধ হইবে না ইতি।

---

* সাবেক আইন অনুসারে নীলাম রহিত হইলে সেই হুকুমের উপর আপীল ছিল না কেবল নীলাম বহাল থাকিলেই আপীল চলিত এইক্ষণে উভয় স্থলেই আপীল চলিবে। ৫৮৮ ধারা দ্রষ্টব্য। এই ধারামতে আদালত যে আদেশ করেন তাহার উপর এক আপীল চলিবে মাত্র কিন্তু সেই হুকুম রহিতের জন্য জাবেতা নালীশ চলিবে না।

† বিধিটী নূতন। খরিদদারের পক্ষে এইরূপ প্রার্থনা পূর্ব্বে হইতে পারিত না। নূতন তমাদী আইনে এই প্রার্থনার মেয়াদ ৬০ দিন করা হইয়াছে সুতরাং অতঃপর ৬০ দিনের মধ্যে নীলাম মঞ্জুর করা উচিত হইবে না। অথচ ১৪৯ নং ফারমে ৩০ দিন গতেই নীলাম মঞ্জুর হইবার কথা আছে।

বিক্রয় অসিদ্ধ হইলে ক্রেতাকে মূল্য ফিরিয়া দিবার কথা।

৩১৫ ধারা। (৮। ২৫৮) ৩১২ বা ৩১৩ ধারামতে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় অসিদ্ধ করা গেলে, কিম্বা যে সম্পত্তি বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় ছিল, তাহাতে ডিগ্রীমত খাতকের বিক্রেয় স্বার্থ না থাকাতে ক্রেতা তাহাতে বঞ্চিত হইলেন ইহা দৃষ্ট হইলে,

ক্রয়ের টাকা যে ব্যক্তিকে দেওয়া গেল, তাঁহার স্থানে ক্রেতা আদালতের আজ্ঞানুসারে সুদ সহিত কি সুদ বিনা ঐ ক্রয়ের টাকা ফিরিয়া পাইতে স্বত্ববান হইবেন।

এই আইনে টাকার ডিগ্রী জারী করিবার যে যে বিধি আছে, ক্রয়ের টাকা ফিরিয়া দেওয়ার এবং আদালত সুদের অনুমতি দিলে সেই সুদ দেওয়ার আজ্ঞা সেই সেই বিধিমতে ঐ ব্যক্তির উপর প্রবল করা যাইতে পারিবে ইতি।*

স্থাবর সম্পত্তির ক্রেতাকে সর্টিফিকট দেওনের কথা।

৩১৬ ধারা। (৮। ২৫৯) স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় পূর্ব্বোক্তমতে সিদ্ধ করা গেলে, আদালত সর্টিফিকট দিবেন।

---

* নীলাম খরিদারের তঞ্চকতা না থাকিলেই তিনি টাকা ফেরত পাইবেন। ৬উঃ রিং ১৪৭। স্মরণ করিতে হইবে যে ৩১২।৩১৩ ধারা ক্রমে সরাসরি মতে নীলাম রদ হইলেই খরিদার টাকা ফেরত পাইবে; নীলাম সিদ্ধির পর তৃতীয় ব্যক্তি ঐ সম্পত্তিতে স্বত্ব সাব্যস্ত পূর্ব্বক দখলের ডিক্রী পাইলে নীলাম খরিদার টাকা ফেরত পাইবার জন্য নালীশ করিতে পারেন না। ১৮৬৯ সনের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখের পূর্ণাধিবেশন নিষ্পত্তি। আপীলে হুকুম রহিত হইলেও নীলাম রহিত হয়না। চন্দ্রকান্তশর্ম্মা বং বিশ্বেশ্বরশর্ম্মা ৭উঃ রিঃ ৩১২।

সর্টিফিকটে প্রকৃত ক্রেতার নাম লিখিবার কথা।

নীলামে যে ব্যক্তিকে ক্রেতা বলিয়া প্রকাশ করা যায় সর্টি-ফিকটে তাঁহারই নাম ও বিক্রয়ের তারিখ লেখা যাইবে ইতি।*

বেনামী খরিদারকে না ধরিবার কথা।

৩১৭ ধারা। (৮। ২৬০) অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত, কিম্বা ঐ অন্য ব্যক্তি যাঁহার দ্বারা দাওয়া রাখেন তাঁহারই নিমিত্ত ক্রয় করা গেল বলিয়া, সর্টিফিকট প্রাপ্ত ক্রেতার বিপক্ষে কোন মোকর্দ্দমা গ্রাহ্য হইবে না।

সর্টিফিকট প্রাপ্ত ক্রেতার নাম প্রতারণাক্রমে কিম্বা প্রকৃত ক্রেতার অনুমতি বিনা যে লেখা গেল, এই ধারাক্রমে এই কথা নির্ণয় করণার্থ মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিবার বাধা নাই ইতি। †

---

* দায়িকের যে স্বত্বলাভ ছিল তাহা বিক্রয় হইল এমন কথা আর লিখিত হইবে না। আইন কর্ত্তাবা ইচ্ছা পূর্ব্বক ঐ বাক্য উঠাইয়া দিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের ১৮৭৩ সনের ২৪ অক্টোবর তারিখের রিজলিউসন্ অনুসারে বয়নামাতে ইষ্ট্যাম্প লাগেনা এবং এই আইনের ৩ ধারা অনুসারে সেই ঘোষণা এক্ষণকার আইনেও খাটিবে। নীলামের তারিখ হইতেই নীলাম খরিদারের স্বত্ব জন্মে। ১২৭৯ সনের ১৫ই আশ্বিন তারিখে নীলাম সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু ১২৮০ সনের ২৪সে বৈসাখ নীলাম মঞ্জুর হয়। ঐ নীলামের তারিখ হইতে নীলাম মঞ্জুরের তারিখের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব পাওনা হইলে একজন সরিকে সম্পূর্ণ রাজস্ব আদায় করিয়া নীলাম খরিদারের নামে ভর্ত্তব্য বাবত নালীশ করে, অবধারিত হইল যে নীলাম খরিদার ঐ টাকা দিতে বাধ্য। ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বং সৌদামিনী দেবী ২ ইঃ লাঃ রিঃ ১৪১ পৃঃ অঃ।

† এজমালী হিন্দুপরিবারের কর্ত্তার নামে নীলাম খরিদ হইলে অপর সরিকের নালীশ সম্বন্ধে এইধারা খাটে না। এই ধারার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ডিগ্রীমত খাতকের অধিকারগত স্থাবর সম্পত্তি দিবার কথা।

৩১৮ ধারা। (৮। ২৬৩) যে সম্পত্তি বিক্রয় করা যায় তাহা ডিগ্রীমত খাতকের কিম্বা তৎপক্ষ অন্য ব্যক্তির অধিকারে থাকিলে, কিম্বা ডিগ্রীমত খাতক ঐ সম্পত্তি ক্রোক হওয়ার পরে যে স্বত্ব সৃষ্ট করিলেন সেই স্বত্বক্রমে কোন দাওয়াদারের অধিকারে থাকিলে, ও ৩১৬ ধারামতে তদ্বিষয়ের সর্টিফিকট দেওয়া গেলে আদালত ক্রেতার প্রার্থনামতে ক্রেতাকে, কিম্বা তিনি আপনার পক্ষে অধিকার লওনের জন্যে অন্য যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে ঐ সম্পত্তির অধিকার দেওয়াইয়া ও কোন ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি ত্যাগ করিতে সম্মত না হইলে প্রয়োজনমতে তাঁহাকে উঠাইয়া দিয়া, ঐ সম্পত্তি ক্রেতার হস্তগত করিতে আজ্ঞা দিবেন ইতি।*

একটী নজীর দৃষ্টে বিধিবদ্ধ হইয়াছে যথা ৪ বাঃ লাঃ রিঃ ৩২ পরিশিষ্ট। ৮ উঃ রিঃ ১৩০ পৃষ্ঠার মৃজা খয়রাত আলির মোকর্দ্দমায় হাইকোর্ট বলেন যে বিবাদী বাদীর স্বত্ব অস্বীকার করিতে পারে কিন্তু পরে এক মোকদ্দমায় সর্টিফিকেট প্রাপ্ত নীলাম খরিদার বাদী হইয়া দখল পাইবার জন্য নালীশ করিলে বিবাদী এই বলিয়া উত্তর দেয় যে বাদী বেনাম দার মাত্র ও বিবাদীর পক্ষেই সে খরিদ করিয়াছে তাহাতে পূর্ণাধিবেশন নিষ্পত্তি করেন যে বিবাদীর এইরূপ আপত্তি শুনা যাইতে পারে না। মসম্মত বাহজা কুমারি বং বহরিলাল। ১১ উঃ রিঃ ১৭। কিন্তু এই পূর্ণাধিবেশন নিষ্পত্তি আবার প্রিভিকৌন্সেল রহিত করিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে এই ধারাতে এই মাত্র বিধান আছে যে সর্টিফিকেট প্রাপ্ত খরিদারকে বেনামদার বলিয়া কেহ বাদী হইতে পারিবে না, কিন্তু বিবাদী যে সেইরূপ আপত্তি করিতে পারিবে না এমন বিধান হয় নাই। ১০ বাঃ লাঃ রিঃ ১২৯। ব্যবস্থাপক সমাজ সাবেক আইনের ৩৬০ ধারার ভাষা অবিকল রাখিয়াছেন সুতরাং এই নজীরটী প্রবল থাকিতেছে।

* এই ধারা এবং ইহার পরের ধারার সহিত ২৬৩। ২৬৪ ধারা দ্রষ্টব্য।

প্রজার অধিকারস্থ স্থাবর সম্পত্তি দেওয়াইবার কথা।

৩১৯ ধারা। (৮। ২৬৪) যে সম্পত্তি বিক্রয় করা যায় তাহা প্রজার, কিম্বা অধিকার করিবার স্বত্ববান অন্য ব্যক্তির অধিকারে থাকিলে, ও ৩১৬ ধারামতে তদ্বিষয়ের সর্টিফিকট দেওয়া গিয়া থাকিলে, ঐ সম্প্রত্তির কোন প্রকাশ স্থানে নীলামের সার্টিফিকটের নকল লাগাইয়া, এবং ঢেঁডরা দিয়া সচরাচর অন্য যে প্রকারে হইয়া থাকে সেই প্রকারে উপযুক্ত কোন স্থানে, খাতকের সম্পর্ক ক্রেতার প্রতি হস্তান্তর করা গিয়াছে, এই কথা প্রজার নিকট ঘোষণা করাইয়া ঐ সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত করিবার আজ্ঞা করিবেন ইতি।

ডিগ্রীজারীক্রমে বিক্রয়ের কার্য্য কালেক্টর সাহেবের হস্তগত করিবার বিধি প্রণয়নের ক্ষমতার কথা।

৩২০ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ইহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন যে, কোন স্থানের সীমার মধ্যে কোন আদালত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার যে ডিগ্রী করেন,

কিম্বা তদ্রূপ ডিগ্রীর মধ্যে কোন বিশেষ প্রকারের যে ডিগ্রী করেন,

কিম্বা কোন বিশেষ প্রকারের স্থাবর সম্পত্তি কিম্বা ঐ সম্পত্তিগত স্বার্থ বিক্রয় করণের যে ডিগ্রী করেন,

সেই২ ডিগ্রীজারীকরণকার্য্য কালেক্টর সাহেবের হস্তগত করা যাইবে।

এবং তদ্রূপ কোন নির্দ্দেশ বাক্য রহিত কি মতান্তর করিতেও পারিবেন।

ডিক্রী পাঠাইবার ও জারীকরিবার ও ফিরিয়া পাঠাইবার বিধি প্রণয়নের ক্ষমতার কথা।

আরো স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে আদালত হইতে কালেক্টর সাহেবের নিকট ডিক্রী পাঠাইবার, ও ঐ ডিক্রীজারী করণে কালেক্টর সাহেবের ও তাঁহার অধীন কর্ম্মকারকদের কার্য্য প্রণালীর বিধান করিবার, ও কালেকটর সাহেব হইতে আদালতে ডিগ্রী ফিরিয়া পাঠাইবার বিধি করিতে পারিবেন ইতি।* .র তারি

ডিগ্রী জারীক্রমে ভূমির সম্পকরণ বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা কথা।

৩২১ ধারা। ডিগ্রী জারিকরণ কার্য্য তদ্রূপে হস্তান্তর করা গেলে, কালেক্টর সাহেব,—

(ক) যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি একি লাটে কিম্বা কএক লাট করিয়া ঐ ডিগ্রীর উল্লিখিত সম্পত্তি ... নীলামে বিক্রয় করিতে, ও

(খ) এক এক লাটের সঙ্গত মূল্য নির্দ্ধার্য্য করিতে, ও

(গ) সম্পত্তির উপযুক্ত মূল্য পাইবার জন্যে নীলাম বিলম্বে করা আবশ্যক বোধ করিলে, সেই বিলম্ব করার হেতু লিখিয়া, সঙ্গত সময়ের নিমিত্ত নীলাম বিলম্ব করিতে, ও

---

* এই বিধানটী এবং পরবর্ত্তী কয়েকটী ধারার বিধান সম্পূর্ণ নূতন। ব্যবস্থাপক সমাজের ইচ্ছা যে দেওয়ানী আদালত দ্বারা অন্ততঃ নিম্নশ্রেণী আদালত দ্বারা ভূসম্পত্তি বিক্রয় না হয়। কালেক্টরিতে যে সম্পত্তির রাজস্ব আদায় হয় তৎসম্বন্ধে ৮ আইনেও এইরূপ বিধান ছিল কিন্তু সকল প্রকার ভূমি কালেক্টর সাহেবের দ্বারা নীলামের নিয়ম হইলে দেশের মঙ্গল হইবে কিনা সন্দেহ।

(ঘ) যে সম্পত্তি বিক্রয়ার্থে উপস্থিত করা যায় সঙ্গত মূল্য পাওয়া না গেলে তাহা পুনশ্চ বিক্রয় করিতে পারিবেন ইতি*

টাকার কোন কোন ডিগ্রী তদ্রূপে হস্তান্তরিত করা গেলে তাহা জারীকরণ সম্পর্কে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৩২২ ধারা। কোন স্থাবর সম্পত্তির প্রতি নির্দ্দিষ্ট যে চুক্তি বর্ত্তে তদনুসারে ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করণের আজ্ঞাসূচক ডিগ্রী না হইয়া, টাকার ডিগ্রী থাকে হইলে, ও সেই ডিগ্রী সাধন করিবার জন্যে আদালত ঐ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করিলে, যদি সেই ডিগ্রী জারী ঘোষণার্থে উক্ত প্রকারে হস্তান্তর করা যায়, তবে আদালত করিবে ধারাক্রমে যে প্রণালীমতে কার্য্য করিতেন, কালেক্টর সাহেব তদ্রূপে করিতে পারিবেন। কিম্বা উক্ত সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় না করিলেও ডিগ্রীমত খাতকের ডিগ্রী মত ঋণ শোধ হইতে পারে, কালেক্টর সাহেবের এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে, (৩০৩ ধারামতে অন্য প্রকারের আজ্ঞা থাকিলেও, রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধারক প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ এতৎপক্ষে সময়ে সময়ে যে যে বিধি করেন, তিনি সেই সেই বিধি প্রবল মানিয়া) ডিগ্রী অনুসারে ঐ ঋণ ও তদুপরি সুদ শোধ করিবার প্রয়োজনীয় টাকা, কিম্বা ডিগ্রীর মধ্যে সুদের কোন বিধান না থাকিলে সুদ যে হারে লওয়া উচিত জ্ঞান করেন তাহা সুদ্ধ ঐ ঋণ, এই এই প্রকারে তুলিতে পারিবেন,—বিশেষতঃ

* কালেক্টর সাহেব নীলামের পূর্ব্বে প্রত্যেক লাটের এক একটী মূল্য নিরূপণ করিতে পারিবেন এবং ইচ্ছা করিলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খরিদ করিতে পারিবেন। ৩২২ ধারার বিধানও মঙ্গলকর বটে।

(ক) তত্তুল্য টাকা দেওনের নিয়মে চিরকালের কিম্বা নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের নিমিত্ত ডিক্রীমত খাতকের সমুদয় স্থাবর সম্পত্তি কিম্বা তাহার একাংশ পাট্টা করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা

(খ) ঐ সম্পূর্ণ সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ বন্ধক রাখিতে, কিম্বা

(গ) ঐ সম্পত্তির একাংশ বিক্রয় করিতে, কিম্বা

(ঘ) বিক্রয় করিবার আজ্ঞার তারিখঅবধি বিশ বৎসরের অনধিক কোন মিয়াদ পর্য্যন্ত ঐ সম্পূর্ণ সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ ইজারা দিতে, কিম্বা আপনি কি অন্যের দ্বারা তাহার কার্য্যাধ্যক্ষতা করিতে পারিবেন, কিম্বা

(ঙ) অংশতঃ ইহার কোন এক প্রকারে ও অংশতঃ অন্য বা অন্যং প্রকারে ঐ টাকা তুলিতে পারিবেন।

এই ধারামতে ঐ সম্পূর্ণ সম্পত্তির কি তাহার কোন অংশের কার্য্যাধ্যক্ষতা করণার্থে কালেক্টর সাহেব ভূস্বামির সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন ইতি।

কালেক্টর সাহেবের কার্য্য প্রণালীর কথা।

৩২৩ ধারা। টাকার ডিগ্রী হইলে, এবং কালেক্টর সাহেব ৩২২ ধারামতে কার্য্য করিতে প্রস্তাব করিলে, তিনি জিলার চলিত ভাষায় নোটিস প্রচার করিয়া, ডিগ্রীমত খাতকের বিপরীত ডিক্রীপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তিকে ঐ নোটিস প্রচার হইবার তারিখ অবধি ষাইট দিনের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকটে লিখিয়া সেই কথা জানাইতে আজ্ঞা করিবেন।

যে আদালত ৩০৪ ধারামতে আজ্ঞা করিলেন, ঐ নোটিস সেই আদালতঘরে ও কালেক্টর সাহেব অন্যং স্থান উপযুক্ত

বোধ করিলে সেইং স্থানে লাগাইয়া প্রচার করা যাইবে।

৩২২ ধারামতে ইজারা দেওন কি কার্য্যাধ্যক্ষতা করণ কার্য্য যত দিন চলে ডিক্রীমত খাতক ও স্বার্থপক্ষে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি ত দিন, উক্ত যে সম্পত্তির ইজারা দেওয়া কি কার্য্যাধ্যক্ষতা করা গেল তাহা কি তাহার কোন অংশ বন্ধক দিতে কিম্বা তাহার উপর দায় বর্ত্তাইতে কি তাহার পাট্টা দিতে কি তাহা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না ইতি। *

কালেক্টর সাহেবের দ্বারা নীলাম হওয়ার কথা।

৩২৪ ধারা। ইজারা দেওনের কি কার্য্যাধ্যক্ষতা করণের মিয়াদ সমাপ্ত হইলেও যদি ঐ সম্পূর্ণ ঋণ, ও তাহার উপর সুদ ধরা গেলে সুদসুদ্ধ ঐ ঋণ শোধ করিবার প্রয়োজনীয় সমুদয় টাকা তোলা না যায়, তবে কালেক্টর সাহেব ডিক্রীমত খাতকের কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্তের নামে লিখিয়া তাঁহাকে সেই কথার নোটিস দিয়া, সেই সময়ে ইহাও জানাইবেন যে সুদসুদ্ধ ঐ ঋণ শোধ করিবার বাকী টাকা ঐ নোটিসের তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে কালেক্টর সাহেবকে না দেওয়া গেলে, তিনি ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। সেই ছয় সপ্তাহ গত হইলেও ঐ বাকী টাকা না দেওয়া গেলে কালেক্টর সাহেব তদনুসারে ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন ইতি।

কালেক্টর সাহেবের ঐ নীলাম প্রভৃতির রিপোর্ট আদালতে করিতে হইবার কথা।

৩২৫ ধারা। কালেক্টর সাহেব নীলামের উক্ত আজ্ঞা

---

* অবশ্য খরিদ বিক্রয় চুক্তি প্রবল করিবার ডিক্রী জারি সম্বন্ধে এই ধারা খাটে না।

ক্রমে কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিলে, কিম্বা ৩২১ বা ৩২২ ধারামতে তাঁহারপ্রতি অর্পিত কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিলে, যে আদালত ঐ আজ্ঞা করিলেন তিনি সেই আদালতে ঐ নীলামের কিম্বা ঐ ক্ষমতামতে কার্য্যকরণের কথা জানাইবেন। এবং উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে যত টাকা পাইলেন ও খরচ করিলেন ঐ আদালতের আজ্ঞার অপেক্ষায় উদ্বর্ত্ত টাকা রাখিবেন।

ঐ উদ্বর্ত্ত টাকা প্রয়োগ করিবার কথা।

গবর্ণমেণ্টের নিকট ডিক্রীমত খাতকের যে ঋণ দেনা হয় কিম্বা যেং দায় বর্ত্তে ঐ উদ্বর্ত্ত টাকা হইতে তাহা বাদ দিলে যে সকল ডিক্রীদার পূর্ব্বোক্ত নোটিস অনুসারে কার্য্য রিলেন হারহারিমতে তাঁহাদের দাওয়ার পরিশোধে ঐ টাকা প্রয়োগ হইবে। ও তদ্রূপে যে সম্পত্তির ইজারা দেওয়া কি কার্য্যাধ্যক্ষতা করা গেল অন্য কোন ব্যক্তি তাহার উপর কিম্বা তদুৎপন্ন উক্ত টাকার উপর দাওয়া করিলেও, তাহা হইতে তাঁহার টাকা পাইবার স্বত্ব থাকিবে না ইতি।

আদালত যে স্থলে কালেক্টর সাহেবকে ভূমির নীলাম স্থগিত করিবার অনুমতি দিতে পারেন তাহার কথা।

৩২৬। (৮।২৪৪) কোন স্থানের সীমার মধ্যে ৩২০ধারা মত নির্দ্দেশ বাক্য প্রবল না থাকিলে, যদি ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি ভূমি কি ভূমির একাংশ হয়, এবং ঐ ভূমি কি তাহার ঐঅংশ নীলাম করিবার আপত্তি থাকে, ও কিয়ৎকালের নিমিত্ত হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গেলে কিম্বা তাহার কার্য্যাধ্যক্ষতা করা গেলে সঙ্গত সময়ের মধ্যে ঐ ডিক্রীমতে কার্য্য সাধন হইতে পারিবে, কালেক্টর সাহেব যদি আদালতে ইহা

দেখাইয়া দেন, তবে আদালত ঐ ভূমি কি ঐ অংশ নীলাম না করিয়া কালেক্টর সাহেবকে আপনার পরামর্শানুসারে ডিক্রী মত কার্য্যসাধনের বিধান করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন। এমত স্থলে ৩২২ অবধি ৩২৫ পর্য্যন্ত সকল ধারার বিধান কালেক্টর সাহেবের প্রতি বর্ত্তিবে ইতি।*

টাকার ডিক্রী জারীক্রমে ভূমি বিক্রয়ের স্থানীয় বিধির কথা।

৩২৭ ধারা। কোন সীমান্তর্গত স্থানের ভূমিগত কোন স্বার্থ অনিশ্চিত ও অনির্ণীত থাকাতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় তাহার মূল্য নিরূপণ করা অসাধ্য হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের অনুমতি ক্রমে সেই স্থানের নিমিত্ত বিশেষ করিয়া, টাকার ডিক্রী জারীক্রমে ভূমিগত কোন শ্রেণীর বিক্রয় করণের নিয়ম ধার্য্য করিতে পারিবেন।

এই আইন কোন সীমান্তর্গত স্থানের মধ্যে প্রচলিত হওন সময়ে যদি তন্মধ্যে ডিক্রীজারীক্রমে ভূমি বিক্রয়ের কোন বিশেষ বিধি প্রবল থাকে, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই বিধি প্রবল রাখিতে পারিবেন, কিম্বা সময়ে২ মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত

* যে প্রদেশে ৩২২ ধারার লিখিত ঘোষণা পত্র প্রচার না হয় সে প্রদেশে যদি কালেক্টর সাহেব কোন বিশেষ ভূসম্পত্তি বিক্রয় করা পরামর্শসিদ্ধ না হয় বলিয়া আদালতকে জানান তবে আদালত সেই কথা শুনিবেন আইনে 'পারেন' শব্দ ব্যবহৃত আছে বটে, কিন্তু আইনে যে স্থলে আদালতকে বিচার সংক্রান্ত কোন কার্য্য করিতে ক্ষমতা দেওয়া হয় সেই স্থলে সেই ক্ষমতা পরিচালন করিতে আদালত বাধ্য আছেন,——অর্থাৎ 'পারেন' শব্দের স্থলে "করিবেন, বুঝিতে হইবে। ১ উঃ রিঃ ১৭৭ পৃঃ অঃ। ১২ বাঃ লাঃ রিঃ ১২৩ দ্রষ্টব্য। সাবেক আইনেও এইরূপ বিধান ছিল।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে তাহা মতা-ন্তর করিতে পারিবেন।

তদ্রূপে যে সকল বিধি করা যায় কি প্রবল রাখা যায় তাহা ও ঐ২ বিধি মতান্তরের উক্ত কথা স্থানবিশেষের রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে, তাহা হইলে তাহা আইনের তুল্য বলবৎ হইবে ইতি।

ছ।—ডিক্রীজারী করার প্রতিকূলাচারণ বিষয়ক বিধি।

ডিক্রীজারী করিবার বাধা দেওয়া গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩২৮ ধারা। (৮। ২২৬) সম্পত্তির অধিকার পাইবার ীজারীকরণ সময়ে, কোন ব্যক্তি পরওয়ানা জারীর কার্য্য-কের প্রতিকূলাচরণ করিলে কি বাধা দিলে, ডিক্রীদার ই প্রতিকূলাচরণের কি বাধকতা হওয়ার সময়াবধি এক াসের মধ্যে কোন সময়ে আদালতে নালিশ করিতে পারিবেন।

আদালত সেই নালিশের তদন্ত লইবার দিন নিরূপণ করিয়া যে ব্যক্তির নামে নালিশ হইল তাঁহাকে উত্তর দিবার জন্যে সমন করিবেন ইতি।

ডিক্রীমত খাতকের দ্বারা কি তাঁহার প্রবৃত্তিক্রমে বাধকতা হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩২৯ ধারা। (৮।২২৭) ডিক্রীমত খাতকের দ্বারা কিম্বা তাঁহার প্রবৃত্তি হেতুক অন্য ব্যক্তির দ্বারা ঐ বাধকতা কি প্রতিকূলা-রণ হইয়াছে, আদালত ইহা সুবোধমতে জানিতে পাইলে, লিশের মর্ম্মের তদন্ত লইয়া যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন রিবেন ইতি।*

* যদি এই বলিয়া আপত্তি হয় যে বিরোধীয় ভূমি ডিক্রীর কি কবুলতির

বাধা হইতে থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৩০ ধারা। (৮।২২৮) উক্ত প্রতিকূলাচরণ কি বাধা করিবার কোন ন্যায্য কারণ ছিলনা, ও ঐ ডিক্রীমত খাতকের দ্বারা কিম্বা তাঁহার প্রবৃত্তি ক্রমে অন্য ব্যক্তির দ্বারা বাদির সম্পত্তির অধিকার পাইবার প্রতিকূলাচরণ কি বাধকতা করা যাইতে থাকে, আদালত ইহা সুবোধমতে জানিতে পাইলে, ডিক্রীদারের অনুরোধে ঐ ডিক্রীমত খাতককে কিম্বা ঐ অন্য ব্যক্তিকে ত্রিশ দিনের অনধিক কালের নিমিত্ত কারাগারে সমর্পণ করিতে ও সম্পত্তি ডিক্রীদারের অধিকার করাইয়া দিবার আজ্ঞা করি পারিবেন। ও তদ্রূপ প্রতিকূলাচরণ কি বাধকতা ক প্রযুক্ত ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন মতে, কি অন্য ব্যক্তি যে দণ্ড হইতে পারে তাহার কোন ব্যাঘাত হইবে না ইতি

ডিগ্রীমত খাতকভিন্ন কোন দাওয়াদার সরল মনে বাধকতা করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৩১। (৮। ২২৯) ডিগ্রীমত খাতকভিন্ন কোন ব্যক্তি আপনার কিম্বা ডিগ্রীমত খাতকভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত সরল মনে ঐ সম্পত্তির অধিকারের উপর দাওয়া রাখিয়া ঐ প্রতিকূলাচরণ করাইলে কি বাধকতা জন্মাইলে, ডিক্রীদারকে বাদী ও ঐ দাওয়াদারকে প্রতিবাদী করিয়া মোকর্দ্দমার ন্যায় সেই দাওয়ার নম্বর দিয়া রেজিষ্টরী করা যাইবে।

এবং ডিক্রীদার বিশেষ উপকার বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের ৯ ধারার বিধানমতে ঐ দাওয়াদারের নামে ঐ সম্পত্তির জন্যে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিলে আদালত যে প্রকারে

অন্তর্গত নহে তবে আদালত সেই বিষয় তদন্ত না করিয়া দায়ীকের বিরুদ্ধে আদেশ করিবেন না।

ও যে ক্ষমতানুসারে করিতেন, সেই প্রকারে সেই ক্ষমতানুসারে ঐ দাওয়ার তদন্ত লইতে প্রবৃত্ত হইবেন। ও ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমতে, কিম্বা তদ্রূপ প্রতিকূলাচরণ কি বাধকতা করিবার দণ্ডবিধায়ক অন্য কোন আইনমতে, ঐ দাওয়াদারের প্রতিকূলে অন্য যে কার্য্যানুষ্ঠান হইতে পারে তাহার কোন ব্যাঘাত হইবে না।

ও আদালত সেই ডিক্রী জারী কি স্থগিত করিবার যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন ইতি। *

যে ব্যক্তিকে বেদখল করা গেল তিনি ডিগ্রীদারের অধিকার পাইবার স্বত্ব বিষয়ে বিবাদ করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৩২ ধারা। (৮। ২৩০) ডিগ্রী জারীক্রমে প্রতিবাদী ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তির অধিকারচ্যুত করা গেলে, এবং ঐ সম্পত্তি সরলভাবে আপনার নিমিত্তে কিম্বা ডিগ্রীমত খাতকভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নিমিত্তে আপন অধিকারে আছে ও তাহা ডিগ্রীর মধ্যে ধরা যায় নাই, কিম্বা ডিগ্রীর মধ্যে

---

* ডিগ্রীর ভূমিতে কি নিলাম খরিদা সম্পত্তিতে দখল দিবার সময় দায়ীকের পক্ষে বাধা দেওয়া হইলে ৩২৯ এবং ৩৩০ ধারা খাটিবে, তৃতীয় ব্যক্তি বাধা দিলে এই ধারামতে বিচার হইবে অর্থাৎ ডিগ্রীদারকে কি নিলাম খরিদদারকে বাদী এবং ঐ তৃতীয় ব্যক্তিকে বিবাদি করিয়া ১৮৭৭ সনের ১আইনের ৯ ধারামতে বিচার করিতে হইবে। ঐ ধারার বিচারে কেবল এই দেখিতে হয় যে বাদী দখলিকার থাকিয়া বিনা সম্মতিতে বেদখল হইয়াছে কিনা এবং নালিশের পূর্ব্ব ৬ মাস মধ্যে দখলিকার ছিল কি না সুতরাং ঐ বাধা কি বেদখলের পূর্ব্ব ৬ মাস মধ্যে দায়ীক দখলিকার ছিল কেবল ইহাই ডিগ্রীদারকে দেখাইতে হইবে। আর নালিশ রুজুর পর দায়ীক যদি ঐ তৃতীয় ব্যক্তির নিকট ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া থাকে তবে বাদীর পক্ষে অবশ্য ডিগ্রী হইবে। ৩৩১ ধারা দেখুন)

ধরা গেলেও যে মোকর্দ্দমায় ঐ ডিগ্রী করা যায় তাঁহাকে সেই মোকর্দ্দমার এক পক্ষ করা যায় নাই, এই২ কারণে ঐ ডিগ্রামতে তাঁহাকে ঐ সম্পত্তিহইতে ডিগ্রীদারের বেদখল করিবার স্বত্ব নাই বলিয়া ঐ ব্যক্তি আপত্তি করিলে, তিনি আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

আদালত প্রার্থককে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে পর তাহার সেই প্রার্থনা করিবার সম্ভাবিত হেতু দেখিতে পাইলে, প্রার্থককে বাদী ও ডিক্রীদারকে প্রতিবাদী করিয়া সেই প্রার্থনাপত্র মোকদ্দমার ন্যায় নম্বর দিয়া রেজিষ্টরী করা যাইবে। এবং প্রার্থক বিশেষ উপকার বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের ৯ ধারার বিধানমতে ডিক্রীদারের নামে ঐ সম্পত্তির নিমিত্ত মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিলে আদালত যে প্রকারে ও যে ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতেন, সেই প্রকারে ও সেই ক্ষমতানুসারে ঐ বিবাদীয় বিষয়ের তদন্ত লইতে প্রবৃত্ত হইবেন, ও ঐ ডিক্রী জারী কিম্বা স্থগিত করিবার যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন তাহা করিবেন।

এই ধারামতে প্রার্থনা শ্রবণ সময়ে, বিবাদের উপরোক্ত যেং হেতু নির্দ্দিষ্ট থাকে, আদালত কেবল সেই২ হেতুর বিচার করিবেন।

যে মোকদ্দমায় ডিক্রী করা গেল, সেই মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পর ডিক্রীমত খাতক সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া কোন ব্যক্তিকে দিলে, সেই ব্যক্তির প্রতি এই ধারার কিম্বা ৩৩০ ধারার কোন কথা খাটে না ইতি। *

---

* পূর্ব্বধারাতে ডিগ্রীদারের প্রার্থনামতে বিচারের কথা বলা হইয়াছে;

৩৩১ ও ৩৩২ ধারা মতে যে যে আজ্ঞা করা যায় তাহা ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবার ও তাহার উপর আপীল হইতে পারিবার কথা।

৩৩৩ ধারা। ৩৩১ ও ৩৩২ ধারামতে যে আজ্ঞা করা যায় তাহা মোকদ্দমার ডিক্রীর ভাবাপন্ন ও ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ হইবে, এবং ডিক্রীর উপর আপীল হওয়ার বা না হওয়ার যে নিয়ম আছে ঐ আজ্ঞার উপরও সেই নিয়ম চলিবে।*

ক্রেতাদের স্থাবর সম্পত্তির অধিকার পাইবার বাধক কি প্রতিকুলাচরণের কথা।

৩৩৪ ধারা। (৮। ২৬৮) ডিক্রী জারীক্রমে যে স্থাবর সম্পত্তির নীলাম হয়, ডিক্রীমত খাতক কি তাঁহার সপক্ষ কোন ব্যক্তি ক্রেতার সেই সম্পত্তির অধিকার পাইবার প্রতিকূলাচরণ করিলে কি বাধা দিলে, ডিক্রীদারের যে সম্পত্তি পাইবার আজ্ঞা হয় এই অধ্যায়ে তাহার অধিকার পাইবার প্রতিকূলাচরণ কি বাধা সম্পর্কে যে২ বিধান খাটে, উক্ত স্থলেও সেই২ বিধান খাটিবে ইতি।†

তৃতীয় ব্যক্তি বেদখল হইয়া প্রার্থনা করিলে যেরূপ বিচার হইবে এই ধারাতে তাহা লেখা হইল। এই ধারামতে প্রার্থীর এজাহার লইতে হইবে। পূর্ব্ব ধারায় ডিক্রীদারকে বাদী করিতে হয় এই ধারায় তাহাকে বিবাদী করিতে হইবে। সাবেক আইনের ২৩০ ধারা এই ধারার অন্তর্গত তবে সাবেক আইনে স্বত্বের বিচার হইত এক্ষণে কেবল ৯ ধারামতে বিচার হইবে।

* ৯ ধারার বিচারের উপর আপীল নাই সুতরাং এই দুই ধারার বিচারের উপরও আপীল থাকিল না। সাবেক আইনের ২৩০ ধারার বিচারের পর আর স্বত্ব সাব্যস্থের জন্য পৃথক নালিশ চলিত না কিন্তু এক্ষণে ৩৩১, ৩৩২ ধারার বিচার সরাসরিমতে হইবে সুতরাং সে নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে অবশ্যই স্বত্ব সাব্যস্থের জন্য পৃথক নালিশ চলিতে পারিবে।

† নিলাম খরিদা সম্পত্তিতে দখল দিবার সময় তৃতীয় ব্যক্তি তাহাতে দখলিকার থাকিয়া ঐ দখলের বাধা দিলে কি করিতে হইবে তাহার বিধান নাই, দায়ীক নিজে বাধা দিলেই এই ধারা খাটে।

প্রতিবাদিভিন্ন কোন দাওয়াদার বাধক হইলে তদ্বিষয়ের কথা।

৩৩৫ ধারা। (৮। ২৬৯) ডিক্রীমত খাতকভিন্ন অন্য *যে ব্যক্তির অধিকারে ঐ বিক্রীত সম্পত্তি নাই, তিনি ভূম্যধিকারী কি বন্ধকগ্রহীতা কি পাট্টাদার বলিয়া কিম্বা অন্য কোন স্বত্ত্ব ক্রমে ঐ সম্পত্তির উপর স্বত্বের দাওয়া করিয়া ঐ প্রতিকূলাচরণ করিলেন কি বাধা দিলেন দৃষ্ট হইলে, আদালত ক্রেতার নালিশমতে সেই প্রতিকূলাচরণের কি বাধকতার অনুসন্ধান লইয়া যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন।

যে ব্যক্তির বিপক্ষে সেই আজ্ঞা করা যায়, তিনি ঐ সম্পত্তিতে আধুনিক অধিকারের স্বত্বের দাওয়া স্থাপন করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐ মোকদ্দমার যে ফল হয় তাহা প্রবল মানিয়া ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে ইতি।*

জ।—ধৃত ও কারাবদ্ধ করণবিষয়ক বিধি।

ডিক্রীমত খাতক যে স্থানে কারাবদ্ধ হইবে তাহার কথা।

৩৩৬ ধারা। ডিক্রীজারীক্রমে ডিক্রীমত খাতককে কোন সময়ে ধরা যাইতে পারিবে, ও তাঁহাকে সাধ্যমতে ত্বরায় আদালতের সম্মুখে আনা যাইবে, ও যে আদালত তাঁহার

---

* দাবিদার যেস্থলে দখলীকার না থাকে সেই স্থলেই এই বিধান খাটে। ফিদাই শিকদার বং অজিয়দ্দিন। ৭ উঃ রিঃ ৮৭। ৩০ দিনের মধ্যে এই ধারামতে প্রার্থনা করিতে হইবে। তমাদী আইন দ্রষ্টব্য। নীলাম রহিতের মোকদ্দমার সাধারণ মিয়াদ একবৎসর কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রী জারিতে বেদখল হয় এবং এইধারামতে কোন বিচার না হয় তবে সে দ্বাদশ বৎসর মধ্যে নালীশ করিতে পারে। যদুনাথ চৌধুরি বনাম রাধামণি দাসী। ৭ উঃ রিঃ ২৫৬ পৃঃ অঃ।

কারাবদ্ধ হওয়ার আজ্ঞা করেন, সেই আদালত যে জিলার অন্তর্গত, সেই জিলার দেওয়ানী জেলে তাঁহাকে বদ্ধ করা যাইতে পারিবে। সেই জেলে তাঁহার থাকিবার উপযুক্ত স্থান না থাকিলে, জিলার আদালত কোন ব্যক্তির কারা- বদ্ধ হওয়ার আজ্ঞা করিলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কারা- বদ্ধ হওয়ার অন্য যে স্থান নিরূপণ করেন, তাঁহাকে সেই স্থানে বদ্ধ করা যাইবে।

ঘরের মধ্যে ধরিবার কথা।

কিন্তু এই ধারামতে কোন ব্যক্তিকে ধরিবার জন্যে, সূর্য্য অস্ত ও উদয় হইবার মধ্য সময়ে কোন ঘরে প্রবেশ করিতে হইবে না।

উপবিধি।

আরো ডিক্রীমত খাতককে যে ডিক্রীজারীক্রমে ধরা যায় তাহা টাকার ডিক্রী হইলে, ও যে কার্য্যকারক তাঁহাকে ধরেন ঐ ডিক্রীমত খাতক তাঁহাকে ঐ ডিক্রীর টাকা ও ধৃত করণের খরচ দিলে, ঐ কার্য্যকারক তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, টাকার ডিক্রীজারী ক্রমে ডিক্রীমত খাতককে ধরিয়া এই ধারামতে আদালতের সম্মুখে আনা গেলে, আদালত তাঁহাকে এই কথা জানাইবেন যে, ২০ বিংশ অধ্যায়মতে তিনি আপনাকে ঋণ শোধ করণা- ক্ষম বলিয়া প্রকাশ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন, ও আপনার সেই প্রার্থনার বিষয় লইয়া তিনি কুটিলভাবে কোন কর্ম্ম করিয়া না থাকিলে ও আদালতের নিযুক্ত গ্রাহকের

হস্তে আপনার সকল সম্পত্তি সমর্পণ করিলে তাঁহাকে মুক্ত করা যাইবে।

সেই জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা গেলে পর, ডিক্রীমত খাতক তদ্রূপ প্রার্থনা করিবার মানস জানাইলে, ও কোন সময়ে আহ্বান করা গেলেই উপস্থিত হইবেন ও ৩৪৪ ধারা-মতে ঋণশোধ করিবার অক্ষম বলিয়া নির্ণয় হওয়ার নিমিত্ত এক মাসের মধ্যে প্রার্থনা করিবেন ইহার উপযুক্ত জামিন দিলে, আদালত তাঁহাকে আসেধ হইতে মুক্ত করিবেন।

কিন্তু তিনি তদ্রূপে প্রার্থনা না করিলে, আদালত সেই জামিনের টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা করিতে কিম্বা ডিক্রী জারীক্রমে তাঁহাকে জেলে পাঠাইতে পারিবেন ইতি।*

---

* কাছারি বন্দ থাকার দিনেও দায়ীক গ্রেপ্তার হইতে পারিবে এবং রাত্রিতেও গ্রেপ্তার করিবার বাধা থাকিল না। সূর্য্য অস্ত হইতে সূর্য্য উদয় পর্য্যন্ত অর্থাৎ রাত্রিকালে প্যাদা দায়ীককে গ্রেপ্তার করিবার জন্য কোন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। সুতরাং অন্য সময়ে প্রবেশ করিবার বাধা নাই বুঝিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে এমন বিজ্ঞাপন দিতে পারিবেন যে দায়ীক গ্রেপ্তার হইয়া আদালতে নীত হইলে আদালত তাহাকে বলিবেন যে তুমি ২০ অধ্যায়ের বিধানমতে যোত্রহীন ঋণী বলিয়া প্রার্থনা করিতে পার, কিন্তু বিজ্ঞাপন প্রচার না হইলে আদালত এই কথা দায়ীককে বলিতে বাধ্য নহেন। দায়ীক যদি ঐরূপ প্রার্থনা করিতে সম্মত হয় তবে উপ-যুক্ত জামিন লইয়া তাহাকে খালাস দিতে হইবে, পরে ঐরূপ প্রার্থনা না করা হইলে জামীনদার হইতে টাকা ডিক্রী জারিতে আদায় হইবে। কিন্তু ঐ প্রার্থনা যখন উর্দ্ধ আদালতে হইবে তখন নিম্ন আদালতে দায়ীক খালাস হইয়া গেলে সে এক মাসের মধ্যে প্রার্থনা করিল কিনা ইহার তত্ত্ব নিম্ন আদা-লত কিরূপে জানিবেন তাহার স্পষ্ট বিধান থাকিল না। বলা বাহুল্য যে কেবল টাকার ডিক্রীর সম্বন্ধে এই যোত্রহীনতার দরখাস্ত খাটে।

ধরিয়া আনিবার পরওয়ানায় ডিগ্রীমত খাতককে
আনিবার আজ্ঞা থাকার কথা।

৩৩৭ ধারা। ডিক্রীমত খাতককে ধরিবার প্রত্যেক পর-ওয়ানায় ঐ পরওয়ানা জারীর কার্য্যকারকের প্রতি এই আজ্ঞা থাকিবে যে, ডিক্রীমত খাতকের যত টাকা দিবার আজ্ঞা হইল তিনি সুদ সুদ্ধ, ও খরচার দায়ী হইলে খরচা সুদ্ধ, সেই টাকা না দিলে, তাঁহাকে সুবিধামতে ত্বরায় আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করেন ইতি।

যে হারে খোরাকী পাওয়া হইবে তাহার কথা।

৩৩৮ ধারা। ডিক্রীমত খাতকদের শ্রেণী ও বংশ ও জাতি বিবেচনায় মাসে মাসে তাঁহাদের খোরাকী যে হারে দিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে ইহার ফর্দ্দ নিরূপণ করিবেন ইতি।

ডিগ্রীমত খাতকের খোরাকীর কথা।

৩৩৯ ধারা। (৮। ২৭৬) ডিক্রীমত খাতকের ধৃত হওনের সময়াবধি যত দিন তাঁহাকে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করান যাইতে না পারে, বিচারপতি পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট ফর্দ্দ অনুসারে তাঁহার তত দিনের খোরাকীর যত টাকা প্রচুর বোধ করেন, ডিক্রীদার আদালতে তত টাকা না দিলে, যত কাল না দেন তত কাল ডিক্রীমত খাতককে ডিক্রী জারী ক্রমে ধরা যাইবে না।

ডিক্রীমত খাতককে ডিক্রী জারীক্রমে কারাবদ্ধ করা গেলে, পূর্ব্বোক্ত ফর্দ্দ অনুসারে মাসে২ তাঁহার যত খোরাকী পাইবার অধিকার থাকে আদালত ইহা নির্দ্ধার্য্য করিবেন, কিম্বা তদ্রূপ ফর্দ্দ নির্দ্ধারিত না থাকিলে ঐ ব্যক্তি যে শ্রেণীর

লোক হন তদ্বিবেচনায় আদালত যত টাকা প্রচুর বোধ করেন তাঁহার মাসিক তত টাকা খোরাকী ধার্য্য করিবেন।

যে পক্ষের প্রার্থনামতে ডিগ্রী জারী করা যায়, তিনি প্রতি মাসের প্রথম দিনের পূর্ব্বে আদালতের উপযুক্ত কার্য্যকারকের হাতে আদালতের নির্দ্ধারিতমতে ঐ মাসের খোরাকী অগ্রিম দিবেন।

চলিত মাসের যত দিন বাকী থাকে, প্রথমবার তত দিনের খোরাকী, ডিগ্রীমত খাতককে কারাবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে দিতে হইবে।*

ডিগ্রীর টাকার উপর খোরাকী চড়াইয়া দিবার কথা।

৩৪০ ধারা। (৮। ২৭৯) কারাবদ্ধ ডিক্রীমত খাতকের খোরাকীর জন্যে ডিক্রীদার যত টাকা দেন, তাহা মোকর্দ্দমার খরচা বলিয়া জ্ঞান হইবে।

কিন্তু উক্ত খোরাকির টাকার নিমিত্তে ডিক্রীমত খাতককে কারাগারে আটক রাখা কি ধৃত করা যাইবে না ইতি।

ডিক্রীমত খাতককে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৩৪১ ধারা। (৮। ২৭৮) নিম্নলিখিত স্থলে ডিক্রীমত খাতককে কারা হইতে মুক্ত করা যাইবে,—

(ক) ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণরূপে শোধ হইলে, কিম্বা

(খ) যে ব্যক্তির প্রার্থনামতে তাঁহাকে কারাবদ্ধ করা গেল তাঁহার প্রার্থনামতে, কিম্বা

---

* গ্রেপ্তার হওয়ার সময় হইতে আদালতে উপস্থিত হওয়ার সময় পর্য্যন্ত যত খোরাকী দায়ীকের লাগিবার সম্ভব তাহা পূর্ব্বাহ্নে আদালতে দাখিল হও আবশ্যক।

(গ) ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞানুসারে খোরাকী দিতে ত্রুটি করিলে, কিম্বা।

(ঘ) পশ্চাৎ লিখিত বিধানানুসারে ডিক্রীমত খাতককে ঋণ শোধ করিতে অক্ষম বলিয়া প্রকাশ করা গেলে, কিম্বা,

(ঙ) ৩৪২ ধারামতে তাঁহার কারাবদ্ধ থাকার নিরূপিত মিয়াদ পূর্ণ হইলে।

পরন্তু এই ধারার উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় ও চতুর্থ স্থলে, আদালতের আজ্ঞা না হইলে ডিক্রীমত খাতককে মুক্ত করা যাইবে না।

ডিক্রীমত খাতককে এই ধারামতে মুক্ত করা গেলেও তিনি তদ্ধেতুক ঋণহইতে মুক্ত হন না, কিন্তু যে ডিক্রী জারী ক্রমে কারাবদ্ধ করা গেল তাঁহাকে সেই ডিক্রী ক্রমে আবার ধরা যাইতে পারিবে না ইতি।*

ছয় মাসের অধিক কাল কারাবদ্ধ না থাকার কথা।

৩৪২ ধারা। (৮। ২৭৮) ডিক্রী জারীক্রমে কোন ব্যক্তি ছয় মাসের অধিককাল কারাবদ্ধ হইবেন না।

---

* এই ধারার ভাষাটীতে কিঞ্চিৎ দোষ আছে। ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণ আদায় হইলে দায়ীক খালাস হইবে এই ধারাতেই বিধান হইল, অথচ এই ধারার শেষ ভাগে লেখা থাকিল যে ডিক্রীমত খাতককে এই ধারামতে মুক্ত করা গেলেও তিনি তদ্ধেতুক ঋণ হইতে মুক্ত হন না সুতরাং বাক্যার্থ ধরিলে ইহাই বলিতে হয় যে ডিক্রীর টাকা পরিশোধ হইলেও দায়ীক ঋণ হইতে মুক্ত হন না। বাস্তবিক অর্থ এই যে এই ধারার ১ ম প্রকরণ ভিন্ন অন্য প্রকরণমতে মুক্ত হইলে খাতককে ঋণ মুক্ত মনে করিতে হইবে না।

যে স্থলে ছয় সপ্তাহের অধিককাল কারাবদ্ধ
না থাকিবেন তাহার কথা।

ও ৫০ পঞ্চাশ টাকার অনধিকের ডিক্রী হইলে, ছয়
সপ্তাহের অধিককাল কারারুদ্ধ হইবেন না ইতি। *

পরওয়ানার পৃষ্ঠলিপির কথা।

৩৪৩ ধারা। (৮। ২২২) পরওয়ানা জারী করিতে যে কার্য্যকারককে দেওয়া যায়, তিনি যে দিনে ও যে প্রকারে তাহা জারী করিলেন, পরওয়ানার পৃষ্ঠে এই এই কথা, এবং পরওয়ানা ফিরিয়া আনিবার নির্দ্ধারিত শেষ দিন অতীত হইয়া থাকিলে বিলম্বের কারণ, কিম্বা জারী না হইয়া থাকিলে জারী না হওয়ার কারণ লিখিয়া, সেই পৃষ্ঠলিপি সহিত ঐ পরওয়ানা আদালতে ফিরিয়া দিবেন।

উক্ত কার্য্যকারক পরওয়ানা জারী করিতে পারিলেন না এই মর্ম্মের পৃষ্ঠলিপি থাকিলে, আদালত তাঁহাকে শপথ করাইয়া তাহার সেই কথিত অক্ষমতার বিষয়ে পরীক্ষা লইবেন, ও উচিত বোধ করিলে সেই অক্ষমতা বিষয়ক সাক্ষিদিগকে সমন করিয়া তাঁহাদের সাক্ষ্য লইতে পারিবেন ও সেই পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করিবেন ইতি। †

---

* কোন প্রকার মোকদ্দমাতে কোন দায়ীকই ৬ মাসের ঊর্দ্ধ কারাগারে থাকিবে না এবং ৫০ টাকার অনধিক টাকার ডিক্রী হইলে ঊর্দ্ধসংখ্যা ৬ সপ্তাহমাত্র কারাগারে থাকিবে। পূর্ব্ব আইন হইতে এক্ষণকার আইন দায়ীকের অনুকূল বটে।

† অতঃপর গ্রেপ্তারি পরওয়ানা জারি না হইলে কিজন্য জারি হইতে পারিল না এই বিষয় আদালতকে বিশেষ তদন্ত করিতে হইবে।

বিংশ অধ্যায়।

ডিক্রীমত খাতক ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হইলে তদ্বিষয়ক বিধি।

ঋণশোধ করিতে অক্ষম বলিয়া নির্ণয় হইবার প্রার্থনা করণের ক্ষমতার কথা।

৩৪৪ ধারা। টাকার ডিক্রী জারীক্রমে কোন ব্যক্তিকে ধৃত কি কারাবদ্ধ করা গেলে, তিনি ঋণ শোধ করিতে অক্ষম বলিয়া নির্ণীত হওয়ার প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে পারিবেন।

জিলার যে আদালত তাঁহাকে ধৃত কিম্বা কারাবদ্ধ করিতে আজ্ঞা করিলেন সেই আদালতে, কিম্বা জিলার আদালত হইতে ঐ আজ্ঞা না হইলে, যে আদালত ঐ আজ্ঞা করিলেন তাহা যে জিলার আদালতের অধীন সেই আদালতে, ঐ প্রার্থনা করিতে হইবে ইতি। *

প্রার্থনাপত্রের মর্ম্মের কথা।

৩৪৫ ধারা। ঐ প্রার্থনাপত্রে এই২ কথা লেখা থাকিবে

(ক) ঐ ব্যক্তিকে ধৃত কি কারাবদ্ধ করা গেল, ও যে আদালতের আজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে ধৃত কি কারাবদ্ধ করা যায়, ও তিনি যে স্থানে কারাবদ্ধ আছেন এই২ কথা।

---

* বিবাদীর খরচার জন্য বাদী কারাবদ্ধ হইলে বাদী মুক্ত হইবার দরখাস্ত করে, অবধারিত হইল যে যোত্রহীনতার বিধান বাদীর পক্ষে খাটে না। ১০ বাঃ লাঃ রিঃ ২৭ পরিশিষ্ট। কিন্তু পূর্ব্ব আইনে "বিবাদীর" প্রার্থনার কথা লিখা ছিল এই ধারাতে "কোন ব্যক্তি" শব্দ প্রয়োগ আছে সুতরাং ঐ নজীরটী এখন খাটিবে কিনা সন্দেহ। এই অধ্যায়ের নিয়মগুলি নূতন কিন্তু সহজ।

(খ) তাঁহার যত ও যেং প্রকারের সম্পত্তি আছে তাহার বিশেষ কথা ও টাকাভিন্ন তদ্রূপ কোন সম্পত্তির মূল্য।

(গ) যে বা যেং স্থানে ঐ সম্পত্তি পাওয়া যাইবে এই কথা।

(ঘ) তাঁহার সেই সম্পত্তি আদালতের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক হওয়ার কথা।

(ঙ) তাঁহার উপর যে সকল টাকার দাওয়া থাকে, তাহা সর্ব্বসুদ্ধ সবিশেষ কত টাকা এই কথা।

(চ) তাঁহার মহাজনদের নাম ও বাসস্থান যতদুর জানেন কি জানিয়া লইতে পারেন তত দূর ঐ কথা ইতি।

ঐ প্রার্থনাপত্রে স্বাক্ষরকরণের ও সত্যাকরণের কথা।

৩৪৬ ধারা। পূর্ব্ব বিধানে আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবার ও সত্যাকরণের কথা লিখিবার যেং আজ্ঞা আছে, প্রার্থক সেই প্রকারে ঐ প্রার্থনাপত্রেও স্বাক্ষর করিয়া সত্যাকরণের কথা লিখিবেন ইতি।

ডিক্রীদারকে প্রার্থনাপত্রের নকল ও নোটিস দিবার কথা।

৩৪৭ ধারা। আদালত ঐ প্রার্থনা শুনিবার দিন নিরূপণ করিয়া, ঐ প্রার্থনাপত্রের নকল ও তাহা যে সময়ে ও স্থানে শুনা যাইবে ইহার লিখিত নোটিস আদালতঘরে লাগাইয়া দিবেন, ও যে ডিক্রীজারীক্রমে উক্ত প্রার্থককে ধৃত কি কারাবদ্ধ করা যায়, ঐ প্রার্থকের খরচে ঐ ডিক্রীদারের কিম্বা তাঁহার উকীলের নামে, ও প্রার্থনাপত্রে অন্য কোন মহাজনদের নাম লেখা থাকিলে তাঁহাদের নামে জারী করাইবেন।

আদালত বিহিত বোধ করিলে, যে রাজকীয় গেজেটে

ও প্রকাশ্য সম্বাদপত্রে উচিত বোধ করেন, প্রার্থকের খরচে সেই২ পত্রেও ঐ প্রার্থনাপত্র প্রকাশ করাইতেপারিবেনইতি

অন্য মহাজনদিগকে নোটিস দিবার ক্ষমতার কথা।

৩৪৮ ধারা। আরো অন্য কোন ব্যক্তি আপনাকে প্রার্থকের মহাজন বলিয়া জানাইলে, ও প্রার্থনাপত্রের বিষয় আপনার কথা শুনা যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, আদালত বিহিত বোধ করিলে তাঁহারও নামে সেই প্রকারের নকল ও নোটিস জারী করাইতে পারিবেন ইতি।

আসিদ্ধ প্রার্থকের বিষয়ে আদালতের ক্ষমতার কথা।

৩৪৯ ধারা। প্রার্থককে আটক রাখা গেলে, আদালত ৩৫০ ধারামতে শ্রবণের অপেক্ষায়, তাঁহাকে তৎকালেই কারাগারে রাখিতে আজ্ঞা দিতে, কিম্বা পরওয়ানা জারী করিবার ভার যে কার্য্যকারককে দেওয়া গেল তাঁহারই হেফাজতে থাকিতে দিতে পারিবেন ইতি।

শ্রবণের সময়ে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৫০। যে ব্যক্তিদিগকে ঐ নোটিস দেওয়া যায়, আদালত সেই নিরূপিত দিনে, কিম্বা তৎপশ্চাৎ ঐ বিষয় শুনিবার অন্য দিন নিরূপণ করিলে সেই দিনে, তাঁহাদের কি তাঁহাদের উকীলদের সাক্ষাৎ প্রার্থকের তৎকালীন অবস্থার বিষয়ে ও ভাবিকালে টাকা শোধ করিবার সঙ্গতি বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন, ও উক্ত ডিক্রীদার ও প্রার্থনাপত্রের উল্লিখিত অন্য মহাজনেরা ও অন্য যে ব্যক্তিরা আপনাদিগকে মহাজন বলিয়া জানাইলেন তাঁহারা প্রার্থকের মুক্ত হওয়ার বিপক্ষে যাহা বলিতে চাহেন তাহাও শুনিবেন,

এবং ঋণ শোধ করিতে অক্ষম বলিয়া প্রার্থকের নির্ণয় হওয়ার কোন অধিকার নাই উক্ত ডিক্রীদার ও অন্য মহাজনেরা কি ব্যক্তিরা ইহা দেখাইবার প্রমাণ যেন উপস্থিত করেন, এই নিমিত্ত আদালত বিহিত বোধ করিলে তাঁহাদিগকে অবকাশ দিতে পারিবেন ইতি।

ঋণ শোধ করণের ক্ষমতা প্রকাশ করণের ও গ্রাহককে
নিযুক্ত করিবার কথা।

৩৫১ ধারা। (ক) প্রার্থনা পত্রের লিখিত সকল কথা বাস্তবে সত্য,

(খ) যে ডিক্রী জারী ক্রমে প্রার্থককে ধরা কি কারাবদ্ধ করা যায় ঐ ডিক্রী যে মোকর্দ্দমায় করা গেল সেই মোকর্দ্দমা উপস্থিত হওনের পর ও তৎপশ্চাৎ কোন সময়ে তিনি মহাজনদিগকে বঞ্চিত করিবার কল্পনায় আপনার সম্পত্তির কোন অংশ লুকাইয়া রাখেন নাই ও হস্তান্তর কি স্থানান্তর করেন নাই,

(গ) আপনাকে সমস্ত ঋণশোধ করিতে অক্ষম জানিয়া দুঃসাহসে ঋণ গ্রহণ করেন নাই, কিম্বা মহাজনদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে টাকা দিয়া কিম্বা সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া অন্যায়মতে এক মহাজন অপেক্ষা অন্যকে অগ্রগণ্য করেননাই

(ঘ) ও প্রার্থনাপত্রের বিষয় লইয়া কুটিলভাবের অন্য কোন কর্ম্ম করেন নাই,

আদালত ইহা সুবোধমতে জানিলে, তাঁহাকে ঋণ শোধ করণাক্ষম বলিয়া নির্ণয় করিতে পারিবেন ও উচিত বোধ করিলে তাঁহার সম্পত্তিগ্রাহক নিযুক্ত হইবার আজ্ঞা করিবেন,

কিম্বা সম্পত্তি গ্রাহককে নিযুক্ত না করিলে ঋণ শোধ করণাক্ষম ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করিতে পারিবেন ইতি। *

মহাজনদের প্রাপ্যের প্রমাণ করিতে হইবার কথা।

৩৫২ ধারা। পরে প্রার্থনাপত্রের উল্লিখিত মহাজনেরা, এবং অন্য ব্যক্তিরা ঐ ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির মহাজন বলিয়া আপনাদিগকে জানাইলে তাঁহারা, ঐ ব্যক্তির উপর যত টাকার দাওয়া রাখেন তাহার ও আপন২ দাওয়ার সবিশেষ কথার প্রমাণ উপস্থিত করিবেন। এবং যাঁহারা ঐ ঋণ

তফসীল করিবার কথা।

শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির মহাজন বলিয়া আপনাদিগকে ও আপন২ প্রাপ্য সপ্রমাণ করেন, আদালত আজ্ঞাক্রমে তাঁহাদিগকে নির্ণয় করিবেন ও তাঁহাদিগের নামের ও ঋণের তফসীল প্রস্তুত করিবেন, ও ৩৫১ ধারামতে যে নির্ণয় করা যায়, উক্ত প্রত্যেক মহাজনের উক্ত ঋণসম্পর্কে ঐ নির্ণয়টি ঐ ২ মহাজনদের সপক্ষ ডিক্রী বলিয়া জ্ঞান হইবে।

---

* (ক) সামান্য ইতর বিশেষ দেখাইতে পারিলেই হইবে না, স্থূল কথা সত্য হইলেই যথেষ্ট। (খ) নালীশ রুজুর পরে সম্পত্তি হস্তান্তর করা হইলেই দোষ কিন্তু নালীশ রুজুর সম্ভাবনা জানিয়া হস্তান্তর করিয়া থাকিলেও দায়ীক অব্যাহতি পাইবে। (গ) পরিশোধ করিবার সাধ্য নাই জানিয়া দেনা করিলে অব্যাহতি নাই এবং অনেক মহাজনের মধ্যে এক জন মহাজনের দেনা পক্ষপাত করিয়া পরিশোধ করিলেও অব্যাহতি নাই। (ঘ) বাদী কোন বিধবা হইতে সম্পত্তি পাইয়া বিবাদীর নামে নালীশ করিলে বিবাদী নিতান্ত অন্যায় রূপে ঐ বিধবার চরিত্র সম্বন্ধে দোষারোপ করাতে শ্রীযুক্ত ফিয়ার সাহেব বলেন যে এইরূপ কদর্য্য আপত্তি 'কুটিল ভাবের' মধ্যে গণ্য। শ্যামাসুন্দরীর মোকদ্দমা দ্রষ্টব্য। এই নজীরের বিরুদ্ধ নজীর ইদানীং হইয়াছিল তথাপি ব্যবস্থাপক সমাজ স্পষ্টাক্ষরে কহিয়া দিতেছেন যে দাযীকের প্রার্থনা পত্র সম্বন্ধে কোন 'কুটিলতা, আছে কিনা কেবল তাহাই দেখিতে হইবে।

উক্ত প্রত্যেক তফসীলের নকল আদালত ঘরে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

কুঠি ঋণশোধ করিতে অক্ষম হইলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে ঐ কুঠীর কোন অংশী, কিম্বা ঋণ শোধকরণের অক্ষমতার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি, ঐ কুঠির মহাজনদের প্রতিযোগী হইয়া স্বীয় প্রাপ্যের প্রমাণ করিতে স্বত্ত্ববান হইবেন না ইতি।

মহাজনদের প্রার্থনাপত্রের কথা।

৩৫৩ ধারা। ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির কোন মহাজনের নাম ঐ তফসীলে লেখা না থাকিলে, তিনি ঐ তফসীল প্রকাশ হওনের তারিখঅবধি তিন মাসের মধ্যে, ঐ ব্যক্তির স্থানে আপনার যত টাকার দাওয়া থাকে তাহার ও ঐ দাওয়ার বিশেষ কথার প্রমাণ উপস্থিত করণার্থে, ও ঋণ শোধ করণাক্ষম ঐ ব্যক্তির মহাজন বলিয়া আপনাকে প্রমাণ করিলে সেই প্রমাণীকৃত ঋণের উপলক্ষে মহাজন বলিয়া ঐ তফসীলে আপনার নাম লেখাইবার আজ্ঞা হওনার্থে, আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ঐ তফসীলে যে মহাজনের নাম লেখা থাকে, তাঁহার প্রাপ্য বলিয়া যত টাকা কিম্বা ঋণের ভাব কি বৃত্তান্ত ধরিয়া যে কথা লেখা গেল তদ্বিষয়ে ঐ তফসীল পরিবর্ত্তন করণার্থে, কিম্বা অন্য মহাজনের নাম উঠাইয়া দেওনার্থে, কিম্বা অন্য মহাজনের প্রাপ্য বলিয়া যত টাকা কিম্বা ঐ ঋণের ভাব কি বৃত্তান্ত ধরিয়া যে কথা লেখা গেল তদ্বিষয়ে ঐ তফসীল পরিবর্ত্তন করণার্থে, ঐ তফসীল প্রকাশ হওনের পর তিন মাসের মধ্যে আদালতের আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে কোন প্রার্থনা করা গেলে, আদালত ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির ও অন্য মহাজনদের নামে যেং নোটিস জারী করা উচিত বোধ করেন প্রার্থকের খরচে তাহা জারী করিয়া, ও তাঁহারা আপত্তি করিলে সেই আপত্তি শুনিয়া, ঐ প্রার্থনামতে কার্য্য করিবেন কিম্বা তাহা অগ্রাহ্য করিবেন ইতি।

গ্রাহককে নিযুক্ত করিবার আজ্ঞার ফলের কথা।

৩৫৪ ধারা। ৩৫১ ধারামতে যে প্রত্যেক আজ্ঞা করা যায়, তাহা রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে ও তাহার এই ফল হইবে যে (২৬৬ ধারার প্রথম উপবিধির নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যভিন্ন) ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তি, তাঁহার প্রার্থনাপত্রের মধ্যে ধরা গেলে বা না গেলেও, ঐ গ্রাহকের প্রতি বর্ত্তিবে ইতি।

গ্রাহকের জামিন দিয়া স্থিত আদায় করিবার কথা।

৩৫৫ ধারা। তদ্রূপে যে গ্রাহক নিযুক্ত হন তিনি আদালতের আদেশানুসারে জামিন দিয়া, পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যভিন্ন ঐ সকল সম্পত্তি অধিকার করিয়া লইবেন।

ঋণশোধ করণাক্ষম ব্যক্তির মুক্ত হওয়ার কথা।

ও ঋণ শোধ করণাক্ষম ঐ ব্যক্তি তাঁহার অধিকারে ঐ সকল বিষয় দিয়াছেন, কিম্বা তৎপক্ষে যাহা করিতে পারিলেন তাহাই করিয়াছেন, গ্রাহক এই মর্ম্মের সর্টিফিকট লিখিয়া দিলে, আদালত কোন নিয়ম করা উচিত বোধ করিলে সেই নিয়মানু... ঋণ শোধ করণাক্ষম ঐ ব্যক্তিকে আসেধহইতে কিম্বা বিষয়বিশেষে কারাগারহইতে মুক্ত করিয়া দিতে পারিবেন ইতি।

গ্রাহকের ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

৩৫৬ ধারা। গ্রাহক আদালতের আদেশানুসারে,

(ক) সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া টাকা তুলিবেন।

(খ) গবর্ণমেণ্টের নিকট ঋণ শোধ করণাক্ষম ঐ ব্যক্তির ঋণ ও অর্থদণ্ড ও দণ্ড দেয় হইলে, ঐ টাকাহইতে তাহা শোধ করিবেন।

(গ) উক্ত ডিক্রীদারের খরচা দিবেন।

(ঘ) তফসীলে যে২ ব্যক্তিদের নাম লেখা আছে তাঁহাদের এক জনকে অন্যের অগ্রগণ্য না করিয়া প্রত্যেক জনের প্রাপ্য অনুসারে হারহারীমতে অবশিষ্ট টাকা বিলি করিবেন।

তাঁহার পারিশ্রমিক পাইবার স্বত্বের কথা।

যে অবশিষ্ট টাকা তদ্রূপে বিলি করা যায় তাহার উপর আদালত শতকরা পাঁচ টাকার অনধিক যত নির্দ্ধার্য্য করেন ঐ গ্রাহক আপনার উক্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার পারিশ্রমিক বলিয়া তত টাকা কমিশ্যন লইবেন, (ও যে কমিশ্যন লন

উদ্বর্ত্ত দেওনের কথা।

তাহাও ঐ বিলি করা টাকা বলিয়া জ্ঞান হইবে) ও উদ্বর্ত্ত থাকিলে ঋণশোধ করণাক্ষম ঐ ব্যক্তিকে কিম্বা তাঁহার আইন মত স্থলাভিষিক্তকে দিবেন ইতি।

মুক্ত হওয়ার ফলের কথা।

৩৫৭ ধারা। ঋণ শোধ করণাক্ষম ব্যক্তিকে ৩৫৫ ধারামতে মুক্ত করা গেলে, ঐ তফসীলের উল্লিখিত কোন ঋণ হেতুক তাঁহাকে ধরা কি কারাবদ্ধ করা যাইবে না। কিন্তু তফসীলের লিখিত মহাজনেরা তাঁহার বিপক্ষে যে২ ডিক্রী পাইয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে সাধন না হওন কিম্বা সাধন

করা অসাধ্য না হওন পর্য্যন্ত ৩২৮ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া, ২৬৬ ধারার প্রথম উপবিধির নির্দ্দিষ্ট বিশেষ দ্রব্য ও গ্রাহকের হস্তগতদ্রব্যভিন্ন, তিনি তৎপূর্ব্বে বা তৎ পশ্চাৎ যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হন তাহা আদালতের আজ্ঞাক্রমে ক্রোক ও নীলাম হইবার যোগ্য থাকিবে ইতি।

আদালত যে স্থলে ঋণশোধ করণাক্ষম ব্যক্তিকে আর দায় হইতে মুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৩৫৮ ধারা। তফসীলের লিখিত ঋণ মোটে ২০০ দুই শত টাকা কি তাহার কম হইলে, ঋণশোধ করণাক্ষম যে ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্তমতে মুক্ত করা যায় আদালত তাঁহাকে সেই সকল ঋণের উপলক্ষে অন্য দায়হইতে মুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন ইতি। *

প্রার্থকের কুটীল চরণ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৫৯ ধারা। ৩৫০ ধারানুযায়ি শ্রবণ সময়ে প্রার্থক,

(ক) যে প্রার্থনাপত্র দিলেন তন্মধ্যে আপনার ঋণের, কিম্বা অধিকৃত কি সম্ভাবিত কিম্বা আপনার পক্ষে অন্যের নিকট ন্যস্ত সম্পত্তির বিষয়ে ইচ্ছা করিয়া কোন মিথ্যা কথা কহনের অপরাধী আছেন, কিম্বা

(খ) প্রতারণা করিয়া কোন সম্পত্তি গোপন রাখিলেন

---

* যদি দুই কিম্বা তিন জন মহাজনের কাছে দায়ীকের যে দেনা থাকে তাহা মোটে ২০০ টাকার অধিক না হয় তবে সে দায়ীক এককালে ঋণের দায় হইতে মুক্ত হইবে। কিন্তু ইহাদ্বারা এমন বুঝিতে হইবে না যে তাহার দখলে তখন যে সম্পত্তি থাকিবে তাহা নীলাম হইতে পারিবে না। ইহার অর্থ এই যে ভবিষ্যতে ঐ দায়ীক আর যে সম্পত্তি উপার্জ্জন করিবে তাহা ঐ দেনার ন্যায় ক্রোক হইতে পারিবে না।

কি হস্তান্তর কি স্থানান্তর করিলেন, কিম্বা

(গ) প্রার্থনাপত্রের বিষয়সম্পর্কে কুটিলভাবে অন্য কোন কর্ম্ম করিলেন,

ইহা প্রমাণ হইলে, তাঁহার কোন মহাজনের অনুরোধে আদালত কারাগারে দেওনের তারিখ অবধি তাঁহার এক বৎসরের অনধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

কিম্বা আদালত উচিত বোধ করিলে, তাঁহাকে লইয়া আইনমত কার্য্য হওয়ার নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইতে পারিবেন ইতি।

অন্যান্য আদালতের প্রতি জিলার আদালতের ক্ষমতা প্রদান করিবার ও মোকদ্দমা স্থানান্তর করিয়া দিবার কথা।

৩৬০ ধারা। ৩৪৪ অবধি ৩৫৯ পর্য্যন্ত সকল ধারাক্রমে জিলার নানা আদালতের প্রতি যে সকল ক্ষমতা প্রদান করা গেল, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া জিলার আদালতভিন্ন অন্য কোন আদালতের প্রতিও সেই২ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন, ও ৩৪৪ ধারামতে যে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করা যায় জিলার জজ সাহেব আপনার জিলার অন্তর্গত সেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আদালতে ঐ মোকর্দ্দমা হস্তান্তর করিয়া দিতে পারিবেন।

তদ্রূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আদালতের ডিক্রীজারী ক্রমে ধৃত কোন ব্যক্তি ৩৪৪ ধারামত কোন প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিলে, ঐ আদালত ঐ প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে পারিবেন ইতি।

দ্বিতীয় ভাগ।

নৈমিত্তিক কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি।

একবিংশ অধ্যায়।

কোন পক্ষের মৃত্যু কি বিবাহ কি ঋণশোধ করণের অক্ষমতা হইলে, তদ্বিষয়ক বিধি।

এক পক্ষের মৃত্যু হইলেও নালিশ করিবার হেতু প্রবল থাকিলে, মোকদ্দমা রহিত না হইবার কথা।

৩৬১ ধারা। (৮। ৯৯) বাদির কি প্রতিবাদির মৃত্যু হইলেও যদি নালিশ করিবার হেতু প্রবল থাকে, তবে মোকর্দ্দমা রহিত হইবে না ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ, বলরাম ও চন্দ্রের নিকট এই নিয়ম করেন যে, চন্দ্র যত দিন বাঁচিয়া থাকেন তত দিন বলরামকে বার্ষিক বৃত্তি দিব। আনন্দের স্থানে ঐ টাকা পাইবার নিমিত্ত বলরাম ও চন্দ্র তাঁহার নামে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। ডিক্রীর পূর্ব্বে বলরামের মৃত্যু হয়। এমত স্থলে চন্দ্রের পক্ষে নালিশের হেতু প্রবল থাকে, ও মোকদ্দমা রহিত হইবে না।

(খ) উক্ত উদাহরণের স্থলে, ডিক্রীর পূর্ব্বে উভয় পক্ষের সকল ব্যক্তি মরিলেও বলরামের ও চন্দ্রের উত্তরজীবির স্থলাভিষিক্তের পক্ষে নালিশের হেতু প্রবল আছে ও তিনি

আনন্দের স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ঐ মোকর্দ্দমা চালাইতে পারিবেন।

(গ) আনন্দ অপবাদ করণ হেতুক বলরামের নামে নালিশ করিলেন। আনন্দ মরিলে নালিশ করণের হেতু প্রবল থাকে না ও মোকদ্দমা রহিত হইবে।

(ঘ) মিতাক্ষরার ব্যবস্থামতে সাধারণ হিন্দু পরিবারের অন্তর্গত আনন্দ নামক এক ব্যক্তি পরিবারীয় সম্পত্তি বণ্টন করণার্থে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। আনন্দ উত্তরাধিকারী স্বরূপ বলরাম নামক অপ্রাপ্ত ব্যবহার সন্তানকে রাখিয়া মরিলে বলরামের পক্ষে নালিশ করিবার হেতু প্রবল থাকে ও মোকর্দ্দমা রহিত হইবে না। *

অনেক জন বাদির কি প্রতিবাদির মধ্যে এক জনের মৃত্যু হইলেও নালিশের হেতু প্রবল থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠানের কথা।

৩৬২ ধারা। (৮। ১০০) দুই কি তদধিক জন বাদী প্রতিবাদী থাকিলে, ও তাঁহাদের কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলেও যদি কেবল অবশিষ্ট বাদির কি বাদিদের পক্ষে, কিম্বা কেবল অবশিষ্ট প্রতিবাদির কি প্রতিবাদিদের বিপক্ষে নালিশের হেতু প্রবল থাকে, তবে আদালত মোকর্দ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে সেই মর্ম্মের কথা লেখাইবেন, এবং অবশিষ্ট বাদির কি বাদি-

---

* এই ধারাতে নালীশের কারণ শব্দে নালীশ উপস্থিত করিবার স্বত্ব বুঝিতে হইবে। চন্দ্র মোহন দত্ত বং বিশ্বম্ভর লাহা। ১ বাঃ লাঃ রিঃ ৪২। আনন্দ ও বলরাম এজমালী ভূমির মালিক থাকিয়া এক জন অনধিকার প্রবেশ কারীর নামে নালীশ করে, তৎপরে বলরামের মৃত্যু হয় অবধারিত হইল যে নালীশের কারণ আনন্দের পক্ষে প্রবল থাকিল। ঐ নজীর।

দের যত্নে কিম্বা অবশিষ্ট প্রতিবাদির কি প্রতিবাদিদের নামে মোকদ্দমা চলিবে ইতি।

অনেক বাদির মধ্যে এক জন মরিলে ও উত্তরজীবীদের এবং মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্তের পক্ষে নালিশের হেতু প্রবল থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠানের কথা।

৩৬৩ ধারা। (৮। ১০১) দুই কি তদধিক জন বাদী থাকিলে ও তাঁহাদের এক জন মরিলে যদি নালিশের হেতু কেবল উত্তরজীবী বাদির কি বাদিদের পক্ষে প্রবল না হইয়া মৃত বাদির আইনমত স্থলাভিষিক্তের সংযোগে ঐ বাদির কি বাদিদের পক্ষে প্রবল থাকে, তবে আদালত ঐ আইনমত স্থলাভিষিক্তের প্রার্থনামতে মোকর্দ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে ঐ মৃত বাদির স্থানে ঐ স্থলাভিষিক্তের নাম লিখিতে পারিবেন, এবং অবশিষ্ট বাদির কি বাদিদের ও ঐ আইনমত স্থলাভিষিক্তের যত্নে মোকর্দ্দমা চলিবে ইতি। *

মৃত বাদির স্থলাভিষিক্ত প্রার্থনা না করিলে কার্য্যানুষ্ঠানের কথা।

৩৬৪ ধারা। (৮। ১০১) মৃত বাদির আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া কোন দাওয়াদার আদালতে প্রার্থনা না করিলে, অবশিষ্ট বাদির কি বাদিদের যত্নে মোকদ্দমা চলিবে ও মৃত ব্যক্তির আইনমত স্থলাভিষিক্ত থাকিলে তঁহাকেও এক পক্ষ করা যাইবে, ও মোকর্দ্দমায় যে ডিক্রী করা যায় সেই ডিক্রীতে তাঁহার এমত স্বার্থ থাকিবে ও তিনি এমতে

---

* ১৮৬০ সালের ২৭ আইন মতে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইলেই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য নালীশ করিবার অধিকার জন্মে এমন নহে। অওকিনীকি বং মিলেন ৮ উঃ রিঃ ১। ৩৬৩ ধারার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

আবদ্ধ হইবেন যেন উত্তরজীবী বাদির কি বাদিদের সঙ্গেং তাঁহারও যত্নে মোকদ্দমা চলিল ইতি।*

একই বাদির কিম্বা অবশিষ্ট একই বাদির মৃত্যু হইলে কার্য্যানুষ্ঠানের কথা।

৩৬৫ ধারা। (৮। ১০২) একই বাদির কিম্বা অবশিষ্ট একই বাদির মৃত্যু হইলে ও নালিশের হেতু প্রবল থাকিলে, আদালত সেই মৃত ব্যক্তির আইনমত স্থলাভিষিক্তের প্রার্থনা মতে মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে ঐ বাদির স্থানে তাঁহার নাম লেখাইতে পারিবেন, তাহা হইলে মোকদ্দমা চলিবে ইতি। †

মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত প্রার্থনা না করিলে, মোকদ্দমা রহিত হইবার কথা।

৩৬৬ ধারা। (৮। ১০২) মৃত বাদির আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া কোন দাওয়াদার আদালতে তদ্রূপ প্রার্থনা না করিলে, আদালত মোকদ্দমা রহিত হওয়ার আজ্ঞা করিয়া মোকর্দ্দমার উত্তর দেওনে প্রতিবাদির যত খরচ হইল, উক্ত মৃত বাদির সম্পদহইতে তাঁহার ঐ খরচ আদায় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

---

* সাবেক আইনমতে উত্তরাধিকারী প্রার্থনা না করিলে পক্ষ ভুক্ত হইত না কিন্তু এই ক্ষণে বিধান হইল যে সে প্রার্থনা না করিলেও তাহাকে পক্ষ ভুক্তকরা যাইবে। এইধারা এবং ৩৬৬ ধারা মতে প্রার্থনা করিবার মিয়াদ মৃত্যুর তারিখ হইতে ত্রিশদিন। নূতন তমাদী অইন দ্রষ্টব্য।

† মৃত ব্যক্তি হইতে কেহ ভূমি খরিদ করিলে সেই খরিদদার তাহার বাদার মৃত্যান্তে এই ধারা অনুসারে স্থলাভিষিক্ত বলিয়া গণ্য হয় না। ৯ উঃ রিঃ ২০৬।

কিম্বা প্রতিবাদির প্রার্থনামতে আদালত বিহিত বোধ করিলে, খরচা প্রভৃতির বিষয়ে যে নিয়ম উচিত জ্ঞান করেন এমত নিয়ম করিয়া, উক্ত মৃত বাদির আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে আনাইবার কিম্বা বিবাদীয় বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করণার্থ মোকদ্দমা চালাইবার, কি ঐ দুই কার্য্যপক্ষে, অন্য যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—কোনব্যক্তি উত্তরাধিকারিত্বের সর্টিফিকট কিম্বা ঋণ আদায় করিবার সর্টিফিকট পাইলেও কেবল তৎক্রমে মৃত ব্যক্তির আইনমত স্থলাভিষিক্ত হন না। কিন্তু উক্তকোন সর্টিফিকটধারি ব্যক্তি তদ্দ্বারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে, ঐ সম্পত্তির উপলক্ষে আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া তাঁহাকে লইয়া কার্য্য হইতে পারিবে ইতি।

মৃত বাদির স্থলাভিষিক্ত কে হন, এই বিষয়ের বিবাদ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৬৭ ধারা। (৮। ১০৩) মৃত বাদির আইনমত স্থলাভিষিক্ত কে হন, এই বিষয় লইয়া কোন বিবাদ হইলে অন্য মোকদ্দমায় সেই বিষয় নির্ণয় না হওন পর্য্যন্ত আদালত মোকদ্দমা স্থগিত রাখিতে পারিবেন, অথবা মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া কাহাকে গ্রাহ্য করা যাইবে মোকদ্দমা শুনিবার সময়ে কি তৎপূর্ব্বে ইহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ইতি।

অনেক প্রতিবাদির মধ্যে এক জনের কিম্বা একই কিম্বা অবশিষ্ট একই প্রতিবাদির মৃত্যু হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৬৮। (৮। ১০৪) দুই কি তদধিক জন প্রতিবাদী

থাকিলে, ও তাঁহাদের মধ্যে এক জন ডিক্রীর পূর্ব্বে মরিলে, ও কেবল অবশিষ্ট প্রতিবাদির কি প্রতিবাদিদের বিপক্ষে নালিশের হেতু প্রবল থাকিলে,

এবং একই কিম্বা অবশিষ্ট একই প্রতিবাদির মৃত্যু হইলে ও মোকদ্দমা করিবার স্বত্ব প্রবল থাকিলে,

বাদী যাঁহাকে ঐ মৃত প্রতিবাদির আইন মত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া কহেন, ও যাঁহাকে মৃত প্রতিবাদির পরিবর্ত্তে প্রতিবাদী করিতে চাহেন, তাঁহার নাম ও বর্ণনা ও নিবাস নির্দ্দেশ করিয়া আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

তাহা হইলে, আদালত মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে ঐ প্রতিবাদির স্থানে ঐ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নাম লিখিয়া,

মোকদ্দমার উত্তর দিবার জন্যে সমনের লিখিত দিনে উপস্থিত হওনার্থে ঐ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নামে সমন দিবেন।

তাহা হইলে ঐ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির প্রথমেই এক জন প্রতিবাদী হইলেও তৎপূর্ব্বে মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের এক পক্ষ হইলে মোকদ্দমা যদ্রূপে চলিত তদ্রূপেই চলিবে।

কিন্তু যে ব্যক্তিকে তদ্রূপে প্রতিবাদী করা যায়, তিনি মৃত ব্যক্তির আইনমত স্থলাভিষিক্ত নই বলিয়া আপত্তি করিতে, অথবা উক্ত প্রকারের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া যদ্রূপ উত্তর দেওয়া উচিত তদ্রূপ উত্তর দিতে পারিবেন ইতি।

এক পক্ষ স্ত্রী হইলে তাহার বিবাহহেতুক মোকদ্দমা রহিত না হওয়ার কথা।

৩৬৯। বাদিনীর কি প্রতিবাদিনীর বিবাহ প্রযুক্ত মোকদ্দমা রহিত হইবে না। বিবাহ হইলেও মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি

না হওন পর্য্যন্ত চালান যাইতে পারিবে। ও প্রতিবাদিনীর বিপক্ষে ডিক্রী হইলে স্বামিভিন্ন কেবল তাঁহারই বিপক্ষে ঐ ডিক্রী জারী করা যাইতে পারিবে।

যে মোকদ্দমায় স্বামী আইনমতে স্ত্রীর ঋণের দায়ী হন এমত মোকদ্দমা হইলে, আদালতের অনুমতি লইয়া ঐ ডিক্রী স্বামীর বিপক্ষেও জারী করা যাইতে পারিবে। স্ত্রীর সপক্ষে ডিক্রী হইলে, ও যে বিষয়ের ডিক্রী হয় আইন মতে স্বামির সেই বিষয় পাইবার অধিকার থাকিলে, আদালতের অনুমতি লইয়া স্বামির প্রার্থনা মতে ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা হইতে পারিবে ইতি।

বাদী দেউলিয়া কিম্বা ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হইলে
মোকদ্দমা করিবার বাধা হওয়ার কথা।

৩৭০ ধারা। (৮। ১০৬) কোন মোকর্দ্দমার বাদী দেউলিয়া কিম্বা ঋণশোধ করিতে অক্ষম হইলেও, তাঁহার আসৈনী কিম্বা ৩৫১ ধারামতে নিযুক্ত গ্রাহক যদি মহাজনদের হিতার্থে ঐ মোকর্দ্দমা চালাইতে পারেন, তবে সেই মোকর্দ্দমা চালাইতে ও আদালত যে সময় নিরূপণ করেন সেই সময়ের মধ্যে মোকদ্দমার খরচার জামিন দিতে অসম্মত না হইলে, ঐ মোকদ্দমা চলিবার বাধা নাই।

আসৈনি মোকর্দ্দমা চালাইতে কি জামিন দিতে
ত্রুটি করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

আসৈনী কি গ্রাহক ঐ মোকদ্দমা চালাইতে ও আজ্ঞার নিরূপিত সময়ের মধ্যে ঐ জামিন দিতে তাচ্ছল্য কি অস্বীকার করিলে, বাদির দেউলিয়া কি ঋণ শোধ করিতে অক্ষম হওয়া প্রযুক্ত প্রতিবাদী মোকদ্দমা ডিসমিস হওয়ার প্রার্থনা

করিতে পারিবেন। এবং আদালত মোকদ্দমা ডিসমিস করিতে পারিবেন ও মোকর্দ্দমার উত্তর দেওয়াতে প্রতিবাদির যত খরচ লাগিল তাঁহার সেই খরচ পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। বাদির সম্পত্তির বিপরীত ঋণস্বরূপ ঐ খরচের প্রমাণ করিতে হইবে ইতি।

মোকর্দ্দমা রহিত হইলে উভর পক্ষের স্বত্বপক্ষে যে ফল হয় তাহার কথা।

৩৭১ ধারা। এই অধ্যায়মতে মোকদ্দমা রহিত হইলে কি ডিসমিস করা গেলে, নালিশের সেই হেতুমূলক নূতন মোক-দ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

মোকদ্দমা রহিত কি ডিসমিস করিবার আজ্ঞা অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনার কথা।

কিন্তু যে ব্যক্তি দেউলিয়া কি ঋণ শোধ করণাক্ষম মুক্ত বাদির আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া দাওয়া রাখেন, তিনি মোকদ্দমা রহিত কি ডিসমিস করণের আজ্ঞা অসিদ্ধ করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন। ও বিশিষ্ট কোন কারণে তাঁহার মোকর্দ্দমা চালাইতে বাধা হইয়াছিল ইহার প্রমাণ হইলে, আদালত খরচা প্রভৃতির যে নিয়ম উচিত জ্ঞান করেন এমত নিয়ম করিয়া মোকর্দ্দমা রহিত কি ডিসমিস হওয়ার আজ্ঞা অসিদ্ধ করিবেন ইতি।*

*মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে সম্পত্তি নিরূপণ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৭২ ধারা। অন্য কোন স্থলে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকন সময়ে কোন স্বার্থ নিরূপণ কি সৃষ্ট কি উত্তরাধিকা-রির হস্তগত করা গেলে, সকল পক্ষের সম্মতিক্রমে কিম্বা

* বিধানটী নূতন।

তাঁহাদের নামে নোটিস লিখিয়া দিলে পর, ও আপত্তি থাকিলে তাঁহাদের আপত্তি শুনিলে পর, আদালত অনুমতি দিলে, ঐ স্বার্থ যাঁহার হস্তহইতে হস্তান্তর করা যায়, মোকদ্দমার প্রযোজনানুসারে তাঁহাকেও লইয়া কিম্বা তাঁহার পরিবর্ত্তে ঐ স্বার্থপ্রাপ্ত ব্যক্তিরদ্বারা কিম্বা তাঁহার বিপক্ষে মোকর্দ্দমা চালান যাইতে পারিবে ইতি। *

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

মোকদ্দমা উঠাইয়া লওন ও আপোসে মিটাইয়া দেওন বিষয়ক বিধি।

বাদিকে একি নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি দিয়া মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথা।

৩৭৩ ধারা। (৮। ৯৭) (ক) দাঁড়ামত কোন কার্য্যের দোষ হেতুক, মোকদ্দমা অবশ্যই হারা যাইবে, কিম্বা (খ)

---

* এই ধারাতে যে "নিরূপণ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার অর্থ বুঝা কঠীন ফলতঃ এই ধারার স্থূল মর্ম্ম এই যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধারার লিখিত স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে বিরোধীয় স্বত্ব হস্তান্তরিত কি সৃষ্ট কি উত্তরাধিকারীর হস্তে গেলে ঐ সকল ব্যক্তিরা পক্ষ ভুক্ত হইতে পারিবে। কিন্তু ইহাদিগকে পক্ষভুক্ত করা সম্বন্ধে আদালত যে আদেশ করিবেন তাহার উপর আপীল চলিবে। খরিদার কে পক্ষভুক্ত করা বিধেয় নয় বলিয়া ৯উঃ রিঃ ৩০৯ পৃষ্ঠার যদুপতি চট্টোপাধ্যায়ের মোকদ্দমা এবং ৭ উঃ রিঃ পৃষ্ঠার উমাময়ীর মোঃ অবধান হইয়াছিল তাহা অতঃপর অকর্ম্মণ্য হইল। এই সঙ্গে ৩২ ধারা দ্রষ্টব্য।

বাদিকে সেই মোকদ্দমাহইতে অবসর হইবার কিম্বা দাওয়ার একাংশ ত্যাগ করিবার অনুমতি দিয়া বিবাদীয় বিষয়ের কিম্বা আপনার সেই ত্যক্ত অংশের নিমিত্ত নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি দেওয়ার প্রচুর কারণ আছে, আদালত মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার পর কোন সময়ে বাদির প্রার্থনাক্রমে ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, খরচা প্রভৃতির বিষয়ে যে নিয়ম উচিত বোধ করেন এমত নিয়ম করিয়া ঐ অনুমতি দিতে পারিবেন।

বাদী সেই অনুমতি না পাইয়াও মোকদ্দমাহইতে অবসর হইলে কিম্বা আপন দাওয়ার একাংশ ত্যাগ করিলে, আদালত যে খরচার আজ্ঞা করেন তিনি সেই খরচার দায়ী হইবেন, ও সেই বিষয়ের নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না।

অনেক জন বাদী থাকিলে, আদালত অন্যদের সম্মতি বিনা এক ব্যক্তিকে মোকদ্দমাহইতে অবসর হইবার অনুমতি দিতে যে সক্ষম হন, এই ধারার কোন কথার এমত ভাব জানিতে হইবে না ইতি *

---

* দাবির কতক অংশ পরিত্যাগ করিয়া কতক অংশ সম্বন্ধে মোকদ্দমা চালাইবার বিধান পূর্ব্বে ছিল না। প্রিবীকৌন্সল বলিয়াছেন যে পুনর্ব্বার নালীশের অনুমতি দিয়া মোকদ্দমা উঠাইয়া দিবার ক্ষমতা কেবল সেই স্থলে পরিচালিত হইতে পারে যে স্থলে কোন বেদাঁড়ার কার্য্য গতিকে বাদীকে পরাজয় হইতে হয়। যেস্থলে বিবাদী উত্তর দায়ক হইলে ইশু ধার্য্যের পর বাদী তাহার কথা প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করাইতে পারিল না সে স্থলে এই ক্ষমতা পরিচালন করা বিহিত নহে। ওয়াট্‌সন্ বং রাজসাহীর কালেক্টর সাহেব। ৩ বাঃ লাঃ রিঃ ৪৯। আপীল আদালতও এই ক্ষমতা পরিচা-

প্রথম মোকদ্দমা হেতুক মিয়াদের আইনের ব্যাঘাত না হইবার কথা।

৩৭৪ ধারা। (৮। ৯৭) ইহার পূর্ব্ব ধারামতে অনুমতি পাইয়া নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, বাদী পূর্ব্ব মোকদ্দমা উপস্থিত না হওয়ার ন্যায় মিয়াদের আইনদ্বারা বদ্ধ থাকিবেন ইতি।

আপোসে মোকর্দ্দমা মিটাইবার কথা।

৩৭৫ ধারা। (৮। ৯৮) আইনমত একরার কি রাজীনামা করিয়া মোকর্দ্দমা মিটাইয়া দেওয়া গেলে, কিম্বা প্রতিবাদী মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয়ে বাদির তৃপ্তি জন্মাইলে, সেই একরার কি রাজীনামা কি তৃপ্তিজনক কথা লিপিবদ্ধ করা যাইবে, ও ঐ মোকদ্দমার সঙ্গে যত দূর সম্পর্ক থাকে আদালত তত দূর তদনুসারে ডিক্রী করিবেন, ও সেই ডিক্রী চূড়ান্ত হইবে ইতি।*

লনা করিতে পারেন। রামপ্রসাদ ওঝা বং ভরসাকুমার ৫ ওয়াইমেন ১৭২। নিম্ন আদালতে বাদার সাক্ষী কমিসনর দ্বারা জবানবন্দী হয় এবং সেই জবান বন্দীর বলে বাদী ডিক্রী পায়। কমিসনর নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে জবানবন্দী লন নাই, আপোসে ঐ কমিসন দ্বারায় যে জবানবন্দী লওয়াহয় তাহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু আপীল আদালত বাদীকে পুনর্ব্বার নালীশের অনুমতি দিয়া মোকর্দ্দমা উঠাইয়া দেন। দুলাইচাঁদ বং গ্রেগারি সাহেব। ২৬ এপ্রেল ১৮৬৮ (ছাপা হয় নাই)

* কোন মোকদ্দমা আপোস হইয়াছে মনে করিয়া আদালত যদি ভ্রমে তাহা খারিজ করেন তাহা হইলে তিনি আবার সেই মোকদ্দমা পুনরায় নম্বর বাহাল করিয়া রীতিমত বিচার করিতে পারিবেন। দিন দয়াল পরামাণিক বং রামকুমার চৌধুরি ৫ ওয়াইমেন ৫৪ থাজনা।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

আদালতে টাকা দেওনবিষয়ক বিধি।

দাওয়ার পরিশোধ বলিয়া প্রতিবাদির টাকা আমানৎ করিবার কথা।

৩৭৬ ধারা। ঋণ কি হানিপূরণ আদায় করিবার কোন মোকদ্দমায়, প্রতিবাদী দাওয়ার সম্পূর্ণ পরিশোধ বলিয়া যত টাকা উপযুক্ত জ্ঞান করেন, মোকর্দ্দমা চলনের কোন সময়ে আদালতে তত টাকা আমানৎ করিতে পারিবেনইতি

আমানৎ করিবার নোটিসের কথা।

৩৭৭ ধারা। প্রতিবাদী বাদিকে ঐ টাকা আমানৎ হওয়ার নোটিস দিবেন। ও আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, বাদির প্রার্থনামতে তাঁহাকে আমানতী টাকা দেওয়া যাইবে ইতি।

নোটিস পাইলে পর সেই আমানতী টাকার
উপর বাদির সুদ না পাইবার কথা।

৩৭৮ ধারা। প্রতিবাদী যত টাকা আমানৎ করেন তাহা সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধ হইলে কিম্বা ন্যূন পড়িলেও, ঐ নোটিস পাইবার তারিখ অবধি বাদির সেই টাকার উপর সুদ পাইবার অনুমতি হইবে না ইতি।

---

* এই অধ্যায়ের বিধানগুলি নূতন কিন্তু মঙ্গলজনক। খাজনার আইনে সদৃশ বিধান আছে।

বাদী আপন দাওয়ার একাংশের শোধে ঐ আমানৎ
গ্রাহ্য করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৭৯ ধারা। বাদী আপন দাওয়ার অংশমাত্রের পরিশোধে ঐ আমানতের টাকা গ্রাহ্য করিলে, বাকী টাকার নিমিত্ত মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন। এবং প্রতিবাদী যে টাকা আমানৎ করিলেন আদালত সেই টাকা বাদির সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধ বলিয়া নিষ্পত্তি করিলে, ঐ টাকা আমানৎ হওয়ার পর মোকদ্দমায় যত খরচা হয়, এবং আমানৎ হওয়ার পূর্ব্বেও বাদির দাওয়ার আধিক্যপ্রযুক্ত যত খরচ হইল, তাহাও বাদির দিতে হইবে।

সেই আমানতের টাকা সম্পূর্ণ দাওয়া পরিশোধ
বলিয়া গ্রাহ্য করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

বাদী আপনার সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধে সেই টাকা গ্রাহ্য করিলে, আদালতে সেই মর্ম্মের বর্ণনাপত্র অর্পণ করিবেন, ও সেই বর্ণনাপত্র গাঁথিয়া দেওয়া যাইবে ও আদালত তদনুসারে বিচার জানাইবেন। ও যাঁহার যত টাকা খরচা দিতে হইবে ইহার আজ্ঞা করিতে গেলে, ঐ বিবাদ উপস্থিত করণে কোন্ পক্ষের দোষ অধিক, আদালত ইহা বিবেচনা করিয়া ঐ আজ্ঞা করিবেন ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামের ১০০ টাকা ধারেন। বলরাম তাঁহার স্থানে সেই টাকা না চাহিয়া, ও চাহিলে যে বিলম্ব হইতে পারে তদ্দারা তাঁহার হানি যে হইবে এমত বোধ করিবার কোন কারণ না জানিয়া, আনন্দের নামে সেই টাকা পাইবার মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। আবেদনপত্র দেওয়া

গেলেই আনন্দ আদালতে ঐ টাকা গচ্ছিত করিলেন। বলরাম আপনার সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধে ঐ টাকা গ্রাহ্য করেন। কিন্তু তাঁহার খরচা পাইবার আজ্ঞা করা আদালতের কর্ত্তব্য নয়, যে হেতুক তাঁহার মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিবার কোন কারণ ছিল না, ইহার অনুমান হইতে পারে।

(খ)। (ক) উদাহরণের উল্লিখিত ভাবগতিকে বলরাম আনন্দের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। ও আবেদনপত্র, অর্পণ করা গেলে, আনন্দ প্রথমে সেই দাওয়ার প্রতিবাদ করিয়া, পরে আদালতে ঐ টাকা গচ্ছিত করেন। বলরামও আপন সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধে ঐ টাকা লন। এই স্থলে বলরামের মোকর্দ্দমার খরচাও পাইবার আজ্ঞা করা আদালতের কর্ত্তব্য, যেহেতুক আনন্দের আচরণ দ্বারা সেই মোকর্দ্দমা উপস্থিত করা আবশ্যক বলিয়া দেখা গেল।

(গ) আনন্দ বলরামের ১০০ টাকা ধারেন ও মোকর্দ্দমা বিনা তাঁহাকে সেই টাকা দিতে সম্মত হন। বলরাম ১৫০ টাকার দাওয়া করিয়া তজ্জন্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। আবেদনপত্র অর্পণ করা গেলে, আনন্দ আদালতে ১০০ টাকা গচ্ছিত করিয়া বাকী ৫০ টাকার দায়ী নই বলিয়া প্রতিবাদ করেন। পরে বলরাম সম্পূর্ণ দাওয়ার পরিশোধে ঐ ১০০ টাকা গ্রহণ করিলে, তাঁহার প্রতি আনন্দের খরচাও দিবার আজ্ঞা করা আদালতের কর্ত্তব্য।*

* কেবল খরচা সম্বন্ধীয় আদেশের উপর আপীল আছে। গিরীশ্বর লাল রায় বং সুন্দর বিবি ৬ উঃ রিঃ ১৮৭ পৃঃ অঃ।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

খরচার জামিন লওন বিষয়ক বিধি।

মোকর্দ্দমা চলনের কোন সময়ে বাদির স্থানে খরচার জামিন যে স্থলে লওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৩৮০। (৮। ৩৫) এক জন বাদী হইলে তিনি, কিম্বা একাধিক জন বাদী থাকিলে তাঁহারা সকলে, ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে বাস করেন, ও মোকদ্দমায় যে সম্পত্তি লিপ্ত আছে তদ্ভিন্ন ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে ঐ বাদির, কি বাদিদের কোন ব্যক্তির, প্রচুর স্থাবর সম্পত্তি নাই, মোকদ্দমা উপস্থিত করণের কিম্বা পশ্চাৎ মোকদ্দমা চলনের কোন সময়ে আদালত ইহা জানিতে পাইলে আপন প্রবৃত্তিমতে কিম্বা কোন প্রতিবাদির প্রার্থনামতে এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, কোন প্রতিবাদির যত টাকা খরচা হইয়াছে ও আর যত হইবার সম্ভাবনা, বাদী কি বাদিরা ঐ আজ্ঞাপত্রের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে তত টাকা খরচা শোধের জামিন দেন ইতি।

সেই আজ্ঞামতে কর্ম্ম না করা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৮১ ধারা। (৮। ৩৫) ঐ নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই জামিন না দেওয়া গেলে, এবং ৩৭৩ ধারার বিধানমতে ঐ বাদী কি বাদিরা মোকর্দ্দমা হইতে অবসর হইবার অনুমতি না পাইলে, আদালত মোকর্দ্দমা ডিসমিস করিবেন ইতি।

ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে বাস করার অর্থের কথা।

৩৮২ ধারা। কোন ব্যক্তিব ব্রিটনীয় ভারতবর্ষহইতে যে ভাবগতিকে চলিয়া যান তদ্বিবেচনায় খরচা দিবার আজ্ঞা হইলে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারিবে না, সঙ্গতমতে এমত অনুভব থাকিলে, ৩৮০ ধারার মর্ম্মানুসারে তাঁহাকে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানবাসী বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ক্ষমতাপত্র বিষয়ক বিধি।

ক।—সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্রের কথা।

যে স্থলে সাক্ষিদেব সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্র দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।

৩৮৩ ধারা। (৮। ১৭৫) কোন আদালতের এলাকার সীমার মধ্যবাসি যে ব্যক্তিরা এই আইনমতে আদালতে প্রবেশনহইতে মুক্ত হন, কিম্বা পীড়া কি দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত আদালতে যাইতে না পারেন, আদালত কোন মোকদ্দমায় প্রশ্নক্রমে কিম্বা প্রকারান্তরে তাঁহাদের সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্র দিতে পারিবেন ইতি।*

---

* আদালত ইচ্ছা করিলে আপনা হইতে কমিসন্ দিতে পারেন। কিন্তু পক্ষগণ কি সাক্ষী প্রার্থনা করিলে আফিডেবিট দ্বারা সেই প্রার্থনার পোষকতা করিতে হইবে।

কোন পক্ষের প্রার্থনামতে কিম্বা আদালতের নিজ বিবেচনামতে ক্ষমতাপত্র দিবার আজ্ঞার কথা।

৩৮৪ ধারা। (৮। ১৭৫) আদালত প্রবৃত্তিমতে, কিম্বা মোকদ্দমার কোন পক্ষের কিম্বা যে ব্যক্তি সাক্ষ্য লইতে হইবে তাঁহার আফিডেবিট ক্রমে প্রতিপোষিত প্রার্থনামতে, ঐ আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

সাক্ষী আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করিলে তদ্বিষয়ের কথা।

৩৮৫ ধারা। (৮। ১৭৫) যে আদালতহইতে ক্ষমতাপত্র বাহির হয় সেই আদলতের এলাকার সীমার মধ্যবাসি কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লইবার জন্যে দেওয়া গেলে, আদালত ক্ষমতা পত্র অনুযায়ি কার্য্য করণার্থে যে ব্যক্তিকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাঁহার নামে ঐ পত্র দেওয়া যাইতে পারিবে ইতি।

সাক্ষী আদালতের এলাকার বহির্ভূত কিন্তু ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত স্থানে বাস করিলে তদ্বিষয়ের কথা।

৩৮৬ ধারা। (৮। ১৭৫,১৭৬) কোন আদালত কোন মোকর্দ্দমায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্র দিতে পারিবেন,—

(ক) ঐ আদালতের এলাকার সীমার বহির্ভূত স্থানবাসি কোন ব্যক্তির,

(খ) আদালতে যে তারিখে সাক্ষ্য দিবার আদেশ থাকে, সেই তারিখের পূর্ব্বে যে ব্যক্তিরা উক্ত সীমার বাহিরে যাইতে উদ্যত হন তাঁহাদের, ও

(গ) বিচারপতির বিবেচনামতে গবর্ণমেণ্টের দেওয়ানী ও সৈনিক যে কার্য্যকারকেরা রাজকীয় কার্য্যের ব্যাঘাত না জন্মাইয়া আদালতে উপস্থিত হইতে না পারেন তাঁহাদের।

উক্ত ব্যক্তি যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে বাস করেন ও যে আদালতের দ্বারা সুবিধামতে ঐ ক্ষমতাপত্রানুসারে কার্য্য করা যাইতে পারে, ঐ পত্র হাইকোর্ট ছাড়া সচরাচর এমত কোন আদালতে দেওয়া যাইবে।

দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণপক্ষে হাইকোর্টের সাধারণ ক্ষমতাধীন স্থানে সাক্ষী বাস করিলে তদ্বিষয়ের কথা।

কিন্তু যে আদালত হইতে ক্ষমতাপত্র বাহির হয়, উক্ত ব্যক্তি সেই আদালতের এলাকার সীমার বহির্ভূত, ও কলিকাতা কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাই কি রাঙ্গুণ নগরের মধ্যে বাস করিলে, ক্ষুদ্র মোকদ্দমার যে আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করেন, ঐ ক্ষমতাপত্র সেই আদালতের নামে দেওয়া যাইবে।

পরন্তু যে আদালত হইতে ক্ষমতাপত্র বাহির হয়, সেই আদালত গতিক বিশেষে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা উচিত বোধ করিলে, ঐ ক্ষমতাপত্র সেই ব্যক্তির নামে দেওয়া যাইতে পারিবে।

আদালত এই ধারামতে কোন ক্ষমতাপত্র দিলে, আপনার নিকট কিম্বা অধীন কোন আদালতের নিকট ঐ ক্ষমতাপত্র ফিরিয়া আনিতে হইবে, এই বিষয়ের আজ্ঞা করিবেন ইতি। *

* এই ধারার (গ) প্রকরণ মঙ্গলকর হইয়াছে। অনেক সময় রাজকীয় কার্য্যকারকদিগকে অনর্থক কষ্ট পাইতে এবং পক্ষগণকে অনর্থক অনেক ব্যয় বহন করিতে হইত, কারণ একশত মাইল ব্যবধান না হইলে পূর্ব্ব আইনমতে কামিসন দ্বারা জবানবন্দী লওয়া যাইতে পারিত না।

সাক্ষী ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে না থাকিলে তাহার কথা।

৩৮৭ ধারা। (৮। ১৭৮) যে ব্যক্তি ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন স্থানে বাস না করেন কোন আদালতের নিকট এমত ব্যক্তির সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্র দিবার প্রার্থনা হইলে, সেই আদালত ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্য আবশ্যক বলিয়া স্বদ্বোধমতে জ্ঞান করিলে, তদ্রূপ ক্ষমতাপত্র দিতে পারিবেন ইতি। *

ক্ষমতাপত্রানুসারে সাক্ষিদের সাক্ষ্য আদালতের লইতে হইবার কথা।

৩৮৮ ধারা। কোন আদালত কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লইবার নিমিত্ত ক্ষমতাপত্র পাইলে, তদনুসারে তাঁহার সাক্ষ্য লইবেন ইতি।

ক্ষমতাপত্রমতে কার্য্য করা গেলে পর যে আদালতহইতে বাহির হইল তথায় সাক্ষিদের সাক্ষ্য সহিত ফিরিয়া পাঠাইবার কথা।

৩৮৯ ধারা। (৮।১৭৯) ক্ষমতাপত্রানুসারে নিয়মমতে কার্য্য করা গেলে পর, যে আদালত হইতে ক্ষমতাপত্র বাহির হইয়াছিল সেই আদালতে সাক্ষিদের সাক্ষ্য সহিত ফিরিয়া পাঠান যাইবে। কিন্তু ক্ষমতাপত্র দেওনের আজ্ঞাপত্রে অন্য প্রকারের আদেশ থাকিলে ঐ আজ্ঞার মর্ম্মানুসারে ঐ ক্ষমতাপত্র ফিরিয়া পাঠাইতে হইবে। এবং সেই ক্ষমতাপত্র ও

---

* সাবেক আইনের ১৭৮ ধারামতে এইরূপ স্থলে সদরকোর্ট (এক্ষণকার হাইকোর্ট) দ্বারা এই কমিসন বাহির হইত, আর ১৭৭ ধারামতে কোন স্বাধীন রাজার অধিকারে সাক্ষী থাকিলে জিলার জজ সাহেবের দ্বারা কমিসন্ পাঠাইবার বিধান ছিল এক্ষণে ঐ দুই বিধান রহিত হইল। কিন্তু ইহার সঙ্গে ৯৪ ধারা এবং ৮৫ ও ৯০ ধারা দ্রষ্টব্য।

তাহার প্রত্যাবর্ত্তন ও তদনুসারে যে সাক্ষ্য লওয়া যায় তাহা সকলই (পশ্চাৎ লিখিত ধারার বিধান প্রবল মানিয়া) মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে ইতি। *

ঐ সাক্ষ্য যে স্থলে প্রমাণ স্বরূপ পাঠ করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৩৯০ ধারা। (৮।১৭৯) ক্ষমতাপত্র মতে যে সাক্ষ্য লওয়া যায়, তাহা যে পক্ষের প্রতিকূলে দেওয়া গেল তাঁহার অনুমতি বিনা মোকর্দ্দমায় প্রমাণ বলিয়া পাঠ করা যাইবে না।

(ক) কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ সাক্ষ্য দিলেন তিনি আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে থাকিলে, কিম্বা মৃত হইলে, কিম্বা পীড়িত কি দুর্ব্বল হওয়া প্রযুক্ত স্বয়ং সাক্ষ্য দিবার জন্যে উপস্থিত হইতে না পারিলে, কিম্বা আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত থাকিলে, অথবা—

(খ) আদালত স্বীয় বিবেচনামতে ইহার পূর্ব্বপ্রকরণের উল্লিখিত কোন ভাবগতিকের প্রমাণ লওয়া অনাবশ্যক জ্ঞান করিয়া মোকর্দ্দমায় কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রমাণ স্বরূপে পাঠ করিবার অনুমতি দিলে, পাঠ করিবার সময়ে ক্ষমতাপত্র দ্বারা সেই সাক্ষ্য লওয়ার কারণ না থাকার প্রমাণ হইলেও, তাহা পাঠ করা যাইবে ইতি।

---

* কমিসন সম্পাদনের যে সময় অবধারিত ছিল তাহা অতীত হইয়া গেলে পর সাক্ষির জবানবন্দী হয়। আপীলে শ্রীযুত পিকক সাহেব অবধারন করেন যে সেই জবানবন্দী প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য নহে। দুলাই চাঁদ বং গ্রেগরি সাহেব ১৮৬৮ সন ২৬ এপ্রেল।

ক্ষমতাপত্রমতে কার্য্য করণের ও তাহা ফিরিয়া দিবার বিধান ভিন্নদেশীয় আদালতের ক্ষমতাপত্রের প্রতি ও খাটিবার কথা।

৩৯১ ধারা। ক্ষমতাপত্র মতে কার্য্য করণ ও তাহার ফিরিয়া দেওন বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত সকল বিধান এই২ আদালতের প্রচারিত ক্ষমতাপত্রের প্রতি খাটিবে,—

(ক) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত স্থানে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে স্থাপিত আদালতের। কিম্বা,—

(খ) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষভিন্ন ব্রিটনীয় সাম্রাজ্যের কোন অংশে স্থাপিত আদালতের। কিম্বা,—

(গ) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সঙ্গে যৎকালে যে ভিন্নদেশ সন্ধিবদ্ধ থাকে সেই দেশের কোন আদালতের ইতি।

খ।—স্থানীয় অনুসন্ধান লওয়ার জন্যে ক্ষমতাপত্র বিষয়ক বিধি।

স্থান বিশেষে অনুসন্ধান লওন র্থ ক্ষমতাপত্রের কথা।

৩৯২ ধারা। (৮। ১৮০) কোন মোকর্দ্দমা কি আনুষ্ঠানিক কার্য্যে আদালত কোন বিবাদীয় বিষয় স্পষ্ট বুঝিবার জন্যে, কিম্বা কোন সম্পত্তির বাজারদর, কিম্বা ওয়াসিলাৎ কি হানি পূরণ কিম্বা বৎসরের নিট লভ্য যত টাকা ধরিতে হইবে, ইহা নিশ্চয় মতে জানিয়া লওয়ার নিমিত্ত স্থান বিশেষে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক কি উচিত জ্ঞান করিলে, ও বিচারপতি সুবিধামতে স্বয়ং ঐ অনুসন্ধানের কার্য্য চালাইতে না পারিলে, আদালত যে ব্যক্তিকে উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহাকে ক্ষমতাপত্র দিয়া ঐ অনুসন্ধান লইয়া আদালতে তদ্বিষয়ে রিপোর্ট করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

কিন্তু তদ্রূপ ক্ষমতাপত্র যে ব্যক্তিদিগকে দিতে হইবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতৎপক্ষে কোন বিধি করিয়া থাকিলে, আদালত সেই বিধিতে বদ্ধ থাকিবেন ইতি। *

আমীনের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৯৩ ধারা। (৮। ১৮০) ঐ আমীন স্থানবিশেষে যত দূর নিরীক্ষণ করা আবশ্যক বোধ করেন তাহা করিয়া, আপনি যে সাক্ষ্য লইয়াছেন তাহা লিখিয়া, ঐ সাক্ষ্য ও আপনার রিপোর্ট লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া আদালতে পাঠাইবেন।

মোকদ্দমায় রিপোর্ট ও সাক্ষ্যপ্রমাণস্বরূপ হওয়ার কথা।

আমীনের রিপোর্ট ও তাঁহার গৃহীত সাক্ষ্য মোকদ্দমার প্রমাণের মধ্যে ধরিয়া কাগজপত্রের একাংশ হইবে (কিন্তু রিপোর্ট বিনা ঐ সাক্ষ্যমাত্র তদ্রূপে গ্রাহ্য হইবে না।) আমী-

আমীনের সাক্ষ্য লওয়ার কথা।

নের বিবেচনার্থে যে২ বিষয় অর্পণ করা যায়, কিম্বা তাঁহার

---

* বিচার্য্য বিষয় পরিষ্কার করিবার জন্য আমীন নিযুক্ত হইতে পারিবে সুতরাং মূল বিচার্য্য বিষয় তদন্ত জন্য আমীন নিযুক্ত হইতে পারিবে না; আর তদন্তীয় বিষয় আদালতকে নিজে অনুসন্ধান করিতে হইলে অনেক অসুবিধা হয় এমন স্থলেই আমীন নিযুক্ত হইবে। এই সম্বন্ধে মহামান্য হাইকোর্টের ১৮৭০ সনের ২১ নম্বর সরকিউলর দ্রষ্টব্য। এক মোকদ্দমায় আমীন স্থানীয় তদন্ত জন্য নিযুক্ত হইলে শ্রীযুক্ত ফিয়ার সাহেব বলিয়াছিলেন যে দখল কি স্বত্ব কি সীমানা সম্বন্ধে অনুসন্ধান আমীনের দ্বারা হইতে পারে না; স্থানের বাহ্যিক ভাব কি রূপ, বিরোধীয় ভূমি কোন বিশেষ নক্‌শার অন্তর্গত কি না, এক নক্‌শার সহিত আর এক নক্‌শা তুলনা করিয়া দেখিলে কি প্রকাশ হয়, ইত্যাদি কার্য্য যাহা সেই ভূমিস্থিত বস্তু দৃষ্টে নির্ণীত হইতে পারে কেবল সেই সকল বিষয় আমীনের দ্বারা তদন্ত হইবে। ঈশ্বর চন্দ্র দাস বং যুগল কিশোর চক্রবর্ত্তী ৪ বাঃ লাঃ রিং ৩৩ পরিশিষ্ট।

রিপোর্টের মধ্যে যে২ কথা লেখা থাকে, কিম্বা তিনি ঐ অনুসন্ধানের কার্য্য যে প্রকারে চালাইলেন এই২ বিষয়ে আদালত, কিম্বা আদালতের অনুমতি লইয়া মোকর্দ্দমার কোন পক্ষ মুক্তদ্বার আদালতে নিজ সেই আমীনের সাক্ষ্য লইতে পারিবেন ইতি।

গ।—হিসাব দেখিয়া লইবার ক্ষমতাপত্র বিষয়ক বিধি।

হিসাব দেখিবার বা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতাপত্রের কথা।

৩৯৪ ধারা। (৮। ১৮১) কোন মোকদ্দমায় হিসাব দেখিয়া লওয়ার কি নিষ্পত্তি করার প্রয়োজন হইলে, আদালত যে ব্যক্তিকে উপযুক্ত বলিয়া বোধ করেন তাঁহাকে ঐ হিসাব দেখিয়া লইবার কি নিষ্পত্তি করিবার আজ্ঞাসূচক ক্ষমতাপত্র দিতে পারিবেন ইতি।

আমীনকে আদালতের প্রয়োজনীয় উপদেশ দেওয়ার কথা।

৩৯৫ ধারা। (৮। ১৮১) রূবকারির যে অংশ ও বিস্তারিত যে উপদেশ আমীনকে দেওয়া প্রয়োজন বোধ হয়, আদালত তাহা দিবেন,

এবং আমীন সেই অনুসন্ধান লওন সম্পর্কে যে রূবকারী করেন কেবল তাহাই পাঠাইবেন না, তাঁহার অনুসন্ধান লওয়ার জন্যে যে বিষয় অর্পিত হইল সেই বিষয়ে আপনার অভিমতেরও রিপোর্ট করিবেন, ঐ উপদেশপত্রে এই কথা স্পষ্ট লেখা থাকিবে।

আমীনের রূবকারী প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারিবার কথা।

আমীনের রূবকারী মোকর্দ্দমায় প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে। কিন্তু তাহাতে আদালতের সন্তুষ্ট না হওয়ার কারণ

আরও অনুসন্ধান লওয়ার ক্ষমতার কথা।

থাকিলে, আর যে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক তাহা লইবার আজ্ঞা করিবেন ইতি।

ঘ।—বণ্টন করিবার ক্ষমতাপত্রের কথা।

যে স্থাবর সম্পত্তি রাজস্বদায়ী নয় তাহা বণ্টন করিবার ক্ষমতাপত্রের কথা।

৩৯৬ ধারা। যে স্থাবর সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ী নয়, কোন মোকর্দ্দমায় তাহা বণ্টন করা আদালতের বিবেচনায় আবশ্যক হইলে, ঐ সম্পত্তিতে যে২ ব্যক্তির স্বার্থ আছে ও যাঁহার যে স্বত্ব থাকে আদালত ইহা নিশ্চয়মতে জানিয়া লইয়া, যে২ ব্যক্তিদিগকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাঁহাদের নামে সেই২ স্বত্বানুসারে সম্পত্তি বণ্টন করণের ক্ষমতাপত্র দিতে পারিবেন।

আমীনেরা ঐ সম্পত্তি নিশ্চয়মতে জানিয়া নিরীক্ষণ করিবেন, ও যে আজ্ঞাপত্রক্রমে ক্ষমতাপত্র দেওয়া যায় তন্মধ্যে যত ভাগ করিবার আদেশ থাকে তত ভাগ করিয়া ঐ ব্যক্তিদের প্রতি আপন২ ভাগ নিরূপণ করিয়া দিবেন, এবং ঐ আজ্ঞাক্রমে অনুমতি পাইয়া থাকিলে ঐ২ ভাগের মূল্য সমান করিবার জন্যে যাঁহার যত টাকা দিতে হইবে তাহারও মীমাংসা করিবেন।

পরে আমীনেরা রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, কিম্বা একবাক্য হইতে না পারিলে, স্বতন্ত্র২ রিপোর্ট লিখিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির অংশ নিরূপণ করিবেন, ও উক্ত আজ্ঞা পত্রে আদেশ থাকিলে, এক২ ভাগের পরিমাণ ও চতুঃসীমা নির্ণয় করিবেন। ঐ বা ঐ২ রিপোর্ট ক্ষমতাপত্রের সহিত সংযোগ করিয়া আদালতে পাঠান যাইবে। পরে কোন পক্ষ

উক্ত এক বা কএক রিপোর্টের বিষয়ে যে আপত্তি করেন, আদালত তাহা শুনিয়া, হয় সেই কার্য্য ব্যর্থ করিয়া নূতন ক্ষমতাপত্র দিবেন, কিম্বা আমীনেরা একবাক্য হইয়া রিপোর্ট লিখিলে তদনুসারে ডিক্রী করিবেন ইতি। *

ঙ।—সাধারণ বিধান।

আমীনের খরচ আদালতে দিতে হইবার কথা।

৩৯৭ ধারা। ৮। (১৮২) যে পক্ষের অনুরোধে কিম্বা যাঁহার হিতার্থে উক্ত ক্ষমতাপত্র দেওয়া যায়, আদালত তৎসম্পর্কীয় খরচা ধরিলে, যত টাকা সঙ্গত বোধ করেন, এই অধ্যায়মতে ক্ষমতাপত্র দেওনের পূর্ব্বে ঐ পক্ষের তত টাকা আদালতে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

উভয় পক্ষের ও সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইতে ও কাগজপত্র আনাইতে আমীনদের ক্ষমতার কথা।

৩৯৮ ধারা। (৮। ১৮০) নিযুক্ত করণের আজ্ঞাপত্রক্রমে অন্যরূপ আদেশ না থাকিলে, এই অধ্যায়মতে নিযুক্ত কোন আমীন,

(ক) উভয় পক্ষের সাক্ষ্য, ও তাঁহারা কি তাঁহাদের কোন ব্যক্তি যে সাক্ষিকে উপস্থিত করেন তাঁহার সাক্ষ্য, এবং আমীন আপনার প্রতি অর্পিত বিষয়ে অন্য যাঁহাকে সাক্ষ্য দিতে আদেশ করা উচিত বোধ করেন তাঁহার সাক্ষ্য লইতে পারিবেন,

(খ) দলীল, এবং অনুসন্ধান লওনীয় বিষয়সংক্রান্ত অন্য কোন দ্রব্য আনাইয়া দেখিতে পারিবেন, ও

---

* বিধানটী নূতন।

(গ) সঙ্গত কোন সময়ে ঐ আজ্ঞাপত্রের উল্লিখিত কোন ভূমিতে কি বাটিতে যাইতে বা প্রবেশ করিতে পারিবেন ইতি।*

আমীনের সম্মুখে সাক্ষিদের উপস্থিত হওয়ার ও সাক্ষ্য দেওয়ার ও দণ্ডের কথা।

৩৯৯ ধারা। (৮। ১৮০) এই আইনের মধ্যে সাক্ষিদের নামে সমন দেওনের ও তাঁহাদের উপস্থিত হওয়ার ও সাক্ষ্য দেওয়ার ও পারিশ্রমিক পাইবার এবং তাঁহাদের উপর যে দণ্ড ধার্য্য হইতে পারে তদ্বিষয়ের যে২ বিধান আছে, এই অধ্যায়মতে সাক্ষ্য দিবার কি দলীল আনিয়া দেখাইবার আদিষ্ট ব্যক্তিদের ও প্রতি সেই২ বিধান খাটিবে, ও যে ক্ষমতাপত্রানুসারে তাঁহাদের প্রতি সেই২ কার্য্য করিতে আদেশ হয় তাহা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সীমার অন্তর্গত বা বহির্ভূত স্থানে স্থাপিত আদালত হইতে বাহির হইলেও, ঐ বিধান খাটিবে ইতি। †

উভয় পক্ষ উপস্থিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪০০ ধারা। এই অধ্যায়মতে ক্ষমতাপত্র দেওয়া গেলে, আদালত মোকদ্দমার উভয় পক্ষের প্রতি নিজে কিম্বা আপন

---

* নিষেধ না থাকিলেই আমীন পক্ষগণ কি সাক্ষীর জবানবন্দি লইতে পারিবেন।

† বাদী আমীনের নিকট উপস্থিত না হইলে তাহার মোকদ্দমা ডিসমিস হইতে পারিবে। ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বং সূর্য্যলাল গোস্বামী। সদরলেও পূর্ণ অধিবেশন নিষ্পত্তি বহির ১ম পৃষ্ঠা। যদিও সাবেক আইনের ১৮০ ধারার ভাষা এবং এই ধারার ভাষা সম্পূর্ণ ঐক্য নহে তথাপি এই ধারা এবং ইহার পরের ধারা একত্রে পাঠ করিলে বোধ হয় ঐ নজির এখনও খাটিবে।

আপন মোক্তারের কি উকীলের দ্বারা আমীনের সম্মুখে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিবেন।

উভয় পক্ষ তদ্রূপে উপস্থিত না হইলে, আমীন এক পক্ষের উপস্থিত হওনমতে কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন ইতি। *

তৃতীয় ভাগ।

বিশেষ২ স্থলের মোকর্দ্দমাবিষয়ক বিধি।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

পাপরদের মোকর্দ্দমাবিষয়ক বিধি।

পাপরস্বরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার কথা।

৪০১ ধারা। (৮। ২৯৭) পাপর নিম্নলিখিত বিধি মানিয়া কোন মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—আইনমতে মোকর্দ্দমার আবেদনপত্রের যে ফী নির্দ্ধারিত আছে কোন ব্যক্তির সেই ফী দিবার উপযুক্ত সঙ্গতি না থাকিলে, কিম্বা তদ্রূপ ফী ধার্য্য না হইলে যিনি গাত্রের প্রয়োজনীয় বস্ত্র ও মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয়ভিন্ন এক শত টাকা মূল্যের সম্পত্তির স্বত্ববান নহেন, তিনিই "পাপর" ইতি। †

---

* পক্ষগণ মোক্তার দ্বারা আমীনের নিকট উপস্থিত হওয়ার প্রথা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল কিন্তু আইনে তাহার বিধান ছিলনা।

† যাহার পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত অন্য সম্পত্তির মূল্য ১০০ শত টাকা হয় না সেই ব্যক্তি পাপর হইতে পারে।

যেং প্রকারের মোকদ্দমা বর্জ্জিত হইবে তাহার কথা।

৪০২ ধারা। (৮। ২৯৮) জাতিভ্রষ্ট হওন কি অপবাদ কি অখ্যাতি কি গ্লানি কি আক্রমণ করণ দ্বারা যে হানি হয়, পাপর সেই হানিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না ইতি। *

প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে হইবার কথা।

৪০৩ ধারা। (৮। ২৯৯,৩০০) পাপরের মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতির প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে হইবে। ও ৫০ ধারামতে মোকর্দ্দমার আবেদনপত্রে যেং বৃত্তান্ত

প্রার্থনাপত্রের মর্ম্মের কথা।

লিখিতে হইবে ঐ প্রার্থনাপত্রে সেইং বৃত্তান্ত থাকিবে। প্রার্থকের স্থাবর কি অস্থাবর যে কোন সম্পত্তি থাকে ও তাহার অনুমান যত মূল্য হয় ইহার তফসীল ঐ প্রার্থনাপত্রে সংযোগ করিয়া দিতে হইবে। এবং আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবার ও সত্যাকরণের কথা লিখিবার যে নিয়ম পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ঐ প্রার্থনাপত্রেও সেইরূপে স্বাক্ষর করা ও সত্যাকরণের কথা লেখা যাইবে ইতি।

প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিবার কথা।

৪০৪ ধারা। (৮। ৩০১) ৩৬ ধারায় ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও প্রার্থক আপনি আদালতে গিয়া প্রার্থনাপত্র দিবেন। কিন্তু ৬৪০ বা ৬৪১ ধারামতে আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত থাকিলে, নিয়মমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে মোক্তার ঐ প্রার্থনাসম্পর্কীয় সকল ভারিং প্রশ্নের উত্তর

* অপবাদ কি অখ্যাতি ভিন্ন কেবল গালিগালাজের দরুণ নালীশ হইতে পারে এই ধারার ভাবে বুঝা যায়। ১১ ধারার টীকার সহিত এই টীকা পাঠ করিতে হইবে।

দিতে পারেন, এবং তিনি যে পক্ষের প্রতিনিধি হন সেই পক্ষ নিজেই উপস্থিত হইলে তাঁহার সাক্ষ্য যেরূপে লওয়া যাইতে পারিত সেইরূপে যাঁহার সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারে, এমত মোক্তারের দ্বারা ঐ প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করা যাইতে পারিবে ইতি। *

প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করণের কথা।

৪০৫ ধারা। (৮। ৩০২) প্রার্থনাপত্র ৪০৩ ও ৪০৪ ধারার নির্দ্ধারিতমতে লেখা না গেলে কি উপস্থিত করা না গেলে আদালত তাহা অগ্রাহ্য করিবেন ইতি। †

প্রার্থকের পরীক্ষা লওয়ার কথা।

৪০৬ ধারা। (৮। ৩০৩) প্রার্থনাপত্র দাঁড়ামতে লেখা গেলে ও নিয়মমতে উপস্থিত করা গেলে, বিচারপতি প্রার্থকের দাওয়ার দোষগুণের ও সম্পত্তির বিষয়ে প্রার্থকের, কিম্বা মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি পাইলে মোক্তারের পরীক্ষা লইবেন।

মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত করা গেলে আমীনের দ্বারা প্রার্থকের পরীক্ষা লইবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

প্রার্থনাপত্র মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত করা গেলে, এই আইনের বিধানমতে অনুপস্থিত সাক্ষির পরীক্ষা যেরূপে লওয়া

---

* মান্যা স্ত্রীলোক কে স্বয়ং হাজীর হইতে হইবে না। পূর্ব্ব আইনের বিধান মতে পীড়িত ব্যক্তি মোক্তার দ্বারা প্রার্থনা করিতে পারিতেন এক্ষণে ঐ সম্বন্ধে কোন বিধান হইল না সুতরাং পীড়িত ব্যক্তিকেও অতঃপর আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে বোধ হইতেছে।

† সংশোধন জন্য ফেরত দিবার বিধান হইল না।

যাইতে পারে, আদালত বিহিত বোধ করিলে সেইরূপে অ-মীনের দ্বারা প্রার্থকের পরীক্ষা লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

প্রার্থনা অগ্রাহ্য করণের কথা।

৪০৭। (৮।৩০৪) তদ্রূপ পরীক্ষা লইয়া,

(ক) প্রার্থক পাপর নহেন, কিম্বা

(খ) তিনি প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করণের পূর্ব্ব দুই মাসের মধ্যে প্রতারণাক্রমে কিম্বা এই অধ্যায় মতে উপকার পাই-বার আশায় কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়াছেন, কিম্বা

(গ) তাঁহার কথার দ্বারা ঐ আদালতে মোকর্দ্দমা উপ-স্থিত করিবার স্বত্ব দেখা যায় না, কিম্বা

(ঘ) প্রস্তাবিত মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয়ে অন্য ব্যক্তি যাহাতে স্বার্থ প্রাপ্ত হইলেন, বাদী সেই বিষয় সম্পর্কীয় এমত কোন নিয়ম করিয়াছেন,

আদালত ইহা দেখিতে পাইলে ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করি বেন ইতি। *

প্রার্থকের দীনতার প্রমাণ লওনের দিনের নোটিসের কথা।

৪০৮ ধারা। (৮। ৩০৫) আদালত উক্ত পরীক্ষা লইয়া ৪০৭ ধারার লিখিত কোন হেতুতে ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করি-

---

* পূর্ব্ব আইনে বিধান ছিল যে ইদানীং কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করা হইয়া থাকিলে প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে না, এখন ২ মাস কাল সময় নির্দ্দিষ্ট হইল। (ঘ) প্রকরণ দ্বারা প্রকারান্তরে চাম্পার্টি দোষ নিবারণ করা হইতেছে; তবে সরল ভাবে যদি কোন ধনি ব্যক্তি বিষয়ের কিয়দংশ খরিদ করিয়ালন এবং পাপরের সহিত সহবাদী হইয়া নালিশ করিতে চাহেন তবে সে স্থলে প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইবে এমন বিধান হইল না।

ধার কোন কারণ না দেখিলে, প্রার্থক আপনার দৈন্য দশার যে প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন তাহা লইবার ও তাঁহার দৈন্যদশার অপ্রমাণ করিতে যে সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় তাহা শুনিবার নিমিত্ত, আদালত দিন নিরূপণ করিয়া ন্যূন-কল্পে দশ দিন থাকিতে বিপক্ষ পক্ষকে ও গবর্ণমেণ্টের উকী-লকে ঐ দিনের নোটিস দিবেন ইতি। *

শুনিবার সময়ে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪০৯ ধারা। (৮।৩০৬) সেই নিরূপিত দিনে, কিম্বা তাহার পর সুবিধামতে ত্বরায় কোন পক্ষ সাক্ষিদিগকে উপ-স্থিত করিলে, আদালত তাঁহাদের পরীক্ষা ও প্রার্থকের ও তাঁহার মোক্তারের কূটপরীক্ষা লইয়া তাঁহাদের সাক্ষ্যের মর্ম্মা-ত্মক কথা লিখিয়া লইবেন।

আরো ৪০৭ ধারায় বাধাজনক যে২ কথা নির্দ্দিষ্ট হইল, প্রার্থনাপত্রের অভিমুখে ও আদালত এই ধারামতে সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে সেই সাক্ষ্য দ্বারাই তন্মধ্যে কোন কথা প্রার্থ-কের প্রতি বর্ত্তে কি না, এই বিষয়ে উভয় পক্ষ যে তর্কবি-তর্ক করিতে চাহেন আদালত তাহা শুনিবেন।

পরে প্রার্থককে পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে অনুমতি দিবেন বা নাই দিবেন ইতি।

---

* এখন অবধি পাপরের এজাহার লওয়ার পর গবর্ণমেণ্ট উকীলকে শ্রবণের অন্ততঃ ১০ দিন পূর্ব্বে নোটিস দিতে হইবে এবং পাপরের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে বাদী যদি পরে রীতিমতে কোর্টফী দিয়া আরজি দাখিল করিতে চাহেন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের খরচা আদায় না হইলে ঐ আরজি দাখিল হইতে পারিবে না ৪১৪ ধারা দ্রষ্টব্য।

প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে পর কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪১০ ধারা। (৮। ৩০৮) প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে, তাহাতে নম্বর দেওয়া যাইবে ও তাহা রেজিষ্টরী করা যাইবে, ও মোকর্দ্দমার আবেদন পত্র বলিয়া জ্ঞান হইবে, এবং অন্য সকল বিষয়ে ৫ পঞ্চম অধ্যায় মতে উপস্থিত মোকদ্দমার ন্যায় তাহার কার্য্য চলিবে। কেবল বিশেষ এই যে, পরওয়ানা জারী করিবার ফী ছাড়া কোন দরখাস্ত কি উকীল নিযুক্তকরণ কিম্বা মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অন্য কার্য্যবিষয়ে, বাদির আদালতের কোন ফী লাগিবে না ইতি। *

পাপর জিতিলে খরচার কথা।

৪১১ ধারা। (৮। ৩০৯) ঐ মোকদ্দমায় বাদী জিতিলে, পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি না হইলে আদালতে তাঁহার যত বস্তুম দিতে হইত, আদালত ইহার হিসাব করিবেন, ও সেই টাকা মোকর্দ্দমার বিবাদীয়

---

* প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে সেই প্রার্থনাপত্রই আরজি বলিয়া গণ্য হইবে সুতরাং প্রার্থনাপত্র দাখিলের তারিখ নালিশের তারিখ ধরিতে হইবে। মোহরানার দাবি যে তারিখে করা হয় এবং স্বামী তাহা দিতে অস্বীকার করে সেই তারিখ হইতে ৩ বৎসরের মধ্যে মোহর মোয়জ্জলের জন্য নালিশ করিতে হয়। বাদিনী ১৮৬১ সনে স্বামীর নামে মোহরানা বাবত পাপর সূত্রে নালিশ করে, ঐ মোহরানা দেয় নয় বলিয়া স্বামী উত্তর দায়ক হয়, পরিশেষে বাদিনীর পাপরের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয়। তদনন্তর স্বামী ১৮৬৭ সনে মৃত হইলে পর ঐ স্ত্রী মোহরানা বাবত নালিশ করিলে পর হাইকোর্ট বাদিনীর দাবি তমাদি দোষে অগ্রাহ্য করেন কিন্তু প্রিবি কাউন্সেল সে নিষ্পত্তি রহিত করিয়া বলেন যে বাদিনীর পাপরের প্রার্থনাপত্রের অর্থ এই যে যদি আদালত অনুমতি দেন তবে দাবি করিব এখন দাবি করিলাম এমন নহে। রাণী খাজুরন্নেছা বং মুজা সরেফ উল্লা খাঁ। ১৫ বাঃ লাঃ রিঃ ৩০৬।

আদালতের ফী আদায় করিবার কথা।

বিষয়ের উপর প্রথম দায় হইবে, ও ডিক্রীক্রমে যেপক্ষের সেই ফী দিতে আজ্ঞা হয়, এই আইন অনুসারে মোকর্দ্দমার খরচা যেরূপে আদায় হইতে পারে গবর্ণমেণ্ট সেইরূপে ঐ পক্ষের স্থানে ঐ ফী আদায় করিতে পারিবেন ইতি।*

পাপর না জিতিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪১২ ধারা। বাদী যদি ঐ মোকর্দ্দমায় না জিতেন কিম্বা পাপরস্বরূপ তাঁহার মোকদ্দমা করিবার অনুমতি যদি রহিত করা যায়, তবে পাপরস্বরূপ মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি না হইলে আদালতের যে রসুম তাঁহার দিতে হইত আদালত তাঁহাকে কিম্বা ৩২ ধারামতে যাহাকে মোকদ্দমার সহবাদী করা যায় তাঁহাকে সেই রসুম দিবার আজ্ঞা করিবেন।

ও আদালত সেই মোকদ্দমা তুচ্ছ বা ক্লেশজনকমাত্র জ্ঞান করিলে, বাদীর একশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কিম্বা এক মাসের অনধিক কারাদণ্ড, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড করিতে পারিবেন ইতি।†

প্রার্থককে পাপর স্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি না দেওয়াই পশ্চাৎ তাহার সেইরূপ প্রার্থনা করিবার বাধা হওযার কথা।

৪১৩ ধারা। (৮। ৩১০) প্রার্থককে পাপরস্বরূপে

---

* বাদী ডিক্রী পাইলে গবর্ণমেণ্টের খরচা জন্য বিরোধীর সম্পত্তি আবদ্ধ থাকিবে।

† নালিশটী অনর্থক ক্লেশকর হইলে বাদীকে ১০০ শত টাকা জরিমানার কি এক মাস কারাবাসের আদেশ হইতে পারিবে।

মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি না দেওয়া গেলে, তিনি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সেই স্বত্ব সম্পর্কে আর সেই প্রকারের প্রার্থনা করিতে পারিবেন না। কিন্তু পাপর-স্বরূপ মোকদ্দমা করিবার অনুমতির প্রার্থনাপত্রের প্রতিবাদ করণে গবর্ণমেণ্টের কোন খরচা লাগিলে, প্রার্থক প্রথমে সেই খরচা দিয়া, সেই স্বত্বসম্পর্কে রীতিমতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন ইতি।

পাপর স্বরূপে মোকদ্দমা করিবার অনুমতি রহিত করণের কথা।

৪১৪ ধারা। প্রতিবাদী কিম্বা গবর্ণমেণ্টের উকীল এক সপ্তাহ থাকিতে বাদির নামে নোটিস লিখিয়া দিয়া আদালতে অনুরোধ করিলে, আদালত নিম্নলিখিত স্থলে ঐ বাদির পাপর স্বরূপে মোকদ্দমা করিবার অনুমতি রহিত করিতে পারি-বেন, অর্থাৎ

(ক) মোকর্দ্দমার চলন সময়ে বাদী বৈরক্তিজনক কি অনু-চিত আচরণ করিলে কিম্বা

(খ) তাঁহার যে সঙ্গতি আছে তদ্বিবেচনায় তাঁহার পাপর-স্বরূপ মোকর্দ্দমা চালান আর উচিত না হইলে, কিম্বা,

(গ) মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয়ে অন্য কোন ব্যক্তি যাহাতে স্বার্থপ্রাপ্ত হইলেন, বাদী সেই বিষয় সম্পর্কীয় এমত কোন নিয়ম করিয়া থাকিলে ইতি।

খরচার কথা।

৪১৫ ধারা। পাপরস্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করণের অনুমতি প্রার্থনা করিবার ও দৈন্যদশার অনুসন্ধান লইবার খরচ মোকদ্দমার খরচার মধ্যে ধরা যাইবে ইতি।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

গবর্ণমেণ্টের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকদেরদ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক কথা।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের দ্বারা কি তাঁহার নামে মোকর্দ্দমা বিষয়ক কথা।

৪১৬ ধারা। গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কিম্বা গবমেণ্টের নামে যে২ মোকদ্দমা উপাস্থত করা যায়, তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের দ্বারা কিম্বা বিষয়বিশেষে তাঁহারই নামে উপস্থিত করা যাইবে ইতি।*

যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ম্ম করিতে সক্ষম তাঁহাদের কথা।

৪১৭ ধারা। (৮। ৯৭) যে ব্যক্তিরা স্ব২ পদোপলক্ষে কিম্বা প্রকারান্তরে আদালতের কোন কার্য্যসম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, তাঁহাদিগকে এই আইনমতে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উপস্থিত হইবার ও কার্য্য করিবার ও প্রার্থনাপত্র দিবার স্বীকৃত কর্ম্মকারক বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

---

* গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কি বিরুদ্ধে মোকদ্দমাতে গবর্ণমেণ্ট শব্দ না লিখিয়া " ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরি সাহেব" বাদী কি বিবাদী লিখিতে হইবে। এবং গবর্ণমেণ্ট উকীলকে সমন ইত্যাদি দিলেই প্রচুর হইবে।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের মোকদ্দমায় আবেদনপত্রের কথা।

৪১৮ ধারা। ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের দ্বারা মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, আবেদনপত্রে বাদির নাম ও বর্ণনা ও নিবাস না লিখিয়া, "ভারতবর্ষের পক্ষ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত সেক্রেটরী সাহেব" এইমাত্র লিখিলে চলিতে পারিবে ইতি॥

গবর্ণমেণ্টের সপক্ষ কর্ম্মকারকের পরওয়ানা গ্রাহ্য করিবার কথা।

৪১৯ ধারা। (৮।৬৭) কোন আদালতহইতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের নামে পরওয়ানা বাহির হইলে, সেই আদালতের গবর্ণমেণ্টের উকীল ঐ পরওয়ানা লইবার জন্যে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ কর্ম্মকারক হইবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের উপস্থিত হওনের ও উত্তর দেওনের কথা।

৪২০ ধারা। (৮।৬৭) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত উক্ত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব যে দিনে আবেদনপত্রের উত্তর দিবেন, আদালত সেই দিন নিরূপণ করিতে গেলে, উপযুক্তপ্রণালীমতে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে প্রয়োজনীয় লিখন পঠন করণের, এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের কিম্বা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার জন্যে গবর্ণমেণ্টের উকীলের প্রতি উপদেশ দেওনের উপযুক্ত সময় ধরিয়া ঐ দিন নিরূপণ করিবেন, এবং আপনার বিবেচনামতে সেই সময় বাড়াইয়া দিতে পারিবেন ইতি।

গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ মোকদ্দমাসম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর দিবার সক্ষম ব্যক্তিদের উপস্থিত হওয়ার কথা।

৪২১ ধারা। (৮। ৬৭) আর মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত উক্ত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের সপক্ষে মোকদ্দমা সম্পর্কীয় ভারি ভারি প্রশ্নের উত্তর দিবার সক্ষম কোন ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের উকীলের সঙ্গে না থাকিলে আদালত তদ্রূপ ব্যক্তির উপস্থিত হওয়ার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

রাজকীয় কর্ম্মকারকদের নামে সমন জারী করিবার কথা।

৪২২ ধারা। (৮। ৬২) প্রতিবাদী রাজকীয় কার্য্যকারক হইলে, তিনি যে আফিসে কর্ম্মকরেন, সেই আফিসের প্রধান কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে সমন পাঠাইলে তাহা সুবিধামতে জারী হইতে পারিবে আদালতের এমত জ্ঞান থাকিলে, আদালত প্রতিবাদিকে দিবার জন্যে ঐ প্রধান কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সমনের নকল পাঠাইবেন ইতি।*

কার্য্যকারক গবর্ণমেণ্টের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এই নিমিত্ত সময় বাড়াইয়া দিবার কথা।

৪২৩ ধারা। (৮। ৬৯) ঐ রাজকীয় কার্য্যকারক সমন পাইলে পর, আবেদনপত্রের উত্তর দেওনের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের নিকট জিজ্ঞাসা করা উচিত বোধ করিলে, উপযুক্ত প্রণালীমতে জিজ্ঞাসা করিবার ও তদ্বিষয়ের আজ্ঞা পাইবার

---

* সরকারি কার্য্যকারকের উত্তর সমন জারী হইবার জন্য ঐ কার্য্যকারক যে আপীসে কর্ম্ম করেন সেই আপীসের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠান যাইতে পারিবে।

জন্যে যত দিন আবশ্যক, সমনের নির্দ্ধারিত সময় তত দিন বাড়াইয়া দিতে আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে, আদালত যত দিন আবশ্যক বোধ করেন তত দিন ঐ সময় বাড়াইয়া দিতে পারিবেন ইতি।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বের নোটিস দেওয়ায় কথা।

৪২৪ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত উক্ত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইলে, তৎপূর্ব্বে দুই মাস থাকিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কোন সেক্রেটরী সাহেবকে কিম্বা জিলার কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা তাঁহার আফিসে ঐ নালীশের হেতুর ও প্রস্তাবিত বাদির নামের ও বাসস্থানের নোটিস, এবং রাজকীয় কার্য্যকারকের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইলে তাঁহাকে কিম্বা তাঁহার আফিসে সেই মর্ম্মের নোটিস দিতে বা রাখিয়া আসিতে হইবে। নতুবা মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না। ও ঐ নোটিস যে দেওয়া বা রাখিয়া আসা গিয়াছে আবেদনপত্রে এই কথা থাকিবে ইতি। *

তদ্রূপ মোকদ্দমায় শুনানি করিবার কথা।

৪২৫ ধারা। তদ্রূপ মোকদ্দমায় জিলার জজ সাহেব

---

* গবর্ণমেণ্ট কি গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারির বিরুদ্ধে কোন নালিশ করিতে হইলে ঐ নালিশ রুজুর অন্ততঃ দুই মাস পূর্ব্বে নোটিস দিতে হইবে। সরকারি কার্য্যকারকের সরকারি কর্ম্মের দরুন নালিশ করিতে হইলেই এই বিধান খাটে। তাঁহার নিজ কার্য্য উপলক্ষে কিম্বা তাঁহার নিজ সম্পত্তি সম্বন্ধে মোকদ্দমা করিতে হইলে এই নিয়ম খাটিবে না। সাবেক আইনে এই কথা স্পষ্ট ছিল।

অনুমতি লিখিয়া না দিলে, ধৃত করিবার কোন পরওয়ানা বাহির হইবে না ইতি। *

গবর্ণমেণ্ট উত্তর দিতে স্বীকার করিলে প্রার্থনার কথা।

৪২৬ ধারা। (৮। ৭০) গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় কার্য্যকারকের নামে উপস্থিত মোকদ্দমার উত্তর দিতে স্থির করিলে, গবর্ণমেণ্টের উকীল উপস্থিত হইয়া আবেদনপত্রের উত্তর দিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে আদালতে প্রার্থনা করিবেন। তদ্রূপ প্রার্থনা করিলে আদালত রেজিষ্টরের মধ্যে তাঁহার সেই ক্ষমতার সংক্ষেপকথা লেখাইয়া রাখিবেন ইতি।

তদ্রূপ প্রার্থনা না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪২৭ ধারা। (৮। ৭১) নোটিসে প্রতিবাদির উপস্থিত হইয়া আবেদনপত্রের উত্তর দিবার যে দিন ধার্য্য হইল, গবর্ণমেণ্টের উকীল সেই দিনে কি তৎপূর্ব্বে উক্ত প্রকারের

বিচার হওয়ার পূর্ব্বে প্রতিবাদীর ধৃত হইতে না পারিবার কথা।

প্রার্থনা না করিলে, সাধারণ দুই পক্ষের মধ্যে মোকদ্দমার ন্যায় ঐ মোকদ্দমা চলিবে, কেবল বিশেষ এই যে ডিক্রী জারীক্রমে না হইলে প্রতিবাদিকে ধৃত কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করা যাইতে পারিবে না ইতি। †

---

* জিলার জজ সাহেবের লিখিত অনুমতি ভিন্ন সরকারি কার্য্যকারকের নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইবে না। দিনাজপুরের মুন্সেফের মোকদ্দমা বোধ হয় সকলেরই স্মরণ আছে।

† ডিক্রীজারী ভিন্ন হইবে না ইহার অর্থ এই যে, ৩৪ অধ্যায়ের বিধান খাটিবে না।

রাজকীয় কার্য্যকারকদের নিজে উপস্থিত না হওয়ার অনুমতির কথা।

৪২৮ ধারা। (৮। ৭২) রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, ও তিনি স্বীয় কর্ম্মে না গেলে রাজকীয় কর্ম্মের ব্যাঘাত হইবে আদালতের হৃদ্বোধমতে ইহা জানাইলে, আদালত তাঁহার স্বয়ং না আসিবার অনুমতি দিবেন ইতি।

গবর্ণমেণ্টের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকের বিপক্ষে
ডিগ্রী হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪২৯ ধারা। (৮। ২০১) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠীত উক্ত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকের বিপক্ষে ডিগ্রী হইলে, ঐ ডিগ্রীগত কার্য্য যে সময়ের মধ্যে সাধন করিতে হইবে ডিগ্রীর মধ্যে এমত সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, ও সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ ডিগ্রীমত কার্য্য সাধন না হইলে আদালত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞার জন্যে সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন।

সেই রিপোর্টের তারিখ অবধি যদি তিন মাস পর্য্যন্ত ডিগ্রীমত কার্য্য সাধন না হইয়া থাকে, তবে সেই ডিগ্রীজারীর পরওয়ানা বাহির হইতে পারিবে নতুবা নয় ইতি।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিদের ও ভিন্ন দেশীয় বা এতদ্দেশীয় সরদারদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মকর্দ্দমা বিষয়ক বিধি।

ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিরা যে স্থলে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন।

৪৩০ ধারা। কিন্তু জাতীয় শত্রুগণ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত

গবরনর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে বাস করিলে তাঁহারা এবং ভিন্ন জাতীয় মিত্রগণ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রজার ন্যায় ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

ভিন্নজাতীয় কোন শত্রু উক্ত অনুমতি বিনা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্য বাসী হইলে, কিম্বা ভিন্ন দেশে বাস করিলে, উক্ত কোন আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না।

ব্যাখ্যা।—যে ভিন্নদেশীয় গবর্ণমেণ্ট গ্রেটব্রিটন ও ঐরলণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন সেই ভিন্নদেশবাসি কোন ব্যক্তি, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন এক জন ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের কিম্বা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের এক জন সেক্রেটরী সাহেবের স্বাক্ষরক্রমে ঐ রাজ্যের মধ্যে ব্যবসায়াদি করিবার লাইসেন্স না পাইয়া ব্যবসায়াদি করিলে, এই ধারার দ্বিতীয় প্রকরণের কার্য্যপক্ষে তাঁহাকেই ভিন্নদেশবাসি ভিন্নজাতীয় শত্রু বলিয়া গণ্য হইবে ইতি।*

ভিন্ন দেশীয় রাজ্যাধিকার যে স্থলে মোকদ্দমা
উপস্থিত করিতে পারেন তাহার কথা।

৪৩১ ধারা। ভিন্নদেশীয় রাজ্যাধিকার এই২ স্থলে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, বিশেষতঃ,

---

* যদি কাবুলের সহিত আমাদের গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ হয় এবং কোন বাঙ্গালী বিনা অনুমতিতে কাবুল রাজ্যে থাকিয়া ঐ যুদ্ধের সময় ব্যবসায় করিতে থাকেন তবে তাঁহাকে ভিন্ন দেশীয় ও ভিন্ন জাতীয় শত্রু বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

(ক) শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল সাহেব রাজ্যাধিকার বলিয়া ঐ রাজ্যাধিকার স্বীকার করিলে, ও

(খ) ভিন্নদেশীয় সেই রাজ্যাধিকারের সরদারের কি প্রজাদের স্বকীয় স্বত্ব প্রবল করা ঐ মোকদ্দমার উদ্দেশ্য হইলে।

ভিন্নদেশীয় সেই রাজ্যাধিকার শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকর্ত্তৃক কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেব কর্ত্তৃক স্বীকৃত না হইলে, আদালত বিচারকালে তদ্বিষয়ে মনোযোগ করিবেন ইতি। *

রাজার কি সরদারের মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্টের বিশেষমতে নিযুক্ত ব্যক্তির নালিশ করিবার ও উত্তর দিবার কথা।

৪৩২ ধারা। (৮। ১৭) স্বাধীন রাজা কি সরদার অধীনতা মানিয়া কি প্রকারান্তরে ব্রিটনীয় গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হইলে, ও ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত বা বহির্ভূত স্থানেও বাস করিলে, তাঁহার প্রার্থনামতে যে ব্যক্তিরা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে তৎপক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত কি মোকর্দ্দমার প্রতিবাদ করণার্থে বিশেষমতে নিযুক্ত হন, তাঁহাদিগকে এই আইনমতে সেই রাজার কি সরদারের পক্ষে উপস্থিত হওনের ও কার্য্য করণের ও প্রার্থনাপত্র দেওনের নিমিত্ত স্বীকৃত কর্ম্মকারক বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে ইতি।

---

* এই ধারার শেষে কএকটী কথার অর্থ ভালরূপে প্রকাশ হয় নাই। আদালত 'মনোযোগ করিবেন' না লিখিয়া 'আদালত সাক্ষী গ্রহণ না করিয়াই তাহা বিশ্বাস করিবেন' লিখিলে ভাল হইত।

স্বাধীন রাজগণ প্রভৃতির নামে মোকদ্দমার কথা।

৪৩৩ ধারা। গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী সাহেবের মধ্যে এক জনের স্বাক্ষরিত সর্টিফিকটক্রমে গবর্ণমেন্ট অনুমতি দিলে, জিলার আদালতের অনধীন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতে উক্ত কোন রাজার কি সরদারের ও ভিন্নদেশীয় রাজ্যাধিকারের কোন দূতের কি রাজপ্রতিনিধির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে, কিন্তু তদ্রূপ অনুমতি বিনা করা যাইতে পারিবে না।

নিম্নলিখিত স্থলভিন্ন ঐ অনুমতি দেওয়া যাইবে না,

(ক) যে ব্যক্তি ঐ রাজার কি সরদারের কি রাজদূতের কি রাজপ্রতিনিধির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে চাহেন, যদি সেই ব্যক্তির নামে ঐ রাজা প্রভৃতি সেই আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া থাকেন। কিম্বা

(খ) যদি ঐ রাজা কি সরদার কি রাজদূত কি রাজপ্রতিনিধি স্বয়ং কি অন্যের দ্বারা ঐ আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে বাণিজ্যাদি করিয়া থাকেন। কিম্বা

(গ) যদি সেই সীমার অন্তর্গত ও উক্ত রাজার কি সরদারের কি রাজদূতের কি রাজপ্রতিনিধির অধিকারগত স্থাবর সম্পত্তি সেই মোকর্দ্দমার বিবাদীয় বিষয় হয়।

স্বাধীন রাজগণ প্রভৃতিকে ধৃত করিতে না পারিবার কথা।

উক্ত কোন রাজা কি সরদার কি রাজদূত কি রাজপ্রতিনিধিকে এই আইনমতে ধৃত করা যাইবে না। এবং পূর্ব্বোক্তরূপ সর্টিফিকটের দ্বারা গবর্ণমেন্টের অনুমতি না হইলে,

তাঁহাদের সম্পত্তি যে স্থলে ক্রোক হইতে পারে তাহার কথা।

উক্ত কোন রাজার কি সরদারের কি রাজদূতের কি রাজ-

প্রতিনিধির সম্পত্তির উপর কোন ডিক্রীজারী করা যাইবে না ইতি। *

ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে এদেশীয় রাজ্যাধিকারের আদালতের ডিক্রী জারী করিবার কথা।

৪৩৪ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেব সময়ে২ ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে,

(ক) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ কোন এদেশীয় রাজার কি রাজ্যাধিকারের শাসিত দেশের অন্তর্গত যে আদালত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে স্থাপিত হয় নাই, সেই আদালতের ডিক্রী ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের আদালতের ডিক্রীর ন্যায় ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে জারী করা যাইতে পারে, এবং

(খ) তদ্রূপ কোন আজ্ঞা রহিত করিতেও পারিবেন।

সেই আজ্ঞা যত দিন প্রবল থাকে তত দিন উক্ত ডিক্রী তদনুসারে জারী করা যাইতে পারিবে ইতি। †

---

* কোন রাজার বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা জেলার জজ আদালত অপেক্ষা নিম্ন আদালতে হইতে পারিবে না কিন্তু ৩১ ধারামতে তিনি সকল আদালতেই বাদী হইতে পারিতেন। স্বাধীন রাজা আমাদের গবর্ণমেণ্টের অধীন কোন স্থলে কোন ঋণ করিলেও আমাদের গবর্ণমেণ্টের অধীন কোন আদালতে তাঁহার নামে নালিশ চলে না। জালা প্রসাদ বং ধোলপুরের রাণা স. দেঃ আঃ উত্তর পশ্চিম ১৮৬৩ সন ৫৭৯ পৃষ্ঠা।

† এখানকার আদালতের ডিগ্রী, ভিন্ন দেশে কিরূপে জারী হইবে তাহার বিধান জন্য ১৮৬৮ সনের ২৭শে আগষ্ট তারিখের ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রিজলিউশন্ অথবা মহামান্য হাইকোর্টের ১৮৬৯ সনের ৪নং সারকিউলর অর্ডার দ্রষ্টব্য।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

সমবায়িত সমাজের ও কোম্পানির দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকর্দ্দমাবিষয়ক বিধি।

আবেদনপত্রে ও সত্যাকরণ পত্রে স্বাক্ষর করিবার কথা।

৪৩৫ ধারা। (৮। ২৮) সমবায়িত সমাজের মোকর্দ্দমায়, কিম্বা কোন কোম্প্যানির পক্ষে কোন কর্ম্মকারক কি ট্রষ্টী মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে কিম্বা তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি থাকিলে সেই মোকদ্দমায় যে আবেদন পত্র দেওয়া যায়, ঐ সমবায়িত সমাজের কি কোম্পানির যে কার্য্যাধ্যক্ষ কি সেক্রেটরী কি অন্য প্রধান কার্য্যকারক মোকর্দ্দমার সকল বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হন, তিনিই ঐ সমাজের কি কোম্পানির সপক্ষে ঐ আবেদন পত্রে ও সত্যাকরণের কথায় স্বাক্ষর করিতে পারিবেন ইতি।

সমবায়িত সমাজের কি কোম্পানির নামে সমন দিবার কথা।

৪৩৬ ধারা। (৮। ৬৩, ৬৪) সমবায়িত সমাজের নামে, কিম্বা যে কোম্পানির পক্ষে কোন কর্ত্তৃপক্ষ কি ট্রষ্টী মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন কি তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে, এমত কোম্পানির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে,

(ক) ঐ সমাজের কি কোম্পানির রেজিষ্টরী আফিস থাকিলে, সেই আফিসে সমন রাখিয়া গিয়া, কিম্বা

(খ) সমন পত্রে বদ্ধ করিয়া ঐ সমাজের কি কোম্পানির আফিসে (কিম্বা দুই কি তদধিক আফিস থাকিলে, বিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত প্রধান আফিসে) ঐ কর্ত্তপক্ষের কি ট্রষ্টীর নামে শিরোনামা লিখিয়া ডাকযোগে পাঠাইয়া, কিম্বা

(গ) ঐ সমবায়িত সমাজের কি কোম্পানির কোন কার্য্যাধ্যক্ষকে কি সেক্রেটরীকে কিম্বা প্রধান অন্য কার্য্যকারককে দিয়া, সমন জারী করা যাইতে পারিবে,

এবং ঐ সমবায়িত সমাজের কি কোম্পানির যে কার্য্যাধ্যক্ষ কি সেক্রেটরী কিম্বা প্রধান অন্য যে কার্য্যকারক মোকদ্দমা সংক্রান্ত ভারি২ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, আদালত তাঁহার স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

ত্রিংশ অধ্যায়।

ট্রষ্টীদের ও উইলক্রমে, নিরূপিত কর্ম্ম সম্পাদকের ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিদের দ্বারা ও তাঁহারদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

ট্রষ্টী প্রভৃতির নিকট যে সম্পত্তি ন্যস্ত থাকে তদ্বিষয়ক মোকদ্দমায় স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিনিধির কথা।

৪৩৭ ধারা। ট্রষ্টীর কি উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদকের কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারির নিকট যে সম্পত্তি ন্যস্ত থাকে তৎসম্পর্কীয় সকল মোকর্দ্দমায় ঐ ট্রষ্টী কি উই-

লক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদক কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারী ঐ সম্পত্তিগত লাভজনক স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্থলাভিষিক্ত হইবেন। ও তাঁহাদিগকে সচরাচর মোকদ্দমার এক পক্ষ করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু আদালত বিহিত বোধ করিলে ঐ ব্যক্তিদিগকে কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিদিগকে এক পক্ষ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদকদের ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিদের সংযোগের কথা।

৪৩৮। উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদক দ্রব্যনিরূপণাধিকারি অনেক জন থাকিলে, তাঁহাদের কোন এক কি অধিক জনের নামে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করা গেলে তাঁহাদের সকলকে ঐ মোকর্দ্দমার এক পক্ষ করা যাইবে।

কিন্তু উইলক্রমে নিরূপিত যে কর্ম্মসম্পাদকেরা ঐ পত্র লেখকের উইলের প্রমাণ করেন নাই, তাহাদিগকে ও আদালতের এলাকার সীমার বহির্ভূত স্থানের উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদকদিগকে ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিদিগকে এক পক্ষ করণের প্রয়োজন নাই ইতি।

বিবাহিতা স্ত্রী উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদিকা হইলে তাঁহার সঙ্গে স্বামিকে সংযোগ না করিবার কথা।

৪৩৯ ধারা। বিবাহিতা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিণী কিম্বা উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদিকা যে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন কিম্বা তাঁহার নামে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় আদালতের আজ্ঞা না হইলে, তাঁহার স্বামী ঐ মোকদ্দমার এক পক্ষ হইবেন না ইতি।

একত্রিংশ অধ্যায়।

নাবালগদের ও অসুস্থমনা ব্যক্তিদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

আসন্ন বন্ধুর দ্বারা নাবালগের মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবার কথা।

৪৪০ ধারা। নাবালগের প্রত্যেক মোকর্দ্দমা তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা উপস্থিত করা যাইবে। সেই মোকর্দ্দমায় ঐ ব্যক্তিকে নাবালগের আসন্নবন্ধু

খরচার কথা।

বলা যাইবে। ও বাদী হওয়ার ন্যায় তাঁহার প্রতি মোকদ্দমার কোন খরচা দিবার আজ্ঞা হইতে পারিবে ইতি।

আসন্ন বন্ধুর কিম্বা মোকদ্দমসম্পর্কীয় অভিভাবকের প্রার্থনাপত্র দিতে হইবার কথা।

৪৪১ ধারা। আদালতে নাবালগের পক্ষে (৪৪৯ ধারা

---

* এই অধ্যায়টীর নিয়মগুলি নূতন। মহামান্য হাইকোর্ট ১৮৭৪ সনের ১০ই জুন তারিখে যে নিয়মাবলী প্রচার করেন তদ্দৃষ্টে এই অধ্যায়ের বিধানগুলি হইয়াছে। ১২বাঃ লাঃ রিঃ হাইকোর্ট সাবকুলারের ৩২ হইতে ৩৯পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ঐ নিয়মাবলীর প্রথমটী এই যে মোকর্দ্দমাটী আসন্ন বন্ধুর নামে রুজু হইবে কিন্তু এই ধারামতে নাবালকের নামেই রুজু হইবে। বাদীর পক্ষে যে মোকর্দ্দমা চালায় তাঁহাকে আসন্ন বন্ধু এবং বিবাদীরপক্ষে যে চালায় তাঁহাকে অভিভাবক বলিতে হইবে। ৪৪৩ ধারা দ্রষ্টব্য। আসন্ন বন্ধুকে মোকদ্দমার খরচার দায়ী করা যাইতে পারিবে।

মত প্রার্থনা পত্র ভিন্ন) যেং প্রার্থনা করা যায়, তাঁহার আসন্নবন্ধুর কিম্বা মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবকের সেইং প্রার্থনা করিতে হইবে ইতি।*

আসন্ন বন্ধুছাড়া আবেদনপত্র উপস্থিত করাগেলে নথী হইতে উঠাইয়া দিবার কথা।

৪৪২ ধারা। আসন্ন বন্ধুবিনা নাবালগের দ্বারা কি তাঁহার পক্ষে আবেদনপত্র অর্পণ করা গেলে, প্রতিবাদী সেই আবেদনপত্র নথীহইতে উঠাইয়া দিবার এবং উকীলের কি অন্য ব্যক্তি ঐ আবেদনপত্র উপস্থিত করিলেন তাঁহারই প্রতি

খরচার কথা।

খরচা দিবার আজ্ঞা হওনের প্রার্থনা করিতে পারিবেন। প্রতিবাদী ঐ ব্যক্তিকে সেই প্রার্থনাপত্রের নোটিস দিবেন, ও তিনি আপত্তি করিলে আদালত তাঁহার আপত্তি শুনিলে পর তদ্বিষয়ের যে আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করেন করিবেন ইতি।

মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবককে আদালতের নিযুক্ত করিবার কথা।

৪৪৩ ধারা। মোকদ্দমার প্রতিবাদী নাবালগ হইলে, আদালত তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়ার কথা হৃদ্বোধমতে জানিলে তাঁহার পক্ষে উত্তর দেওয়নার্থে, ও সাধারণমতে মোকর্দ্দমার কার্য্য চলনে তাঁহার পক্ষে কর্ম্ম করণার্থে, ঐ

---

* গেজেটের এই ধারাতে ২৫১ ধারার প্রার্থনাপত্র বলিয়া লেখা আছে কিন্তু সেটী স্পষ্ট ভ্রম ঐ অশুদ্ধ শোধন করিয়া আমি ৪৩৯ করিয়া দিলাম। ৪৪২ এই ধারার সহিত ৪৩৮ ধারা একত্র করিলে জানা যায় যে এখন অবধি যদি কোন উকীল নাবালক বলিয়া নাবালকের নামে কি বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু করেন তবে অবস্থাদৃষ্টে তিনিই খরচার দায়ী হইবেন।

মোকদ্দমার উপলক্ষে ঐ নাবালগের অভিভাবকস্বরূপ উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

মোকদ্দমার উপলক্ষে যিনি অভিভাবক তিনি ভারতবর্ষীয় বয়ঃপ্রাপ্তিবিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনের ৩ ধারার মর্ম্মানুসারে ব্যক্তির কি সম্পত্তির অভিভাবক নহেন ইতি *

আসন্ন বন্ধু কি অভিভাবক বিনা আজ্ঞা পাওয়া গেলে তাহা অসিদ্ধ করা যাইতে পারিবার কথা।

৪৪৪ ধারা। আদালতের সম্মুখে যে মোকদ্দমায় কি যে কোন প্রার্থনাপত্রে নাবালগের কোন প্রকারের সম্পর্ক থাকে কিম্বা তাঁহার লাভালাভ হয়, আসন্নবন্ধু কিম্বা বিষয়বিশেষে মোকর্দ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবক ঐ নাবালগের স্থলাভিষিক্ত না হইলে, ঐ মোকদ্দমায় কি ঐ প্রার্থনাপত্রমতে যে আজ্ঞা

খরচার কথা।

করা যায় তাহা অসিদ্ধ করা যাইতে পারিবে। ও যে পক্ষের অনুরোধে ঐ আজ্ঞা পাওয়া যায় তাঁহার উকীল ঐ ব্যক্তিকে

---

* বিবাদীর অভিভাবক বাদী স্থির করিয়া লিখিবেন না আদালত মোকর্দ্দমা চালাইবার জন্য নাবালক বিবাদীর পক্ষে অভিভাবক নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু সেইরূপ অভিভাবক নিযুক্ত হইল বলিয়া ১৮৭৫ সালের ৯ আইনের ৩ ধারা খাটিবে এমন নহে। ঐ ৯ আইনমতে যে সকল নাবালগের সম্পত্তি সম্বন্ধে আদালতের আদেশ ক্রমে অভিভাবক নিযুক্ত হয় সেই সকল নাবালক ২১ বৎসর বয়স প্রাপ্ত না হইলে সাবালক হয়না কিন্তু এই ধারামতে অভিভাবক নিযুক্ত হইলে সেই নিয়ম খাটিবেনা অর্থাৎ এইরূপ স্থলে ১৮ বৎসর বয়সেই সাবালক বলিয়া গণ্য হইবে। শ্রীযুক্ত ফিয়ার সাহেব বিরুদ্ধমত প্রকাশ করাতে এই বিধান স্পষ্ট করিয়া লিপি বদ্ধ হইল। ৪৭৩ ধারা দ্রষ্টব্য।

নাবালগ বলিয়া জানিলে কিম্বা সঙ্গতমতে জানিতে পারিলে খরচা তাঁহারই দিতে হইবে ইতি। *

কিরূপ ব্যক্তি আসন্ন বন্ধু হইতে পারে ইহার কথা।

৪৪৫ ধারা। কোন ব্যক্তি সুস্থমনা ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, নাবালগের আসন্ন বন্ধু হইয়া কার্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু প্রয়োজন যে তাঁহার নিজ স্বার্থ ঐ নাবালগের স্বার্থের বিপক্ষ না হয়, ও তিনি মোকদ্দমার প্রতিবাদী না হন ইতি।

আসন্ন বন্ধুকে অবসর করিবার কথা।

৪৪৬ ধারা। নাবালগের আসন্ন বন্ধুর স্বার্থ ঐ নাবালগের স্বার্থের বিপক্ষ হইলে, অথবা যে প্রতিবাদির স্বার্থ ঐ নাবালগের স্বার্থের বিপক্ষ আছে তাঁহার সঙ্গে ঐ বন্ধুর যদ্রূপ সম্পর্ক থাকে তদ্ধেতুক তাঁহারই দ্বারা ঐ নাবালগের স্বার্থ উপযুক্তমতে রক্ষা হওয়া অসম্ভব হইলে, কিম্বা তিনি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে, কিম্বা ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিতে গেলে এই২ কারণে কিম্বা বিশিষ্ট অন্য কোন কারণে ঐ নাবালগের সপক্ষে কিম্বা প্রতিবাদিরদ্বারা ঐ বন্ধুর অবসর হওয়ার প্রার্থনা করা যাইতে পারিবে। ও যে কারণ ব্যক্ত হয় আদালত তাহা হৃদ্বোধমতে প্রভূত জানিলে তদনুসারে আসন্ন বন্ধুর অবসর হওয়ার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

---

* বাদী কি বিবাদী নাবালক থাকা প্রকাশ হইলে সেই মোকদ্দমা সম্বন্ধে যে সকল আদেশ তৎপূর্ব্ব হইয়াছিল তাহা অসিদ্ধ হইতে পারিবে এবং উকীল ঐ নাবালকতার বিষয় জানিয়া তাহার পক্ষে মোকর্দ্দমা চালাইলে তিনি নিজে খরচার দায়ী হইবেন।

আসন্ন বন্ধুর কর্ম্ম ত্যাগ করণের কথা।

৪৪৭ ধারা। আদালত অন্য আজ্ঞা না করিলে, আসন্ন বন্ধু আপনার স্থানে কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিকে না রাখিয়া, ও মোকদ্দমার তৎপূর্ব্বে যত টাকা খরচ লাগিয়াছে তাহার জামিন না দিয়া, আপনার প্রার্থনামতে কার্য্য ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না।

নূতন আসন্ন বন্ধুকে নিযুক্ত করিবার প্রার্থনার কথা।

নূতন আসন্নবন্ধুকে নিযুক্ত করিবার প্রার্থনা হইলে, যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয় তিনিই উপযুক্ত ও নাবালগের বিপক্ষ তাঁহার কোন স্বার্থ নাই এই মর্ম্মের অফি-ডেবিট দ্বারা ঐ প্রার্থনাপত্রের প্রতিপোষণ করিতে হইবে ইতি।

আসন্ন বন্ধু মরিলে কি অবসর হইলে মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত থাকার কথা।

৪৪৮ ধারা। নাবালগের আসন্ন বন্ধুর মৃত্যু হইলে কিম্বা তাঁহাকে অবসর করা গেলে, তাঁহার স্থানে আসন্ন বন্ধু নিযুক্ত না হওন পর্য্যন্ত মোকদ্দমাসম্পর্কীয় কার্য্য স্থগিত থাকিবে ইতি।

নূতন আসন্ন বন্ধু নিযুক্ত করিতে প্রার্থনা করিবার কথা।

৪৪৯ ধারা। ঐ নাবালগের উকীল সঙ্গত সময়ের মধ্যে নূতন আসন্ন বন্ধুকে নিযুক্ত করাইতে উদ্যোগ না করিলে, নাবালগের পক্ষে কিম্বা বিবাদীয় বিষয়ে যাঁহার স্বার্থ থাকে এমত কোন ব্যক্তি আদালতে বন্ধুর নিযুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন, ও আদালত যাঁহাকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ইতি।

অপ্রাপ্তবয়স্ক বাদী কিম্বা প্রার্থক বয়:প্রাপ্ত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৫০ ধারা। অপ্রাপ্তব্যবহার বাদী কিম্বা মোকর্দ্দমার এক পক্ষ নহেন এমত যে নাবালগের পক্ষে প্রার্থনাপত্র উপস্থিত থাকে তিনি, সেই মোকদ্দমা কি প্রার্থনাপত্র ঘটিত কার্য্য চালাইবেন কি না, বয়:প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার এই কথা স্থির করিতে হইবে ইতি।

চালাইতে স্থির করিলে তদ্বিষয়ক কথা।

৪৫১ ধারা। চালাইতে স্থির করিলে, তিনি আসন্ন বন্ধুকে মুক্ত করিবার ও আপনার নামে কার্য্য চালাইবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবেন।

তদ্রূপ স্থলে মোকর্দ্দমার কি প্রার্থনাপত্রের নাম এমন সংশোধন করা যাইবে যেন সেই অবধি এইরূপ পাঠ করা যায়,

"আসন্ন বন্ধু শ্রী অমুকের দ্বারা ভূতপূর্ব্ব নাবালগ কিন্তু এইক্ষণে বয়:প্রাপ্ত শ্রী অমুক" ইতি।

ত্যাগ করিতে স্থির করিলে তদ্বিষয়ক কথা।

৪৫২ ধারা। মোকদ্দমা কি প্রার্থনাপত্র ত্যাগ করিতে স্থির করিলে, তিনি একক বাদী কিম্বা একাই প্রার্থক হইলে, প্রতিবাদির কি রিস্পাণ্ডেণ্টের যত খরচ হইয়াছে কিম্বা তাঁহার

খরচার কথা।

আসন্ন বন্ধু যত টাকা খরচ করিযাছেন তাহা ফিরিয়া দিলে, মোকদ্দমা কি প্রার্থনা ডিসমিস হইবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবেন ইতি।

৪৫১ বা ৪৫২ ধারামতে প্রার্থনাপত্র করণ ও প্রমাণ করণের কথা।

৪৫৩ ধারা। ৪৫১ বা ৪৫২ ধারামত ঐ প্রার্থনা এক

পক্ষ মাত্র উপস্থিত থাকিতে করা যাইতে পারিবে, ও যিনি নাবালগ ছিলেন তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন আফিডেবিটক্রমে ইহার প্রমাণ করিতে হইবে ইতি।

নাবালগসহবাদী হইলে তদ্বিষয়ের কথা।

৪৫৪ ধারা। নাবালগ সহবাদী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সেই মোকর্দ্দমা প্রত্যাখ্যান করিতে ইচ্ছুক হইলে সহবাদী বলিয়া আপনার নাম উঠাইয়া দেওনার্থে তাঁহার প্রার্থনা করিতে হইবে, ও আদালত সেই ব্যক্তির এক পক্ষ হইয়া থাকা আবশ্যক নাই বোধ করিলে, খরচা প্রভৃতির বিষয়ে যে নিয়ম উচিতবোধ করেন এমত নিয়ম করিয়া তাঁহাকে মোকর্দ্দমাহইতে অবসর করিতে পারিবেন।

যেমন প্রতিবাদির নামে, তেমনি আসন্ন বন্ধুরও নামে ঐ প্রার্থনাপত্রের নোটিস দেওয়া যাইবে, এবং যিনি নাবালগ ছিলেন তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন আফিডেবিটের দ্বারা ইহার প্রমাণ করিতে হইবে। আদালত ঐ প্রার্থনাপত্র সম্প-

খরচের কথা।

কীয় সকল পক্ষের খরচ, এবং সেই কাল পর্য্যন্ত উক্ত মোকর্দ্দমায় আনুষ্ঠানিক সকল কি কোন কার্য্যের খরচ যাঁহাদের দিবার আজ্ঞা করেন তাঁহাদের দিতে হইবে।

ঐ মোকর্দ্দমায় ভূতপূর্ব্ব নাবালগের একপক্ষ হওয়া আবশ্যক হইলে, আদালত তাঁহাকে প্রতিবাদী করার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

মোকর্দ্দমা অসঙ্গত কি অনুচিত হইলে তদ্বিষয়ের কথা।

৪৫৫ ধারা। আসন্নবন্ধু নাবালগের নাম ধরিয়া যে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিলেন তাহা অসঙ্গত কি অনুচিত, এ

নাবালগ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আদালতের হৃদ্বোধমতে ইহার প্রমাণ করিতে পারিলে, তিনি একা বাদী হইলে সেই মোকর্দ্দমা ডিসমিস হইবার প্রর্থনা করিতে পারিবেন।

মোকর্দ্দমা সম্পর্কীয় সকল ব্যক্তির নামে ঐ প্রার্থনা হওয়ার নোটিস দেওয়া যাইবে। এবং আদালত ঐ মোকদ্দমা অসঙ্গত কি অনুচিত বলিয়া হৃদ্বোধমতে জানিলে, সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া আসন্ন বন্ধুর প্রতি সেই প্রার্থনাপত্র

খরচের কথা।

সম্পর্কীয় সকল পক্ষের খরচ ও মোকদ্দমায় যে কোন কার্য্য করা যায় তাহার খরচ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবক নিযুক্ত করিবার দরখাস্তের কথা।

৪৫৬ ধারা। নাবালগের নাম উল্লেখ করিয়া প্রার্থনাপত্র দিলে, মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবক নিযুক্ত হইবার আজ্ঞা পাওয়া যাইতে পারিবে। সেই মোকদ্দমায় যেং বিসয়ের নাবালগের স্বার্থের বিপক্ষে প্রস্তাবিত অভিভাবকের কোন স্বার্থ নাই, ও তিনি তৎপদে নিযুক্ত হওনের উপযুক্ত ব্যক্তি, এই কথা সত্যাকরণার্থে ঐ প্রার্থনাপত্রের পোষকতায় আফিডেবিট দিতে হইবে ইতি। *

---

* নাবালকের পক্ষে দরখাস্ত হইলে নাবালকের অভিভাবক নিযুক্ত করিবার বিধান হইল কিন্তু নাবালকের পক্ষে প্রার্থনা না হইলে কি প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে তাহার স্পষ্ট বিধান হইল না তবে ৪৪৩ ধারার ভাষা বিস্তৃত আছে। হাইকোর্টের নিয়মাবলির ২৭। ২৮ প্রকরণ অনুসারে প্রতিবাদীর পক্ষে ত্রুটি হইলে বাদীর প্রার্থনামতে অভিভাবক নিযুক্ত হয় কিন্তু তৎপূর্ব্বে সমন জারী ও নোটীশ জারী হওয়া আবশ্যক। এই আইনের দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতেও ঐরূপ বিধান ছিল কিন্তু পরে আইন কর্ত্তারা বলি-

মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবক কে হইতে পারেন ইহার কথা।

৪৫৭ ধারা। সহপ্রতিবাদী সুস্থমনা ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ও নাবালগের স্বার্থের বিপক্ষে তাঁহার কোন স্বার্থ না থাকিলে তিনি মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবক বলিয়া নিযুক্ত হইতে পারিবেন। কিন্তু বাদী, কিম্বা বিবাহিতা স্ত্রী তৎপদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না ইতি।*

অভিভাবক কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে তাঁহাকে অবসর করিতে পারিবার কথা।

৪৫৮ ধারা। অপ্রাপ্ত ব্যবহার প্রতিবাদির মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবক আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে, কিম্বা অন্য বিশিষ্ট কারণ প্রকাশ করা গেলে, আদালত তাঁহাকে অবসর

খরচার কথা।

করিতে পারিবেন, ও তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করণ দ্বারা কোন পক্ষের যত খরচা লাগে তাঁহার ঐ খরচা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিলে অভিভাবক মরিলে নূতন অভিভাবক নিযুক্ত করিবার কথা।

৪৫৯ ধারা। মোকর্দ্দমা উপস্থিত থাকিতে মোকর্দ্দমা-

য়াছেন যে ৪৪৩ ধারার বিধানই যথেষ্ট আছে, ঐ দুই প্রকরণ আর বিশেষ করিয়া লিখিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু কার্য্যতঃ সেইরূপ প্রণালীই অনেক স্থলে অবলম্বন করিতে হইবে।

* সধবা স্ত্রীলোক অতঃপর নাবালক বিবাদীর অভিভাবক হইতে পারিবেন না, কিন্তু নাবালক বাদীর আসন্ন বন্ধু হইতে পারিবেন ৪৪৫ ধারা দ্রষ্টব্য। তবে বিধবা স্ত্রীলোক কি আসন্ন বন্ধু কি অভিভাবক দুইই হইতে পারিবেন।

সম্পর্কীয় অভিভাবক মরিলে, কিম্বা আদালতের দ্বারা অন্তর-সর করা গেলে, আদালত তাঁহার স্থানে নূতন অভিভাবককে নিযুক্ত করিবেন ইতি।

যে স্থলে উত্তরাধিকারির কি স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে ডিক্রী প্রবল করা যাইতে পারে তাহার কথা।

৪৬০ ধারা। মৃত এক পক্ষের অপ্রাপ্তব্যবহার উত্তরাধিকারির কিম্বা স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ডিক্রীপ্রবল করিবার প্রার্থনা হইলে, আদালত ঐ নাবালগের মোকর্দ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবক নিযুক্ত করিবেন, ও ডিক্রীদার ঐ অভিভাবকের নামে সেই প্রার্থনা হওয়ার নোটিস জারী করিবেন ইতি।

ডিক্রীর পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি বিনা ও জামিন না দিয়া আসন্নবন্ধুর কি মোকর্দ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবকের টাকা গ্রহণ না করিবার কথা।

৪৬১ ধারা। যিনি কোন সময়ে আসন্ন বন্ধু কিম্বা মোকর্দ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবক হন, ডিক্রী কি আজ্ঞা হওনের পূর্ব্ব কোন সময়ে, আদালতের অনুমতি না পাইলে, ও তাঁহার হাতে যে টাকা কি অন্য দ্রব্য দেওয়া যায় আদালতের হুকুমমতে ঐ নাবালগকে তাহার উপযুক্ত হিসাব দিবার ও ঐ নাবালগের হিতার্থে তাহা রাখিবার জামিন না দিলে, তিনি নাবালগের পক্ষে কোন টাকা কি অন্য দ্রব্য গ্রহণ করিবেন না বা লইবেন না ইতি।

আদালতের অনুমতি বিনা আসন্ন বন্ধুর কি মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অভিভাবকের রাজীনামা না করিবার কথা।

৪৬২ ধারা। আসন্ন বন্ধু কিম্বা মোকর্দ্দমাসম্পর্কীয় অভিভাবক যে মোকদ্দমায় আসন্নবন্ধু কি অভিভাবকস্বরূপ

[illegible] করেন, আদালতের অনুমতি না পাইলে তিনি নাবালগের সপক্ষে সেই মোকদ্দমা লক্ষ করিয়া কোন একরারনামা কি রাজীনামা করিবেন না। *

অনুমতি না পাইলে রাজীনামা ব্যর্থ হওয়ার কথা।

আদালতের অনুমতিবিনা উক্ত প্রকারের কোন একরারনামা কি রাজীনামা করা গেলেও, নাবালগভিন্ন অন্য সকল পক্ষের বিরুদ্ধে তাহা ব্যর্থ হইতে পারিবে ইতি।

ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিদের প্রতি ৪৪০ অবধি ৪৬২ পর্য্যন্ত ধারা খাটাইবার কথা।

৪৬৩ ধারা। ১৮৫৮ সালের ৩৫ আইনমতে কিম্বা অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তদনুসারে যাঁহাদিগকে ক্ষিপ্তমনা বলিয়া নির্ণয় করা যায়, ৪৪০ অবধি ৪৬২ পর্য্যন্ত সকল ধারার কএক শব্দ প্রয়োজনমতে পরিবর্ত্তন করিলে, তাঁহাদের প্রতি সেই২ ধারার বিধান খাটিবে ইতি।

কোর্ট ওয়ার্ডসের কথা।

৪৬৪ ধারা। কোর্ট ওয়ার্ডসের দ্বারা কিম্বা স্থানীয় কোন আইনক্রমে দেওয়ানী আদালতের দ্বারা যে নাবালগের কিম্বা ক্ষিপ্তমনা যে ব্যক্তির কি যাঁহার সম্পত্তির অভিভাবক কি কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা যায়, তাঁহার প্রতি ৪৪২ অবধি ৪৬২ পর্য্যন্ত ধারার কোন কথা খাটে না ইতি।

---

* আদালতের অনুমতি না লইয়া আসন্ন বন্ধু কি অভিভাবক মোকদ্দমা আপসে নিষ্পত্তি করিলে সে আপস গ্রাহ্য হইবে না।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

সৈনিকদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

সেনাপতিরা কি সেনারা ছুটী পাইতে না পারিলে আপনাদের নিমিত্ত বাদপ্রতিবাদ করণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

৪৬৫ ধারা। (৮। ১৯)গবর্ণমেণ্টের সৈনিক পদে প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্মকারি কোন সেনাপতি কি সেনা মোকদ্দমার এক পক্ষ হইলে, ও আপনি মোকদ্দমায় বাদ প্রতিবাদ করিবার জন্যে অবকাশ পাইতে না পারিলে, আপনার পক্ষে বাদ কি প্রতিবাদ করণার্থে কোন ব্যক্তিকে ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

সেই ক্ষমতা লিখিয়া দেওয়া যাইবে। এবং ঐ সেনাপতি কি সেনা (ক) সৈন্যাধ্যক্ষের সাক্ষাৎ, কিম্বা সেই অধ্যক্ষই বাদী কি প্রতিবাদী হইলে তাঁহার অব্যবহিত অধীন সেনাপতির সাক্ষাৎ, কিম্বা (খ) ঐ সেনাপতি কি সেনা সৈন্য সংক্রান্ত ষ্টাফ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে যে আফিসে কর্ম্ম করেন তাহার প্রধান কিম্বা উপরিস্থ অন্য কার্য্যকারকের সাক্ষাৎ, ঐ ক্ষমতাপত্রে স্বাক্ষর করিবেন। এ সৈন্যাধ্যক্ষ কিম্বা অন্য কার্য্যকারক ঐ ক্ষমতাপত্রে ক্রোড়স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা আদালতে গাঁথিয়া রাখা যাইবে।

তদ্রূপে গাঁথিয়া রাখা গেলে ঐ ক্ষমতাপত্র উপযুক্তমতে সম্পাদন হইয়াছে, এবং যে সেনাপতি কি সেনা তাহা

দিলেন তিনি আপনি ঐ মোকদ্দমায় বাদ কি প্রতিবাদ করিবার জন্যে অবকাশ পাইতে পারিলেন না, ঐ ক্রোড়স্বাক্ষরই ইহার প্রচুর প্রমাণ হইবে।

বাখ্যা।—উক্ত সেনাপতি কি সেনা যে পল্টনে কি দলে কি ডিটাচমেণ্টে কি ডিপোতে থাকেন যে সেনাপতি যৎকালে প্রকৃতরূপে সেই পল্টন প্রভৃতির অধ্যক্ষতা করেন এই অধ্যায়ে "সৈন্যাধ্যক্ষ" শব্দে সেই সেনাপতিকে জানিতে হইবে ইতি।

পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বয়ং কিম্বা উকীলের দ্বারা কার্য্য করিতে পারিবার কথা।

৪৬৬ ধারা। সেনাপতি কি সেনা যে ব্যক্তিকে আপনার পরিবর্ত্তে মোকদ্দমার বাদ কি প্রতিবাদ করিতে ক্ষমতা প্রদান করেন, ঐ সেনাপতি কি সেনা আপনি উপস্থিত হইলে যে প্রকারে করিতে পারিতেন ঐ ব্যক্তিও সেই প্রকারে মোকদ্দমায় স্বয়ং বাদ কি প্রতিবাদ করিতে পারিবেন, কিম্বা ঐ সেনাপতির কি সেনার পক্ষে মোকদ্দমার বাদ কি প্রতিবাদ করিবারজন্যে উকীল নিযুক্ত করিতে পারিবেন ইতি।

তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির কি তাঁহার উকীলের নামে পরওয়ানা প্রভৃতি জারী হইলে উপযুক্তমতে জারী হইল বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

৪৬৭ ধারা। (৮। ২০) কোন ব্যক্তি ৪৫৬ ধারামতে কোন সেনাপতির কি সেনার স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে কিম্বা ঐ সেনাপতির কি সেনার নিমিত্ত কি তৎপক্ষে ঐ ব্যক্তির,

পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত কোন উকীলকে যে পরওয়ানা দেওয়া

যায়, তাহা নিজ সেই পক্ষকে কিম্বা তাহার উকীলকে দেওয়ার ন্যায় সফল হইবে ইতি।

সেনাপতিকে ও সৈন্যদিগকে পরওয়ানা দিবার কথা।

৪৬৮ ধারা। (৮। ৬২) সেনাপতি কি সেনা প্রতিবাদী হইলে, আদালত তাহার নামে জারী করিবার জন্যে তাঁহার দলের সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট সমনের নকল পাঠাইবেন।

যে সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট নকল পাঠান যায় তিনি, যাঁহার নামে সমন লেখা গেল সাধ্যমতে তাঁহাকে দেওয়াইয়া, ঐ নকলের পৃষ্ঠে তৎপ্রাপণের লিখিত স্বীকারপত্র সহিত ঐ নকলখানি আদালতে ফিরিয়া পাঠাইবেন।

কোন কারণে ঐ নকল তদ্রূপে দেওয়া যাইতে না পারিলে, যে কারণে দেওয়া যাইতে পারিল না সেই কারণের এক লিপি সমেত, ঐ সমন যে আদালত হইতে বাহির হইল সেই আদালতে ফিরিয়া পাঠান যাইবে ইতি।

সেনানিবেশ স্থানপ্রভৃতিতে ধৃত করণের পরওয়ানা জারী করিবার কথা।

৪৬৯ ধারা। (৮। ২৯৫) ডিক্রী জারীক্রমে কোন সেনানিবেশ স্থানের কি গড়ের কি সৈনিক মোকামের কি সৈনিক বাজারের সীমার মধ্যে ধৃত করিবার পরওয়ানা জারী করিতে হইলে, সেই পরওয়ানা জারী করণার্থে যে কর্ম্মকারককে দেওয়া যায় তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবকে ঐ পরওয়ানা দিবেন।

সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব ঐ পরওয়ানার পৃষ্ঠে স্বাক্ষর করিবেন, ও পরওয়ানায় যাঁহার নাম লেখা থাকে সেই ব্যক্তি তাঁহার কর্তৃত্বাধীন স্থানের মধ্যে থাকিলে তিনি তাঁহারে ধরাইয়া ঐ পরওয়ানা জারী করিবার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের হস্তে সমর্পণ করাইবেন ইতি।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

বাদপ্রতিবাদার্থক মোকর্দ্দমা বিষয়ক বিধি।

বাদপ্রতিবাদার্থক মোকর্দ্দমা যে স্থলে উপস্থিত করা যাইতে পারে তাহার কথা।

৪৭০ ধারা। ধনে কি সম্পত্তিতে যে ব্যক্তির পণধারী স্বরূপ স্বার্থাভিন্ন অন্য স্বার্থ না থাকে, তিনি প্রকৃত স্বামিকে তাহা দিতে চেষ্টা করিলেও, যদি দুই কি তদধিক ব্যক্তি তাঁহার স্থানে ঐ ধন কি সম্পত্তি পাইবার পরস্পর বিপরীত দাওয়া রাখেন, তবে সেই ধন কি সম্পত্তি কাঁহাকে দিতে হইবে ইহা নিষ্পত্তি করিবার ও আপনার পক্ষে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত ঐ পণধারী সকল দাওয়াদারের নামে বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন। *

কিন্তু সকল পক্ষের স্বত্ব যাহাতে উপযুক্ত মতে নির্ণয় হইতে পারে এমত মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিলে, ঐ পণধারী বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না ইতি।

তদ্রূপ মোকদ্দমায় আবেদনপত্রের কথা।

৪৭১ ধারা। আবেদন পত্রে অন্য যে২ বর্ণনা লেখা

---

* এই অধ্যায়টী সম্পূর্ণ নূতন। কোন সম্পত্তি যদি একব্যক্তির কাছে আমানত থাকে এবং অনেক লোক পরস্পর বিরুদ্ধ স্বত্বে সেই সম্পত্তি তাহার নিকট হইতে পাইতে চাহে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সেই সম্পত্তি আদালতে উপস্থিত করিয়া নালিশ করিতে পারিবে যে আদালত তাহাকে অব্যাহতি দেন এবং প্রকৃত মালিক কে তাহা সাব্যস্ত করিয়া দেন।

অবশ্যক তদতিরিক্ত উক্ত বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমার আবেদনপত্রে এই২ কথাও লিখিতে হইবে,—

(ক) যে বিষয়ের দাওয়া হইতেছে সেই বিষয়ে বাদী পণ-ধারীস্বরূপ যে স্বার্থ থাকে তদ্ভিন্ন অন্য স্বার্থ নাই এই কথা।

(খ) প্রতিবাদিরা পৃথক২ যে দাওয়া করেন তাহা। ও

(গ) এই বিষয়ে বাদির ও প্রতিবাদিদের কোন ব্যক্তির মধ্যে যোগ নাই ইতি।

যে বিষয়ের দাওয়া হয় তাহা আদালতে দিবার কথা।

৪৭২ ধারা। যে বিষয়ের উপর দাওয়া থাকে তাহা আদালতে দেওয়া যাইতে কিম্বা আদালতের সংরক্ষণে রাখা যাইতে পারিলে, বাদী সেই বিষয় আদালতে না দিলে বা অর্পণ না করিলে ঐ মোকদ্দমায় কোন আজ্ঞা পাইবার স্বত্ব-বান হইবেন না ইতি।

প্রথম শ্রবণের সময়ে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৭৩ ধারা। প্রথম শ্রবণের সময়ে,—

(ক) যে বিষয়ের উপর দাওয়া থাকে তৎসম্পর্কে প্রতি-বাদিদের নিকট বাদিকে সকল দায়হইতে মুক্ত করা গেল, আদালত ইহা প্রকাশ করিয়া, তাঁহার খরচা পাইবার আজ্ঞা করিয়া, তাঁহাকে মোকদ্দমা হইতে অবসর করিতে পারিবেন;

অথবা ন্যায়বিচার কি সুবিধার জন্যে প্রয়োজন জ্ঞান করিলে,

(খ) মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত সকল পক্ষকে রাখিতে পারিবেন।

এবং উভয় পক্ষের স্বীকার দ্বারা কিম্বা অন্য প্রমাণ ক্রমে করিতে পারেন দৃষ্টি করিলে,

(গ) যে বিষয়ের দাওয়া হয় তাহার উপর স্বত্ব নির্ণয় করিবেন, অথবা

(ঘ) প্রতিবাদিরা যেন আদালতের সম্মুখে আপন২ দাওয়া উপস্থিত করেন এই নিমিত্ত বর্ণনাপত্র অর্পণ করিয়াও প্রমাণ দেখাইয়া তাঁহাদিগকে পারস্পর বাদপ্রতিবাদ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ইতি।

কর্ম্মকারক ও প্রজা যে স্থলে বাদপ্রতিবাদার্থক মোকর্দ্দমা করিতে পারেন তাহার কথা।

৪৭৪ ধারা। এই অধ্যায়ের কোন কথার বলে, মুখ্য ব্যক্তি বলিয়া তাহার কি ভূম্যধিকারিদের অধীন দাওয়াদারা ভিন্ন কোন ব্যক্তিদের পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করাইবার জন্যে ঐ মুখ্য ব্যক্তিদের পক্ষ কর্ম্মকারকেরা তাঁহাদের নামে, কিম্বা প্রজারা ভূম্যধিকারিদের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ আপনার পক্ষ কর্ম্মকারক বলিয়া বলরামের নিকট অলঙ্কারের বাক্স রাখেন। আনন্দ অন্যায়মতে আমার নিকট হইতে ঐ আভরণ লইয়াছেন বলিয়া চন্দ্র বলরামের স্থানে সেই আভরণের দাওয়া করেন। বলরাম ঐ আনন্দের ও চন্দ্রের নামে বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন না।

(খ) আনন্দ আপনার পক্ষ কর্ম্মকারক বলিয়া বলরামের নিকট অলঙ্কারের বাক্স রাখেন। চন্দ্রের নিকট আনন্দের টাকা দেনা হওয়াতে তিনি চন্দ্রের নিকট ঐ ঋণের জামিনী স্বরূপ ঐ অলঙ্কার রাখিবার কথা লিখিলেন। পরে চন্দ্রের

নিকট আমার ঋণ শোধ হইয়াছে আনন্দ এই কথা কহিলে চন্দ্র তাহা স্বীকার করিলেন না ও দুই জনে বলরামের স্থানে ঐ অলঙ্কারের দাওয়া করেন। এই স্থলে বলরাম আনন্দের ও চন্দ্রের নামে বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন। *

---

* ইহার অর্থ এই যে কর্ত্তার নামে তাহার কর্ম্মচারী কি ভূম্যধিকারির নামে তাহার প্রজা নালিশ করিতে পারিবে না। কর্ম্মচারীর নালিশ চলিবে না যথা এই ধারার প্রথম উদাহরণ, আর প্রজার নালিশ চলিবে না যথা প্রজা যদি একজনকে জমিদার বলিয়া কবুলতি দেয় এবং পরে সেই কবুলতির ভূমি অপর এক ব্যক্তি তাহার লাখেরাজ বলিয়া ঐ প্রজার নিকট খাজনা চাহে, তবে সেই প্রজা ঐ জমিদার এবং লাখরাজদারের মধ্যে কে খাজনা পাইবার স্বত্ববান এই কথা বাদ প্রতিবাদ করাইবার জন্য নালিশ করিতে পারিবে না। "কর্ত্তা" শব্দের পরিবর্ত্তে এই স্থলে 'মুখ্য' শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে আর "কর্ম্মচারী" শব্দে যে বেতন ভোগী চাকর বুঝিতে হইবে এমত নহে,। "কর্ত্তা,, ও "কর্ম্মচারি,, শব্দের অর্থ চুক্তি আইনের ১৮২ ধারাতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে স্থল বিশেষে ঐ সকল ব্যক্তিও নালিশ করিতে পারিবে। মুখ্য ব্যক্তি কি ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধ স্বত্বে যাহারা দাবি করে তাহাদের সঙ্গেই বাদ প্রতিবাদ করাইবার জন্য নালিশ চলিবেনা কিন্তু মুখ্য ব্যক্তির কি ভূম্যধিকারীর স্বত্ববান হইয়াছে বলিয়া যদি একাধিক দাবিদার উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহাদিগের মধ্যে বাদ প্রতিবাদ করাইবার জন্য নালিশ চলিবে যথা—একজন প্রজাতে যদি রামনাথকে ভূম্যধিকারী স্বীকার করিয়া কবুলতি দেয়, এবং রামনাথের মৃত্যু হইলে তাহার কন্যা দান সূত্রে, ভ্রাতা উইল সূত্রে এবং স্ত্রী উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ প্রজার নিকট খাজনার দাবি করে তাহা হইলে ঐ প্রজা ৪৭১ ধারামতে নালিশ করিতে পারিবে কারন ঐ দাবিদারগণ মূল ভূম্যধিকারীর অধীনে অর্থাৎ স্থলাভিষিক্তরূপে দাবি করিতেছে বিরুদ্ধ স্বত্বে করিতেছে না। এই ধারার ভাষাটি কিঞ্চিৎ দুরূহ, নিম্ন লিখিত মতে অনুবাদ হইলে অপেক্ষাকৃত সহজ হইত বোধ হয় যথা——

বাদির খরচার কথা।

৪৭৫ ধারা। মোকদ্দমা উপযুক্তরূপে উপস্থিত করা গেলে, যে বিষয়ের উপর দাওয়া থাকে আদালত সেই বিষয় বাদির স্বত্বাধীনে রাখিয়া কিম্বা ফলজনক অন্য কোন উপায়ে, তাঁহার খরচ পাইবার বিধান করিবেন ইতি।

প্রতিবাদী ঐ পণধারির নামে নালিশ করিতেছেন এমত স্থলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৭৬ ধারা। বাদ প্রতিবাদার্থক মোকদ্দমার প্রতিবাদিদের মধ্য কোন ব্যক্তি যদি তৎকালেই সেই মোকদ্দমার বিষয় লইয়া ঐ পণধারির নামে মোকর্দ্দমা করিয়া থাকেন, তবে ঐ পণধারির নামে যে আদালতে মোকর্দ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালত, ঐ বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমায় পণধারির সপক্ষে যে আদালত ডিক্রী করিলেন সেই আদালত-হইতে ঐ ডিক্রী হওয়ার কথা নিয়মমতে জানিতে পাইলে তাঁহার বিপক্ষ মোকর্দ্দমার কার্য্য স্থগিত রাখিবেন। ও ঐ

খরচার কথা।

স্থগিত করা মোকর্দ্দমায় তাঁহার যে খরচা হইয়াছে, ঐ মোকদ্দমায় সেই খরচার বিধান করা যাইতে পারিবে, কিন্তু সেই মোকর্দ্দমায় ঐ খরচার বিধান না হইলে ও যত দূর না হয় তত দূর সেই খরচা বাদপ্রতিবাদার্থক মোকর্দ্দমায় তাহার খরচার সঙ্গে সংযোগ করিয়া দেওয়া যাইবে ইতি।

"এই অধ্যায়ের কোন কথার দ্বারা এমন বুঝিতে হইবে না যে মুখ্য ব্যক্তির নামে তাহার কর্ম্মচারি কি ভূম্যধিকারীর নামে তাহার প্রজা এইরূপ কোন নালিশ করিতে পারিবে যাহাতে ঐ মুখ্য ব্যক্তি কি ভূম্যধিকারী [illegible] অধীন দাওয়াদার ভিন্ন অপর ব্যক্তির সহিত বাদ প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হয়,,।

চতুর্থ ভাগ।

নৈমিত্তিক প্রতিকার বিষয়ক বিধি।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ধৃত ও ক্রোককরণ বিষয়ক বিধি।

ক।—নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি।

বাদী যে স্থলে জামিন লওয়ার প্রার্থনা করিতে পারেন তাহার কথা।

৪৭৭ ধারা। (৮। ৭৪) স্থাবর সম্পত্তির অধিকার পাইবার মোকদ্দমাভিন্ন কোন মোকর্দ্দমা চলনের কোন সময়ে প্রতিবাদী বাদিকে দেখা না দিবার কিম্বা তাহার বিলম্ব জন্মাইবার জন্যে কিম্বা আদালতের কোন পরওয়ানা এড়াইবার জন্যে, কিম্বা তাঁহার বিপক্ষে ডিক্রী হইলে তাহা জারী হইবার বাধা কি বিলম্ব জন্মাইবার জন্যে।

(ক) পলায়ন করিয়াছেন কিম্বা আদালতের এলাকার বহিভূর্ত স্থানে গিয়াছেন, কিম্বা

(খ) পলায়ন করিতে কি আদালতের এলাকার স্থানে যাইতে উদ্যত আছেন, কিম্বা

(গ) আপনার সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ হস্তান্তর করিয়াছেন কিম্বা আদালতের এলাকার অন্তর্গত স্থান হইতে স্থানান্তর করিয়াছেন, কিম্বা

প্রতিবাদী ব্রিটনীয় ভারতবর্ষহইতে যে ভাবগতিকে

...স্থিত হওনের সময়েই সেই

চলিয়া যাইতে উদ্যত আছেন তদ্দৃষ্টে, মোকর্দ্দমায় ঐ প্রতিবাদির বিপক্ষে কোন ডিক্রী হইলে সেই ডিক্রী জারী করণে বাদির বাধা কি বিলম্ব হইবে কি হইতে পারে ইহার সঙ্গত সম্ভাবনা আছে,

বাদী আফিডেবিট করিয়া এই২ বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে পারিলেই, মোকদ্দমায় প্রতিবাদির বিপক্ষে কোন ডিক্রী হইলে উত্তর দেওনের জন্যে তাঁহার উপস্থিত হওয়ার জামিন লইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন ইতি। *

জামিন না দিবার কারণ দর্শাইবার জন্যে প্রতিবাদিকে উপস্থিত করাইবার আজ্ঞার কথা।

৪৭৮ ধারা। (৮। ৭৫) আদালত প্রার্থককে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে ও অন্য যে অনুসন্ধান লওয়া উচিত জ্ঞান করেন তাহা লইলে পর,

প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্ত কোন অভিপ্রায়ে,

(ক) পলায়ন করিয়াছেন কি আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে গিয়াছেন, কিম্বা

(খ) পলায়ন করিতে কি আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে যাইতে উদ্যত আছেন, কিম্বা

আপনার সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ হস্তান্তর ন্তর এলাকার অন্তর্গত স্থানহইতে স্থানান্তর ন্ধ।

শেষোক্ত ভাবগতিকে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষহইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত আছেন,

---

* ভূমি দখল পাইবার মোকদ্দমায় এই ধারা খাটে না।

ইহা হুবোধমতে জানিলে, প্রতিবাদির উপস্থিত হইবার জামিন না দেওনের কারণ দর্শাইবার জন্যে, তাঁহাকে আদালতের সম্মুখে আনিবার আজ্ঞা প্রচার করিবেন ইতি।

প্রতিবাদী কারণ দর্শাইতে না পারিলে, তাঁহাকে টাকা গচ্ছিত করিতে কি জামিনদিতে আদালতের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৭৯ ধারা। (৮। ৭৬) প্রতিবাদী তদ্রূপ কারণ দর্শাইতে না পারিলে, তাঁহার বিপক্ষে যে দাওয়া উপস্থিত করা গেল আদালত তাঁহাকে সেই দাওয়ার পরিশোধের উপযুক্ত টাক কি অন্য সম্পত্তি আদালতে গচ্ছিত করিতে আজ্ঞা করিবেন কিম্বা মোকদ্দমা যত কাল উপস্থিত থাকে, ও মোকদ্দমায় তাঁহার বিপরীত ডিক্রী হইলে যত কাল সেই ডিক্রী জারী কিম্বা তদনুসারে কার্য্য সাধন না হয়, ততকাল তাঁহাকে কোন সময়ে আহ্বান করা গেলেই তিনি উপস্থিত হইবেন ইহার প্রতিভূ দিবার আজ্ঞা করিবেন।

মোকদ্দমায় প্রতিবাদির যত টাকা দিবার আজ্ঞা হইতে পারে, তিনি উক্ত প্রকারে উপস্থিত না হইলে, প্রতিভূ তত টাকা দিবার প্রতিজ্ঞাতে বদ্ধ হইবেন ইতি।

প্রতিভূ মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৮০ ধারা। (২৩। ২৪) প্রতিবাদির উপস্থিত হওনের প্রতিভূ যে আদালতে প্রতিভূ হইলেন, কোন সময়েই সেই আদালতে আপনার সেই প্রতিজ্ঞাহইতে মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ প্রার্থনা করা গেলে, আদালত প্রতিবাদির নামে

উপস্থিত হইবার সমন দিবেন, কিম্বা উচিত বোধ করিলে প্রথমেই তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার পরওয়ানা দিবেন।

প্রতিবাদী ঐ সমন কি পরওয়ানামতে উপস্থিত হইলে কিম্বা স্বেচ্ছামতে আপনাকে সমর্পণ করিলে, আদালত প্রতিভূর প্রতিজ্ঞাহইতে মুক্ত হইবার আজ্ঞা দিয়া প্রতিবাদিকে নূতন প্রতিভূ দিতে আজ্ঞা করিবেন ইতি।

প্রতিবাদী প্রতিভূ না দিলে কি নূতন প্রতিভূ পাইতে না পারিলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৪৮১ ধারা। (৮। ৭৮) প্রতিবাদী ৪৭৯ বা ৪৮০ ধারামত কোন আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম না করিলে, আদালত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত, কিম্বা প্রতিবাদির বিপক্ষে বিচার হইলে ডিক্রীজারী না হওন পর্য্যন্ত, প্রতিবাদিকে কারাগারে পাঠাইতে পারিবেন। কিন্তু এই ধারামতে কোন ব্যক্তির কোন স্থলেই ছয় মাসের অধিক কারাদণ্ড, ও যে বিষয় লইয়া মোকদ্দমা হয় তাহা পঞ্চাশ টাকার কি পঞ্চাশ টাকা মূল্যের অধিক না হইলে ছয় সপ্তাহের অধিক কারাদণ্ড হইতে পারিবে না ইতি।

প্রতিবাদিকে ধৃত করা গেলে তাহার খোরাকীর কথা।

৪৮২ ধারা। ডিক্রীমত খাতকের খোরাকী দেওন বিষয়ে ৩৩৯ ধারার বিধান এই অধ্যায়মতে ধৃত সকল প্রতিবাদির প্রতি খাটিবে ইতি।

খ।—নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ক্রোক করণের কথা।

নিষ্পত্তির পূর্ব্বে প্রতিবাদির ডিক্রীমত কার্য্য সাধনের জামিন দিতে ও জামিন না দিলে তাহার সম্পত্তি ক্রোক করিতে প্রার্থনার কথা।

৪৮৩। (৮। ৮১,৮২) প্রতিবাদির বিপক্ষ ডিক্রী

হইতে পারে বলিয়া তিনি ডিক্রী জারীর বাধা কিম্বা বিলম্ব ঘটাইবার অভিপ্রায়ে,—

(ক) আপন সমস্ত সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ হস্তান্তর করিতে, কিম্বা যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত আছে সেই আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে স্থানান্তর করিতে উ[illegible]ত আছেন, কিম্বা

(খ) আদালতের এলাকার মধ্যে আপনার কোন সম্পত্তি [illegible]খিয়া সেই এলাকার বহির্ভূত স্থানে গিয়াছেন,

মো[illegible]দ্দমা চলিবার কোন সময়েই বাদী আফিডেবিট করিয়া এ[illegible] বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে পারিলে, ঐ মোকর্দ্দমায় প্রতিবাদির বিপক্ষে ডিক্রী হইতে পারে বলিয়া তিনি সেই ডিক্রীমতে কার্য্য সাধন করিবার জামিন দেন, ও জামিন না দিলে যত দিন আদালতের অন্য আজ্ঞা না হয় তত দিন তাঁহার ঐ সম্পত্তির কোন অংশ ক্রোক করা যায়, বাদী আদালতের এমত আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

প্রার্থনার মর্ম্মের কথা।

আদালত অন্য প্রকারের আজ্ঞা না করিলে, সেই প্রার্থনা পত্রে যে সম্পত্তি ক্রোক করিবার প্রার্থনা হয়, তাহা বিশেষ করিয়া লেখা যাইবে, ও তাহার আনুমানিক মূল্যও লিখিতে হইবে ইতি। *

---

* ৮ আইনের ৮১ ধারামতে কেবল (ক) চিহ্নিত কারণেই অগ্রিম ক্রোক হইতে পারিত এখন অবধি আদালতের এলাকার মধ্যে সম্পত্তি রাখিয়া বাদী ভিন্ন এলাকায় গেলেও স্থল বিশেষে তাহার সম্পত্তি অগ্রিম ক্রোক হইতে পারিবে। সম্পত্তি না রাখিয়া ভিন্ন এলাকায় গেলেও বিবাদীকে ৪৭৮

প্রতিবাদীকে আদালতের জামিন দিবার কি কারণ দর্শাইবার আজ্ঞা পারিবার কথা।

৪৮৪ ধারা। (৮। ৮৩) মোকদ্দমায় প্রতিবাদির বিপক্ষ ডিক্রী হইতে পাবে বলিয়া সেই ডিক্রীজারীর বাধা কি বিলম্ব ঘটাইবার জন্যে তিনি আপনার সম্পত্তি হস্তান্তর কি স্থানান্তর করিতে উদ্যত আছেন, আদালত প্রার্থককে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে ও আর যে অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন তাহা লইলে পর, ইহা হুদ্বোধবতে জানিলে, সময় নিরূপণ করিয়া তাঁহাব প্রতি এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, আদেশ করা গেলেই আপনার উক্ত সম্পত্তি কি তাহার মূল্য কিম্বা ডিক্রীমতে কার্য্যসাধন করিবার জন্যে ঐ সম্পত্তির যে অংশ প্রচুর হয় সেই অংশ উপস্থিত করিয়া আদালতের আজ্ঞাধীনে রাখিবার জামিন বলিয়া, আজ্ঞাপত্রে যত টাকা নির্দ্দিষ্ট থাকে তিনি সেই সময়ের মধ্যে তত টাকা জামিন দেন, কিম্বা উপস্থিত হইয়া ..ই জামিন না দেওনের কারণ দর্শান।

আরো আদালত ঐ আজ্ঞাপত্রের মধ্যে প্রার্থনাপত্রের

ধারামতে ধৃত করিবারই আদেশ হইবে। মোকদ্দমা রুজু হওয়ার পরে সম্পত্তি হস্তান্তর হওয়া আবশ্যক এমন নহে; রুজু হইবার আশঙ্কায় বিবাদী পূর্ব্বেই হস্তান্তর করিবার উদ্যোগ করিলেও অগ্রিম ক্রোকের প্রার্থনা করা যাইতে পারে। রাম নারায়ণ পোদ্দার। ২ হাইড ১৮৩। পাপরের প্রার্থনাপত্র দাখিল হওয়ার পরেই অগ্রিম ক্রোকের প্রার্থনা হইতে পারে। বিশেষ প্রমাণ ভিন্ন অগ্রিম ক্রোকের প্রার্থনা গ্রাহ্য করা উচিত নহে। গেম্বল বং বলাগিন। ৪ বোম্বে ১৭৯। বিরোধ সংক্রান্ত সম্পত্তি এই ধারামতে ক্রোক হইতে পারে না। আগ্রা সঃ দেঃ আঃ ১৮জুন ১৮৭০।

নির্দ্দিষ্ট সমুদয় সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ নিয়মা-ধীনে ক্রোক করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি। *

কারণ দর্শানি না গেলে কিম্বা জামিন দেওয়া না গেলে ক্রোক করিবার কথা।

৪৮৫ ধারা। (৮। ৮৪) প্রতিবাদী জামিন না দেওনের কারণ দর্শাইতে না পারিলে, কিম্বা আদালতের নিরূপিত সময়ের মধ্যে আদেশমত জামিন না দিলে, প্রার্থনাপত্রে যে সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল আদালত সেই সম্পত্তি, কিম্বা মোক-দ্দমায় যে ডিক্রী হইতে পারে সেই ডিক্রীমতে কার্য্য সাধন করিবার জন্যে ঐ সম্পত্তির যে অংশ প্রচুর বোধ হয় সেই অংশ, ক্রোক করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা।

প্রতিবাদী উক্ত কারণ দর্শাইলে কিম্বা আদেশ মতে জামিন দিলে, ও প্রার্থনাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ ক্রোক করা গিয়া থাকিলে, আদালত ঐ ক্রোক উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিবেন ইতি।

যে প্রকারে ক্রোক করা যাইবে তাহার কথা।

৪৮৬ ধারা। (৮। ৮৫) এই আইনে টাকার ডিক্রীজারী করিয়া সম্পত্তি ক্রোক করিবার যে বিধান আছে, ঐ সম্পত্তি সেই বিধানমতে ক্রোক করা যাইবে ইতি।

নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যে সম্পত্তি ক্রোক করা যায় তাহার উপর দাওয়া হইলে অনুসন্ধান লওয়ার কথা।

৪৮৭ ধারা। (৮। ৮৬) নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যে সম্পত্তি ক্রোক

---

* এই ধারা এবং ৩৭৮ ধারার বিধানমতে আবেদনকারির এজাহার লওয়া আবশ্যক; অন্যে এজাহার করিলে চালিবে না কি ?।

করা যায় তাহার উপর কোন দাওয়া উপস্থিত করা গেলে, এই আইনে টাকার ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক হইলে তাহার উপর দাওয়ার অনুসন্ধান লইবার যে বিধান হইয়াছে, সেই বিধানমতে উক্ত দাওয়ারও অনুসন্ধান লওয়া যাইবে ইতি।

জামিন দেওয়া গেলে ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা।

৪৮৮ ধারা। (৮। ৮৭) নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ক্রোক করিবার আজ্ঞা হইয়া থাকিলে, প্রতিবাদী আদেশমতে জামিন ও ক্রোক করিবার খরচার জামিন দিলেই, কিম্বা মোকদ্দমা ডিসমিস হইলেই, যে আদালত ঐ আজ্ঞা করিলেন সেই আদালত ঐ ক্রোক উঠাইয়া দিবেন ইতি।

ক্রোক হইলে নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিদের স্বত্বের হানি না হইবার ও নীলাম হওনার্থে ডিক্রীদারের প্রার্থনা করিবার বাধা না হওয়ার কথা।

৪৮৯ ধারা। (৮। ৮৯) নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ক্রোক করা গেলেও যাঁহারা মোকদ্দমার কোন পক্ষের মধ্যে নহেন, ক্রোক হওয়ার পূর্ব্বে এমত ব্যক্তিদের যে স্বত্ব ছিল তাহার হানি হইবে না, ও কোন ব্যক্তি প্রতিবাদির বিপক্ষ ডিক্রীদার হইলে, তাঁহার ঐ ডিক্রী জারীক্রমে ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি নীলাম হইবার প্রার্থনা করিতে বাধা নাই ইতি। *

এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা সম্পত্তি ডিক্রীজারীক্রমে পুনশ্চ ক্রোক করিতে না হইবার কথা।

৪৯০ ধারা। এই অধ্যায়ের বিধানের বলে সম্পত্তি ক্রোক হইয়া থাকিলে, ও বাদির সপক্ষে ডিক্রী হইলে, ঐ ডিক্রীজারী-

* অগ্রিম ক্রোক হওয়া সম্পত্তি অপরব্যক্তির ডিগ্রী জারীতে নিলাম হইতে পারে। ৪৯২ ধারা এবং তাহার টীকা দ্রষ্টব্য।

ক্রমে ঐ সম্পত্তি পুনশ্চ ক্রোক করিবার আবশ্যক নাই ইতি।*

গ।—অনুপযুক্ত কারণে ধৃত কি ক্রোক হইলে হানি-পূরণবিষয়ক বিধি।

বিশিষ্ট কারণ না থাকিলেও ধৃত কি ক্রোক করিবার আজ্ঞা পাওয়া গেলে হানিপূরণের কথা।

৪৯১ ধারা। (৮। ৭৯, ৮৮) কোন মোকদ্দমায় যদি কোন ব্যক্তিকে ধৃত কি সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তবে বিশিষ্ট কারণ না থাকিলেও ঐ ধৃত কি ক্রোক করিবার প্রার্থনা হইয়াছিল আদালত এমত জ্ঞান করিলে,

কিম্বা বাদী মোকদ্দমা হারিলে এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কোন সম্ভব কারণ ছিল না আদালত এমন জ্ঞান করিলে,

ধৃত কি ক্রোক করণদ্বারা প্রতিবাদির যে খরচ কি হানি হইয়াছে, আদালত প্রতিবাদির প্রার্থনামতে তাঁহার ঐ হানি-পূরণ স্বরূপ এক সহস্র টাকার অনধিক যত সঙ্গত বোধ করেন, বাদির বিপক্ষ ডিক্রীর মধ্যে প্রতিবাদির তত টাকা পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উপবিধি।

কিন্তু হানিপূরণের মোকদ্দমায় ঐ আদালত যত টাকা

---

* রাজচন্দ্র রায় বং ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের মোকদ্দমায় (১বুক ১৭৯) নর্মান সাহেব বলেন যে অগ্রিম ক্রোক হইলে পর পুনর্ব্বার ডিক্রীজারীতে আর ক্রোক করা আবশ্যক হয় না কিন্তু পরে ১৮৬৯ সনের ১৮ সেপ্টেম্বর তারিখে পূর্ণাধিবেশন অবধারণ করেন যে পুনর্ব্বার ডিক্রীজারীতে ক্রোক হওয়া আবশ্যক। এক্ষণে ব্যবস্থাপক সমাজ নর্ম্মান সাহেবের মত অনুমোদন করিয়া পূর্ণাধিবেশনের মতের বিরুদ্ধ বিধান করিলেন।

ডিক্রী করিতে পারিতেন, এই ধারামতে তদধিক টাকার আজ্ঞা করিবেন না।

এই ধারামতে আজ্ঞা হইলে পর, উক্ত ধৃত কি ক্রোক করণপ্রযুক্ত হানিপূরণ পাইবার কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না ইতি।*

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

কিয়ৎকালের নিমিত্ত নিষেধ বিষয়ক ও মোকদ্দমার চলন কালীন আজ্ঞা বিষয়ক বিধি।

ক।—কিয়ৎকালীন নিষেধ বিষয়ক বিধি।

যে স্থলে কিয়ৎকালের নিমিত্ত নিষেধের আজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।

৪৯২ ধারা। (৮। ৯২) (ক) মোকদ্দমায় যে সম্পত্তির বিষয়ে বিবাদ হইতেছে, মোকদ্দমার কোন পক্ষের দ্বারা তাহার অপচয় কি হানি হওয়ার কিম্বা হস্তান্তর করিয়া দেওয়ার কিম্বা কোন ডিক্রীজারীক্রমে অন্যায়মতে নীলাম হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিম্বা

(খ) মহাজনদিগকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে প্রতিব আপনার সম্পত্তি স্থানান্তর কি হস্তান্তর করিব বলিয়া ভয় দেখান কিম্বা তাহা করিতে উদ্যত আছেন,

---

* ক্ষতিপূরণ না দেওয়াইলে তাহার বাবত পৃথক নালিশ চলিবে। ন নন্দকুমার সাহা বং গৌরীশঙ্কর। ১৩ উঃ রিঃ ৩০৫।

কোন মোকদ্দমায় আফিডেবিটক্রমে কি অন্য প্রকারে ইহার প্রমাণ হইলে,

আদালত আজ্ঞাপত্রদ্বারা সেই কার্য্য নিবারণ করিবার কিয়ৎকালীন নিষেধ আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিম্বা সম্পত্তির অপচয় কি হানি কি হস্তান্তর কি বিক্রয় কি স্থানান্তর কি পরহস্তগত করা স্থগিত ও নিবারণ করণার্থে অন্য যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন। অথবা সেই নিষেধ সূচক বা অন্য আজ্ঞা দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন ইতি।*

---

* নিষেধ সূচক আজ্ঞা দুই প্রকার (১) কিয়ৎকালীন (২) চিরকালীন। এই অধ্যায়ে কেবল প্রথম প্রকারের কথা লিখিত হইল দ্বিতীয় প্রকার নিষেধ আজ্ঞা ১৮৭৭ সনের ১ আইনের ৫৩, ৫৪, ৫৫ ধারাতে পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয় প্রকারের একটী উদাহরণ এস্থলে দেওয়া গেল;—আনন্দ বলরামের চিকিৎসক থাকার কালে বলরাম তাঁহার নিকট আপন কুক্রিয়া সম্বন্ধে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করিয়া দিব বলিয়া আনন্দ ভয় দর্শাইলে বলরাম তাহা নিবারণের জন্য নিষেধ সূচক আজ্ঞা বাহির করাইতে পারে। এক ব্যক্তি একটী রাস্তা খোলসার ডিক্রী পাইল কিন্তু সেই অবরোধ খোলাসা করার পরে বিবাদী তাহার নিকটে আর একটী অবরোধ স্থাপিত করিল; এইরূপ স্থলে বাদী পুনঃপুন নালিশ না করিয়া উক্ত ৫৪ ধারার (ঙ) প্রকরণ মতে চিরকালের জন্য নিষেধ সূচক আজ্ঞা বাহির করাইতে পারে এবং ৫৫ ধারামতে ঐ দ্বিতীয় অবরোধ স্থানান্তরিত হইবার আদেশ পাইতে পারিবে। এই স্থলে মন্তব্য যে ঐ ১ আইনটি অতি প্রয়োজনীয় এবং এই আইনের এক অঙ্গ স্বরূপ উহা পাঠ করা উচিত। আর স্মরণ রাখিতে হইবে যে স্বত্ব নির্ণায়ক ডিগ্রীর বিধান ৮ আইনের ১৫ ধারাতে ছিল কিন্তু ঐ অতি প্রয়োজনীয় ধারাটী এই আইনে নাই, ঐ ১ আইনের ৬ অধ্যায়ে তাহা পাওয়া যাইবে।

সম্পত্তি অন্যায় করিয়া ডিক্রীজারীতে নিলাম হইতে না পারে এরূপ নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিবার বিশেষ বিধান হইল, ৮ আইনের ৯২ ধারাতে

চুক্তিভঙ্গ পুনশ্চ কি আর না করিবার নিষেধের কথা।

৪৯৩ ধারা। (৮। ৯৩) প্রতিবাদির চুক্তিভঙ্গ কি অন্য অপকার নিবারণার্থে মোকর্দ্দমায় হানিপূরণের দাওয়া হইলে বা না হইলেও, যে চুক্তিভঙ্গের কি অপকারের নালিশ হয়, বাদী মোকদ্দমার আরম্ভের পর কোন সময়েই ও নিষ্পত্তির পূর্ব্বে বা পরেও, প্রতিবাদির সেই চুক্তি ভঙ্গ বা অপকার নিবারণার্থে, কিম্বা সেই চুক্তিহইতে কি সেই

এই বিধান ছিলনা। এদিকে ৮ আইনের ২৭২ ধারা এবং ৯০ ধারার বিধান এক্ষণে রহিত হইল। ২৭২ ধারাতে বিধান ছিল যে যদি কোন ডিক্রীদার তঞ্চকতা মূলে ডিক্রী পাইয়া দায়ীকের সম্পত্তি ক্রোক করায় তবে আদালত সেই ক্রোকি সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা সরল ডিক্রীদারের দেনা আদায় করিয়া দেওয়াইতে পারিবেন এবং ৯০ ধারাতে বিধান ছিল যে অগ্রিম ক্রোককারি, যাদী সরল ভাবে এবং কোন ডিক্রীদার তঞ্চকতা মূলে একই সম্পত্তি ক্রোক করাইলে আদালত ঐ ডিক্রীদারের প্রার্থনা মতে উহা নিলাম করাইবেন না; কিন্তু এই দুই ধারার পরিবর্ত্তে এই আইনে অন্য কোন ধারা রহিল না। আইন কর্ত্তাদের অভিপ্রায় এই যে ঐ দুই ধারার ক্ষমতা পরিচালন করিবার স্থল অতি বিরল আর বাস্তবিক এইরূপ বিচার সবাসরিমতে হওয়া উচিত নহে রীতিমত নালিশ হওয়া উচিত। সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৬। ভূমি সংক্রান্ত মোকর্দ্দমায় যদি সেই ভূমি হস্তান্তর করিবার উদ্যোগ হয় তাহা হইলে নিষেধ আজ্ঞা প্রচারের কারণ হয় না; যে স্থলে বিরোধীয় বিষয় যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় রাখা প্রয়োজন হয়- কেবল সেই সকল স্থলেই নিষেধ আজ্ঞা প্রচার হওয়া উচিত। মনমোহিনী দাসী বং ইচ্ছাময়ী দাসী ১৩ উঃ রি ৭। বাগ্দান কি লগ্নপত্র স্থির হওয়ার পর যদি কন্যার পিতা অন্য পাত্রে বিবাহ দিবার উদ্যোগ করে তথাপি ঐ কন্যার পিতার উপর নিষেধ আজ্ঞা প্রচার হইতে পারে না। গণপৎ নারায়ণ সিংহ ১ ইঃ লাঃ রিঃ ৭৪। বিবাহ চুক্তি আদৌ প্রবল করা যাইতে পারে না। ১৮৭৭ সনের ১ আইনের ২ ধারার (খ) উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

সম্পত্তি কি স্বত্বসম্বন্ধে সেই প্রকারের যে কোন চুক্তিভঙ্গ বা অপকার জন্মে তাহা বারণ করণার্থে, আদালতে কিয়ৎকালীন নিষেধ আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

সেই নিষেধ যত দিন প্রবল থাকিবে তদ্বিষয়ের কিম্বা হিসাব রাখিবার কি জামিন দেওনের নিয়মে কিম্বা আদালত অন্য বিষয়ের যে নিয়ম করা উচিত বোধ করেন সেই নিয়মানুসারে আজ্ঞাপত্রদ্বারা ঐ নিষেধসূচক আজ্ঞা দিতে পারিবেন, কিম্বা দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

এই ধারা কিম্বা ৪৯২ ধারামতে নিষেধসূচক যে আজ্ঞা দেওয়া যায়, প্রতিবাদী সেই আজ্ঞা না মানিলে, তাঁহাকে ছয় মাসের অনধিক কাল কারাবদ্ধ করণ কিম্বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোককরণ দ্বারা কি ঐ উভয় কার্য্যদ্বারা সেই আজ্ঞা প্রবল করা যাইতে পারিবে।

এই ধারামতে যে ক্রোক করা যায় তাহা এক বৎসরের অধিক কাল প্রবল থাকিবে না। সেই সময়ের অবশেষে যদি প্রতিবাদী সেই আদেশমত কার্য্য না করিয়া থাকেন, তবে ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইতে পারিবে, ও আদালত তদুৎপন্ন টাকা হইতে বাদির হানিপূরণস্বরূপ যত টাকা পাওয়া উচিত বোধ করেন দিতে পারিবেন, ও উদ্বর্ত্ত থাকিলে প্রতিবাদিকে দিতে পারিবেন ইতি।

নিষেধসূচক আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে বিপক্ষপক্ষকে নোটিস দিতে আদালতের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৪৯৪ ধারা। (৮। ৯৫) আদালত সর্ব্বদাই নিষেধসূচক আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে বিপক্ষপক্ষকে সেই আজ্ঞা প্রার্থনা হওয়ার নোটিস দিতে আজ্ঞা করিবেন, কিন্তু বিলম্ব হইলে, ঐ

নিষেধসূচক আজ্ঞা দেওনের অভিপ্রায় নিষ্ফল হইবে এমত বোধ করিলে, ঐ নোটিসের আজ্ঞা করিবেন না ইতি।

সমবায়িত সমাজের প্রতি নিষেধসূচক যে আজ্ঞা দেওয়া যায় তাহা ঐ সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিদের ও কার্য্যকারকদের উপর প্রবল হওনের কথা।

৪৯৫ ধারা। সমবায়িত সমাজের কি প্রকাশ্য কোম্পানির প্রতি নিষেধসূচক যে আজ্ঞা দেওয়া যায়, তদ্দ্বারা কেবল ঐ সমাজ কি কোম্পানি আবদ্ধ হইবেন তাহা নয়, কিন্তু ঐ সমাজ কি কোম্পানিগত যে সকল ব্যক্তির ও কর্ম্মকারকদের কার্য্য বারণ করিতে চেষ্টা হয় তাঁহারাও আবদ্ধ হইবেন।

নিষেধসূচক আজ্ঞা রহিত কি মত স্তুর কি অসিদ্ধ করিবার কথা।

৪৯৬ ধারা। (৮। ৯৩) নিষেধ সূচক যে আজ্ঞা করা যায় কোন পক্ষ তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া আদালতে প্রার্থনা করিলে, আদালত তাহা স্থগিত কি পরিবর্ত্তন কি অসিদ্ধ করিতে পারিবেন ইতি।

বিশিষ্ট কারণ বিনা নিষেধসূচক আজ্ঞা হইলে প্রতিবাদির হানিপূরণের কথা।

৪৯৭ ধারা। (৮। ৯৬) অপ্রচুর কারণে নিষেধ সূচক আজ্ঞা প্রার্থনা করা গেল, আদালত ইহা দেখিতে পাইলে, কিম্বা নিষেধসূচক আজ্ঞা বাহির হইলে পর মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস হইলে, কিম্বা ত্রুটি প্রযুক্ত কি অন্য কারণে বাদির বিপক্ষে ডিক্রী হইলে, ও মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিবার কোন সম্ভব হেতু ছিল না আদালত ইহা দেখিতে পাইলে,

ঐ নিষেধ সূচক আজ্ঞার দ্বারা প্রতিবাদির যে খরচ কি হানি হইয়াছে, আদালত প্রতিবাদির প্রার্থনা মতে তাঁহার ঐ হানিপূরণ স্বরূপ এক সহস্র টাকার অনধিক যত সঙ্গত বোধ

করেন, বাদির বিপক্ষ ডিক্রীর মধ্যে প্রতিবাদির তত টাকা পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উপবিধি।

কিন্তু হানিপূরণের মোকর্দ্দমায় ঐ আদালত যত টাকা ডিক্রী করিতে পারিতেন, এই ধারামতে তদধিক টাকার আজ্ঞা করিবেন না।

এই ধারামতে আজ্ঞা হইলে পর, ঐ নিষেধ সূচক আজ্ঞা হওনোপলক্ষে হানিপূরণ পাইবার কোন মোকর্দ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না ইতি।

খ।—মোকর্দ্দমার চলনকালীন আজ্ঞা।

কাঁচা দ্রব্য বিক্রয় করিতে আজ্ঞা দেওনের ক্ষমতার কথা।

৪৯৮ ধারা। অস্থাবর যে দ্রব্য স্বভাবতঃ ত্বরায় ক্ষয় পায় এমত [illegible] ইয়া বিবাদ হইলে, ঐ মোকর্দ্দমার কোন পক্ষের প্র[illegible] আদালত যে প্রকারে ও যে২ নিয়ম করা উচিত [illegible] করেন সেই প্রকারে ও সেই২ নিয়মানুসারে আজ্ঞাপত্রের উল্লিখিত কোন ব্যক্তির দ্বারা ঐ দ্রব্য বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

বিবাদীয় বিষয় আটক প্রভৃতি করিবার আজ্ঞা ও প্রবেশ করণের ও নমুনা লওনের ও পরীক্ষা করণের অনুমতি দেওনের ক্ষমতার কথা।

৪৯৯ ধারা। মোকর্দ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনা হইলে আদালত যে নিয়ম উচিত বোধ করেন এমত নিয়মানুসারে,

(ক) ঐ মোকদ্দমার বিবাদীয় কোন সম্পত্তি আটক রাখিবার কিম্বা রক্ষা করিবার কি দেখিয়া লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(খ) এবং পূর্ব্বোক্ত সকল কি কোন অভিপ্রায়ে ঐ

মোকদ্দমার অন্য কোন পক্ষের অধিকারগত কোন ভূমিতে কি ঘরে কোন ব্যক্তির যাইবার কি প্রবেশ করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন। ও

(গ) পূর্ব্বোক্ত সকল কি কোন অভিপ্রায়ে সম্পূর্ণ সন্ধান কি প্রমাণ পাইবার জন্যে যে নমুনা লওয়া কিম্বা যেং বিষয়ের সমালোচনা করা কি পরীক্ষা করা আবশ্যক বা বিহিত বোধ হয় তাহা লওয়ার কি করার অনুমতি দিতে পারিবেন।

এই আইনের পূর্ব্বভাগে পরওয়ানা জারী করিবার যেং বিধান আছে, তাহার কএক শব্দ প্রয়োজনমতে পরিবর্ত্তন করিলে, সেইং বিধান এই ধারামতে প্রবেশ করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি খাটিবে ইতি।

নোটিস দেওয়ার পর তদ্রূপ আজ্ঞা প্রার্থনা করা যাইবার কথা।

৫০০ ধারা। সমন জারী হওয়ার পর কোন সময়ে প্রতিবাদির নামে নোটীস লিখিয়া দিলে পর বাদী ৪৯৮ বা ৪৯৯ ধারামত আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

বাদির নামে নোটিস লিখিয়া দিলে পর ও প্রার্থকের উপস্থিত হওয়ার পর কোন সময়ে প্রতিবাদীও সেই প্রকারের আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন ইতি।

যে স্থলে কোন পক্ষকে বিবাদীয় ভূমির অধিকার দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৫০১ ধারা। (৮। ৯১) গবর্ণমেণ্টে রাজস্বদায়ি ভূমি কিম্বা যে তালুকাদি বিক্রয় হইতে পারে তাহা লইয়া মোকদ্দমা হইলে, সেই ভূমি কি তালুকাদি যাঁহার অধিকারে থাকে তিনি যদি গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব কিম্বা বিষয়বিশেষে ঐ তালুকা-

দির ভূম্যধিকারির প্রাপ্য খাজনা দিতে তাচ্ছল্য করেন, ও যদি তৎপ্রযুক্ত ঐ ভূমি কি তালুকাদি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা হইয়া থাকে, তবে মোকদ্দমার অন্য যে কোন পক্ষ ঐ ভূমিতে কি তালুকাদিতে স্বার্থের দাওয়া রাখেন তিনি বিক্রয়ের পূর্ব্বে (আদালতের বিবেচনামতে জামিন দিয়া বা না দিয়াও) ঐ বাকী রাজস্ব কি খাজনা দিলে, তাঁহাকে অগৌণেই ঐ ভূমির কি তালুকাদির অধিকার দেওয়া যাইতে পারিবে,

এবং আদালত যে হিসাবে সুদ ধরা উচিত বোধ করেন, আপন ডিক্রীতে বাকীদারের বিপক্ষে সেই হিসাবমতে সুদ সুদ্ধ তদ্রূপ দত্ত টাকার ডিক্রী দিতে পারিবেন, কিম্বা মোকদ্দমায় যে ডিগ্রী করা যায় তন্মধ্যে হিসাব নিষ্পত্তি করিবার আদেশ থাকিলে আদালত যে হারে আজ্ঞা করেন তদ্রূপ দত্ত টাকার উপর সেই হারে সুদও ধরিতে পারিবেন ইতি। *

আদালতে টাকা প্রভৃতি গচ্ছিত করিবার কথা।

৫০২ ধারা। যদি টাকা কিম্বা অন্য যে বিষয় অর্পণ করা যাইতে পারে তাহা লইয়া মোকদ্দমা হইয়া থাকে, ও মোকদ্দমার কোন পক্ষ অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত ন্যাসধারিস্বরূপে ঐ টাকা কি অন্য বিষয় রাখিতেছেন কিম্বা তাহা অন্য ব্যক্তির, কি অন্যের প্রাপ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, তবে আদালত জামিন লইয়া বা না লইয়া আদালতের অন্য আজ্ঞা হওয়ার অপেক্ষায় ঐ টাকা কি বিষয় আদালতে গচ্ছিত করিবার কিম্বা শেষোক্ত ব্যক্তিকে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

---

* ইহার সঙ্গে ১৮৬৯ সনের ১১ আইনের ৯ ধারা দ্রষ্টব্য। সাবেক আইনে কেবল জমিদারি ও পত্তনি সম্বন্ধে এই নিয়ম ছিল এক্ষণকার ভাবাবিস্তৃত

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

গ্রাহকদের নিযুক্ত করণ বিষয়ক বিধি।

গ্রাহকদিগকে আদালতের নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

৫০৩ ধারা (৮। ৯২, ২৪৩) স্থাবর কি অস্থাবর যে সম্পত্তি লইয়া মোকর্দ্দমা হয় কিম্বা যাহা ক্রোক করা যায় সেই সম্পত্তি আদায় বা রক্ষাকরণের কিম্বা তাহার উত্তমরূপে সংরক্ষণের বা কার্য্যাধ্যক্ষতা করণের জন্যে আদালতের বিবেচনায় আবশ্যক হইলে, ঐ আদালত,—

(ক) ঐ সম্পত্তির গ্রাহক নিযুক্ত করিতে পারিবে এবং আবশ্যক হইলে,

(খ) ঐ সম্পত্তি যে ব্যক্তির অধিকারে কি সংরক্ষণে থাকে তাঁহাকে ঐ সম্পত্তির অধিকার কি সংরক্ষণহইতে অবসর করিতে, ও

(গ) উক্ত গ্রাহকের সংরক্ষণে কি অধ্যক্ষতায় ঐ সম্পত্তি অর্পণ করিতে পারিবেন। ও

(ঘ) ঐ সম্পত্তির খাজনার ও উপস্বত্বের উপর তাঁহার পারিশ্রমিক বলিয়া যত টাকা ফী কি কমিশ্যন উচিত বোধ করেন ঐ গ্রাহককে তাহা দিবেন, এবং মোকর্দ্দমা উপস্থিত ও তাহার প্রতিবাদ করণার্থে, ও সম্পত্তির আদায় ও কার্য্যাধ্যক্ষতা ও সুরক্ষা ও সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন করণার্থে, ও তাহার খাজনা ও উপস্বত্ব আদায় করণার্থে, ও সেই খাজনা ও উপস্বত্ব প্রয়োগ ও ব্যয়াদি করণার্থে, এবং লিখিত নিদর্শন-

পত্রে স্বাক্ষর করণার্থে স্বামির নিজের যে ক্ষমতা থাকে ঐ গ্রাহককে সেই সকল, কিম্বা আদালত তন্মধ্য যে২ ক্ষমতা উচিত বোধ করেন তাহা প্রদান করিতে পারিবেন।

গ্রাহকের দায়ের কথা।

তদ্রূপে যে প্রত্যেক জন গ্রাহক নিযুক্ত হন,

(ঙ) তিনি সেই সম্পত্তি সম্পর্কে যাহা প্রাপ্ত হইবেন তাহার হিসাব নিয়মিতরূপে দেওনের জামিন দিতে হইলে, আদালত যে জামিন উচিত বোধ করেন তিনি তাহা দিবেন,

(চ) ও আদালত যে২ সময়ে ও যে পাঠে হিসাব দেখাইবার আজ্ঞা করেন সেই২ সময়ে ও সেই পাঠে দেখাইবেন,

(ছ) ও তদনুসারে তাঁহার স্থানে যে উদ্বৃত্ত টাকা পাওনা থাকে তাহা আদালতের আজ্ঞামতে দিবেন,

(জ) ও তাঁহার ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি কিম্বা ঘোরতর তাচ্ছল্য দ্বারা সম্পত্তির হানি হইলে তিনি তাহার দায়ী হইবেন।

ক্রোক করা সম্পত্তি যে ব্যক্তির অধিকারে বা রক্ষণে থাকে, তাঁহাকে মোকদ্দমার সকল পক্ষের কি তাঁহাদের মধ্যে কোন২ জনের কি এক জনের অবসর করিবার আধুনিক স্বত্ব না থাকিলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাঁহার অধিকার কি রক্ষণহইতে আদালতের সেই সম্পত্তি অবসর করিবার ক্ষমতা নাই ইতি।*

কালেক্টর সাহেব যে স্থলে গ্রাহকের পদে নিযুক্ত হইতে পারেন তাহার কথা।

৫০৪ ধারা। (৮। ৯২) গবর্ণমেণ্টে যে ভূমি রাজস্ব দেয়,

* রিসিবরের ক্ষমতা পূর্ব্ব আইনমতে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ ছিল।

কিম্বা যাহার রাজস্ব নিরূপিত কি পরিক্রীত হইয়াছে এমত ভূমি লইয়া ঐ সম্পত্তি হইলে, ও কালেক্টর সাহেবের অধ্যক্ষতায় থাকিলে ঐ সম্পত্তি সম্পর্কীয় ব্যক্তিদের স্বার্থ সাধন হইবে আদালত এমত বোধ করিলে, কালেকটর সাহেবকে ঐ ভূমির গ্রাহকতা পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ইতি ।

এই অধ্যায়মতে যেং আদালতের ক্ষমতা থাকে তদ্বিষয়ের কথা।

৫০৫ ধারা । এই অধ্যায়মতে যেং ক্ষমতা প্রদান করা গেল, কেবল হাইকোর্ট ও জিলার আদালত সেইং ক্ষমতাতে কার্য্য করিতে পারিবেন । কিন্তু জিলার আদালতের অধীন কোন আদালতের বিচারপতি আপনার সম্মুখে উপস্থিত কোন মোকর্দ্দমায় গ্রাহকের নিযুক্ত হওয়া বিহিত বোধ করিলে, তিনি যাঁহাকে সেই পদের যোগ্য জ্ঞান করেন এমত ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া তাঁহাকে মনোনীত করিবার কারণ সহিত তাঁহার নাম জিলার আদালতে পাঠাইবেন, ও জিলার আদালত সেই বিচারপতির প্রতি ঐ মনোনীত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে অনুমতি দিবেন, কিম্বা তদ্বিষয়ের অন্য যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিবেন ইতি । *

---

* এই অধ্যায়ের ক্ষমতা হাইকোর্টের এবং জজ আদালতের থাকিল নিম্ন আদালতের থাকিল না কিন্তু পূর্ব্ব আইনমতে সকলের সমান ক্ষমতা ছিল ।

পঞ্চম ভাগ।

বিশেষ কার্য্যানুষ্ঠান বিষয়ক বিধি।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

সালীসীতে অর্পণ করণবিষয়ক বিধি।

মোকর্দ্দমার উভয় পক্ষের অর্পণ করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা।

৫০৬ ধারা। (৮ ৩:২.৩:৩) মোকদ্দমা সংক্রান্ত উভয় পক্ষের মধ্যে যে২ বিষয় লইয়া অনৈক্য হয় সকলেই তাহা সালীসীতে অর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইলে, তাঁহারা বিচার প্রকাশ হওয়ার পূর্ব্ব কোন সময়ে, আদালতে স্বয়ং কিম্বা এই কার্য্যপক্ষে লিখন ক্রমে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আপন ২ উকীলদের দ্বারা মোকদ্দমা সালীসীতে অর্পণ করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ প্রত্যেক প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দেওয়া যাইবে, ও বিশেষ যে বিষয় অর্পণ করিতে চেষ্টা হয় তাহা ঐ প্রার্থনা-পত্রে ব্যক্ত থাকিবে ইতি। *

---

* সালিসি বিচারের প্রার্থনা করিতে উকিলের বিশেষ ক্ষমতাপত্র আবশ্যক। সকলে একমত হইয়া সালিসি মান্য না করিলে যে ব্যক্তি মান্য না করে সে যদি পরে সালিস দিগের নিকট উপস্থিতও হয় তথাপি তাহার আপত্তিমতে রোয়দাদ অগ্রাহ্য হইতে পারিবে। শিও নাথ বং রাম নাথ। ৫উঃ রিঃ ২১ প্রিবি কাউন্সেল। আপীল আদালতে মোকদ্দমা সালিসে অর্পণ হইতে

সালীস মনোনীত করিবার কথা।

৫০৭ ধারা। (৮। ৩১৪) উভয় পক্ষ একবাক্য হইয়া যে প্রকারে স্থির করেন, তাঁহাদেরই দ্বারা সেই প্রকারে সালীস মনোনীত করা যাইবে।

যে স্থলে আদালত সালীসকে মনোনীত করিবেন তাহার কথা।

সালীস বলিয়া কাহাকে মনোনীত করা যাইবে এই বিষয়ে উভয় পক্ষের ঐক্য হইতে না পারিলে, কিম্বা যাঁহাকে মনোনীত করেন তিনি ঐ সালীসের কর্ম্ম গ্রহণ করিতে সম্মত না হইলে, ও আদালতের দ্বারা সালীস মনোনীত করা যায় উভয় পক্ষের এই ইচ্ছা থাকিলে, আদালত সালীস মনোনীত করিবেন ইতি। *

অর্পণ করিবার আদেশের কথা।

৫০৮ ধারা। (৮। ৩১৫) বিবাদীয় যে বিষয় সালীসের নির্ণয় করিতে হইবে আদালত আজ্ঞাপত্রক্রমে তাঁহার প্রতি সেই বিষয় অর্পণ করিয়া মীমাংসা জানাইবার যে সময় সঙ্গত বোধ করেন এমত সময় নিরূপণ করিবেন ও আজ্ঞাপত্রে সেই সময় নির্দ্দেশ করিবেন।

পারেন না। যজ্ঞেশ্বর দে বং কৃতার্থময়ী দাসী। ১২ বাঃ লাঃ রিঃ ২৬৬।

* কে কে সালিস হইবেন পক্ষগণ যদি একমত না হয় অথবা সালিস কর্ম্ম করিতে অস্বীকার করেন, তবে পক্ষগণ ইচ্ছা করিলে, আদালত সালিস মনোনীত করিতে পারিবেন, তদ্ভিন্ন পারেন না। যদি কেহ বলে যে আদালতকে মনোনীত করিতে না বলা সত্ত্বেও আদালত মনোনীত করিয়াছেন, তাহা হইলে যে ব্যক্তি এই কথা বলিয়া সালিসী মীমাংসা অগ্রাহ্য করাইতে চাহে, তাহাকেই প্রমাণ করিতে হইবে যে সে আদালতকে মনোনীত করিতে বলে নাই। স্বরূপ রাম দেব বং গোবিন্দরাম দেব। ৭ উ রিঃ ১৩।

কোন বিষয় একবার সালীসীতে অর্পণ করা গেলে, পশ্চাৎলিখিত বিধানের স্থলভিন্ন আদালত সেই বিষয় লইয়া সেই মোকদ্দমায় কার্য্য করিবেন না ইতি। *

দুই কি তদধিক জন সালীসের প্রতি অর্পণ করা গেলে, মতের অনৈক্যের সম্ভাবনা প্রযুক্ত তাহার বিধান করিবার কথা।

৪০৯। (৮। ৩১৬) দুই কি তদধিক জন সালীসের প্রতি অর্পণ করা গেলে তাঁহাদের মতের অনৈক্য হইতে পারে বলিয়া ঐ আজ্ঞাপত্রে এই২ বিধান করা যাইবে,

(ক) প্রমাণপুরুষকে নিযুক্ত করা যাইবে, কিম্বা

(খ) সালীসের অধিকাংশ ব্যক্তি একবাক্য হইলে সেই অধিকাংশের নিষ্পত্তি প্রবল হওয়ার আজ্ঞা করা যাইবে, কিম্বা

(গ) সালীসদের প্রতি প্রমাণ পুরুষ নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা দেওয়া যাইবে। কিম্বা

(ঘ) উভয় পক্ষ একবাক্য হইয়া অন্য যেরূপ বিধান করেন সেইরূপে করা যাইবে, তাঁহারা একবাক্য হইতে না পারিলে আদালত যেরূপে নির্ণয় করেন সেই রূপে করা যাইবে।

প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত হইলে যদি তাঁহার কার্য্য করিবার প্রয়োজন থাকে, তবে আদালত তাঁহার মীমাংসা জানাইবার যে সময় সঙ্গত জ্ঞান করেন, এমত সময় নির্দ্ধার্য্য করিবেন ইতি। †

* সময় নির্দ্ধারিত না থাকিলে সালিসি অর্পণ অগ্রাহ্য। গঙ্গা গোবিন্দ লাএক বং কালীপ্রসন্ন লাএক।১০ উঃ রিঃ ২০৬। আর নিরূপিত সময় মধ্যে মীমাংসা না দিলে মীমাংসা গ্রাহ্য হইবে না ৫২১ ধারা দ্রষ্টব্য।

† (গ) প্রকরণের সালিস দিগের প্রতি প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত করিবার ভার থাকিবার বিধান হইল।

সালীসদের কি প্রমাণ পুরুষের মৃত্যু কি অক্ষমতা প্রভৃতি হইলে তদ্বিষয়ের কথা।

৫১০ ধারা। (৮। ৩১৯) সালীস, কিম্বা এক জনের অধিক সালীস থাকিলে তাঁহাদের মধ্যে কেহ, কিম্বা প্রমাণপুরুষ মরিলে কিম্বা কার্য্য করিতে অসম্মত হইলে, কি তাচ্ছল্য করিলে কিম্বা অশক্ত হইলে, কিম্বা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষহইতে চলিয়া গেলে ও যে ভাবগতিকে গমন করেন তৎপ্রযুক্ত তাহার অল্প দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা না থাকিলে, আদালত স্বীয় বিবেচনামতে সেই মৃত বা অসম্মত বা তাচ্ছল্যকারী বা কার্য্য করিতে অশক্ত কি ব্রিটনীয় ভারতবর্ষহইতে বহির্গত ব্যক্তির স্থানে নূতন সালীস কি প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিম্বা ঐ সালিসী-কার্য্য নিরস্ত হওয়ার আজ্ঞা করিয়া মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন ইতি। *

আদালতের দ্বারা প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত হওয়ার কথা।

৫১১ ধারা। (৮। ৩১৯) সালীসীতে অর্পণ করণের আজ্ঞানুসারে সালীসেরা প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত করিবার ক্ষমতাপন্ন হইয়া তাহা না করিলে, মোকদ্দমার কোন পক্ষ, সালীসদের নামে লিখিয়া প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত করিবার নোটিস দিতে পারিবেন। সেই নোটিস দেওয়া গেলে পর

---

* তিন জন সালিসের মধ্যে দুই জন তৃতীয় ব্যক্তিকে সম্বাদ দিয়া তাঁহার অনুপস্থিতে বিচার্য্য বিষয় মীমাংসা করিলে অবধারিত হইল যে এই ধারার উল্লিখিত কারণ ভিন্ন অন্য কারণে ঐ তৃতীয় ব্যক্তি অনুপস্থিত হইলে সেই মীমাংসা অগ্রাহ্য হইবে না। কেদার নাথ বং মসম্মত গঙ্গা বাই লং রেং আং উত্তর পশ্চিম পুঃ অঃ ১৮৭১ সন ৫৪১ পৃং।

সাত দিনের মধ্যে, কিম্বা আদালত প্রত্যেক স্থলে আর যত সময় দিতে পারেন সেই সময়ের মধ্যে, প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত করা না গেলে, যে পক্ষ পূর্ব্বোক্ত নোটিস দিলেন তিনি প্রার্থনা করিলে আদালত প্রমাণপুরুষকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ইতি।

৫০৯ কি ৫১০ কি ৫১১ ধারামতে যে সালীস কি প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত হন তাঁহার ক্ষমতার কথা।

৫১২ ধারা। (৮। ৩১৯) ৫০৯ কি ৫১০ কি৫১১ ধারামতে যে সালীস কি প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত হন, সালীসীতে অর্পণ করিবার আজ্ঞাপত্রে তাঁহারই নাম লেখা থাকার ন্যায় তাঁহার ক্ষমতা থাকিবে ইতি।

সাক্ষিদিগকে সমন করিবার কথা।

৫১৩ ধারা। (৮। ৩১৭) আদালত আপনার সম্মুখে বিচার করা মোকর্দ্দমায় যে২ পরওয়ানা দিতে পারেন, সালীসের কি প্রমাণপুরুষ যে পক্ষের ও যে সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইতে চাহেন তাঁহাদের নামেও সেই প্রকারের পরওয়ানা দিবেন।

ত্রুটি প্রভৃতি হেতুক দণ্ডের কথা।

কোন ব্যক্তিরা সেই পরওয়ানামতে উপস্থিত না হইলে, কিম্বা অন্য প্রকারে ত্রুটি করিলে, কিম্বা সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করিলে, কিম্বা সালীসদের প্রতি অর্পিত বিষয়ের তদন্ত লওন সময়ে কোন প্রকারে সালীসের কি প্রমাণপুরুষের অবজ্ঞা করণের অপরাধী হইলে, আদালতের সম্মুখে বিচার করা মোকদ্দমার তদ্রূপ অপরাধ করিলে তাঁহাদের যে অনিষ্ট ও অর্থদণ্ড ও দণ্ড হইত, সালীসের কি প্রমাণপুরুষের আবে-

দন ক্রমে আদালতের আজ্ঞামতে তাঁহাদের সেই অনিষ্ট ও সেই অর্থদণ্ড ও অন্য দণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

মীমাংসা করিবার সময় বৃদ্ধির কথা।

৫১৪ ধারা। (৮। ৩১৮) আবশ্যকমত প্রমাণের কি সন্ধানের অভাবে কি অন্য কারণে সালীসেরা আজ্ঞাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মীমাংসা শেষ করিতে না পারিলে, আদালত উচিত বোধ করিলে মীমাংসা জানাইবার আর সময় দিতে ও সময়ে ২ সেই সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, কিম্বা সালীসীকার্য্য নিরস্ত হওয়ার আজ্ঞা করিয়া ঐ মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন ইতি।

সালীসদের পরিবর্ত্তে প্রমাণ পুরুষের সালীসী করিতে পারিবার কথা।

৫১৫ ধারা। (৮। ৩১৮) প্রমাণপুরুষ নিযুক্ত হইলে, তিনি নিম্নলিখিত স্থলে সালীসদের পরিবর্ত্তে সেই অর্পিত বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন, বিশেষতঃ—

(ক) সালীসেরা মীমাংসা না করিয়া নিরূপিত সময় অতীত হইতে দিলে, কিম্বা

(খ) তাঁহারা একবাক্য হইতে পারেন না, আদালতে কিম্বা প্রমাণপুরুষকে এই মর্ম্মের নোটিস লিখিয়া দিলে ইতি।

মীমাংসাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া অর্পণ করিবার কথা।

৫১৬ ধারা। (৮। ৩২০) মোকদ্দমায় মীমাংসা করা গেলে, যে ব্যক্তিরা তাহা করিলেন তাঁহারা মীমাংসাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া, আপনাদের সম্মুখে যে সাক্ষ্য লওয়া গেল ও যে দলীলের প্রমাণ হইল তৎসহিত ঐ মীমাংসাপত্র

আদালতে অর্পণ করাইবেন। মীমাংসাপত্র অর্পণ হওয়ার নোটিস উভয় পক্ষকে দেওয়া যাইবে ইতি।

সালীসদের কি প্রমাণ পুরুষের বিশেষ বিষয় ব্যক্ত করিতে পারিবার কথা।

৫১৭ ধারা। (৮। ৩২১) আদালতের আজ্ঞাক্রমে কোন বিষয় সালীসীতে অর্পণ করা গেলে সালীসেরা কিম্বা প্রমাণ পুরুষ সেই সম্পূর্ণ বিষয়ে কি তাহার একাংশে যে মীমাংসা করিলেন, আদালতের অনুমতি লইয়া আদালতের অভিমত জানিবার নিমিত্ত বিশেষ বিষয়স্বরূপ সেই মীমাংসা জানাইতে পারিবেন, ও আদালত তদ্বিষয়ে আপনার অভিমত জানাইবেন, ও সেই অভিমত মীমাংসায় সংযোগ করিয়া দেওয়া যাইবে ও তাহার একাংশ হইবে ইতি।

কোন২ স্থলে প্রার্থনামতে আদালতের মীমাংসা মতান্তর কি সংশোধন করিতে পারিবার কথা।

৫১৮ ধারা। (৮। ৩২২) আদালত আজ্ঞা করিয়া নিম্নলিখিত স্থলে মীমাংসা মতান্তর কি সংশোধন করিতে পারিবেন,

(ক) যে বিষয় সালীসীতে অর্পণ করা যায় নাই মীমাংসার একাংশ এমত বিষয় ধরিয়া হইয়াছে ইহা দৃষ্ট হইলে, কিন্তু এমত স্থলে প্রয়োজন যে সেই অংশ অন্য অংশ হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারে ও তদ্দ্বারা সেই অর্পিত বিষয়ের নিষ্পত্তির ব্যতিক্রম না হয়, কিম্বা

---

* এক তারিখে একই বৈঠকে সালীসগণ দস্তখৎ করিবেন নতুবা মীমাংসা অগ্রাহ্য হইবে। মহারাজা জয় মঙ্গল সিংহ বাহাদুর। ৫ বাঃ লাঃ রি ৮২।

(খ) মীমাংসা লিখিবার পাঠ অশুদ্ধ হইলে, কিম্বা তন্মধ্যে কোন স্পষ্ট ভ্রম থাকিলেও নিষ্পত্তির ব্যতিক্রম না করিয়া সংশোধন করা যাইতে পারিলে ইতি।

সালীসীতে অর্পণ করণের খরচ বিষয়ক আজ্ঞার কথা।

৫১৯ ধারা। (৮। ৩২২) সালীসীতে অর্পণ করণের খরচার বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, ও মীমাংসাপত্রে তদ্বিষয়ের প্রচুর বিধান না থাকিলে, আদালত ঐ খরচা বিষয়ের যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন ইতি।

মীমাংসা কি সালিসীতে অর্পিত বিষয় যে স্থলে
ফিরিয়া পাঠান যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৫২০। (৮। ৩২৩) নিম্নলিখিত স্থলে আদালত যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মানুসারে সেই সালীসদের কি প্রমাণ পুরুষের পুনর্ব্বিবেচনার নিমিত্ত মীমাংসা কিম্বা সালীসীতে অর্পিত কোন বিষয় ফিরিয়া পাঠাইতে পারিবেন। বিশেষতঃ—

(ক) সালীসীতে অর্পিত বিষয়ের মধ্যে কোন বিষয় মীমাংসাপত্রে অনির্ণীত থাকিলে, কিম্বা সালীসীতে যাহা অর্পিত হয় নাই এমত বিষয় নির্ণীত হইলে,

(খ) মীমাংসা অনিশ্চিত হওয়াতে তদনুসারে কার্য্য সাধন হইতে না পারিলে,

(গ) মীমাংসার অভিমুখেই তাহা আইনসিদ্ধ নয় বলিয়া আপত্তি দৃষ্ট হইলে ইতি।

মীমাংসা অসিদ্ধ করিবার হেতুর কথা।

৫২১ ধারা। (৮। ২২৪) ৫২০ ধারামতে মীমাংসাপত্র ফিরিয়া দেওয়া গেলে, যদি সালীসেরা কি প্রমাণ পুরুষ

তাহা পুনর্ব্বিবেচনা করিতে অস্বীকার করেন তবে তাহা ব্যর্থ হইবে। কিন্তু নিম্নলিখিত কোন এক হেতু বিনা মীমাংসা-পত্র অসিদ্ধ হইবে না, অর্থাৎ,

(ক) সালীসের কি প্রমাণপুরুষের উৎকোচ গ্রহণ কি অসদাচরণ হেতুক।

(খ) কোন পক্ষের যে২ বিষয় প্রচার করা উচিত এমত কোন বিষয় প্রতারণাক্রমে গোপনে রাখণ কিম্বা ইচ্ছা করিয়া সালীসকে কি প্রমাণপুরুষকে ভুলাওন কি বঞ্চনা করণ হেতুক।

(গ) আদালত সালীসী কার্য্য নিরস্ত করিয়া মোকদ্দমা ফিরিয়া দিবার আজ্ঞা প্রচার করিলে পর মীমাংসা হওন হেতুক।

আরও আদালত যে সময়ের অনুমতি দেন মীমাংসা সেই সময়ের মধ্যে করা না গেলে সিদ্ধ হইবে না ইতি। *

* যখন সম্পূর্ণ মোকদ্দমা সালিসে অর্পণ হয় তখন মোকদ্দমার খরচা কাহাকে বহন করিতে হইবে তাহাও সালিসগণ বিচার করিতে পারিবেন। মধুসূদন চৌধুরি বং কৈলাসচন্দ্র সাহা। ২ ইণ্ডিয়ান জুরিষ্ট ১২পৃঃ। সালিসগণ খরচা সম্বন্ধে বিচার করিতে ক্ষমবান হইয়াও যদি তৎসম্বন্ধে কোন আদেশ না করেন তবে ৫২০ ধারা মতে মীমাংসা পুনঃ প্রেরণ হইতে পারে। ভারতচন্দ্র দাস বং দামজী পীতাম্বর। ১বুক ৭পৃঃ। পুনঃ প্রেরণ হওবার পর সালিসগণ সংশোধন করিয়া না দিলে মীমাংসা ব্যর্থ হইবে। উৎকোচ গ্রহণ কি অন্য প্রকার অসদ্ব্যবহার না থাকিলেও ব্যর্থ হইবে। ৭ উঃ রিঃ ৪০৬। এই নজির এক্ষণে স্পষ্টরূপে বিধিবদ্ধ হইল। এই ধারার দ্বিতীয় প্রকরণ নূতন। কোন সালিস বৈঠকে উপস্থিত হইতে ত্রুটি করিলেন এই ত্রুটিও (ক) প্রকরণের অন্তর্গত অসদ্ব্যবহার বলিয়া গণ্য হইল। শ্রীনাথ ঘোষ বং রাজচন্দ্র পাল। ৪ উঃ রিঃ ১৭১।

মীমাংসানুসারে ডিক্রী হইবার কথা।

৫২২। (৮। ৩২৪) আদালত পূর্ব্বোক্তমতে মীমাংসা কিম্বা সালীসীতে অর্পিত কোন বিষয় পুনর্ব্বিবেচনার নিমিত্ত ফিরিয়া দিবার কোন হেতু দেখিতে না পাইলে, কিম্বা মীমাংসা অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা না হইলে, কিম্বা হইলেও আদালত তাহা অগ্রাহ্য করিলে,

সেই প্রার্থনা করিবার সময় অতীত হইলে পর, আদালত মীমাংসা অনুসারে বিচার জানাইতে প্রবৃত্ত হইবেন।

কিম্বা বিশেষ বিষয়স্বরূপ সেই মীমাংসা আদালতে অর্পণ করা গিয়া থাকিলে, সেই বিষয়ে আপনার অভিমতানুসারে বিচার জানাইতে প্রবর্ত্ত হইবেন। *

---

* পূর্ব্ব আইনের ৩১৮ ধারাতে বিধান ছিল যে মেয়াদ অতীতে মীমাংসা দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই এককালে মীমাংসা অগ্রাহ্য হইবে এমন নহে কিন্তু সেই কথা এক্ষণে উঠিয়া গেল, সুতরাং নিরূপিত সময় অতীত হইলেই অতঃপর মীমাংসা অগ্রাহ্য হইবে। তবে নিরূপিত সময় মধ্যে আদালতে রোয়দাদ পৌঁছান আবশ্যক এমন নহে ঐ সময় মধ্যে সালিসগণ রোয়দাদ দস্তখৎ করিলেই হইবে। শ্রীমতী জগৎ সুন্দরী দাসী বং সনাতন বসাক। ৫ বাঃ লাঃ রিঃ ৩৫৭। কোন ও কৃত দলিল ষ্ট্যাম্প কাগজে হয়নাই বলিয়া যদিও আদালতে অগ্রাহ্য হয় কিন্তু সালিসগণ তাহার উপর নির্ভর করিয়া রোয়দাদ দিলে অগ্রাহ্য হইবেনা। হৃদয় কৃষ্ণ মজুমদার বং পদ্মলোচন মজুমদার। ১ উঃ রিঃ ১২।

কিন্তু ফিয়ার সাহেবের মতে এক সময়ে সকল সালিসের দস্তখৎ না হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। এক বৈঠকে থাকিয়া বিচার করিয়া রায় প্রকাশ করিলেই যথেষ্ট; এক স্থানে বসিয়া পরস্পরের সম্মুখে দস্তখত না হইলেও চলিতে পারে। ভবসুন্দরী দাসী বং মাখনলাল দে। ৮বাঃ লাঃ রিঃ ১২৮।

পরে ডিক্রী হইবার কথা।

তদ্রূপে যে বিচার জ্ঞাত করা যায় তদনুযায়ি ডিক্রী হইবে, ও এই আইনে ডিক্রীজারী করিবার যে বিধান আছে তদনুসারে ঐ ডিক্রী প্রবল করা যাইবে। ঐ ডিক্রী যত দূর মীমাংসার অতিরিক্ত হয় কিম্বা তদনুযায়ি না হয় কেবল তত দূর তাহার উপর আপীল হইতে পারিবে, নতুবা ঐ ডিক্রীর উপর আপীল নাই ইতি।

সালীসীতে অর্পণ করণের সম্মতিপত্র আদালতে অর্পণ করা যাইতে পারিবার কথা।

৫২৩ ধারা। (৮। ৩২৬) কোন ব্যক্তিরা নিয়মপত্র লিখিয়া আপনাদের মধ্য কোন বিবাদ ঐ নিয়মপত্রের উল্লিখিত কোন ব্যক্তির, কিম্বা নিয়মপত্র যে বিষয়সম্পর্কীয় হয় সেই বিষয়ের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতকর্ত্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তির সালীসীতে অর্পণ করিতে সম্মত হইলে, সেই নিয়মপত্রের উভয় কি কোন পক্ষ ঐ আদালতে ঐ পত্র অর্পণ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ঐ প্রার্থনাপত্রে নম্বর দিয়া তাহা রেজিষ্টরী করিবার কথা।

ঐ প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে হইবে, ও উভয়পক্ষের সকল ব্যক্তির দ্বারা উপস্থিত করা গেলে, স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের কি স্বার্থবিশিষ্ট বলিয়া দাওয়াদারদের এক কি কএক ব্যক্তিকে বাদী ও অন্য এক কি কএক ব্যক্তিকে প্রতিবাদী বলিয়া, কিম্বা সকলে ঐ প্রার্থনা উপস্থিত না করিলে প্রার্থককে বাদী ও অন্য ব্যক্তিদিগকে প্রতিবাদী বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে মোকদ্দমার ন্যায় নম্বর দিয়া ঐ প্রার্থনাপত্র রেজিষ্টরী করা যাইবে।

আদালতে অর্পণ না করিবার কারণ দেখাইবার নোটিসের কথা।

তদ্রূপ প্রার্থনা করা গেলে, আদালত প্রার্থক ভিন্ন নিয়মপত্রের অন্য কোন ব্যক্তিদের নামে তদ্বিষয়ের নোটিস দিবার আদেশ করিয়া, ঐ নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ নিয়মপত্র আদালতে অর্পণ না করিবার কারণ দর্শাইতে আদেশ করিবেন।

বিশিষ্ট কারণ দর্শান না গেলে, আদালত নিয়মপত্র গাঁথাইয়া রাখিবেন ও তদনুসারে সালীসীতে অর্পণ করিবার আজ্ঞা করিবেন, ও তন্মধ্যে সালীসের নাম না থাকিলে ও যাঁহাকে সালীস বলিয়া নিযুক্ত করিতে হইবে এই বিষয়ে উভয়পক্ষ একবাক্য হইতে না পারিলে, আদালত সালীসকেও মনোনীত করিবেন ইতি।

সালীসীতে অর্পণ করিবার আজ্ঞানুসারে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় তাহার প্রতি এই অধ্যায়ের বিধান খাটিবার কথা।

৫২৪ ধারা। (৮। ৩২৬) এই অধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত সকল বিধান উক্ত প্রকারের অর্পিত নিয়মপত্রের সঙ্গে যত দূর সঙ্গত হয়, ৫২৩ ধারামতে সালীসীতে আদালতের অর্পণ করিবার আজ্ঞানুযায়ি সকল কার্য্যের প্রতি ও সালীসের মীমাংসার প্রতি ও তন্মূলক ডিক্রী প্রবল করণের প্রতি তত দূর খাটিতে পারিবে ইতি।

আদালতের হস্তক্ষেপকরণ বিনা সালীসীতে অর্পিত বিষয়ের মীমাংসা অর্পণ করিবার কথা।

৫২৫ ধারা। (৮। ৩২৭) যদি আদালতের হস্তক্ষেপ করণ বিনা কোন বিষয় সালীসীতে অর্পণ করা যায় ও তদ্বিষয়ের মীমাংসা হয়, তবে যে বিষয় সম্পর্কীয় মীমাংসা হইল

সেই বিষয়ে নিম্নতর যে আদালতের বিচারাধিপত্য থাকে, ঐ মীমাংসার স্বার্থযুক্ত কোন ব্যক্তি সেই আদালতে মীমাংসা-পত্র গাঁথিয়া রাখিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

প্রার্থনাপত্রের নম্বর দিয়া তাহা রেজিষ্টরী করাইবার কথা।

ঐ প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে হইবে এবং প্রার্থককে বাদী ও অন্য ব্যক্তিদিগকে প্রতিবাদী বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে মোকদ্দমার ন্যায় নম্বর দিয়া সেই প্রার্থনাপত্র রেজিষ্টরী করা যাইবে।

সালীসীর উভয় পক্ষকে নোটিস দিবার কথা।

আদালত প্রার্থকভিন্ন সালীসীর অন্য ব্যক্তিদের নামে নোটিস দেওয়াইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ মীমাংসাপত্র গাঁথিয়া না রাখিবার কারণ দেখাইতে আদেশ করিবেন ইতি।*

ঐ মীমাংসা অর্পণ ও প্রবল করণের কথা।

৫২৬। (৮। ৩২৭।) মীমাংসার বিপরীত ৫২০ কি ৫২১ ধারার নির্দ্দিষ্ট উল্লিখিত কারণ দর্শান না গেলে, আদালত মীমাংসাপত্র গাঁথিয়া রাখিতে আজ্ঞা করিবেন। তাহা হইলে এই অধ্যায়ের বিধানমত মীমাংসার ন্যায় ঐ মীমাংসা ফলবৎ হইবে ইতি।

---

* মীমাংসার দিবস হইতে ৬ মাস মধ্যে এইরূপ দরখাস্ত করিতে হইবে। এই রূপে দরখাস্ত না হইলে সালিশী বিচার অকর্ম্মণ্য হইবে এমন নহে তবে ইহা ভিন্ন অন্যস্থলে কোন পক্ষ সালিসী বিচারের আপত্তি করিলে সেই সালিশী বিচার যে পূর্ব্বে হইয়াছিল ইহা তাহাকে প্রমাণ করিতে হইবে। ফুলুন সিং বং মেথু সিং। ১ উঃ রিঃ ১৬৩। এই ধারার প্রার্থনা পত্রে ১৷৷ টাকার কোর্টফি লাগিবে। এই ধারা সম্বন্ধে ৮ বাঃ লাঃ রিঃ ৩১৫ পুঃ আপত্তি দ্রষ্টব্য।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আনুষ্ঠানিক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

আদালতের অভিমত জ্ঞাত হওয়ার জন্যে বর্ণনা করিবার ক্ষমতার কথা।

৫২৭ ধারা। (৮। ৩২৮) কোন ব্যক্তিরা বৃত্তান্ত কি আইনঘটিত কোন বিষয়ের নিষ্পত্তিতে স্বার্থযুক্ত বলিয়া দাওয়া রাখিলে, তাঁহারা নিয়মপত্র লিখিয়া আদালতের অভিমত জানিবার জন্যে বিশেষ বলিয়া সেই কথা ব্যক্ত করিয়া, এই, মর্ম্মের বিধান করিতে পারিবেন যে, আদালত সেই বিষয়ের যাহা নির্ণয় করেন তদনুসারে

(ক) তাঁহাদের এক পক্ষ অন্য পক্ষকে উভয়ের নির্দ্ধারিত কি আদালতের নির্ণীত কতক টাকা দিবেন, কিম্বা

(খ) নিয়মপত্রে স্থাবর কি অস্থাবর যে সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট থাকে তাঁহাদের এক পক্ষ অন্য পক্ষকে তাহা দিবেন, কিম্বা

(গ) নিয়মপত্রে বিশেষ যে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট থাকে তাঁহাদের এক কি কএক ব্যক্তি তাহা করিবেন কিম্বা করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন।

এই ধারামতে যে বিষয়ের বর্ণনা করা যায় তাহা ক্রমিক নম্বরযুক্ত নানা দফায় বিভক্ত হইবে, ও তদ্দ্বারা যে বিবাদ উত্থিত হয় আদালতের তাহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবার নিমিত্ত যেং বৃত্তান্তের ও দলীলের প্রয়োজন থাকে তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত হইবে ইতি।

যে স্থলে বিষয়ের মূল্য ব্যক্ত হইবে তাহার কথা।

৫২৮ ধারা। (৮। ৩২৮) কোন সম্পত্তি সমর্পণ করিবার, কিম্বা বিশেষ কোন কার্য্য করিবার কি করিতে ক্ষান্ত থাকিবার নিমিত্ত ঐ নিয়মপত্র হইয়া থাকিলে, যে সম্পত্তি সমর্পণ করিতে হইবে. কিম্বা যে সম্পত্তির সঙ্গে উক্ত নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের সম্পর্ক থাকে, নিয়মপত্রে তাহার আনুমানিক মূল্য লিখিতে হইবে ইতি।

নিয়মপত্র মোকর্দ্দমার ন্যায় অর্পণ করিবার ও তাহার নম্বর দিবার কথা।

৫২৯ ধারা। (৮। ৩২৯) নিয়মপত্র পূর্ব্বলিখিত বিধি অনুসারে লেখা গেলে পর, নিয়মপত্রের উল্লিখিত বিষয় যত টাকার বা যত মূল্যের হয় তত টাকার বা তত মূল্যের মোকদ্দমা বিচার করিতে যে আদালতের ক্ষমতা থাকে, ঐ নিয়মপত্র সেই আদালতে গাঁথিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

গাঁথিয়া দেওয়া গেলে, স্বার্থবিশিষ্ট বলিয়া দাওয়াদার এক কি কএক ব্যক্তিকে বাদী ও অন্য এক কি কএক ব্যক্তিকে প্রতিবাদী বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে মোকদ্দমার ন্যায় নং দিয়া ঐ নিয়মপত্র রেজিষ্টরী করা যাইবে। ও যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা তাহা উপস্থিত করিলেন তাঁহাদের ছাড়া নিয়মপত্রের ভাগি সকল ব্যক্তির নামে নোটিস দেওয়া যাইবে ইতি।

উভয় পক্ষের আদালতের ক্ষমতাধীন থাকার কথা।

৫৩০ ধারা। (৮। ৩৩০) ঐ নিয়মপত্র অর্পণ করা গেলে পর, তৎপক্ষীয় ব্যক্তিরা আদালতের বিচারাধিপত্যের অধীন থাকিবেন ও নিয়মপত্রের লিখিত কথাক্রমে বদ্ধ থাকিবেন ইতি

ঐ বিষয় শুনিবার ও নিষ্পত্তি করিবার কথা।

৫৩১ ধারা। (৮। ৩৩১) সেই বিষয় ৫ পঞ্চম অধ্যায়-

মতে উপস্থিত করা মোকদ্দমার ন্যায় শুনিবার জন্যে লেখা যাইবে, ও সেই অধ্যায়ের বিধান সেই মোকর্দ্দমার প্রতি যত দূর খাটিতে পারে খাটিবে।

আদালত উভয় পক্ষের পরীক্ষা লইয়া, কিম্বা যে প্রমাণ লওয়া উচিত বোধ করেন তাহা লইয়া,

(ক) ঐ নিয়মপত্র তাঁহাদের দ্বারা যথোচিতরূপে সম্পাদন করা গেল, ও

(খ) তন্মধ্যে যে বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে সেই বিষয়ে তাঁহাদের প্রকৃত প্রস্তাবে স্বার্থ আছে, ও

(গ) তাহা নিষ্পত্তি করিবার যোগ্য,

এইং কথা হৃদ্বোধমতে জানিলে, সাধারণ মোকর্দ্দমার যেরূপে করিয়া থাকেন সেইরূপে ঐ বিষয়ে বিচার জানাইতে প্রবৃত্ত হইবেন, ও তদ্রূপে যে বিচার জানান তদনুসারে ডিক্রী হইবে, ও এই আইনে ডিক্রী জারী করিবার যে বিধান আছে সেই বিধানমতে ঐ ডিক্রী প্রবল করা যাইবে ইতি।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

বিক্রেয় নিদর্শনপত্রের উপর সরাসরী কার্য্যপ্রণালীর কথা।

বিল অফ এক্সচেঞ্জ প্রভৃতির উপর সরাসরী মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কথা।

৫৩২ ধারা। বাদী এই অধ্যায়মতে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে চাহিলে, এই ধারা যে কোন আদালতের প্রতি বর্ত্তে এই

আইনের নির্দ্ধারিত পাঠে আবেদনপত্র উপস্থিত করিয়া সেই আদালতে বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি হুণ্ডীর কি খতের উপর মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন। কিন্তু এই আইনের চতুর্থ তফসীলে ১৭২ নম্বরের যে পাঠ আছে সমন সেই পাঠে, কিম্বা হাইকোর্ট সময়ে২ অন্য যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন সেই পাঠে, লেখা যাইবে।

আবেদনপত্র ও সমনপত্র সেইং পাঠে লেখা গেলে, প্রতিবাদী নিম্নলিখিতমতে বিচারপতির নিকটে উপস্থিত হওনের অনুমতি না পাইলে, উপস্থিত হইবেন না ও মোকদ্দমার উত্তর দিবেন না।

ও সেই অনুমতি না পাইলে, কিম্বা পাইয়াও তদনুসারে উপস্থিত হইয়া উত্তর না দিলে, বাদী সমনপত্রের উল্লিখিত টাকার অনধিকের ডিক্রী, ও সুদের হার নির্দ্দিষ্ট থাকিলে ঐ [ডিক্রী]র তারিখপর্য্যন্ত সেই হারে সুদের, ও হাই কোর্টের বিধিমতে নির্দ্ধারিত খরচের ডিক্রী পাইতে স্বত্ববান হইবেন। কিন্তু বাদী ঐ নির্দ্ধারিত টাকার অধিক দাওয়া করিলে, খরচা নিয়মমতে নিরূপণ করা যাইবে, ও ঐ ডিক্রী অগৌণেই প্রবল করা যাইতে পারিবে।

সমনের উল্লিখিত টাকা আদালতে দিবার কথা।

প্রতিবাদির উত্তর আপাততঃ সপ্রমাণ হইতে পারে না আদালত এমত বোধ না করিলে, কিম্বা ঐ উত্তরের সরলতা বিষয়ে সঙ্গতমতে সন্দেহ না করিলে, প্রতিবাদির প্রতি সমনের উল্লিখিত টাকা আদালতে গচ্ছিত করিতে কিম্বা তজ্জন্য জামিন দিতে আজ্ঞা হইবে না।

ব্যাখ্যা।— যে বিলের কি হুণ্ডীর কি খতের উপর মোক-

দ্দমা উপস্থিত করা যায়, কেবল মিয়াদ অতীত হওয়ার সং-যোগে সেই বিলপ্রভৃতির দ্বারাই যে স্থলে আপাততঃ টাকা পাইবার স্বত্ব স্থাপন হইতে পারে, এই ধারা কেবল সেই স্থলের প্রতি যে খাটে এমত নয় ইতি। *

প্রতিবাদী দোষগুণ মূলক উত্তর দেখাইলে উপস্থিত হইবার অনুমতি পাইবার কথা।

৫৩৩ ধারা। প্রতিবাদী প্রার্থনা করিলে, ও সমনে যত টাকার উল্লেখ হইল তাহা আদালতে দিলে, কিম্বা যে আফিডেবিটক্রমে প্রতিবাক্য প্রকাশ হয়, বা নিদর্শনপত্রধারির যাহাতে বিনিময় প্রাপণের প্রমাণ করা আবশ্যক এমত বৃত্তান্ত কিম্বা ঐ প্রার্থনাপত্রের প্রতিপোষণার্থে আদালত অন্য যে বৃত্তান্ত প্রচুর বলিয়া জ্ঞান করেন এমত বৃত্তান্ত যদ্দ্বারা প্রকাশ পায় আদালতের হৃদ্বোধজনক এমত আফিডেবিট দিলে, আদালত জামিন দেওন ও ইস্যু নির্ণয় করিয়া লিপিবর্দ্ধকরণ প্রভৃতি বিষয়ক যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মানু-সারে, তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া মোকদ্দমায় উত্তর দিবার অনুমতি দিবেন ইতি।

ডিক্রী অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৩৪ ধারা। ডিক্রী হইলে পর, আদালত গতিকবিশেষে ঐ ডিক্রী অসিদ্ধ করিতে, ও আবশ্যক হইলে ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে কি অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, এবং উত্তর দিবার অনুমতি দেওয়া সঙ্গত জ্ঞান করিলে, যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মানুসারে সমনগতে উপস্থিত হইয়া মোকদ্দমার উত্তর দিবার অনুমতি দিতে পারিবেন ইতি।

* এই অধ্যায় মফঃস্বল আদালতে খাটিবে না।

কোর্টের কার্য্যকারকের হস্তে বিল রাখিবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

৫৩৫ ধারা। মোকদ্দমা যে বিল কি হুণ্ডী কি খৎমূলক হয়, আদালত এই অধ্যায়মতে কোন কার্য্যানুষ্ঠান কালে আদালতের কোন কার্য্যকারকের হস্তে সেই বিল প্রভৃতি রাখিবার আজ্ঞা দিয়া, বাদী যত দিন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের খরচার জামিন না দেন তত দিন ঐ সকল কার্য্য স্থগিত রাখিবারও আজ্ঞা দিতে পারিবেন ইতি।

বিল অমান্য হইলে অগ্রাহ্য হওয়ার কথা লিখিবার খরচ আদায়ের কথা।

৫৩৬ ধারা। যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি খৎ অমান্য করা যায়, তাহা যে ব্যক্তির হাতে থাকে এই অধ্যায়মতে তাঁহার সেই বিলের কি খতের টাকা আদায় করিবার যে উপায় আছে. উক্ত প্রকারে অমান্য হওয়াপ্রযুক্ত তাহা অগ্রাহ্য হওয়ার কথা, কি তাহার টাকা পাওয়া গেল না এই কি অন্য কথা লেখাইতে যে খরচ লাগে তাহাও ফিরিয়া পাইবার জন্যে তাঁহার সেই উপায় থাকিবে ইতি।

এই অধ্যায়মত মোকর্দ্দমার কার্য্য প্রণালীর কথা।

৫৩৭ ধারা। ৫৩২ অবধি ৫৩৬ পর্য্যন্ত সকল ধারায় যে২ স্থলের বিধান হইয়াছে সেই২ স্থলভিন্ন, এই অধ্যায়মত মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী ৫ পঞ্চম অধ্যায়মতে উপস্থিত করা মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর ন্যায় হইবে ইতি।

এই অধ্যায়ের বিধান বিস্তৃত করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৩৮ ধারা। ৫৩২ অবধি ৫৩৭ পর্য্যন্ত সকল ধারার বিধান কেবল এই২ আদালতের প্রতি বর্ত্তে,

(ক) কলিকাতার ও মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের হাইকোর্ট।

(খ) রাঙ্গুণের রিকার্ডর সাহেবের আদালত।

(গ) কলিকাতার ও মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের অন্তর্গত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত।

(ঘ) করাচীর জজ সাহেবের আদালত। ও

(ঙ) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্রে প্রকাশ করিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার সাধারণ ক্ষমতাপন্ন অন্য যে আদালতের প্রতি বর্ত্তান সেই আদালত।

তদ্রূপে বর্ত্তান গেলে, সেই২ বিধান সংক্রান্ত ক্ষমতার ও কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে যে ব্যক্তি যে ক্ষমতানুসারে যে কার্য্য করিবেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহারও আজ্ঞা করিতে ও তদ্রূপে যে২ বিধান বর্ত্তান যায় তাহা প্রবল করণার্থে যে২ বিধি আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহাও প্রণয়ন করিতে পারিবেন

উক্ত জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ হওনের পর এক মাসের মধ্যে ঐ২ বিধান তদনুসারে বর্ত্তিবে, ও পূর্ব্বোক্তমতে প্রণীত বিধি আইনের তুল্য বলবৎ হইবে।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত কোন জ্ঞাপনপত্র সময়ে২ পরিবর্ত্তন কি রহিত করিতে পারিবেন ইতি।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

সাধারণের হিতার্থে দত্তধন বিষয়ক মোকর্দ্দমার বিধি।

সাধারণের হিতার্থে দত্ত ধন বিষয়ক মোকদ্দমা যে স্থলে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে তদ্বিষয়ের কথা।

৫৩৯ ধারা। সাধারণের হিত জনক কার্য্যের নিমিত্ত

স্পষ্টতঃ কি ভাবতঃ বিশ্বাসপূর্ব্বক ধনন্যাস হইলে, সেই বিশ্বাস ভঙ্গ হইল বলিয়া কথিত হইলে, কিম্বা তদ্রূপ ন্যস্ত কোন ধন সম্পর্কীয় কার্য্য নিরূপণার্থে আদালতের আদেশ থাকা আবশ্যক বোধ হইলে, আডবোকেট জেনরল সাহেব স্বীয় পদোপলক্ষে, কিম্বা ঐ ন্যস্ত ধনে যাঁহাদের স্বার্থ থাকে এমত দুই কি তদধিক ব্যক্তি আডবোকেট জেনরল সাহেবের লিখিত অনুমতি পাইয়া, হাইকোর্টে, কিম্বা উক্ত ন্যস্ত সমুদয় বিষয় কি তাহার কোন অংশ যে জিলার আদালতের দেওয়ানী এলাকার সীমার মধ্যে থাকে সেই আদালতে নিম্ন-লিখিত ডিক্রী পাইবার জন্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন,—

(ক) ঐ হিতজনক কার্য্যের নিমিত্ত দত্ত ধনের নূতন ন্যাস ধারী নিযুক্ত করণার্থ,

(খ) ঐ দত্ত ধনের ন্যাসধারিদের প্রতি কোন সম্পত্তি বর্ত্তাইবার নিমিত্ত,

(গ) ধন যে২ কার্য্যার্থে দত্ত হইল তন্মধ্যে যাহার প্রতি যে অংশ নিরূপণ হইবে ইহা নির্ণয় করণার্থ,

(ঘ) ঐ দত্ত সমুদয় সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ পাট্টা কি ভাড়া করিয়া দিবার কি বিক্রয় করিবার কি বন্ধক রাখিবার কি বিনিময় করিবার অনুমতি দানার্থ,

(ঙ) ঐ দত্ত সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষতার নিয়ম নিরূপণার্থ,

কিম্বা বিষয় বিবেচনায় আর বা অন্য যে উপকার আবশ্যক তাহা দানার্থ ডিক্রী।

এই ধারায় আডবোকেট জেনরল সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতা প্রদান করা গেল, আডবোকেট জেনরেল না থাকিলে,

গবর্ণমেণ্টের আডবোকেট, ও গবর্ণমেণ্টের আডবোকেট না থাকিলে, এতৎ কার্য্যপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, তিনি সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন ইতি।

ষষ্ঠ ভাগ।

আপীলবিষয়ক বিধি।

মূল ডিক্রীর উপর আপীল বিষয়ক বিধি।

স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ না হইলে মূল সকল ডিক্রীর উপর আপীল হইতে পারিবার কথা।

৫৪০ ধারা। (২৩। ২৩) এই আইনে কিম্বা অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে সেই আইনে ভাবান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের ডিক্রীর উপর কিম্বা ডিক্রীর কোন অংশের উপর, ঐ২ আদালতের নিষ্পত্তির আপীল শুনিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতে আপীল করা যাইতে পারিবে ইতি।

---

* ইহা একটী সর্ব্ববাদী সম্মত কথা যে আইনে স্পষ্টরূপে অধিকার না দিলে কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারে না। ১ মান্দ্রাজ রিপোর্ট, ১২৯। ডিক্রীর বিরুদ্ধেই আপীল আছে, নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপিল নাই যথা, বিবাদীর স্বপক্ষে ডিক্রী হয় কিন্তু কোন২ ইসু তাহার বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হয়; রাখিবধাত হইল যে রায়ের যে অংশ বিবাদীর বিরুদ্ধ তাহার উপর

আপীল লিখিবার পাঠের কথা।

৫৪১ ধারা। (৮। ৩৩৩, ৩৩৪) আপীল মর্ম্মাত্মক-পত্রের ন্যায় লিখিত হইয়া আপেলাণ্টের দ্বারা উপস্থিত করা যাইবে, ও যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার নকল ও

মর্ম্মাত্মক পত্রের সঙ্গে ডিক্রীর ও বিচারের নকল দিতে হইবার কথা।

ডিক্রী যে বিচারমূলক হয় (আপীল আদালত তাহার নকল-বিনা কার্য্যানুষ্ঠান করিবার অনুমতি না দিলে) তাহারও নকল আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রের সহিত দিতে হইবে।

আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রের কথা।

আপীলের ঐ মর্ম্মাত্মকপত্রে বাদানুবাদ কি বৃত্তান্ত না লিখিয়া, যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তদ্বিষয়ের আপত্তির হেতুমাত্র সংক্ষেপে ও ভিন্ন২ দফা করিয়া লিখিতে হইবে, ও প্রত্যেক হেতুর ক্রমিক নম্বর দেওয়া যাইবে ইতি। *

বিবাদীয় আপীল চলে না। শ্যামা সুন্দরী দেবী বং দিগম্বরী দেবী। ১৪ উঃ রিঃ ১। আপীলের মেযাদ জন্য তমাদি আইন দ্রষ্টব্য। স্বীকৃত মোক্তারেরা আপীল দাখিল করিতে পারিবেন কারণ আপীলাণ্ট কি তাহার উকীলের দ্বারা দাখিল হইবে বলিয়া পাণ্ডুলিপিতে লেখা ছিল কিন্তু পরে সে কথা উঠাইয়া দেওয়া হইযাছে। নিম্ন আদালতে যদি পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা হইয়া থাকে তবে সেই পুনর্ব্বিচারের কাল মেযাদ হইতে বাদ যাইবে। ব্রজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরি। ৭ উঃ রিং ৫২০ পূর্ণাধিবেশন। নিম্ন আদালতে যে আইনের তর্ক উঠে নাই আপীল আদালতে যে তাহা এককালে উঠিতে পারিবে না এমত নহে কিন্তু আপীল আদালত সে তর্ক না শুনিলে তাঁহার অন্যায় হয় না। দীন দয়াল পরামানিক বং সুরেন্দ্র রায। ১০ উঃ রিঃ ৭৭।

* এখন অবধি আবেদন পত্রের সহিত কেবল অধঃস্থ আদালতে ডিক্রী দিলেই যথেষ্ট হইবে না। রায়ের নকলও দিতে হইবে; তবে জজ সাহেব রায় না চাহিলেও পারেন।

যেহ হেতু ব্যক্ত থাকে আপেলাণ্টের কেবল সেই ২ হেতু ধরিতে পারিবার কথা।

৫৪২ ধারা। (৮। ৩৩৪) আপেলাণ্ট আদালতের অনুমতি না পাইলে আপত্তির অন্য কোন হেতু ব্যক্ত করিতে পারিবেন না, ও অন্য হেতুর প্রতিপোষণে তাঁহার কথা শুনা যাইবে না। কিন্তু আপীলের নিষ্পত্তি করণে আদালত আপেলাণ্টের প্রকাশিত কেবল সেই২ হেতু ধরিতে আবদ্ধ নহেন।

পরন্তু আপেলাণ্ট যে হেতু ব্যক্ত না করেন, রিস্পাণ্ডেণ্ট এমত হেতু ধরিয়া মোকদ্দমার উত্তর দিবার প্রচুর সুযোগ না পাইলে, আদালত সেই হেতুর প্রতি নির্ভর করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন না ইতি। *

মর্ম্মাত্মকপত্র কি আপত্তির হেতুপত্র অগ্রাহ্য হইবার কথা।

৫৪৩ ধারা। (৮। ৩৩৬) আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টমতে লেখা না গেলে তাহা অগ্রাহ্য হইতে, কিম্বা আদালতের নিরূপিত সময়ের মধ্যে সংশোধন করিয়া দিবার জন্যে আপেলাণ্টকে ফিরিয়া দেওয়া যাইতে, কিম্বা তৎকালে তৎস্থানেই সংশোধন করা যাইতে পারিবে।

আদালত এই ধারামতে কোন মর্ম্মাত্মকপত্র অগ্রাহ্য করিলে, অগ্রাহ্য করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

এই ধারামতে আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র সংশোধন করা গেলে, বিচারপতি, কিম্বা তিনি এতৎকার্য্যপক্ষে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তিনি, সাক্ষিস্বরূপ ঐ সংশোধিত কথায় স্বাক্ষর করিবেন ইতি।

---

* উপবিধিটী নূতন।

অনেক বাদির কি প্রতিবাদির সাধারণ হেতুমূলক ডিক্রী হইলে এক জনের সম্পূর্ণ ডিক্রী অন্যথা করাইতে পারিবার কথা।

৫৪৪ ধারা। (৮। ৩৩৭) মোকর্দ্দমায় একের অধিক বাদী কি প্রতিবাদী থাকিলে ও যে হেতু ধরিয়া ডিক্রীর উপর আপীল হয় সকল বাদির কি সকল প্রতিবাদির সেই হেতুতে সাধারণ সম্পর্ক থাকিলে, বাদিদের কিম্বা প্রতিবাদিদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ ডিক্রীর বিপক্ষে আপীল করিতে পারিবেন, এবং আপীল আদালত সকল বাদির কিম্বা বিষয়-বিশেষে সকল প্রতিবাদির সপক্ষে ঐ ডিক্রী অন্যথা কিম্বা তা-রতম্য করিতে পারিবেন ইতি। *

---

* মারপিট বাবত ক, খ এবং গ এই তিন জনের নামে নালিশ হয়, নিম্ন আদালত কেবল (ক) নামক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিগ্রী দেন। ক আপীল করিলে তিন জনের বিরুদ্ধে ডিগ্রী হইল। আনন্দ চন্দ্র গুপ্ত বং মহেশ চন্দ্র মজুমদার। ৯ উঃ রিঃ ২২৯। বনমালীর স্বোপার্জ্জিত বিষয় খরিদ করা উল্লেখে বাদী ঐ বনমালী এবং তাঁহার সরিক দিগকে পক্ষ করিয়া ঐ সম্পত্তিতে দখল পাইবার নালিশ করে। বনমালী ঐ বিক্রয় অস্বীকার করে এবং কহে যে সম্পত্তিটী এজমালী, তাহার স্বরিকেরাও ঐরূপ উত্তর দেয় কিন্তু বাদীর দাবি ডিক্রী হয়। ঐ আদেশের বিরুদ্ধে বনমালী আপীল করে না কিন্তু অপর স্বরিকেরা আপীল করে এবং বনমালী রেস্পণ্ডেন্টগণ মধ্যে ভুক্ত হইয়া ক্রস্ আপীল করে; নিম্ন আপীল আদালত সম্পত্তি এজমালি সাব্যস্থ করিয়া প্রথম আদালতের আদেশ রহিত করেন, কিন্তু খাস আপীলে অবধারিত হয় যে বনমালী যখন আপীল করে নাই তখন তাহার দত্ত কবালা কৃত্রিম কি প্রকৃত তাহা আপীল আদালত দেখিতে পারেন না। ক্ষেমঙ্করী দাসী বং নীলাম্বর মণ্ডল। ২ উঃ রিঃ ২২৭। প্রথম আদালত সাধারণ হেতুতে নিষ্পত্তি করিয়াছেন কিনা এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শ্রীনাথ চৌধুরি। ১৩ উঃ রিঃ ১১৪। আপীল আদালত সাধারণ হেতুতে নিষ্পত্তি করিতে পারেন ইহা হইলেই যথেষ্ট নহে। প্রতাপচন্দ্র দত্ত বং কুরুবাতুন্নেছা বিবি। ১৪ উঃ রিঃ ১১০

ডিক্রীর উপর আপীল হইলে তাহা স্থগিত ও জারী করণবিষয়ক বিধি।

কেবল আপীল হওয়া প্রযুক্ত ডিক্রীজারি স্থগিত না হওয়ার কথা।

৫৪৫ ধারা। (৮। ৩৩৮) ডিক্রীর উপর আপীল উপস্থিত করা গেল, কেবল এই কারণে ডিক্রীজারী স্থগিত হইবে না। কিন্তু বিশিষ্ট কারণ থাকিলে, আপীল আদালত ডিক্রী জারী স্থগিত রাখিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে ডিক্রীর উপর আপীল হইতে পারে, আপীল করিবার সময় গত হওয়ার পূর্ব্বে সেই ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার কথা।

যে ডিক্রীর উপর আপীল হইতে পারে, আপীল করিবার মিয়াদ অতীত হওয়ার পূর্ব্বে সেই ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে প্রার্থনা হইলে, যে আদালত ডিক্রী করিলেন তিনি বিশিষ্ট কারণে ঐ ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু যে আদালত ঐ আজ্ঞা করেন তিনি এই২ বিষয় হৃদ্বোধমতে না জানিলে, এই ধারামতে কোন আজ্ঞা করা যাইবে না, বিশেষতঃ

(ক) যে পক্ষ ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে প্রার্থনা করেন, ঐ আজ্ঞা না হইলে, তাঁহার গুরুতর হানি হইতে পারে, ও

(খ) অসঙ্গত বিলম্ব না করিয়া ঐ প্রার্থনা করা গিয়াছে, ও

ডিক্রীজারী স্থগিত হইবার আজ্ঞা করণের পূর্ব্বে জামিন লইতে হইবার কথা।

(গ) প্রার্থক শেষে যে ডিক্রী কি আজ্ঞামতে আবদ্ধ হইবেন তাহা নিয়মমতে সাধন করিবার জামিন দিয়াছেন ইতি।

---

* আপীলের মেয়াদগত না হইলে দায়ীকের বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী

যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহা জারী করিবার আজ্ঞা হইলে জামিনের কথা।

৫৪৬ ধারা। (২৩। ৩৬) যে ডিক্রীর উপর আপীল উপস্থিত থাকে এমত ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা করা গেলে, আপেলাণ্ট বিশিষ্ট কারণ দেখাইলে, যে আদালত ডিক্রী করিলেন তিনি, ডিক্রীজারীক্রমে কোন সম্পত্তি লওয়া গেলে তাহা ফিরিয়া দেওনের, কিম্বা ঐ সম্পত্তির মূল্য দেওনের, ও আপীল আদালতের ডিক্রী কি আজ্ঞা নিয়মমতে সাধন করণের জামিন দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিম্বা যে আদালত ঐ ডিক্রী করিলেন; আপীল আদালতের প্রতি ঐ জামিন লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ঃ

এবং টাকার ডিক্রীজারীক্রমে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করা গেলে যদি সেই ডিক্রীর উপর আপীল উপস্থিত

করিলে দায়ীক ডিক্রীজারী স্থগিতের জন্য নিম্ন আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবে এবং নিম্ন আদালত উপযুক্ত কারণ দেখিলে ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে পারিবেন কিন্তু আপীল রুজুর পর আপীল আদালতের আদেশ ভিন্ন ডিক্রীজারী স্থগিত হইবে না, তবে আপীলাণ্ট কারণ দর্শাইলে ডিক্রীদারের নিকট জামিন তলপ হইতে পারিবে। ৫৪৬ ধারা দ্রষ্টব্য। অতঃপর সামান্য কারণে ডিক্রীজারী স্থগিত হইবে না। আর এই ধারামতে যে আদালত ডিক্রীজারী স্থগিতের আদেশ করেন তাঁহারই জামিন লওয়া কর্ত্তব্য; কারণ (গ) প্রকরণে বিধান হইল যে উপযুক্ত জামিন দেওয়া হইয়াছে ইহা না জানিলে স্থগিতের আদেশ হইবে না, অতএব পূর্ব্ব আইনমতে আপীল আদালত ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার আদেশ করিয়া নিম্ন আদালতকে জামিন লইবার যে আদেশ করিতেন এখন অবধি সেইরূপ করা উচিত হইবে কি না তাহা সন্দেহ স্থল কারণ একণকার বিধানমতে উপযুক্ত জামিন দাখিল হইবার পূর্ব্বে আদৌ কোন আদেশই হইতে পারিবে না।

থাকে তবে ডিক্রীমত খাতক প্রার্থনা করিলে, যে আদালত ডিক্রী করিলেন তাঁহার বিবেচনায় জামিন দেওন প্রভৃতি বিষয়ক যে নিয়ম উচিত হয় তদনুসারে আপীলের নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত বিক্রয় স্থগিত করা যাইবে ইতি। *

গবর্ণমেণ্টের কি রাজকীয় কার্য্যকারকদের স্থানে জামিন লইতে হইবার কথা।

৫৪৭ ধারা। (৮। ৩৪০) ৫৪৫ ও ৫৪৬ ধারায় যে জামিনের কথা আছে, ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের স্থানে তাহা লওয়া যাইবে না। কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারক আপন পদসংক্রান্ত কোন কার্য্য করিলেন বলিয়া সেই কার্য্যহেতুক তাঁহার নামে নালিশ হইলে, যদি গবর্ণমেণ্ট ঐ মোকদ্দমার উত্তর দিতে স্থির করেন, তবে ঐ কার্য্যকারকের স্থানে সেই জামিন লওয়া যাইবে না ইতি।

ডিক্রীর উপর আপীল হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র রেজিষ্টরী করিবার কথা।

৫৪৮ ধারা। (৮। ৩৪১) আপীল রেজিষ্টরী করিবার একখানি বহী রাখিতে হইবে। আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র গ্রাহ্য হইলে আপীল আদালত, কিম্বা ঐ আদালতের উপযুক্ত কার্য্যকারক ঐ পত্রের পৃষ্ঠে তাহা উপস্থিত করার তারিখ ঐ বহীতে রেজিষ্টরী করিবেন।

---

৫৩৬ আপীল আদালত ডিক্রীদারের নিকট হইতে জামীন তলব করিবার আদেশ করিতে পারিবেন। দায়িকের সম্পত্তি টাকার ডিক্রী জারীতে নীলামের আজ্ঞা হইলে দায়িক প্রার্থনা করিলে সেই নীলাম স্থগিত রাখিতে আদালত বাধ্য তবে জামীন তলব করিলে করিতে পারেন।

আপীলের রেজিষ্টরের কথা।

ঐ বহী আপীলের রেজিষ্টরী বহী নামে জানা যাইবে ইতি.।

আপেলাণ্টকে খরচার জামিন দিতে আপীল আদালতের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৪৯ ধারা। (৮। ৩৪২) রিস্পাণ্ডেণ্টের প্রতি উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার আজ্ঞা হওয়ার পূর্ব্বে, আপীল আদালত স্বীয় বিবেচনানুসারে, কিম্বা তৎপরেও রিস্পাণ্ডেণ্টের প্রার্থনামতে, আপেলাণ্টের স্থানে আপীলের কি মূল মোকদ্দমার কি উভয়ের খরচার জামিনের দাওয়া করিতে পরিবেন।

আপেলাণ্ট ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলে তদ্বিষয়ের কথা।

কিন্তু আপেলাণ্ট ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে বাস করিলে, ও (সম্পত্তি সম্পর্কীয় আপীল হইলে) তাঁহার সেই সম্পত্তিভিন্ন ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে অন্য প্রচুর স্থাবর সম্পত্তি না থাকিলে, ঐ আদালত এমত সকল স্থলে ঐ জামিনের দাওয়া করিবেন।

আদালত যে সময়ের আজ্ঞা করেন সেই সময়ের মধ্যে ঐ জামিন দেওয়া না গেলে, আদালত আপীল অগ্রাহ্য করিবেন ইতি।

যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হয় সেই আদালতে আপীল আদালতের নোটিস দিবার কথা।

৫৫০ ধারা। (৮। ৩৪৩) আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র রেজিষ্টরী করা গেলে পর, যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায়, আপীল আদালত সেই আদালতে আপীলের নোটিস পাঠাইবেন।

আপীল আদালতে কাগজপত্র পাঠাইবার কথা।

যে আদালতের কাগজপত্র আপীল আদালতে গচ্ছিত না হইয়া থাকে, এমত আদালতহইতে আপীল হইলে যে, আদালত উক্ত নোটিস পান সেই আদালত সাধ্যমতে ত্বরায় মোকদ্দমার প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র, কিম্বা আপীল আদালত বিশেষ যে২ কাগজপত্র পাঠাইতে আজ্ঞা করেন তাহা পাঠাইবেন।

যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হয় সেই আদালতে দস্তাবেজের নকলের কথা।

যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় কোন পক্ষ সেই আদালতে প্রার্থনাপত্র লিখিয়া সেই আদালতে গচ্ছিত যে২ কাগজপত্রের নকল করাইতে চাহেন, তাহা বিশেষ করিয়া জানাইতে পারিবেন। ঐ প্রার্থকের খরচে সেই সকল কাগজপত্রের নকল প্রস্তুত করাইয়া তদনুসারে গচ্ছিত করা যাইবে ইতি।

নিম্নতর আদালতে নোটিস না পাঠাইয়া নিষ্পত্তি দৃঢ় করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৫১ ধারা। আপীল আদালত বিহিত বোধ করিলে, আপেলাণ্টের কিম্বা তাঁহার উকীলের কথা শুনিবার সময় নিরূপণ করিলে পর ও তিনি সেই সময়ে উপস্থিত হইলে তাঁহার কথা শুনিয়া, যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হয়, সেই আদালতে ঐ আপীলের নোটীস না পাঠাইয়া, ও রিস্পাণ্ডেণ্টের কিম্বা তাঁহার উকীলের নামে নোটিস জারী না করিয়া, সেই আদালতে নিষ্পত্তি স্থির রাখিতে

পারিবেন। কিন্তু তদ্রূপ স্থলে ঐ নিষ্পত্তি স্থির রাখিবার নোটিস ঐ আদালতে দেওয়া যাইবে ইতি।*

আপীল শুনিবার দিনের কথা।

৫৫২ ধারা।(৮। ৩৪৪) আপীল আদালত ৫৫১ ধারা-মতে নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি স্থির না রাখিলে, আপীল শুনিবার দিন নিরূপণ করিবেন।

আদালতের চলিত কার্য্য, ও রিস্পাণ্ডেণ্টের বাসস্থান, ও আপীলের নোটিস জারী করিবার আবশ্যক সময় লক্ষ করিয়া ঐ দিন এমন নিরূপণ করিতে হইবে, যেন রিস্পাণ্ডেণ্টের সেই দিনে উপস্থিত হইয়া আপীলের উত্তর দিবার প্রচুর অবকাশ থাকে ইতি।

আপীল শুনিবার দিনের নোটিস প্রকাশ ও জারী করিবার কথা।

৫৫৩ ধারা। (৮। ৩৪৫) তদ্রূপে নির্দ্ধারিত দিনের নোটিস আপীল আদালতঘরে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় আপীল আদালত সেই আদালতেও সেই প্রকারের নোটিস পাঠাইবেন, এবং ৬ ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রতিবাদির নামে উপস্থিত হইয়া উত্তর দিবার সমন যেরূপে জারী করিবার বিধান আছে, ঐ নোটিস সেই প্রকারে আপীল আদালতে রিস্পাণ্ডেণ্টের কিম্বা তাঁহার উকীলের নামে জারী করা যাইবে, ও সেই সমনের প্রতি ও সমন জারী করণ সম্পর্কীয় সকল কার্য্যের প্রতি যে২ বিধি খাটে, ঐ নোটিস জারী করণের পক্ষেও সেই২ বিধি খাটিবে।

---

* এই বিধানটী নূতন। এইমত কার্য্য হওয়া প্রার্থনীয় তবে ইহাতে সাহস আবশ্যক।

আপীল আদালতের নিজে ঐ নোটিস জারী করাইতে পারিবার কথা।

যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় আপীল আদালত সেই আদালতে ঐ নোটিস না পাঠাইয়া আপনি পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে রিস্পণ্ডেণ্টের কিম্বা তাঁহার উকীলের নামে ঐ নোটিস জারী করাইতে পারিবেন ইতি।*

নোটিসের মর্ম্মের কথা।

৫৫৪ ধারা। (৮। ৩৪৫) রিস্পণ্ডেণ্টকে যে নোটিস দেওয়া যায় তন্মধ্যে এই কথা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে যে, তিনি পূর্ব্বোক্ত মতে নির্দ্ধারিত দিনে আপীল আদালতে উপস্থিত না হইলে, কেবল অন্য পক্ষ উপস্থিত থাকিতে সেই আপীল শুনা যাইবে ইতি।

শ্রবণকালীন কার্য্যপ্রণালীর কথা।

আরম্ভ করিবার স্বত্বের কথা।

৫৫৫ ধারা। পূর্ব্বোক্তমতে নির্দ্ধারিত দিনে, কিম্বা শ্রবণ করিবার দিনান্তর নিরূপণ হইলে সেই দিনে, যে পক্ষের প্রথমে কথা কহিবার স্বত্ব থাকে, আপীলের পোষকতায় কিম্বা বিষয় বিশেষে তদ্বিপক্ষে তাঁহার কথা শুনা যাইবে। পরে অন্য পক্ষের কথা শুনা যাইবে। ও যাঁহার প্রথমে কথা কহিবার স্বত্ব থাকে তাঁহার প্রত্যুত্তর করিবার স্বত্ব থাকিবে।

ব্যাখ্যা।—যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় সেই আদালতে যে পক্ষের প্রথমে কথা কহিবার স্বত্ব ছিল, সম্পূর্ণ ডিক্রীর উপর আপীল হইয়া থাকিলে, কিম্বা

* রেস্পাণ্ডেণ্টের উপর নোটিস নিম্ন আদালতের দ্বারা জারি হইবে, কিন্তু আপীল আদালত ইচ্ছা করিলে নিজেও জারি করিতে পারেন।

পরস্পরের বিপক্ষ আপীল থাকিলে, সেই পক্ষেরই প্রথমে কথা কহিবার স্বত্ব থাকিবে।

ডিক্রীর অংশমাত্রের উপর আপীল হইলে, ও পরস্পরের বিপক্ষ আপীল না থাকিলে, আপেলাণ্টের প্রথমে কথা কহিবার স্বত্ব থাকিবে ইতি।

আপেলাণ্টের ক্রটিপ্রযুক্ত আপীল ডিসমিস হইবার কথা।

৫৫৬ ধারা। (৮। ৩৪৬) পূর্ব্বোক্তমতে নির্দ্ধারিত দিনে কিম্বা আপীল শুনিবার দিনান্তর নিরূপণ হইলে সেই দিনে, আপেলাণ্ট স্বয়ং কিম্বা উকীলের দ্বারা উপস্থিত না হইলে, ক্রটি প্রযুক্ত আপীল ডিসমিস করা যাইবে।

এক পক্ষ মাত্র উপস্থিত থাকিলে আপীল শুনিবার কথা।

আপেলাণ্ট উপস্থিত হইলে ও রিস্পাণ্ডেণ্ট উপস্থিত না হইলে, তাহার অনুপস্থানে কেবল অন্য পক্ষ উপস্থিত থাকিতে আপীল শুনা যাইবে ইতি।

আপেলাণ্ট নোটিসের খরচা না দেওয়াতে নোটিস জারী না হইলে, আপীল ডিসমিস করিবার কথা।

৫৫৭ ধারা। (২৩। ৫,৬) নোটীস জারীর খরচ বলিয়া যত টাকা প্রয়োজন, আপেলাণ্ট আদালতের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ঐ টাকা আমানৎ না করাতে রিস্পাণ্ডেণ্টের নামে নোটিস জারী করা যায় নাই, পূর্ব্বোক্তমতে নির্দ্ধারিত দিনে, কিম্বা আপীল শুনিবার দিনান্তর নিরূপণ হইলে সেই দিনে, ইহা জানিতে পাওয়া গেলে, আদালত আপীল ডিসমিস হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উপবিধি।

কিন্তু রিস্পাণ্ডেণ্টের নামে নোটিস জারী করা না গেলেও

যদি আপীল শুনিবার নির্দ্ধারিত দিনে তিনি আপনি কিম্বা উকীলের দ্বারা কিম্বা নিয়মমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইয়া থাকেন, তবে পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞা করা যাইবে না ইতি। *

ত্রুটিপ্রযুক্ত আপীল ডিসমিস হইলে পর পুনশ্চ গ্রাহ্য হওয়ার কথা।

৫৫৮ ধারা। (৮। ৩৪৭) ৫৫৬ কি ৫৫৭ ধারামতে আপীল ডিসমিস করা গেলে পর, আপেলাণ্ট আপীল আদালতে আপীল পুনশ্চ গ্রাহ্য করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন। ও আপীল শুনিবার জন্যে যে সময়ে তলব করা গেল আপেলাণ্ট বিশিষ্ট কোন কারণে সেই সময়ে উপস্থিত হইতে কিম্বা প্রয়োজনমত পূর্ব্বোক্ত টাকা গচ্ছিত করিতে পারিলেন না, এই কথার প্রমাণ হইলে, আদালত তাঁহার পক্ষে খরচা প্রভৃতি ধার্য্য করণের যে নিয়ম উচিত বোধ করেন এমত নিয়মানুসারে আপীল পুনরায় গ্রাহ্য করিতে পারিবেন ইতি।†

শুনিবার দিনান্তর নিরূপণ করণের ও যাঁহাদিগকে স্বার্থী বলিয়া জ্ঞান হয় তাঁহাদিগকে রিস্পাণ্ডেণ্টদের মধ্যে আনিতে আদেশ করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৫৯ ধারা। যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা

---

* এই ধারার বিধানমতে নোটিস জারির সমস্ত খরচা উপযুক্ত সময়ে দাখিল করিতে হইবে। কিন্তু ৯৭ ধারাতে কেবল কোর্ট ফি দাখিলের কথা আছে সুতরাং অন্য খরচা না দাখিল হইলে প্রথম আদালতে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইতে পারে না বলিয়া তর্ক হইতে পারে।

† এই প্রার্থনা ৩০ দিন মধ্যে করিতে হইবে। তলবানার অভাবে আপীল ডিস্‌মিস্ হইলে তাহার পুনরুত্থাপনের বিধান ছিল না রামেশ্বর দত্ত বং লুৎফন্নেছা। ৬ উঃ রিঃ ১৩০।

যায়, কোন ব্যক্তি তথায় মোকদ্দমার এক পক্ষ হইলেও তাঁহাকে আপীলের এক পক্ষ করা যায় নাই, কিন্তু আপীলের ফলে তাঁহার স্বার্থ আছে, আদালত আপীল শুনিবার সময়ে ইহা দেখিতে পাইলে, আপীল শুনিবার জন্যে দিনান্তর নিরূপণ করিয়া, ঐ ব্যক্তিকেও রিস্পাণ্ডেণ্ট করিবার আদেশ করিতে পারিবেন ইতি।

একপক্ষমাত্র উপস্থিত থাকিতে রিস্পাণ্ডেণ্টের বিপক্ষে ডিক্রী হইলে তাঁহার প্রার্থনামতে পুনশ্চ শুনিবার কথা।

৫৬০ ধারা। রিস্পাণ্ডেণ্টের অনুপস্থানে কেবল অন্য পক্ষের উপস্থিত থাকনকালে আপীল শুনা গিয়া রিস্পাণ্ডেণ্টের বিপক্ষে বিচার হইলে, তিনি আপীল আদালতে আপীল পুনরায় শুনিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন। ও আপীল শুনিবার জন্যে যে সময়ে তলব করা যায় রিস্পাণ্ডেণ্ট বিশিষ্ট কোন কারণে সেই সময়ে উপস্থিত হইতে পারিলেন না এই কথার প্রমাণ হইলে, আদালত রিস্পাণ্ডেণ্টের খরচা প্রভৃতি ধার্য্য করণের যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মানুসারে আপীল পুনরায় শুনিতে পারিবেন ইতি। *

শুনিবার সময়ে স্বতন্ত্র আপীল উপস্থিত করণের ন্যায় ডিক্রীর বিষয়ে রিস্পাণ্ডেণ্টের আপত্তি করিতে পারিবার কথা।

৫৬১ ধারা। (৮। ৩৪৮) কোন রিস্পাণ্ডেণ্ট ডিক্রীর কোন অংশের উপর আপীল না করিলেও নিম্ন আদালতে তাঁহার বিপক্ষ যে২ হেতুতে নিষ্পত্তি হইল, আপীল শ্রবণ সময়ে এমত কোন হেতু ধরিয়া ডিক্রীর প্রতিপোষণ করিতে

---

* পূর্ব্বে পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করিবার অধিকার ছিল। ১০ উঃ রিঃ ৩৪৮।

পারিবেন কেবল নয়, কিন্তু আপীলক্রমে ডিক্রীর বিষয়ে যে আপত্তি করিতে পারিতেন এমত আপত্তিও করিতে পারিবেন। কিন্তু এমত স্থলে প্রয়োজন যে সাত দিন থাকিতে তিনি আপেলাণ্টকে কি তাঁহার উকীলকে সেই আপত্তির নোটিস দেন।

নোটিস লিখিবার পাঠ ও তৎপ্রতি যেং বিধান খাটে তাহার কথা।

সেই নোটিস মর্ম্মাত্মকপত্রের পাঠে লেখা যাইবে, এবং আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রের পাঠের ও মর্ম্মের বিষয়ে ৫৪১ধারার বিধান যত দূর বর্ত্তে, ঐ নোটিসেরও প্রতি তত দূর বর্ত্তিবে ইতি। *

আপীল আদালতের ঐ মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইবার কথা।

৫৬২ ধারা। (৮। ৩৫১) উভয় পক্ষের স্বত্ব নির্ণয় করণার্থে বৃত্তান্তের যে প্রমাণ গ্রহণ করা আপীল আদালতের বিবেচনায় আবশ্যক, যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় সেই আদালত, ঐ প্রমাণ যাহাতে পরিত্যক্ত হয়, প্রথমস্থলীয় কোন বিষয় ধরিয়া এমতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া থাকিলে, এবং প্রথমস্থলীয় সেই বিষয়ে যে ডিক্রী করিলেন তাহা আপীলক্রমে অন্যথা করা গেলে আপীল আদালত উচিত বোধ করিলে আজ্ঞা করিয়া সেই আদালতের আপীলমতে করা ঐ আজ্ঞাপত্রের নকলের সঙ্গে মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইয়া রেজিস্টরী বহীর আসল নম্বরমতে ঐ মোক-

---

* ক্রস আপীল দাখিল হইবার ৭ দিন পূর্ব্বে বিপক্ষকে নোটিস দেওয়া আবশ্যক। একজন বিবাদীর ক্রস আপীলমতে আর একজন বিবাদীর বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হইতে পারে না। ৭ উঃ রিঃ ৩৯।

দ্দমা পুনরায় গ্রাহ্য করিয়া দোষগুণক্রমে মোকদ্দমার তদন্ত করিয়া লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে মোকর্দ্দমা তদ্রূপে ফিরিয়া পাঠান যায় তন্মধ্যে যে বা যে২ ইসুর বিচার হইবে আপীল আদালত উচিত বোধ করিলে ইহারও আদেশ করিতে পারিবেন ইতি। *

যে স্থলে অন্য প্রমাণ হইবার বাধ হয় তাহার কথা।

৫৬৩ ধারা। উক্ত প্রকারের ত্যক্ত প্রমাণ লইবার আদেশ সহিত মোকর্দ্দমা ফিরিয়া পাঠান গেলে, যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান যায় সেই আদালত, পূর্ব্বোক্তমতে গৃহীত প্রমাণ খণ্ডন করিবার যে প্রমাণ উপস্থিত করা যায় তদ্ভিন্ন, ঐ মোকদ্দমায় অন্য প্রমাণ লইবেন না ইতি †

ফিরিয়া পাঠাইবার সীমার কথা।

৫৬৪ ধারা। (৮। ৩৫২) ৫৬২ ধারার বিধানমতে না হইলে, আপীল আদালত দ্বিতীয়বার নিষ্পত্তি করিবার জন্যে মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইবেন না ইতি।

কাগজপত্রে যে প্রমাণ থাকে তাহা প্রচুর হইলে আপীল আদালতের শেষ নিষ্পত্তি করিবার কথা।

৫৬৫ ধারা। (৮। ৩৫৩) কাগজপত্রে যে প্রমাণ থাকে,

---

* নথিতে প্রমাণ থাকিলে এবং অতিরিক্ত প্রমাণের প্রয়োজন না হইলে মোকদ্দমা ফেরত না দিয়া আপীল আদালত তাহা নিজেই বিচার করিবেন। ২ উঃ রিঃ ১৬১। ৫৬৫ ধারা দ্রষ্টব্য।

† যে স্থলে প্রথম আদালত কোন ইসু নির্ণয় করিতে কিম্বা কোন ইসুর বিচারে ত্রুটি না করেন সেস্থলে অতিরিক্ত প্রমাণ গ্রহণের নিমিত্ত আপীল আদালত মোকদ্দমা ফেরত পাঠাইতে পারেন না। রণপাল সিংহ বং মহারাজ জয়মঙ্গল সিংহ ১১ উঃ রিঃ ১০৩। এই ধারার বিধানটী পূর্ব্ব আইনে ছিল না কিন্তু এ বিষয়ে নজির ছিল।

আপীল আদালতের নিষ্পত্তি করিতে পারিবার জন্যে তাহা প্রচুর হইলে, ঐ আপীল আদালত আবশ্যক হইলে পুনরায় ইস্থ নিরূপণ করিবেন, ও যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় সেই আদালত যে হেতু ধরিয়া বিচার করিলেন আপীল আদালত সম্পূর্ণরূপে অন্য হেতু ধরিয়া বিচার করিলেও সেই মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ইতি।

যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হয়, আপীল আদালত যে স্থলে ইস্থ নিরূপণ করিয়া সেই আদালতের বিচারার্থে অর্পণ করিতে পারেন তাহার কথা।

৫৬৬ ধারা। (৮। ৩৫৪) আপীল আদালত দোষগুণানুসারে মোকদ্দমার ন্যায়মতে নিষ্পত্তি করণার্থে যে ইস্থ কি বৃত্তান্তঘটিত যে কথা অত্যাবশ্যক জ্ঞান করেন, যে আদালতের ডিগ্রীর উপর আপীল করা যায় সেই আদালত যদি উক্ত কোন ইস্থ ধার্য্য কি বিচার করিতে কিম্বা বৃত্তান্তঘটিত উক্ত কথা নির্ণয় করিতে ত্রুটি করিয়া থাকেন, ও কাগজপত্রে যে প্রমাণ থাকে আপীল আদালতের সেই ইস্থ কি সেই কথা নির্ণয় করিতে পারিবার নিমিত্ত তাহা প্রচুর না হয়, তবে আপীল আদালত বিচার করণার্থে ইস্থ ধার্য্য করিয়া যে আদালতের ডিগ্রীর উপর আপীল করা যায় সেই আদালতের বিচারার্থে অর্পণ করিতে পারিবেন, ও তদ্রূপ স্থলে আর যে প্রমাণের প্রয়োজন থাকে ঐ আদালতের প্রতি তাহা লইবার আজ্ঞা করিবেন,

ও ঐ আদালত সেই ইস্থর বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন

ও তদ্বিষয়েরপ্রমাণের সহিত আপনার নির্ণয়পত্র আপীল আদালতে ফিরিয়া পাঠাইবেন ইতি। *

ঐ নির্ণয়পত্র ও প্রমাণ কাগজপত্রের মধ্যে রাখিবার কথা।

৫৬৭ ধারা। (৮। ৩৫৪) ঐ নির্ণয়পত্র ও প্রমাণপত্র মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে, ও কোন পক্ষ আপীল

নির্ণয়ের উপর আপত্তির কথা।

আদালতের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে, ঐ নির্ণয়ের উপর আপত্তির মর্ম্মাত্মকপত্র উপস্থিত করিতে পারিবেন।

আপীল নিষ্পত্তির কথা।

ঐ মর্ম্মাত্মকপত্র উপস্থিত করিবার নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইলে পর, আপীল আদালত আপীল নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ইতি।

আপীল আদালতে অন্য প্রমাণ উপস্থিত করিবার কথা।

৫৬৮ ধারা। (৮। ৩৫৫) আপীল আদালতে আপীলের কোন পক্ষের বাচনিক কি লিখিত অন্য প্রমাণ উপস্থিত করিবার অধিকার নাই। কিন্তু

(ক) যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় সেই আদালতের যে প্রমাণ গ্রাহ্য করা উচিত তাহা যদি গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিয়া থাকেন, কিম্বা

(খ) আপীল আদালত বিচার জানাইতে পারিবার জন্যে কিম্বা অন্য বিশিষ্ট কারণে যদি কোন দলীল আনাইবার কিম্বা কোন সাক্ষির সাক্ষ্য লইবার প্রয়োজন রাখেন,

---

* ৫৬২ ধারাতে "ফিরিয়া পাঠান শব্দ" প্রয়োগ হইয়াছে এই ধারাতে "অর্পণ" শব্দ ব্যবহৃত হইল।

তবে আপীল আদালত সেই প্রমাণ উপস্থিত করিবার কিম্বা সেই সাক্ষির সাক্ষ্য লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

আপীল আদালত অন্য প্রমাণ গ্রাহ্য করিলে, আনুষ্ঠানিক কার্য্যপত্রে সেই প্রমাণ গ্রাহ্য করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন ইতি।

অন্য প্রমাণ লইবার নিয়মের কথা।

৫৬৯ ধারা। (৮। ৩৫৬) অন্য প্রমাণ লইবার অনুমতি হইলে আপীল আদালত সেই প্রমাণ লইতে পারিবেন, অথবা যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় সেই আদালতের কিম্বা অধীন অন্য কোন আদালতের প্রতি ঐ প্রমাণ লইয়া আপীল আদালতে পাঠাইতে আদেশ করিতে পারিবেন ইতি।

বিষয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার কথা।

৫৭০ ধারা। (৮। ৩৫৭) যে২ স্থলে অন্য প্রমাণ লইবার আদেশ বা অনুমতি দেওয়া যায়, সেই২ স্থলে যে২ বিষয় মাত্রের প্রমাণ লওয়া যাইবে আপীল আদালত তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া আপনার আনুষ্ঠানিক কার্য্যপত্রের মধ্যে সেই সেই নির্দ্দিষ্ট বিষয় লিপিবদ্ধ করিবেন ইতি।

আপীলের বিচার বিষয়ক বিধি।

যে সময়ে ও স্থানে বিচার প্রচার করা যাইবে তাহার কথা।

৫৭১ ধারা। (৮। ৩৫৯) আপীল আদালত উভয় পক্ষের কি তাঁহাদের উকীলদের কথা শুনিলে পর, ও আপীল ক্রমে, কিম্বা যে আদালতের ডিক্রীর উপর ঐ আপীল করা যায় সেই আদালতে যে কার্য্যানুষ্ঠান হইয়াছে, তাহার কোন অংশ দৃষ্টি করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে তাহা দৃষ্টি করিলে পর,

হয় তৎকালেই, না হয় উভয় নোটিস দিয়া সেই দিনে, মুক্ত দ্বার আদালতে বিচার প্রচার করিবেন ইতি। *

বিচার যে ভাষায় লেখা যাইবে তাহার কথা।

৫৭২ ধারা। (৮। ৩৫৯) বিচারপত্র ইংরেজী ভাষায় লিখিতে হইবে। কিন্তু ইংরেজী ভাষা বিচারপতির মাতৃভাষা না হইলে ও ইংরেজী ভাষায় বোধগম্যরূপে বিচারপত্র লিখিতে না পারিলে, তাঁহার মাতৃ ভাষায় কিম্বা আদালতের চলিত ভাষায় সেই বিচারপত্র লিখিতে হইবে ইতি।

বিচারপত্র অনুবাদ করিবার কথা।

৫৭৩ ধারা। (৮। ৩৫৯) বিচারপত্র আদালতের চলিত ভাষায় লেখা না গেলে, ও কোন পক্ষের আদেশ থাকিলে, ঐ বিচারপত্র সেই ভাষায় অনুবাদ করিয়া দেওয়া যাইবে, ও সেই অনুবাদ ঠিক হইয়াছে ইহা নিশ্চিতমতে জানা গেলে পর, বিচারপতি কিম্বা এই কার্য্যপক্ষে তাঁহার নিযুক্ত অন্য কার্য্যকারক সেই অনুবাদে স্বাক্ষর করিবেন ইতি। †

বিচারপত্রের মর্ম্মের কথা।

৫৭৪ ধারা। (৮। ৩৫৯) আপীল আদালতের বিচারপত্রে এই২ কথা ব্যক্ত থাকিবে,—

(ক) নির্ণয় করিবার নানা বিষয়।

---

* এই ধারাতে কেবল পক্ষগণ এবং তাহাদের উকিলদিগের তর্কবিতর্ক শ্রবণের বিধান হইল, কিন্তু প্রথম আদালত স্বীকৃত মোক্তারদিগের তর্ক বিতর্কও শুনিতে বাধ্য। ১৯৮ ধারা দ্রষ্টব্য।

† অনুবাদটী ঠিক হইল কিনা ইহা দেখিয়া লইবার বিধান হইল কিন্তু প্রথম আদালতের রায়ের অনুবাদ ঠিক হইল কিনা ইহা দেখিয়া লইবার বিধান হয় নাই। ২০১ ধারা দ্রষ্টব্য।

(খ) তাহার উপর নিষ্পত্তি।

(গ) ঐ নিষ্পত্তির হেতু। ও

(ঘ) যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় তাহা অন্যথা বা মতান্তর করা গিয়া থাকিলে, আপেলাণ্ট যে উপকার পাইবার স্বত্ববান হন তাহা,

তারিখের ও স্বাক্ষরের কথা।

ও বিচারপতি, কিম্বা যে২ বিচারপতি তাহাতে সম্মত হন তাঁহারা, বিচার প্রচার করিবার সময়ে তাহাতে তারিখ লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন ইতি।*

দুই বা তদধিক জন বিচারপতি আপীল শুনিলে নিষ্পত্তির কথা।

৫৭৫ ধারা। দুই কি তদধিক জন বিচারপতি একত্র বসিয়া আপীল শুনিলে, সেই বিচারপতিদের, কিম্বা অধিকাংশের এক মত হইলে সেই অধিকাংশের মতানুসারে আপীল নিষ্পত্ত করা যাইবে।

যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহা মতান্তর কি অন্যথা করণের নিষ্পত্তিতে অধিকাংশ বিচারপতির সম্মতি না হইলে ঐ ডিক্রী স্থির থাকিবে।

কিন্তু দুইয়ের অধিক জন বিচারপতি লইয়া যে আদালত হন তাঁহাদের দুই জন বিচারপতি একত্র বসিয়া আপীল শুনিলে, এবং আইনঘটিত কোন বিষয়ে ঐ দুই জনের মতের অনৈক্য হইলে, সেই আদালতের অন্য এক কি কএক জন বিচারপতির প্রতি ঐ আপীল অর্পণ করা যাইতে পারিবে,

---

* আপীল আদালতকে নিম্ন আদালতের ন্যায় মোকদ্দমার অবস্থা লিখিতে হইবে না।

ও যে বিচারপতিরা প্রথমে আপীল শ্রবণ করিলেন তাঁহাদিগকেও লইয়া যত জন আপীল শুনিলেন তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তির একমত থাকিলে, তদনুসারে আপীল নিষ্পত্তি হইবে।

যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় তাহা মতান্তর কি অন্যথা করণের নিষ্পত্তিতে অধিকাংশ বিচারপতির সম্মতি না হইলে, ঐ ডিক্রী স্থির থাকিবে।

হাইকোর্ট এই ধারামতে আপীল অর্পণ করণের বিধান করণার্থে সময়ে২ এই আইনের সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন ইতি।

অসম্মতি লিখিতে হইবার কথা।

৫৭৬ ধারা। একের অধিক জন বিচারপতি আপীল শুনিলে, আদালতের বিচার বিষয়ে কোন বিচারপতির মতের অনৈক্য হইলে, তাঁহার বিবেচনায় আপীলের উপর যে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা হওয়া উচিত ছিল তাহা লিখিবেন, ও সেই নিষ্পত্তির কারণও লিখিয়া জানাইতে পারিবেন ইতি।

বিচারপত্রে যেরূপ আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৫৭৭ ধারা। (৮। ৩৫০) আদালতের যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায়, সেই ডিক্রী স্থির রাখিবার কিম্বা মতান্তর কি অন্যথা করিবার বিচারপত্র হইতে পারিবে। অথবা আপীলক্রমে যে ডিক্রী হয় তাহা প্রকাশ করা যাইবে কিম্বা আপীলে যে আজ্ঞা করা যাইবে, তদ্বিষয়ে আপীলের উভয় পক্ষ একবাক্য হইলে, আপীল আদালত তদনুসারে ডিক্রী কি আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি। *

---

* এই ধারার দ্বিতীয় বাক্যটী নূতন।

ভ্রম কি বেদাঁড়াপ্রযুক্ত দোষগুণের কি বিচারাধিপত্যের বিঘ্ন না ঘটিলে ডিক্রী অন্যথা কি মতান্তর না করিবার কথা।

৫৭৮ ধারা। (৮। ৩৫০) মোকর্দ্দমায় যে নিষ্পত্তি কিম্বা যে কোন আজ্ঞা করা যায় তন্মধ্যে কি অন্য বিষয়ে ভ্রম কি ত্রুটি কি বেদাঁড়া হইলেও, যদি তদ্দ্বারা মোকর্দ্দমার দোষ-গুণের কিম্বা আদালতের বিচারাধিপত্যের কোন ব্যতিক্রম না হয়, তবে তৎপ্রযুক্ত ডিক্রী অন্যথা কিম্বা গুরুতররূপে মতান্তর করা যাইবে না, ও আপীলক্রমে মোকর্দ্দমা ফিরিয়া পাঠান যাইবে না ইতি।

আপীলে ডিক্রীবিষয়ক বিধি।

ডিক্রীর মর্ম্মের কথা।

৫৭৯ ধারা। (৮। ৩৬০) বিচার যে দিনে প্রচার করা যায় আপীল আদালতের ডিক্রীতে সেই দিনের তারিখ দিতে হইবে

ঐ ডিক্রির মধ্যে আপীলের নম্বর ও আপীলের মর্ম্মাত্মক-পত্র ও আপীলাণ্টের ও রিস্পাণ্ডেণ্টের নাম ও বর্ণনা লেখা থাকিবে ও যে উপকার করা যায় কিম্বা আপীলের অন্য যে-রূপ নির্ণয় হয় তাহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

আরো আপীলে যত টাকা খরচা লাগে তাহা এবং ঐ খরচা ও মোকর্দ্দমার খরচা যে২ পক্ষের যে২ অংশমতে দিতে হইবে তাহাও ডিক্রীতে ব্যক্ত থাকিবে।

যে বা যে২ বিচারপতি ডিক্রী করেন তিনি বা তাঁহারা তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া তারিখ লিখিবেন।

বিচারে কোন বিচারপতি অসম্মত হইলে তাঁহার স্বাক্ষর করিবার অপ্রযোজনের কথা।

কিন্তু একের অধিক জন বিচারপতি থাকিলে, ও তাঁহাদের মতের অনৈক্য হইলে, আদালতের বিচারে যে বিচারপতির মতের অনৈক্য হয়, ডিক্রীতে তাঁহার স্বাক্ষর করিবার আবশ্যক নাই ইতি। *

বিচারপত্রের ও ডিক্রীর নকল উভয় পক্ষকে দিবার কথা।

৫৮০ ধারা। (৮। ৩৬১) আদালতে উভয় পক্ষের প্রার্থনামতে ও তাঁহাদের খরচে, বিচারপত্রের ও ডিক্রীর সর্টিফিকটযুক্ত নকল তাঁহাদিগকে দেওয়া যাইবে ইতি।

যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হয় সেই আদালতে ডিক্রীর সর্টিফিকটযুক্ত নকল পাঠাইবার কথা।

৫৮১ ধারা। বিচারের ও ডিক্রীর নকল আপীল আদালতের, কিম্বা এই কার্য্যপক্ষে ঐ আদালতের নিযুক্ত কার্য্যকারকের সর্টিফিকটযুক্ত হইয়া, যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় সেই আদালতে পাঠান যাইবে, ও তাহা মোকদ্দমার আসল রুবকারীর সঙ্গে নথীর শামিল করা যাইবে। ও আপীল আদালতের বিচার দেওয়ানী মোকর্দ্দমার রেজিষ্টরী বহীতে লেখা যাইবে ইতি। †

---

* ডিক্রী মোহর করিবার আদেশ থাকিল না।

† রায় ও ফয়সলা উভয়ের নকল এখন অবধি সকল স্থলেই নিম্নআদালতে পাঠাইতে হইবে।

আপীল আদালতের ক্ষমতা আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের ন্যায় হওয়ার কথা।

৫৮২ ধারা। (২৩। ৩৭) ৫ পঞ্চম অধ্যায়মতে যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তদ্বিষয়ে এই আইনক্রমে মোকর্দ্দমা আদৌ শুনিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের প্রতি যে২ ক্ষমতা বর্ত্তে, এই অধ্যায়মত আপীল মোকদ্দমায় আপাল আদালতেও সেই২ ক্ষমতা থাকিবে।

পূর্ব্বলিখিত সকল বিধান এই অধ্যায়মত আপীলের প্রতি যত দূর খাটিতে পারে খাটিবে ইতি।

আপীল আদালতের ডিক্রী জারী করিবার কথা।

৫৮৩ ধারা। (৮। ৩৬২) এই অধ্যায়মত আপীলক্রমে যে ডিক্রী করা যায় তৎক্রমে সম্পত্তি ফিরিয়া পাওন প্রভৃতিরূপ কোন হিত প্রাপণের স্বত্ববান কোন পক্ষ সেই ডিক্রী জারী করাইতে চাহিলে, যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল উপস্থিত করা যায় সেই আদালতে প্রার্থনা করিবেন। ও পূর্ব্বভাগে মোকর্দ্দমার ডিক্রী জারী করিবার নির্দ্ধারিত বিধিমতে সেই আদালত আপীলমুখে করা ঐ ডিক্রী জারী করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ইতি।

দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়।

আপীলী ডিক্রীর উপর আপীল বিষয়ক বিধি।

হাই কোর্টে দ্বিতীয় আপীলের কথা।

৫৮৪ ধারা। (৮। ৩৭২) এই আইনে কিম্বা অন্য কোন

আইনে ভাবান্তরের বিধান না থাকিলে, হাইকোর্টের অধীন কোন আদালতে আপীল হইয়া যে সকল ডিক্রী করা যায়, তাহার উপর নিম্নলিখিত কোন হেতুতে হাইকোর্টে আপীল হইতে পারিবে, বিশেষতঃ,

দ্বিতীয় আপীলের হেতুর কথা।

(ক) নিষ্পত্তি বিশেষ কোন আইনের কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ আচারের বিপরীত হওয়া হেতু,

(খ) নিষ্পত্তিতে আইন কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ আচার সম্পর্কীয় কোন গুরুতর ইস্থু নির্ণয় না হওয়া হেতু,

(গ) এই আইনের কিম্বা অন্য কোন আইনের নির্দ্ধারিত কার্য্যপ্রণালীতে গুরুতর ভ্রম কিম্বা দোষ হওয়াপ্রযুক্ত দোষ-গুণানুসারে মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি করণে ভ্রম কি দোষ হওয়া হেতু ইতি। *

* এখন খাস আপীল শব্দ উঠিয়া গিয়া দ্বিতীয় আপীল শব্দ ব্যবহার হইল। পূর্ব্বে (ক) এবং (গ) এই দুই হেতু ছিল এখন তদতিরিক্ত (খ) হেতু হইল। যদি মোকদ্দমার গুণাগুণ বিচার সম্বন্ধে কোন অন্যায় না হইয়া থাকে তবে বিচারাধিপত্য কি কার্য্যপ্রণালীর দোষ আছে বলিয়া খাস আপীল চলে কিনা সন্দেহ। লৎফুন্নেচ্ছা বিবি বং পুলিন বিহারি সেন। সদরলেও পূঃ অঃ ৩১। ডিক্রী ভিন্ন অন্য আদেশের বিরুদ্ধে খাস আপীল আছে বলিয়া কলিকাতা হাইকোর্ট অবধারণ করেন। মহম্মদ হোশেন বং সেখ আফজল আলী। সদরলেও পূঃ অঃ ৮৩। কিন্তু আগ্রা পূর্ণাধিবেশন বিরুদ্ধমত প্রকাশ করেন এক্ষণে এই শেষ মতই প্রচলিত হইল ৫৮৮ ধারা দ্রষ্টব্য। নিম্ন আপীল আদালত বিনা প্রমাণে কি অগ্রাহ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া নিষ্পত্তি করিলে খাস আপীল চলিবে। রামসুদন সরকার বং কৃষ্ণ বাগ। মার্শাল ৩২২। দলীলের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে কি তাহা ব্যাখ্যা করিতে ভুল হইলে সেইটি আইনের ভুল। উদিত নারায়ণ বং মহেশ্বর। ১ হাইকোর্ট রিপোর্ট ৫২। (উত্তর পশ্চিম) পূঃ অঃ।

কেবল ৫৮৪ ধারার লিখিত হেতুতে দ্বিতীয় আপীল হইতে পারিবার কথা।

৫৮৫ ধারা। (৮। ৩৭২) ৫৮৪ ধারার উল্লিখিত হেতুভিন্ন কোন হেতুতে দ্বিতীয় আপীল হইতে পারিবে না ইতি।

কোন ২ মোকদ্দমায় দ্বিতীয় আপীল হইতে না পারিবার কথা।

৫৮৬ ধারা। (২৩। ২৭) ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমার ভাবাপন্ন মূল মোকর্দ্দমায়, যে বিষয় লইয়া বিবাদ হয় তাহা পাঁচ শত টাকার অধিক কি পাঁচ শত টাকা মূল্যের অধিক না হইলে, সেই মোকদ্দমায় দ্বিতীয় আপীল নাই ইতি।

দ্বিতীয় আপীল বিষয়ক বিধান।

৫৮৭ ধারা। (২৩। ২৫) এই অধ্যায়মতে আপীলের প্রতি ও ঐ আপীলক্রমে যে ডিক্রী করা যায় তাহা জারী করণের প্রতি ৪১ অধ্যায়ের বিধান যতদূর খাটিতে পারে খাটিবে ইতি

ত্রয়শ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

আজ্ঞার উপর আপীল বিষয়ক বিধি।

যে ২ আজ্ঞার উপর আপীল হইতে পাবে তাহার কথা।

৫৮৮ ধারা। এই আইনমত এই২ আজ্ঞার উপর আপীল হইতে পারিবে, তদ্রূপ অন্য আজ্ঞার উপর নয়—

(ক) মোকর্দ্দমার আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করণার্থ ২০ ধারা মত আজ্ঞা।

(খ) বাদী কি প্রতিবাদী বলিয়া কোন ব্যক্তির নাম উঠাইয়া দেওন বা সংযোগকরণ বিষয়ক ৩২ ধারামত আজ্ঞা।

(গ) নালিশের অন্য হেতু সংযোগ করণার্থ ৪৪ ধারামত আজ্ঞা।

(ঘ) নালিশের কোন হেতু উঠাইয়া দেওনার্থ ৪৭ ধারামত আজ্ঞা।

(ঙ) ৫৩ ধারার (ঘ) বা ৫৪ ধারার (খ) ও (ঘ) প্রকরণমতে কিম্বা ৭ ধারার (খ) ও (গ) প্রকরণমতে আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করণের কি ফিরিয়া দেওনের আজ্ঞা।

(চ) যে মোকদ্দমায় আপীল হইতে পারে এমত মোকর্দ্দমা ডিসমিস করিবার আজ্ঞা অসিদ্ধ করণার্থ ১০৩ ধারামত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করণের আজ্ঞা।

(ছ) কোন পক্ষ স্বয়ং উপস্থিত হইতে ক্রুটি করিলে ১২০ ধারামত আজ্ঞা।

(জ) সম্পত্তি ক্রোক করণার্থে ১৬৮ ধারামত আজ্ঞা।

(ঝ) আদালত সাক্ষ্য দিতে কি দলীল আনিয়া দেখাইতে আজ্ঞা করিলেও কোন পক্ষ অস্বীকার করিলে ১৭৭ ধারামত আজ্ঞা।

(ঞ) যাহার উপর আপীল হইতে পারে মোকর্দ্দমার চলন সময়ে এমত আজ্ঞার ভাবাপন্ন যে আজ্ঞা ২৪৪ ধারামতে ডিক্রীজারী করণ সম্পর্কীয় প্রশ্ন বিষয়ে করা যায় তাহা।

(ট) ২৫৮ ধারামতে ডিক্রীদারদের দ্বারা সর্টিফিকট লেখাইবার আজ্ঞা।

(ঠ) হস্তান্তরকরণপত্রের কি পৃষ্ঠলিপির পাণ্ডুলিপি লিখিবার আপত্তি বিষয়ক ২৬১ ধারামত আজ্ঞা।

(ড) বিক্রয় সিদ্ধ বা অসিদ্ধ করণার্থ ৩১২ ধারামত আজ্ঞা।

(ঢ) ঋণ শোধ করণের অক্ষমতার স্থলে ৩৫১ কি ৩৫২ কি ৩৫৩ কি ৩৫৭ ধারামত আজ্ঞা।

(ণ) মোকর্দ্দমা ডিসমিস করিবার প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করণার্থ ৩৭০ ধারামত আজ্ঞা।

(ত) আপত্তি অগ্রাহ্য করণার্থ ৩৭২ ধারামত আজ্ঞা।

(থ) বাদপ্রতিবাদার্থ মোকদ্দমা বিষয়ে ৪৭৩ বা ৪৭৫ বা ৪৭৬ ধারামত আজ্ঞা।

(দ) ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮৫, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৬, ৫০৩ ধারামত আজ্ঞা।

(ধ) সালীসীতে অর্পণ কার্য্য নিরস্ত করণার্থ ৫১৪ ধারামত আজ্ঞা।

(ন) মীমাংসা মতান্তর করণার্থ ৫১৮ ধারামত আজ্ঞা।

(প) এই আইনের কোন বিধানানুসারে অর্থদণ্ড ধার্য্য করণের, কিম্বা, ডিক্রী জারীক্রমে কারাবন্ধন ছাড়া কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করণের যে আজ্ঞা হয় তাহা।

(ফ) ৫৫৮ ধারামতে আপীল পুনঃ গ্রাহ্য করিতে বা ৫৬০ ধারামতে পুনঃশ্রবণ করিতে অস্বীকার করণের আজ্ঞা।

(ব) ৫৬২ ধারামতে মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইবার আজ্ঞা।

এই ধারামতে আপীল হইয়া যে আজ্ঞা করা যায় তাহা চূড়ান্ত হইবে ইতি।

যে ২ আদালত আপীল শুনিবেন তাহার কথা।

৫৮৯ ধারা। ৫৮৮ ধারার চ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট কোন আজ্ঞার উপর হাইকোর্টে আপীল হইতে পারিবে।

এই অধ্যায়ক্রমে অন্য কোন আজ্ঞার উপর আপীল করিবার অনুমতি থাকিলে, ঐ আজ্ঞা যে মোকদ্দমা সম্পর্কীয় হয় সেই মোকর্দ্দমার ডিক্রীর উপর যে আদালতে আপীল হইতে পারে সেই আদালতে কিম্বা হাইকোর্ট ভিন্ন কোন

আদালত আপীলী মোকর্দ্দমার বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করিয়া ঐ আজ্ঞা করিলে, হাইকোর্টে ঐ আপীল হইতে পারিবে ইতি।

আজ্ঞার উপর আপীল শুনিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫৯০ ধারা। (৮ । ৩৬৬) এই আইনমত আজ্ঞার উপর কিম্বা বিশেষ কি স্থানীয় কোন আইনে অন্যরূপ কার্য্যপ্রণালীর বিধান না থাকিলে সেইং আইনমত আজ্ঞার উপর যে আপীল হয়, তাহার প্রতি ৪১ অধ্যায়ের নির্দ্ধারিত কার্য্যপ্রণালী যত দূর খাটিতে পারে খাটিবে ইতি।

মোকদ্দমা চলনের সময়ে যে আজ্ঞা করা যায় ডিক্রীর পূর্ব্বে তাহার উপর আপীল হইতে না পারিবার কিন্তু ডিক্রীর উপর আপীল হইলে তদন্তর্গত ভ্রম কি দোষ প্রকাশ করা যাইতে পারিবার কথা।

৫৯১ ধারা। (৮ । ৩৬৩) এই অধ্যায়ে ভাবান্তরের বিধান না থাকিলে, কোন আদালত আদৌ উপস্থিত বা আপীলী মোকদ্দমার বিচার করণের ক্ষমতাক্রমে কার্য্যকরিয়া যে আজ্ঞা করেন তাহার উপর আপীল হইতে পারিবে না। কিন্তু কোন ডিক্রীর উপর আপীল করা গেলে, উক্ত কোন আজ্ঞার অন্তর্গত যে ভ্রম কি দোষ কি বেদাঁড়ার দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তির বিঘ্ন ঘটায়, আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রে তাহাও আপত্তির এক হেতু বলিয়া ব্যক্ত হইতে পারিবে ইতি। *

---

* যথা যদি ১০৮ ধারা কি ৬২৩ ধারামতে কোন প্রার্থনা নিম্ন আদালত অন্যায় করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে মূল মোকদ্দমার আপীল শুনানীর কালে সেইকথা দেখাযাইতে পারিবে ও আপীলের অজুহাতের মধ্যে সেই কথা লেখা যাইতে পারিবে।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

পাপরদের আপীল বিষয়ক বিধি।

পাপর স্বরূপ যাঁহারা আপীল করিতে পারিবেন তাঁহাদের কথা।

৫৯২ ধারা। (৮। ৩৬৭) এই কিম্বা অন্য কোন আইনমতে কোন ব্যক্তির আপীল করিবার অধিকার থাকিলে, ও আপীলের দরখাস্তের প্রয়োজনমত ফী দিতে অক্ষম হইলে, তিনি আপীলের মর্ম্মাত্মক পত্রের সহিত প্রার্থনাপত্র অর্পণ করিয়া, ২৬ ও ৪১ ও ৪২ ও ৪৩ অধ্যায়ের বিধান যত দূর খাটিতে পারে তত দূর সেই বিধান মানিয়া, পাপরস্বরূপ আপীল করিবার অনুমতি পাইতে পারিবেন।

আপীল গ্রাহ্য করিবার প্রার্থনা হইলে কর্ত্তব্য প্রণালীর কথা।

কিন্তু আদালত প্রার্থনাপত্র, এবং যে বিচারের ও ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহা পাঠ করিলে পর, সেই ডিক্রী আইনের বিপরীত কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ কোন আচারের বিপরীত, কিম্বা প্রকারান্তরে ভ্রমাত্মক কি অন্যায় বলিয়া জ্ঞান করিবার কারণ না দেখিলে, সেই প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিবেন ইতি।

দীনতার অনুসন্ধান লওন বিষয়ক কথা।

৫৯৩ ধারা। (৮। ৩৭০) হয় আপীল আদালত, না হয় যে আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল করা যায়, আপীল আদালতের আদেশানুসারে সেই আদালত প্রার্থকের দৈন্যদশার অনুসন্ধান লইতে পারিবেন।

উপবিধি।

কিন্তু যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করা যায়, প্রার্থক যদি সেই আদালতে পাপরস্বরূপ মোকদ্দমা কি আপীল করিতে অনুমতি পাইয়া থাকেন, তবে আপীল আদালত তাঁহার দীনতার বিষয়ে অনুসন্ধান লওয়ার বিশেষ কারণ না জানিলে, তদ্বিষয়ে আর অনুসন্ধান পাওয়ার আবশ্যক নাই ইতি।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীল বিষয়ক বিধি।

"ডিক্রী" শব্দের অর্থ নির্ণয়ের কথা।

৫৯৪ ধারা। এই অধ্যায়ে বিষয় বিবেচনায় কিম্বা পূর্ব্বাপর কথাদ্বারা ভাবান্তর বোধ না হইলে, "ডিক্রী" শব্দের মধ্যে বিচার ও আজ্ঞাও ধরিতে হইবে ইতি।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট যেং স্থলে আপীল হইতে পারিবে তাহার কথা।

৫৯৫ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী সময়ে২ ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের নানা আদালত হইতে আপীল বিষয়ক যেং বিধি প্রণয়ন করেন সেইং বিধি ও নিম্নলিখিত বিধান মানিয়া,

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট এইং ডিক্রীর উপর আপীল হইতে পারিবে,

(ক) হাই কোর্ট কিম্বা শেষ আপীল বিচার করিবার ক্ষম-

তাপন্ন অন্য আদালত আপীলক্রমে শেষ যে ডিক্রী করেন তাহার উপর,

(খ) হাই কোর্ট দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়া যে শেষ ডিক্রী করেন তাহার উপর,

(গ) নিম্নলিখিত বিধানমতে কোন মোকদ্দমা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীল হইবার উপযুক্ত বলিয়া সর্টিফিকট দেওয়া গেলে, কোন ডিক্রীর উপর ইতি।

বিবাদীয় বিষয়ের মূল্যের কথা।

৫৯৬ ধারা। ৫৯৫ ধারার ক ও খ প্রকরণের উল্লিখিত প্রত্যেক স্থলে,

মোকদ্দমা প্রথম যে আদালতে উপস্থিত করা যায় সেই আদালতে বিবাদীয় বিষয় বা তাহার মূল্য দশ সহস্র টাকা কি তাহার অধিক হওয়া আবশ্যক, এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট যে আপীল করা যায় তন্মধ্যে বিবাদীয় টাকা কি বিবাদীয় বিষয়ের মূল্য ততই কি তাহার অধিক হওয়া আবশ্যক,

কিম্বা ডিক্রীর মধ্যে স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে তত টাকার কিম্বা তত মূল্যের সম্পত্তির উপর কি তৎসম্পর্কে কোন দাওয়া কি বিবাদ থাকা আবশ্যক।

ও যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হয় সেই আদালত অব্যবহিত নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি স্থির করিয়া যে ডিক্রী করেন তাহার উপর ঐ আপীল হইলে, আপীলী মোকদ্দমার মধ্যে আইনঘটিত কোন গুরুতর প্রশ্ন থাকা আবশ্যক ইতি।

কোন২ আপীল হওয়ার বাধার কথা।

৫৯৭ ধারা। ৫৯৫ ধারায় ভাবান্তরের কথা থাকিলেও,

মহারাণী বিকটরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের ১০৪অধ্যায়-ক্রমে স্থাপিত হাই কোর্টের এক জন জজের, কিম্বা ডিবিজন কোর্টের এক জজের, কিম্বা ঐ হাই কোর্টের দুই কি তদধিক জন জজদের, কিম্বা ঐ হাই কোর্টের দুই কি তদধিক জন জজ লইয়া যে ডিবিজন কোর্ট হয় সেই কোর্টের জজদের মধ্যে যত জনের এক মত হয় তত জনের বিপক্ষ মত থাকিলে ও তাঁহারা হাই কোর্টের তৎ কালীন সমুদয় জজের অধিকাংশ না হইলে, তাঁহাদের নিষ্পত্তির উপর, মন্ত্রিসভাষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীল হইতে পারিবে না।

ও ৫৮৬ ধারামতে যে ডিক্রী চূড়ান্ত হয় তাহা মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীল নাই ইতি

যে আদালতের ডিক্রীর বিষয়ে নালিশ হয় তাঁহার নিকট প্রার্থনার কথা।

৫৯৮ ধারা। কোন ব্যক্তি এই অধ্যায়মতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীল করিতে চাহিলে, যে আদালতের ডিক্রীর বিষয়ে নালিশ হয় সেই আদালতে তাঁহার প্রার্থনা করিতে হইবে ইতি।

যে সময়ের মধ্যে প্রার্থনা করিতে হইবে তাহার কথা।

৫৯৯ ধারা। সচারাচর ঐ ডিক্রীর তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে ঐ প্রার্থনা করিতে হইবে।

কিন্তু আদালত বন্ধ থাকনের কোন দিনে ঐ মিয়াদ ফুরাইলে, যে দিনে পুনরায় খোলা যায় সেই দিনে প্রার্থনা করা যাইতে পারিবে ইতি।

মূল্যের কি যোগ্যতার সর্টিফিকেটের কথা।

৬০০ ধারা। ৫৯৮ ধারামত প্রত্যেক দরখাস্তে আপীলের হেতু লিখিতে হইবে, এবং যত টাকার কি যে মূল্যের সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয় তাহা ও মোকদ্দমার ভাব দৃষ্টে মোকদ্দমা ৫৯৬ ধারার বিধান অনুযায়ী, কিম্বা কারণান্তরে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীল হওয়ার যোগ্য, এই মর্ম্মের সর্টিফিকট প্রার্থনা করিতে হইবে।

আদালত ঐ দরখাস্ত পাইলে, ঐ সর্টিফিকট না দেওনের কারণ দর্শাইবার জন্যে বিপক্ষ পক্ষের নামে নোটিস জারী করিবার আদেশ করিতে পারিবেন ইতি।

সর্টিফিকট দিতে অস্বীকার করণের ফলের কথা।

৬০১ ধারা। সেই সর্টিফিকট দিতে অস্বীকার হইলে দরখাস্ত ডিসমিস হইবে।

পরন্তু যে ডিক্রীর উপর নালিশ হয় তাহা যদি হাই কোর্টভিন্ন কোন আদালতের শেষ ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে ঐ আদালত যে হাই কোর্টের অধীন হয় ঐ সর্টিফিকট দিতে অস্বীকার করণের আজ্ঞার তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে সেই হাই কোর্টে ঐ আজ্ঞার উপর আপীল হইতে পারিবে ইতি।

সর্টিফিকট দেওয়া গেলে জামিনের ও টাকা আমানতের কথা।

৬০২ ধারা। সর্টিফিকট দেওনের তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ ইহার মধ্যে যেটি শেষে পড়ে, প্রার্থক সেই সময়ের মধ্যে

(ক) রিস্পাণ্ডেণ্টের খরচার জামিন দিবেন, ও

(খ) নিম্নলিখিত কএকখানি পত্র ছাড়া মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র অনুবাদ করিবার ও তাহার পরিশুদ্ধ প্রতিলিপি

ও সূচীপত্র করিবার ও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট প্রেরণ করিবার যত টাকা খরচ লাগে তাহা আমানৎ করিবেন। — বর্জ্জিত পত্র এই ২

(১) মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর যে আজ্ঞা যৎকালে প্রচলিত থাকে, তদনুসারে কেবল দাঁড়ামত যে দলীল ত্যাগ করিবার আদেশ থাকে তাহা।

(২) উভয় পক্ষ একবাক্য হইয়া যে ২ পত্রাদি ত্যাগ করেন তাহা।

(৩) এতৎকার্য্যপক্ষে আদালতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারক যে ২ হিসাব কি হিসাবের যে ২ অংশ অনাবশ্যক জ্ঞান করেন ও উভয় পক্ষ যাহা ধরিবার জন্যে বিশেষমতে প্রার্থনা করেন নাই তাহা।

(৪) হাই কোর্ট অন্য যে ২ দলীল ত্যাগ করিবার আদেশ করেন তাহা।

আরও প্রার্থক পূর্ব্বোক্ত কএক খানি পত্র ভিন্ন অন্য সকল কাগজপত্রের নকল ভারতবর্ষে ছাপাইতে ইচ্ছা করিলে, ঐ নকল ছাপাইবার জন্যে যত টাকা খরচ লাগে, তিনি এই ধারার প্রথম প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই টাকাও গচ্ছিত করিবেন ইতি।

আপীল গ্রাহ্য হওনের ও তৎসম্পর্কীয় কর্ম্মপ্রণালীর কথা।

৬০৩ ধারা। আদালতের হৃদ্বোধমতে উক্ত জামিন সম্পূর্ণরূপে দেওয়া গেলে ও টাকা গচ্ছিত করা গেলে, আদালত

[ক] আপীল গ্রাহ্য হইল বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন, ও

[খ] রিস্পাণ্ডেণ্টকে তাহার নোটিস দিতে পারিবেন, তৎপরে

[গ] পূর্ব্বোক্ত কএকখানি পত্রছাড়া অন্য সকল কাগজপত্রের পরিশুদ্ধ প্রতিলিপি আদালতের মোহরে অঙ্কিত করিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট প্রেরণ করিবেন,

[ঘ] ও কোন পক্ষ মোকদ্দমার অন্তর্গত কোন কাগজপত্রের এক কি কএকখানি প্রামাণিক প্রতিলিপি প্রার্থনা করিলে ও তাহা প্রস্তুত করিবার সঙ্গত খরচ দিলে, তাঁহাকে দিবেন ইতি।

জামিন গ্রাহ্য হওয়া নিরাকবণ করিবার কথা।

৬০৪ধারা। আপীল গ্রাহ্য হওয়ার পূর্ব্ব কোন সময়ে, কারণ দর্শান গেলে, আদালত উক্ত কোন জামিন গ্রাহ্য হওয়া নিরাকরণ কবিয়া তদ্বিষয়ের অন্য আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

জামিন কি টাকা দিতে আজ্ঞা কবিতে পারিবার কথা।

৬০৫ আপীল গ্রাহ্য হওয়ার পর ও মন্ত্রি সভাধিধিষ্টিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট পূর্ব্বোক্ত কএকখানি পত্রভিন্ন অন্য কাগজপত্রের প্রতিলিপি প্রেরণের পূর্ব্ব কোন সময়ে, উক্ত জামিন প্রচুর নয় বলিয়া বোধ হইলে,

কিম্বা পূর্ব্বোক্ত কএকখানি পত্রভিন্ন অন্য কাগজপত্র অনুবাদ করিবার ও তাহার প্রতিলিপি করিবার ও ছাপাইবার ও সূচীপত্র করিবার ও তাহা প্রেরণ করিবার জন্যে আর টাকার প্রয়োজন থাকিলে,

আদালত আপেলাণ্টের প্রতি ঐ আদালতের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে অন্য ও প্রচুর জামিন দিবার, কিম্বা সেই সময়ের মধ্যে আদেশমত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

আজ্ঞামতে কর্ম্ম না করিবার ফলের কথা।

৬০৬ ধারা। আপেলাণ্ট সেই আজ্ঞামতে কার্য্য না করিলে, আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করা যাইবে, ও এতৎপক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আজ্ঞা না হইলে আপীলী কার্য্য চলিবে না,

ইতিমধ্যে যে ডিক্রীর উপর আপীল হইল সেই ডিক্রীজারী স্থগিত করা যাইবে না ইতি।

আমানতের উদ্বর্ত্ত টাকা ফিরিয়া দিবার কথা।

৬০৭ ধারা। পূর্ব্বোক্ত কএকখানি পত্রভিন্ন অন্য কাগজপত্রের প্রতিলিপি মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট প্রেরণ করা গেলে পর, আপেলাণ্ট ৬০২ ধারামতে যে টাকা আমানৎ করিলেন তাহার মধ্যে কিছু উদ্বর্ত্ত থাকিলে তাহা ফিরিয়া পাইতে পারিবেন ইতি।

আপীল উপস্থিত থাকিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

৬০৮ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন আপীল গ্রাহ্য হইলেও, যে আদালত আপীল গ্রাহ্য করিলেন সেই আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, যে ডিক্রীর উপর আপীল হইল তাহা নিয়মব্যতিরেকে প্রবল করা যাইবে।

কিন্তু মোকদ্দমায় স্বার্থযুক্ত কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন কারণ দেখাইলে, কিম্বা আদালত কোন কারণ জানিয়া উচিত বোধ করিলে,

(ক) বিবাদীয় কোন অস্থাবর সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ আটক রাখিতে পারিবেন, কিম্বা

(খ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী আপীলমুখে যে আজ্ঞা করেন, আদালত সেই আজ্ঞা যথোচিতরূপে সাধন

হইবার যে জামিন বিহিত বোধ করেন রিস্পাণ্ডেণ্টের স্থানে এমত জামিন লইয়া, যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় তাহা প্রবল হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন, কিম্বা

(গ) যে ডিক্রীর উপর আপীল হইল তদনুসারে কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী আপীলমুখে যে আজ্ঞা করেন আদালত সেই আজ্ঞা যথোচিতরূপে সাধন হইবার যে জামিন বিহিত বোধ করেন আপেলাণ্টের স্থানে সেই জামিন লইয়া, যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় সেই ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে পারিবেন, কিম্বা

(ঘ) আদালতের সাহায্য প্রার্থক কোন পক্ষের প্রতি যে নিয়ম বর্ত্তান উচিত বোধ করেন তাহা বর্ত্তাইতে পারিবেন, কিম্বা যে বিষয় লইয়া আপীল হয় তদ্বিষয়ের অন্য যে আদেশ করা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন ইতি ।

জামিন প্রচুর নয় দেখা গেলে তাহা বৃদ্ধি করিবার কথা ।

৬০৯ ধারা । কোন পক্ষ যে জামিন দিলেন, আপীল উপস্থিত থাকনের কোন সময়ে সেই জামিন প্রচুর নয় বোধ হইলে, আদালত অন্য পক্ষের প্রার্থনামতে অন্য জামিন দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ।

যদি আদালতের আদেশানুসারে ঐ অধিক জামিন দেওয়া না যায়, তবে প্রথমোক্ত জামিন আপেলাণ্টের দ্বারা দেওয়া গিয়া থাকিলে, যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায়, আদালত রিস্পাণ্ডেণ্টের প্রার্থনাক্রমে, আপেলাণ্টের সেই জামিন না দেওনের ন্যায় ঐ ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ।

ও প্রথমোক্ত জামিন রিস্পাণ্ডেণ্টের দ্বারা দেওয়া গেলে,

আদালত যত দূর পারেন ডিক্রী জারীর অন্য সকল স্থগিত রাখিয়া, যে জামিন অপ্রচুর বলিয়া দৃষ্ট হইল তাহার দেওন সময়ে উভয় পক্ষের যে২ অবস্থা ছিল, তাঁহাদিগকে পুনরায় সেই২ অবস্থায় রাখিবেন, কিম্বা আপীলের বিষয় সম্পর্কে যে আদেশ উচিত বোধ করেন করিবেন ইতি।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আজ্ঞা প্রবল করিবার কর্ম্মপ্রণালীর কথা।

৬১০ ধারা। কোন ব্যক্তি মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আজ্ঞা প্রবল কি জারী করাইতে চাহিলে, যে আদালতহইতে শ্রীশ্রীমতীর নিকট আপীল করা যায় তিনি সেই আদালতে দরখাস্ত দিবেন, ও আপীলক্রমে যে ডিক্রী কি আজ্ঞা করা যায় ও যাহা প্রবল কি জারী করাইতে চেষ্টা করেন, দরখাস্তের সঙ্গে ঐ ডিক্রীর কি আজ্ঞার সার্টিফিকট-যুক্ত নকলও দিবেন।

ঐ আদালত, প্রথম যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় সেই ডিক্রীকারি আদালতে, অথবা শ্রীশ্রীমতীর আজ্ঞাপত্রে অন্য আদালতে পাঠাইবার আদেশ থাকিলে সেই আদালতে, শ্রীশ্রীমতীর ঐ আজ্ঞা প্রেরণ করিবেন, ও কোন এক পক্ষের প্রার্থনামতে ঐ আজ্ঞা প্রবল কি সাধন করাইবার প্রয়োজনমত উপদেশ দিবেন। ও ঐ আজ্ঞা উক্ত প্রকারে যে আদালতে প্রেরণ করা যায়, সেই আদালত ঐ উপদেশ মানিয়া, আপনার মূল ডিক্রী জারী করিবার নিয়মমতে, ও তৎপ্রতি যে২ বিধি খাটে তদনুসারে, সেই আজ্ঞাও প্রবল কি সাধন করাইবেন।

উক্ত আজ্ঞাক্রমে ভারতবর্ষে টাকা দিতে হইলে ও ব্রিটন

.র চলিত মুদ্রার নাম উল্লেখ করিয়া তাহা ব্যক্ত থাকিলে .জকীয় ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে অর্থসম্পর্কীয় পার নিষ্পত্তি করণ কার্য্যে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভা-ধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব শ্রীশ্রীমতীমহারাণীর অর্থ কোষের লার্ড কমিশ্যনর সাহেবদের সম্মতিক্রমে যৎ-কালে মুদ্রাবিনিময়ের যে নিয়ম ধার্য্য করেন, উক্ত টাকা সেই নিয়মানুসারে দেওয়া যাইবে ইতি।

ডিক্রীজারী করণসম্পর্কীয় আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৬১১ ধারা। যে আদালত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আজ্ঞা প্রবল কি সাধন করান, সেই আদালত আপনার ডিক্রী প্রবল কি সাধন সম্পর্কীয় কোন আজ্ঞা করিলে তাহার উপর যে প্রকারে ও যে২ বিধিমতে আপীল হইতে পারে, শ্রীশ্রীমতীর ঐ আজ্ঞা প্রবল কি সাধন করণ সম্পর্কীয় কোন আজ্ঞা করিলে তাহার উপরও সেই প্রকারে ও সেই২ বিধিমতে আপীল হইতে পারিবে ইতি।

বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৬১২ ধারা। হাইকোর্ট সময়ে২ নিম্নলিখিত কার্য্যের বিধান করণার্থে এই আইনের সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন,— বিশেষতঃ

(ক) ৬০০ ধারামতে নোটিস জারী করিবার বিধান।

(খ) হাইকোর্টের অধীন যে আদালতের শেষ আপীল সংক্রান্ত বিচারাধিপত্য থাকে, ৬০১ ও ৬০২ ধারামতে সেই আদালতের সর্টিফকট দেওন কি দিতে অস্বীকার করণবিষয়ক বিধান।

(গ) ৬০২ ও ৬০৫ ও ৬০৫ ও ৬০৯ ধারামতে যত টাকার ও যে প্রকারের জামিন দিতে হইবে তাহার বিধান।

(ঘ) ঐ জামিনের পরীক্ষা লওনের বিধান।

(ঙ) কাগজপত্র নকল করিবার খরচের অনুমান করণের বিধান।

(চ) ঐ নকল প্রস্তুত ও পরীক্ষা করণের ও তাহাতে সর্টিফিকট লিখনের বিধান।

(ছ) অনুবাদ পুনরালোচন ও প্রামাণিক করণের বিধান।

(জ) কাগজপত্রের প্রতিলিপির সূচীপত্র, ও তন্মধ্যে যে২ পত্র ধরা যায় নাই তাহার নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করণের বিধান।

(ঝ) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীল সংক্রান্ত যে খরচ লাগে তাহা আদায় করিবার বিধান,

ও এই অধ্যায়ের বিধি প্রবল করণসংক্রান্ত অন্য২ বিষয়ের বিধান।

বিধি প্রকাশ করিবার কথা।

উক্ত সকল বিধি স্থানবিশেষের রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে। করা গেলে হাইকোর্টে ও তাঁহার অধীন শেষ আপীলের বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট আদালতে আইনের তুল্য বলবৎ হইবে।

এইক্ষণে যে বিধি আছে তাহা আইনসিদ্ধ করিবার কথা।

৬১৩ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতীর নিকট আপীল সম্বন্ধীয় যে সকল বিধি ইতিপূর্ব্বে কোন হাইকোর্ট কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়া এই আইন প্রচলিত হওনের প্রাক্কালে বলবৎ ছিল, তাহা এই আইনের সঙ্গে যতদূর সঙ্গত হয়, ততদূর এই আইনমতে প্রণীত ও প্রকাশিত বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

রাঙ্গুনের রিকার্ডর সাহেবের কথা।

৬১৪ ধারা। ৫৯৫ ও ৬১২ ধারায় 'হাইকোর্ট' শব্দের মধ্যে রাঙ্গুণের রিকার্ডর সাহেবও গণ্য বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহার প্রতি আপনার আদালতভিন্ন অন্য আদালতের মাননীয় বিধি করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইল না ইতি।

বঙ্গদেশীয় ১৮২৮ সালের ৩ আইনের ৪ ধারার ৫ প্রকরণের অর্থের কথা।

৬১৫ ধারা। ১৮২৮ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনের ৪ ধারার ৫ প্রকরণে যে২ বিধির ও নিষেধের উল্লেখ হইল, তাহা এই আইনমতে বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্টের নিষ্পত্তির উপর আপীলের প্রতি বর্ত্তনীয় বিধি ও নিষেধ বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

শ্রীশ্রীমতীর অভিমত রক্ষার কথা।

৬১৬ ধারা। (ক) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর স্বেচ্ছামতে আপীল গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করণের কি অন্য কোন আজ্ঞা করণের যে সম্পূর্ণ ও নিরপেক্ষ ক্ষমতা আছে তাহার যে বাধকতা হইল, কিম্বা

ও জুডিশ্যল কমিটীর সম্মুখে কার্য্য চলনের বিধি রক্ষার কথা।

(খ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতীর নিকট আপীল উপস্থিত করণ বিষয়ে কিম্বা প্রিবি কৌন্‌সেলের জুডিশ্যল কমিটীর সম্মুখে আপীলী মোকর্দ্দমা চালাইবার বিষয়ে ঐ জুডিশ্যল কমিটীর প্রণীত যে বিধি যে সময়ে প্রচলিত থাকে তৎপ্রতি যে হস্তক্ষেপ করা গেল,

এই আইনের কোন কথার এমত ভাব বুঝিতে হইবে না।

আরও অপরাধের কিম্বা আডমিরলটির কি বৈসআডমিরলটির (অর্থাৎ সমুদ্রপথে কৃত কোন অপরাধের) বিচারাধিপত্যের প্রতি কিম্বা প্রাইজ কোর্টের আজ্ঞার ও ডিক্রীর উপর আপীলের প্রতি এই অধ্যায়ের কোন কথা বর্ত্তে না ইতি।

সপ্তম ভাগ।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

হাইকোর্টে প্রশ্ন করণ ও পুনরালোচনা করণবিষয়ক বিধি।

হাই কোর্টে প্রশ্ন করণ বিষয়ক কথা।

৬১৭ ধারা। (২৩। ২৮) যে মোকদ্দমার কি আপীলের ডিক্রী চূড়ান্ত হয় তাহা শ্রবণের পূর্ব্বে কি শ্রবণ সময়ে, কিম্বা উক্ত কোন ডিক্রী জারী করণসময়ে, আইনঘটিত কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ আচারঘটিত কোন প্রশ্ন, কিম্বা যে দলীলের অর্থানুসারে মোকদ্দমার দোষগুণ সম্পর্কীয় ফল দর্শে সেই দলীলের অর্থঘটিত কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, ও যে আদালত মোকদ্দমার কি আপীলের বিচার বা ডিক্রী জারী করিতেছেন তাঁহার তদ্বিষয়ে সঙ্গতরূপ সন্দেহ থাকিলে, ঐ আদালত আপনার প্রবৃত্তিক্রমে কিম্বা মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনামতে ঐ মোকদ্দমার বৃত্তান্তের ও ঐ সন্দিগ্ধ বিষয়ের বর্ণনাপত্র লিখিয়া ঐ বিষয়ে আপনার অভিমত সহিত ঐ বর্ণনাপত্র হাইকোর্টের নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করিতে পারিবেন ইতি। *

---

* যেস্থলে কোন আদেশের উপর আপীল নাই সেই স্থলেই এইরূপ

হাইকোর্টের অভিমতের অপেক্ষায় আদালতের ডিক্রী করিতে পারিবার কথা।

৬১৮ ধারা। (২৩। ২৯) আদালত মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত করিতে, কিম্বা হাইকোর্টে প্রশ্ন উপস্থিত করা গেলেও কার্য্য চালাইতে পারিবেন, ও জিজ্ঞাসিত বিষয়ে হাইকোর্টের যে অভিমত হয় তাহার অপেক্ষা করিয়া ডিক্রী বা আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু হাইকোর্টে প্রশ্ন উপস্থিত করা গেলে, তদ্বিষয়ে ঐ কোর্টের বিচারের নকল না প্রাপণ পর্য্যন্ত কোন স্থলেই ডিক্রী জারী কি সম্পত্তি বিক্রয় কি ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিতে হইবে না ইতি।

হাই কোর্টের বিচারপত্র পাঠাইবার ও তদনুসারে
মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার কথা।

৬১৯ ধারা। (২৩। ৩২, ৩৩) যে মোকদ্দমা সম্পর্কে ঐ প্রশ্ন করা যায়, হাইকোর্ট তাহার উভয়পক্ষের কি তাঁহাদের উকীলদের কথা শ্রবণ করিয়া উক্ত অর্পিত বিষয় নিষ্পত্তি করিবেন ও আপনার বিচারপত্রের প্রতিলিপিতে রেজিষ্টার স্বাক্ষর করিলে, যে আদালত হইতে প্রশ্ন অর্পণ করা যায় ঐ প্রতিলিপি সেই আদালতে পাঠাইবেন, তাহা পাইলে সেই আদালত হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ইতি।

ইস্তমেজাজ হইতে পারিবে। মুন্সেফ গণ ১৮৭৭ সালের ১ আইনের ৯ ধারা সম্বন্ধীয় মোকদ্দমার এবং সেই মোকদ্দমার ডিক্রী জারী কার্য্য সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্ন হাইকোর্টে অর্পণ করিতে পারিবেন। পূর্ব্বে মুনসেফ গণ কোন প্রশ্ন করিতে পারিতেন না।

হাই কোর্টে অর্পণ করিবার খরচের কথা।

৬২০ ধারা। (২৩। ৩৪) হাইকোর্টের অভিমত জানিবার জন্যে প্রশ্ন উপস্থিত করাতে খরচ লাগিলে, তাহা মোকদ্দমার খরচা বলিয়া ধরা যাইবে ইতি।

যে আদালত প্রশ্ন করেন তাহার ডিক্রী পরিবর্ত্তনাদি করিবার ক্ষমতার কথা।

৬২১ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন বিষয় হাইকোর্টে অর্পণ করা গেলে, হাইকোর্ট সেই বিষয় সংশোধন করিবার জন্যে ফিরিয়া পাঠাইতে পারিবেন, ও যে মোকদ্দমায় ঐ প্রশ্ন উত্থিত হয় সেই মোকদ্দমায় যে আদালত প্রশ্ন অর্পণ করেন, সেই আদালত যে কোন ডিক্রী বা আজ্ঞা করিলেন হাইকোর্ট তাহা পরিবর্ত্তন কি রহিত কি অসিদ্ধ করিয়া, তদ্বিষয়ের যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন ইতি।

ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের, কিম্বা আপীল হইলে নিয়তর আদালতের নিষ্পত্তি করা মোকদ্দমার কাগজপত্র আনাইবার ক্ষমতার কথা।

৬২২ ধারা। (২৩। ৩৫) যে আদালত যে মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করেন, তাঁহার নিষ্পত্তির উপর হাইকোর্টে আপীল হইতে না পারিলেও, সেই আদালত আইনমতে আপনার প্রতি অনর্পিত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিলেন, কিম্বা তদ্রূপ অর্পিত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিলেন দৃষ্ট হইলে, হাইকোর্ট সেই মোকর্দ্দমার কাগজপত্র আনাইয়া মোকর্দ্দমায় যে আজ্ঞা করা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন ইতি।*

---

* যথা নিম্ন আদালত অকারণে নীলাম সিদ্ধ করিতে ক্ষান্ত থাকিলে হাইকোর্টে নথি তলব করিয়া নীলাম সিদ্ধ করিবার আদেশ করিতে পারেন। • উঃ রিঃ ১০৯।

অষ্টম ভাগ।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

বিচারের সমালোচনা বিষয়ক বিধি।

বিচারের সমালোচন হইবার প্রার্থনার কথা।

৬২৩ ধারা। (৮। ৩৭৬) (ক) যে ডিক্রীর কি আজ্ঞার উপর এতৎক্রমে আপীল হইবার অনুমতি থাকিলেও আপীল উপস্থিত করা যায় নাই, তদ্দ্বারা, কিম্বা

(খ) যে ডিক্রীর কি আজ্ঞার উপর এতৎক্রমে আপীল করিবার অনুমতি নাই তদ্দ্বারা, কিম্বা

(গ) ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত হইতে প্রশ্ন অর্পিত হইয়া যে বিচার করা যায় তদ্দ্বারা, কোন ব্যক্তি আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত জ্ঞান করিলে,

ও ঐ ডিক্রী করণ কিম্বা ঐ আজ্ঞা হওন সময়ে উপযুক্ত-মতে যত্ন করিলেও যে বিষয়ের কি প্রমাণের কথা জ্ঞাত ছিলেন না, কিম্বা যাহা উপস্থিত করা যাইতে পারে নাই, এমত নূতন ও গুরুতর বিষয়ের কি প্রমাণের সন্ধান পাওয়াতে, কিম্বা কাগজপত্রের অভিমুখেই যে ভুল কি ভ্রম দৃষ্ট হয় তৎপ্রযুক্ত, কিম্বা বিশিষ্ট অন্য কোন কারণে, তিনি আপনার বিপক্ষ ডিক্রীর কি আজ্ঞার সমালোচন হওয়ার ইচ্ছুক হইলে,

যে আদালত ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞা করিলেন সেই আদালতে কিম্বা উক্ত আদালতের কার্য্য অন্য আদালতে অর্পণ করা গিয়া থাকিলে সেই আদালতে বিচারের সমালোচনা হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমা সংক্রান্ত কোন ব্যক্তি ডিক্রীর উপর আপীল না করিলে, অন্য ব্যক্তির আপীল উপস্থিত থাকিতেও তিনি

ঐ বিচারের সমালোচন প্রার্থনা করিতে পারিবেন। কিন্তু প্রার্থক ও আপেলাণ্ট এই উভয়ের পক্ষে আপীলের হেতু সাধারণ হইলে, কিম্বা রিস্পাণ্ডেণ্ট হওয়াতে যে বিষয়ের সমালোচন প্রার্থনা করেন তাহা আপীল আদালতে উপস্থিত করিতে সক্ষম হইলে, ঐ সমালোচন প্রার্থনা করিতে পারিবেন না ইতি। *

* "ছানী" শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফা নিষ্পত্তি হইলে বিবাদী ১০৮ ধারামতে যে প্রার্থনা করে তাহাকে ছানী বলাহয়, দ্বিতীয়তঃ আপীল আদালত হইতে মোকদ্দমা ফেরত আসিলে তাহাকেও ছানী বলাহয় এবং এই ধারার প্রার্থনাও ছানী বলা হয়। এইরূপ এক শব্দ নানা অর্থে ব্যবহার করাতে অনেক দোষ ঘটে। সে যাহা হউক অতঃপর ছানী শব্দটি এককালে উঠিয়া গেল। ১০৮ ধারার প্রার্থনাকে "ডিক্রী অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনা,, আপীল আদালত হইতে মোকদ্দমা ফেরত আসিলে তাহাকে "ফেরত আসা মোকদ্দমা, এবং এই ধারামতে পুনর্বিচারের প্রার্থনাকে "সমালোচন,, বলিতে হইবে। সমালোচনের হেতু তিনটী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। (১) নূতন এবং প্রয়োজনীয় প্রমাণের অনুসন্ধান পাওয়া (২) নথি দৃষ্টেই প্রকাশ পায় এমন কোন ভ্রম (৩) অন্য কোন যথেষ্ট কারণ। এই তৃতীয় হেতু অতিবিস্তৃত, ইহার মধ্যে সকল কথাই আসিতেপারে এবং এই সাধারণ কথার বলেই সচরাচর অনেক স্থলে সমালোচনের জন্য প্রার্থনাকরা হয় কিন্তু এই তৃতীয় হেতু ছায়া মাত্র। প্রথম ও দ্বিতীয় হেতু ভিন্ন অন্য হেতু আছে ইহা মনে করা ভ্রান্তিমাত্র। হাইকোর্ট বলেন যে "আইন ব্যাখ্যা সম্বন্ধে এই একটী সর্ব্ববাদী সম্মত নিয়ম যে বিশেষ কথা দ্বারা সাধারণ কথার অর্থ শাসিত ও সংকীর্ণ হয়, অতএব আমাদের বিবেচনায় এই দুই ধারাতে যে সাধারণ কথা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার অর্থ উহার অগ্রবর্ত্তী বিশেষ শব্দ দ্বারা সংকীর্ণ হইয়াছে সুতরাং কেবল নূতন প্রমাণের আবিষ্কার কিম্বা একটা স্পষ্ট ভ্রম সংশোধনের জন্য কিয়ৎ সদৃশ কোন হেতুতে পুনর্বিচারের প্রার্থনা গ্রাহ্য হইতে পারে,,। রায় মেঘরাজ বং বিজয় গোবিন্দ বরাল। ১ ইঃ লাঃ বিঃ ১৯৭। ঐ মোকদ্দমার সময় ৮ আইন প্রচলিত ছিল এবং সেই আইনের ৩৭৬ ও ৩৭৮ ধারা সম্বন্ধে ঐরূপ নিষ্পত্তি হয়; কিন্তু সেই দুই ধারার পরিবর্ত্তে এক্ষণে ৬২৩ এবং ৬২৬ ধারা হইল সুতরাং ঐ ব্যাখ্যামতে এক্ষণও ঐ তৃতীয় হেতু অকর্ম্মণ্য হইতেছে। "অন্য কোন যথেষ্ট কারণ,, বলিয়া যে তৃতীয় হেতু আছে ঐ হেতুটি অতিবিস্তৃত কিন্তু হাইকোর্ট বলেন যে ইহার পূর্ব্বে যে বিশেষ২ স্থল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তৎ সদৃশ স্থল

ভিন্ন যে সে কারণে পুনর্বিচার গ্রাহ্য হইবে না; ঐ বিস্তৃত ভাষার সংকীর্ণ অর্থ করিতে হইবে। উক্ত নিষ্পত্তি ১৮৭৫ সনের এপ্রিল মাসে হইয়াছে এবং জুন মাসে উহা প্রকাশিত হইয়াছে, ব্যবস্থাপক সমাজের যদি ভিন্ন মত হইত তবে এই আইনের ভাষা পূর্ব্ব আইনের ভাষাহইতে ভিন্ন করিয়া দিতে পারিতেন কিন্তু তাহা তাঁহারা করেন নাই সুতরাং ঐ ব্যাখ্যাই প্রবল থাকিতেছে। দাবিদারীর বিচারের সমালোচনা হইতে পারে বলিয়া পূর্ব্বেই অবধারিত হয় (৭ উঃ রিঃ ৭৯) কিন্তু এইক্ষণে এইধারার প্রথম প্রকরণেই তাহার বিধান প্রায় স্পষ্টাক্ষরে হইল। ডিক্রী জারিতে যে আদেশ হয় তাহার উপর এই ধারা খাটে। হারাধন মুখোপাধ্যায় বং চন্দ্রমোহনরায় পূঃ অঃ এইক্ষণে সেই কথা বিধিবদ্ধ হইল। নিষ্পত্তির পর হাইকোর্ট আইনের ব্যাখ্যা ভিন্ন প্রকার করিয়াছেন বলিয়া সমালোচনার প্রার্থনা হইতে পারে কিন্তু ৯০ দিন গতে ঐরূপ প্রার্থনা হইলে কেবল ঐ কারণে তাহা গ্রাহ্যকরা উচিতনয়। ৬ উঃ বিঃ ১৭৬ এবং ৯ উঃ রিঃ ১৮১। ৯০ দিন গতে পুনর্বিচার গ্রাহ্যহইলে দুইটি আদেশ করা হয়। প্রথমতঃ ঐ প্রার্থনাপত্র গ্রহণকরা, দ্বিতীয়তঃ ঐ প্রার্থনা মঞ্জুর করা। মোকদ্দমা আপীল হইলে ঐ প্রথম আদেশ সম্বন্ধে যে আপত্তি হয় তাহা আপীল আদালত শুনিতে পারেন। শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী বং বৃন্দাবন চন্দ্র রায়। ৯ উঃ রিঃ ১৮১ পূঃ অঃ)। ডিক্রীতে সুদের কথা না থাকিলে ঐ সুদের কথা লেখাইবার জন্য ডিক্রীদার যে দরখাস্ত করে তাহা পুনর্বিচারের প্রার্থনার মধ্যে গণ্য নহে। জাহেরা হোশেন বং মসম্মত হৈদন ১১ উঃ রিঃ ১১২। প্রমাণের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হইয়াছে বলিয়া আপীল হইতে পারে কিন্তু সমালোচন হইতে পারে না ১ ইণ্ডিয়ানজুরিষ্ট ১৪৭ পূঃ অঃ এবং বাঃ লঃ রিঃ অধিবেশন নিষ্পত্তি বহির ৩৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। আইনঘটিত ভুল হইলে সমালোচনা হইতে পারে বলিয়া পিকক সাহেব নিষ্পত্তি করেন ১০ উঃ রিঃ ১৪৩ কিন্তু পূর্ব্বে ইহার বিরুদ্ধ নজীর ছিল ৯ উঃ রিঃ ১৬১ এবং সম্প্রতিও বিরুদ্ধ নজীর হইয়াছে। ১৮৭৪ সনে সবজজ কোন মুনসেফের হুকুম বহিত করেন তৎপরে বাদী ১৮৬৯ সনের একটী এবং ১৮৭৩ সনের আর একটী নজীরের বলে পুনর্বিচারের প্রার্থনা করে। সবজজ পুনর্বিচারের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া মুন্সেফের হুকুম বহাল করেন কিন্তু খাসআপীলে হাইকোর্ট বলেন যে প্রথম বিচারের সময় পক্ষগণকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া আসা উচিত সুতরাং প্রথম বিচারের সময় সকল আইন কি নজীর দেখাইতে পারে নাই বলিয়া কেহ পুনর্বিচারের প্রার্থনা করিতে পারে না; আইনঘটীত ভ্রম হইয়াছে দেখিলে পক্ষগণ আপীল করিতে পারে মাত্র; অতএব সবজজের প্রথম নিষ্পত্তিই বহাল হইল। এলেম বং বাসীর। ১ ইঃ লাঃ রিঃ ১৮৪। যদি পুনর্বিচার গ্রাহ্য করা সম্বন্ধে অনিয়ম হইয়া থাকে তবে আপীল আদালত তাহা দেখিতে পারেন। ভৈরবচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরি পূঃ অঃ ২১ বাঃ লাঃ রিঃ ৪২৩। পুনর্বিচারের প্রার্থনার পর আপীল রুজু হইলে

যাহার নিকট সমালোচন হওয়ার প্রার্থনা হইতে পারিবে তদ্বিষয়ের কথা।

৬২৪ ধারা। যে স্থলে পূর্ব্বোক্ত নূতন ও গুরুতর বিষয়ের কি প্রমাণের সন্ধান পাওয়া যায়, কিম্বা ডিক্রীর অভিমুখেই শব্দাদির কোন ভ্রম স্পষ্ট থাকে এমত স্থলভিন্ন, হাই কোর্টের বিচারছাড়া অন্য বিচারের সমালোচন প্রার্থনা হইলে, যে বিচারপতির বিচার হয় তদ্ভিন্ন কোন বিচারপতির নিকট সেই প্রার্থনা হইতে পারিবে না ইতি। *

সমালোচনহওয়ার প্রার্থনা পত্র লিখিবার পাঠের কথা।

৬২৫ ধারা। আপীল করিবার পাঠের যে বিধি পূর্ব্বভাগে লেখা গেল, শব্দাদি প্রয়োজনমতে পরিবর্ত্তন করিলে, সেই বিধি সমালোচনের প্রার্থনাপত্রের ও প্রতি খাটে ইতি।

পুনর্বিচারের প্রার্থনার বিচার হইতে পারিবে। ভাবচন্দ্র মজুমদার বং রাম গঙ্গা সেন পৃঃ অঃ বাঃ লাঃ রিঃ ৩৮২। কিন্তু এখন হইল যে আপীল হইলেও সমালোচনের প্রার্থনা হইতে পারিবে; তবে যদি প্রার্থী এবং আপীলান্টের অসন্তোষের কারণ এক হয় অথবা প্রার্থী রেস্পাণ্ডেণ্টের স্থলে থাকিয়া তাহার আপত্তির বিচার আপীল আদালত দ্বারা হইতে পাবে তবে সে স্থলে সমালোচন গ্রাহ্য হইবে না। খাস আপীল নিষ্পত্তির পরেও ফয়সলা লিখিতে আমলার কোন ভ্রম থাকিলে সেই ভ্রম সংশোধন হইতে পাবে। উমানন্দ রায় বং সতীশ চন্দ্র রায় ৯ উঃ রিঃ ৪৭১।

* নূতন প্রমাণের আবিষ্কার কি ফয়সলা লিখিতে স্পষ্ট ভ্রম এই দুই কারণ হইলে যিনি প্রথমে মূল মোকদ্দমা বিচার করেন নাই তাঁহার কাছেও পুনর্বিচার হইতে পারে, কিন্তু ঐ দুই কারণ ভিন্ন অন্য কারণে প্রার্থনা করিতে হইলে প্রথম বিচারকের নিকট ভিন্ন হইবে না। হাই কোর্টে এই নিয়ম খাটে না। মন্তব্য যে এই ধারাতে "শব্দাদির কোন ভ্রম,, লেখা আছে কিন্তু পূর্ব্ব ধারাতে "ভুল কি ভ্রম,, শব্দ প্রয়োগ আছে সুতরাং পূর্ব্ব ধারার ভাষা অপেক্ষাকৃত অধিক বিস্তৃত। যথা—কালীকান্ত লিখিতে কালীকুমার লিখিলে সেটী "শব্দের ভ্রম,, কিন্তু ১৮৭১ সনের কবুলতি রেজেষ্টরি হয় নাই বলিয়া যদি আদালত অগ্রাহ্য করেন অথচ দলীলখানি বাস্তবিক ১৮৬১ সনের এবং তৎকালে কবুলতি রেজেষ্টরি করা আবশ্যক ছিল না এরূপ হয় তাহা হইলে সেইটী "শব্দের ভ্রম ,, নয়, সেটী "ভুল কি ভ্রম,, মধ্যে গণ্য এবং সেইরূপ কারণে সমালোচনার প্রার্থনা করিতে হইলে প্রথম বিচারকের কাছেই করিতে হইবে।

প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করণ বিষয়ক কথা।

৬২৬ ধারা। (৮। ৩৭৮) সমালোচন করিবার প্রচুর কারণ নাই আদালত ইহা দেখিতে পাইলে, ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন।

প্রার্থনা গ্রাহ্য করণ বিষয়ক কথা।

সমালোচন হওয়ার প্রার্থনা গ্রাহ্য করা উচিত, আদালতের এই অভিমত থাকিলে, তাহার অনুমতি দিবেন, ও বিচারপতি স্বহস্তে সেই অভিমতের কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন

উপবিধি।

পরন্তু (ক) যে ডিক্রীর সমালোচন প্রার্থনা করা যায়, বিপক্ষ পক্ষ যেন উপস্থিত হইয়া সেই ডিক্রীর প্রতিপোষক কথা শুনাইতে পারেন এই নিমিত্ত তাঁহাকে নোটিস দেওয়া না গেলে তদ্রূপ প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে না। এবং

(খ) প্রার্থক নিজ কথনমতে যাহা জানিতেন না কিম্বা ডিক্রী কি আজ্ঞা হওন সময়ে যাহা উপস্থিত করিতে পারিলেন না এমত নূতন বিষয়ের কি প্রমাণের সন্ধান পাওয়া প্রযুক্ত সমালোচনের প্রার্থনা হইলে, তাঁহার সেই উক্তির অতি দৃঢ় প্রমাণ না হইলে ঐ প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে না ইতি।

আদালতে দুই কি তদধিক জন জজ থাকিলে সমালোচনের প্রার্থনাপত্রের কথা।

৬২৭ ধারা। (৮। ৩৭৯) যে ডিক্রীর কি আজ্ঞার সমালোচনের প্রার্থনা করা যায়, তাহা যে বা যে২ বিচারপতি করিলেন, তিনি কি তাঁহারা কি তাঁহাদের কোন ব্যক্তির ঐ সমালোচনের প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করণ সময়ে ঐ আদালতে নিযুক্ত থাকিলে, ও প্রার্থনা হওয়ার অব্যবহিত পর ছয় মাস

পর্য্যন্ত অনুপস্থানহেতুক কি অন্য কারণে ঐ প্রার্থনার উল্লিখিত ডিক্রী কি আজ্ঞা বিবেচনা করিতে তাঁহার কি তাঁহাদের বাধা না থাকিলে, ঐ বিচারপতি কি বিচারপতিগণ কি তাঁহাদের কোন ব্যক্তি ঐ প্রার্থনা শুনিবেন, ও ঐ আদালতের অন্য বিচারপতি কি বিচারপতিরা ঐ প্রার্থনা শুনিবেন না ইতি।

প্রার্থনা অগ্রাহ্য হওয়ার কথা।

৬২৮ ধারা। একের অধিক জন বিচারপতি সমালোচনের প্রার্থনা শ্রবণ করিলে, ও তাঁহাদের যত জনের একমত হয় তত জনের বিপরীত মত থাকিলে, প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইবে।

অধিকাংশ ব্যক্তির একমত থাকিলে অধিকাংশের সেই মতানুসারে নিষ্পত্তি হইবে ইতি।

আদালতের আজ্ঞা চূড়ান্ত হওয়ার কথা।

৬২৯ ধারা। (৮। ৩৭৮) আদালত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করণের যে আজ্ঞা করেন তাহা চূড়ান্ত হইবে, কিন্তু গ্রাহ্য হইলে নিম্নলিখিত কোন হেতুতে সেই গ্রাহ্য হওয়ার আপত্তি করা যাইতে পারিবে।

(ক) ঐ গ্রাহ্য করণের আজ্ঞা ৬২৪ ধারার বিধানের বিপক্ষ, কিম্বা

(খ) ৬২৬ ধারার বিধানের বিপক্ষ, কিম্বা

(গ) প্রার্থনপত্র উপস্থিত করিবার নির্দ্ধারিত মিয়াদ গত হইলে পর বিশিষ্ট কারণ না থাকিতেও গ্রাহ্য হওন হেতুক।

ঐ প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য করণের আজ্ঞার উপর ঐ আপত্তি তৎক্ষণাৎ আপীলক্রমে করা যাইতে পারিবে, কিম্বা মোকর্দ্দমার শেষ ডিক্রীর কি আজ্ঞার উপর কোন আপীল হইলে ঐ আপত্তি করা যাইতে পারিবে।

প্রার্থকের উপস্থিত না হওয়াপ্রযুক্ত প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে, তিনি সেই অগ্রাহ্য হওয়া প্রার্থনাপত্র পুনরায় নথীর সামিল করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন, ও সেই প্রার্থনা পত্র শুনিবার জন্য যে সময়ে তলব করা যায়, প্রার্থক বিশিষ্ট কোন কারণে সেই সময়ে উপস্থিত হইতে পারিলেন না আদালতের হৃদ্বোধমতে ইহার প্রমাণ হইলে, আদালত খরচা প্রভৃতির বিষয়ে যে নিয়ম উচিত বোধ করেন এমত নিয়ম করিয়া ঐ প্রার্থনাপত্র পুনরায় নথীর সামিল করিতে আজ্ঞা করিয়া, তাহা শুনিবার দিন ধার্য্য করিবেন।

প্রার্থক বিপক্ষপক্ষকে শেষোক্ত প্রার্থনা হওয়ার নোটিস লিখিয়া না দিলে এই ধারামত কোন আজ্ঞা করা যাইবে না।

সমালোচন করিয়া, কিম্বা সমালোচনের প্রার্থনাক্রমে যে আজ্ঞা করা যায় সেই আজ্ঞার সমালোচন হওয়ার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে না ইতি। *

প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য হইলে রেজিষ্টরী করিবার
ও পুনঃশ্রবণের আজ্ঞার কথা।

৬৩০ ধারা। (৮। ৩৮) সমালোচনের প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য হইলে রেজিষ্টরী বহীতে সেই কথা সংক্ষেপে লেখা যাইবে, ও আদালত তৎকালেই মোকদ্দমা পুনঃশ্রবণ করিতে, কিম্বা পুনঃশ্রবণের বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন ইতি।

* পুনর্ব্বিচার গ্রাহ্য হইলে নিম্ন লিখিত হেতুতে আপীল হইতে পারিবে অথবা মূল মোকদ্দমা আপীল হইলে সমালোচনার আদেশ রহিত হইতে পারিবে।

নবম ভাগ।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

চার্টরপ্রাপ্ত হাইকোর্ট সম্পর্কীয় বিশেষ বিধি।

কেবল কোন২ হাই কোর্টের প্রতি এই অধ্যায় খাটিবারি কথা।

৬৩১ ধারা। ভারতবর্ষের মধ্যে হাইকোর্ট স্থাপন করণার্থ আইন নামক মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়মতে যে২ হাইকোর্ট স্থাপিত হইয়াছে বা পশ্চাৎ হইবে, এই অধ্যায় কেবল সেই২ হাইকোর্টের প্রতি বর্ত্তিবে ইতি।

১। প্রথম বিচারকের নিকট ভিন্ন অন্য বিচারকের নিকট নিষিদ্ধ স্থলে সমালোচনার প্রার্থনা হইলে (৬২৪ ধারা),

২। বিপক্ষকে নোটীস না দিয়া সমালোচনার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে,

৩। যে নূতন প্রমাণের অনুসন্ধান পাওয়া উল্লেখে সমালোচনার প্রার্থনা হয় সেই প্রমাণ পূর্ব্বে কিজন্য পাওয়া যায় নাই তদ্বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ গ্রহণ করা না হইলে,

৪। ৯০ দিনের পর যথেষ্ট কারন বিনা প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে,

প্রার্থী অনুপস্থিত থাকার দরুণ যদি সমালোচনার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয় তবে ১৫ দিন মধ্যে সেই সমালোচনা পুনরুত্থাপিত হইতে পারিবে কিন্তু তদ্ভিন্ন সমালোচনার প্রার্থনাপত্রের উপর যে আদেশ হয় তাহার আর সমালোচনা হইবে না। সমালোচনার পরে মোকদ্দমা সম্বন্ধে যে আদেশ হয় তাহার উপরও সমালোচনা চলিবে না। নাছিরুদ্দিন খাঁর মোকর্দ্দমায় পূর্ণাধিবেশন নিষ্পত্তি করেন যে সমালোচনার উপর সমালো পারে, অতঃপর সে. নিষ্পত্তি স্পষ্টাক্ষরে রহিত হইল।

হাই কোর্টের প্রতি এই আইন খাটিবার কথা।

৬৩২ ধারা। এই অধ্যায়ে ভাবান্তরের বিধান না থাকিলে, এই আইনের বিধান পূর্ব্বোক্ত হাইকোর্টের প্রতি খাটিবে ইতি।

স্বীয় বিধিমতে হাইকোর্টের বিচার লিপিবদ্ধ করিবার কথা।

৬৩৩ ধারা। হাইকোর্ট সময়ে২ কোন বিধি করিয়া যে-রূপে আদেশ করেন সেইরূপে প্রমাণ লইবেন ও বিচার ও আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন ইতি।

খরচা নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে ডিক্রী জারীর আজ্ঞা করিবার ও পশ্চাৎ খরচা সম্পর্কে জারী করিবার ক্ষমতার কথা।

৬৩৪ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণ-পক্ষে হাইকোর্টের সাধারণ ক্ষমতাক্রমে যে ডিক্রী করা যায়, সেই মোকর্দ্দমায় যত খরচা লাগে টাক্স করণের দ্বারা ইহা নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে সেই ডিক্রী প্রবল করা উচিত, হাইকোর্ট এমত বোধ করিলে, ডিক্রীর যে অংশে খরচসম্পর্কীয় কথা আছে তদ্ভিন্ন ঐ ডিক্রীর অন্য অংশ অগৌণেই জারী করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন,

ও ঐ ডিক্রীর যে অংশে খরচ সম্পর্কীয় কথা আছে, যত খরচ লাগিবে টাক্স করণ দ্বারা ইহা নির্ণয় করা গেলেই, সেই অংশ সম্পর্কে ঐ ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

অনুমতি না পাইলে কোর্টের প্রতি আটর্নিদের বক্তৃতা করিতে না পারিবার কথা।

৬৩৫ ধারা। কোর্টের প্রতি চার্টরক্রমে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল, কোর্ট তদনুসারে কার্য্য করিয়া, অনুমতি না দিলে,

দেওয়ানী মোকর্দ্দমা আদৌ বিচার করণের সাধারণ ক্ষমতামত কার্য্যকারি কোর্টে কোন ব্যক্তির পক্ষ হইয়া অন্য ব্যক্তির অন্য ব্যক্তির বক্তৃতা করিবার কি সাক্ষির সাক্ষ্য লইবার কিম্বা আডবোকেট ও উকীল ও আটর্ণি বিষয়ে হাই কোর্টের বিধি করণের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা যে দেওয়া গেল, এই আইনের কোন কথাতে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

মোকদ্দমার আটর্ণির দ্বারা হাইকোর্টের পরওয়ানা জারী হইতে পারিবার কথা।

৬৩৬ ধারা। দেওয়ানী মোকর্দ্দমা আদৌ বিচার করণ-পক্ষে হাইকোর্টের সাধারণ কিম্বা সাধারণাতীত ক্ষমতামতে এবং বিবাহ ও উইলবিষয়ক বিচার ও যাঁহারা উইল না লিখিয়া মরেন তাঁহাদের বিষয় বিচার করিবার ক্ষমতামতে কার্য্য হওনক্রমে, ৬৪ ধারামত প্রতিবাদিদের নামে প্রচারিত সমনভিন্ন ও ডিক্রী জারীর পরওয়ানা ও ৫৫৩ ধারামত নোটিসভিন্ন, দলীল আনিয়া দেখাইবার যে নোটিস, ও সাক্ষি-দের নামে যে সমন, ও আদালত সম্পর্কীয় অন্য যে পরও-য়ানা বাহির হয়, তাহা মোকর্দ্দমার আটর্ণিদের দ্বারা, কিম্বা তাঁহাদের নিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা, কিম্বা হাইকোর্ট সময়ে২ কোন বিধি কি আজ্ঞাক্রমে অন্য যে ব্যক্তিদের দ্বারা জারী করিবার আদেশ করেন তাঁহাদের দ্বারা জারী করা যাইতে পারিবে ইতি।

যে কার্য্য বিচার সম্পর্কীয় নয় রেজিষ্ট্রারের দ্বারা সেই কার্য্য হইতে পারিবার কথা।

৬৩৭ ধারা। বিচার কার্য্য না হইয়া কিম্বা বিচার কার্য্যের ভাবপন্ন যে কার্য্য এই আইনমতে বিচারপতির দ্বারা করা

যাইবার আদেশ থাকে তাহা, এবং ৩৯৪ ধারামতে হিসাব পরীক্ষা ও নিষ্পত্তি করণার্থে নিযুক্ত আমীনের দ্বারা যে কার্য্য করা যাইতে পারে, তাহা কোর্টের রেজিষ্ট্রারের দ্বারা, কিম্বা কোর্টের অন্য যে কার্য্যকারককে ঐ কোর্ট সেই কর্ম্ম করিতে আদেশ করেন তাঁহার দ্বারা করা যাইতে পারিবে।

এই ধারার মর্ম্মানুসারে যে২ কার্য্য বিচার কার্য্য নয়, ও যাহা বিচারকার্য্যের ভাবাপন্ন বলিয়া জানা যাইবে, হাই কোর্ট সময়ে২ বিধি করিয়া ইহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন ইতি

দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণের ক্ষমতাপক্ষে হাই কোর্টের প্রতি যে২ ধারা না খাটে তাহার কথা।

৬৩৮ ধারা। হাই কোর্ট দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচারকরণ পক্ষে সাধারণ বা সাধারণাতীত ক্ষমতামতে কার্য্য করিলে, তাঁহার প্রতি এই আইনের এই২ অংশ বর্ত্তিবে না, বিশেষতঃ ১৬ ও ১৭ ধারা ও ৫৪ ধারার (ক) ও (খ) প্রকরণ ও ৫৭ ও ১১৯ ও ১৬০ ও ১৮২ অবধি ১৮৫ পর্য্যন্ত সকল ধারা ও ১৮৭ ও ১৮৯ ও ১৯০ ও ১৯১ ও সাক্ষ্য লওনের নিয়ম বিষয়ে যতদূর সম্পর্ক থাকে তত দূর ১৯২ ধারা ও ১৯৮ অবধি ২০৬ পর্য্যন্ত সকল ধারা ও ২৬১ ও মর্ম্মাত্মকপত্র লেখন বিষয়ে যত দূর সম্পর্ক থাকে তত দূর ৪০৯ ধারা,

এবং আপীলী মোকর্দ্দমার বিচার করণের ক্ষমতাপক্ষে কার্য্য করণকালে ৫৭৯ ধারা হাইকোর্টের প্রতি বর্ত্তিবে না।

ঋণ শোধে অক্ষম ব্যক্তিদের সম্পর্কে হাই কোর্টের বিচারাধিপত্য প্রতি এই আইন না বর্ত্তিবার কথা।

যোত্রহীন ঋণীদের বিচারার্থ আদালতস্বরূপ কোন হাই-

কোর্টের বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করণ সম্পর্কে এই আইনের কোন কথা বিস্তৃত হইয়া বর্ত্তিবে না ইতি।

পাঠ নিরূপণ করিবার ক্ষমতার কথা।

৬৩৯ ধারা। (২৩। ৪০) হাইকোর্ট সময়েং ও... ... আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যের বিবরণ লিখিবার পাঠের বিধান, ও আমলাগণের যেং বহী রাখিতে ও তন্মধ্যে যেং কথা ও হিসাব লিখিতে হইবে তাহার বিধি করিতে সক্ষম হইবেন ইতি।

দশম ভাগ।

ঊনপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

কোনং স্ত্রীলোকদের আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত থাকার কথা।

৬৪০ ধারা। (৮। ২১) দেশের আচার ও রীত্যনুসারে যে স্ত্রীলোকদিগকে বলপূর্ব্বিক প্রকাশ স্থানে আনা উচিত নয়, তাঁহারা স্বয়ং আদালতে প্রবেশনহইতে মুক্ত থাকিবেন।

কিন্তু দেওয়ানী পরওয়ানা জারীকরণক্রমে ঐ প্রকারের স্ত্রীলোককে যে ধরা যাইতে পারে না, এই ধারার কোন কথাক্রমে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি। *

---

* বর্দ্ধমানের মহারানী বং সারদাসুন্দরীর মোকদ্দমায় পূর্ণাধিবেশন যে নিষ্পত্তি করেন তাহাই এক্ষণে বিধিবদ্ধ হইল। কিন্তু পিকক সাহেবের রায়ের ভাব এই যে ডিক্রী সাধনের অন্য উপায় না থাকা স্থলেই মান্যা স্ত্রীলোককে ধৃত করিবার আদেশ হইবে; অন্য উপায় থাকিলে আদালত সে প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহেন।

কোনং ব্যক্তিকে আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

৬৪১ ধারা। (৮। ২২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন ব্যক্তির শ্রেণী বিবেচনায় তাঁহাকে আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত থাকার স্বত্ববান জ্ঞান করিলে, রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে স্বয়ং আদালতে প্রবেশনহইতে মুক্ত করিতে পারিবেন, ও তদ্রূপ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া সেই অনুমতি রহিতও করিতে পারিবেন।

যাঁহাদিগকে মুক্ত করা যায় নিম্নআদালতে তাঁহাদের নাম নির্ঘণ্ট রাখিবার কথা।

যাঁহাদিগকে তদ্রূপে মুক্ত করা যায়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং হাইকোর্টে তাঁহাদের নাম ও নিবাস জানাইবেন, ও তাঁহাদের নামনির্ঘণ্ট সেই কোর্টে রাখা যাইবে, ও তদ্রূপ যে ব্যক্তিরা হাইকোর্টের অধীন যেং আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে বাস করেন তাঁহাদের নামনির্ঘণ্ট সেইং অধীন আদালতে [illegible]খিতে হইবে।

[illegible] অনুগ্রহের দাওয়া হইলে আমীন নিযুক্ত করার প্রয়োজন হওয়াতে খরচের কথা।

তদ্রূপে [illegible] করা কোন ব্যক্তি সেই মুক্তিরূপ অধিকারের দাওয়া [illegible] যদি তাঁহার সাক্ষ্য লইবার জন্যে আমীনকে নিযুক্ত ক[illegible]শ্যক হয়, তবে যিনি তাহার সাক্ষ্য চাহেন তিনি সে[illegible]মীনের খরচা না দিলে ঐ ব্যক্তির নিজেই ঐ খরচ দি[illegible] হইবে ইতি। *

* রাজা [illegible] সিংহ সম্বন্ধে নর্মান সাহেব ১৮৬৫ সনে এই নিয়ম [illegible]রূপে করেন, তিনি বলেন যে আদালত প্রবেশন হইতে মুক্ত হইবার অধি[illegible]

যাঁহারা আসেধ হইতে মুক্ত তাঁহাদের কথা।

৬৪২ ধারা। কোন জজ কি মাজিষ্ট্রেট কি অন্য বিচার পতি যে সময়ে আপন আদালতে যাইতেছেন কি অধিবেশন করেন কি তথাহইতে ফিরিয়া যাইতেছেন সেই সময়ে তাঁহাকে ধৃত করা যাইতে পারিবে না।

ও পশ্চাৎ লিখিত বিধানের স্থলভিন্ন, মোকদ্দমার উভয় পক্ষ ও তাঁহাদের উকীলেরা ও স্বীকৃত মোক্তারেরা ঐ মোকদ্দমার উপলক্ষে যে সময়ে দেওয়ানী আদালতে যাইতেছেন কি উপস্থিত থাকেন ও যে সময়ে ঐ আদালতহইতে ফিরিয়া আসিতেছেন সেই সময়ে তাঁহাদিগকে এই আইনমতে ধৃত করা যাইবে না সাক্ষিরাও যে সময়ে সমন অনুসারে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও সেই সময়ে ধৃত করা যাইবে না ইতি। *

কার গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন বটে কিন্তু পক্ষগণকে অতিরিক্ত খরচার দায়ী করিবার অধিকার দেন নাই, এই নজীর একণে বিধিবদ্ধ হইল। আদালতে [illegible] মুক্ত ব্যক্তিরা সত্য [illegible] করিতে বাধ্য নহেন এমন নহে। দীনু সিংহ রায় বং ঈশান চন্দ্র [illegible] ২ ওয়াইমান ২৫৩। ডিক্রী জারীতে তাঁহাদের নামে গ্রেপ্তারি [illegible] হইতে পারে। বর্দ্ধমানের মহারাণীর নজীর।

* এই আইনের বিধানমতে কোন পরওয়ানাতে গ্রেপ্তার হইবার নিষেধ থাকিলে কিন্তু ফৌজদারি আদালতের পরওয়ানাতে গ্রেপ্তার হইবার বাধা থাকিল না। এবং ফৌজদারি মোকদ্দমার উকীল মোক্তার কি পক্ষগণকে এই আইনমতে গ্রেপ্তার করিবার বাধা থাকিল না তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই নিয়মটী বিচার কার্য্যের সুবিধার জন্য হইয়াছে সুতরাং সাধারণ যুক্তি মতে ফৌজদারি আদালতের সাক্ষীকেও গ্রেপ্তার করা উচিত নহে। পুলিস কোর্টের সমনমতে ভুবন মোহন সেওগি পুলিস আপিসে উপস্থিত থাকে এমন সময় ছোট আদালতের ডিক্রীজারীতে সে ব্যক্তি ধৃত হয়। ছোট আদা-

কোনং অপরাধের স্থলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৬৪৩ ধারা। (২৩। ১৬,১৯) কোন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত মোকদ্দমা কি মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্য চলন সময়ে, কিম্বা কোন মোকর্দ্দমায় প্রমাণস্বরূপ যে দলীল উপস্থিত করা যায়, তৎসম্পর্কে, আদালতের বিবেচনায় ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৯৩, ১৯৬, ১৯৯, ২০০, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ৪৬৩, ৪৭১, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬ *কি ৪৭৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন অপরাধের অভিযোগ মাজিষ্ট্রেটের তদন্ত লওনার্থে প্রেরণ করিবার প্রচুর কারণ থাকিলে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতের উঠিয়া না যাওনের সময় পর্য্যন্ত আটক রাখিয়া, প্রহরির জিম্মায় দিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহার উপস্থিত হওয়ার হাজিরজামিন লইতে পারিবেন।

আদালত মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ সংক্রান্ত প্রমাণ ও দলীল পাঠাইবেন, ও কোন ব্যক্তিকে সেই মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেট সেই অভিযোগ গ্রহণ করিয়া তৎসম্পর্কে আইন অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন ইতি। *

লতের প্রধান জজ অবধারণ করিলেন যে ঐ ব্যক্তি অবশ্যই খালাস পাইবে। ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা ২রা আগষ্ট ১৮৭৭ সন। কিন্তু যে ব্যক্তি আদালতকে অবজ্ঞা করিয়াছে সে সাক্ষীস্থলেও গ্রেপ্তার হইতে পারিবে। জন বং কার্টার ৪ বাঃ লাঃ রিঃ ৯১। বলা বাহুল্য যে ৬৪৩ ধারামতে সকলেই গ্রেপ্তার হইতে পারিবে।

* পূর্ব্ব আইনে দণ্ডবিধি আইনের ৪৭৩ এবং ৪৭৭ ধারার অপরাধ

চতুর্থ তফসীলের পাঠের কথা।

৬৪৪ ধারা। ৬৩৯ ধারায় ও মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়ের ১৫ ধারায় হাই কোর্টের প্রতি যে ক্ষমতা প্রদান করা গেল তাহা প্রবল মানিয়া, এই আইনের চতুর্থ তফসীলের উল্লিখিত নানা পাঠের কথা প্রত্যেক স্থলের ভাবগতিকের প্রয়োজনমতে পরিবর্ত্তন করিয়া, ঐ২ পাঠের উল্লিখিত কার্য্যপক্ষে ব্যবহার হইতে পারিবে ইতি।

অধীন আদালতের ভাষার কথা।

৬৪৫ ধারা। এই আইন প্রচলিত হওনসময়ে হাইকোর্টের অধীন কোন আদালতে যে ভাষা চলন আছে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত সেই অধীন আদালতে সেই ভাষা চলন থাকিবে।

কিন্তু যে ভাষাটি উক্ত কোন আদালতের চলন ভাষা হইবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহা সময়ে২ নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন ইতি।

সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা ছিল না। অর্থাৎ কৃত্রিম দলীল ব্যবহার করিবার ইচ্ছায় দখলে রাখা এবং চরমপত্র প্রভৃতি নষ্ট করা সম্বন্ধীয় অপরাধ অনুসন্ধান করণের ক্ষমতা ছিল না। দেওয়ানী আদালত কোন ২ স্থলে নিজে তদন্ত করিয়া দাযরা সুপরদ্দ করিতে পারেন তাহার কথা এইস্থলে থাকিল না, কিন্তু ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইনের ৪৭৪ ধারা বদ্দ হইল না এবং সেই ধারাতে এই ক্ষমতা আছে, ও দেওয়ানী আদালত স্বল্পীয় বিচারে মেজিষ্ট্রেটের সমুদয় ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারেন। আদালত অবজ্ঞা সম্বন্ধে দণ্ড করার বিধান এই আইনে থাকিল না। কারণ ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইনের ৪৩৫, ৪৩৬ ধারায় ইহার বিধান আছে। অবজ্ঞার দরুণ দণ্ড করিলে কি অপরাধে দণ্ড হইল আসামী কি আপত্তি দর্শাইয়াদিল তাহা নথিতে প্রকাশ থাকিবে এবং বিচার কার্য্যের বাধা কি অবমাননা করিলে আদালত সেই সময় কি বিচার কার্য্য করিতেছিলেন এবং কিরূপ অবমাননা করা কি বাধা দেওয়া হইয়াছে তাহা নথিতে লিখিত থাকা আবশ্যক ১৮৭২ সনের ১০ আইনের ৪৩৫ ধারা।

ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের রেজিষ্ট্রারদের মোকদ্দমার বর্ণনা করিবার কথা।

৬৪৬ ধারা। আইনঘটিত কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ আচারঘটিত বিষয়ে কিম্বা দলীলের যে অর্থদ্বারা নিষ্পত্তির দোষগুণের পক্ষে ফল দর্শিতে পারে সেই অর্থবিষয়ে ক্ষুদ্র মোকর্দ্দমার আদালতের রেজিষ্ট্রারের কোন সন্দেহ থাকিলে, তিনি বিচারপতির অভিমত জানিবার নিমিত্ত সেই বিষয়ের বর্ণনা করিতে পারিবেন। এবং এই আইনে বিচারপতির কোন বিষয় বর্ণনাকরণ সম্পর্কে যে২ বিধান আছে, প্রয়োজন মতে শব্দাদি পরিবর্ত্তন করিলে সেই২ বিধান রেজিষ্ট্রারের উক্ত বিষয় বর্ণনা করণের প্রতি বর্ত্তিবে ইতি।

মোকদ্দমা ঘটিত কার্য্যের কথা।

৬৪৭ ধারা। (২৩। ৩৮) এই আইনের নির্দ্ধারিত কার্য্যপ্রণালী যত দূর খাটিতে পারে, মোকদ্দমা ও আপীলভিন্ন দেওয়ানী কোন আদালতে মোকর্দ্দমাঘটিত সকল কার্য্যে তত দূর খাটিবে।

আফিডেবিট প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য করিবার কথা।

কোন আফিডেবিট যে বিষয় সম্পর্কীয় হয় উক্ত প্রকারের মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যে হাইকোর্ট সময়ে২ সেই২ বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ সেই আফিডেবিট গ্রাহ্য হইবার বিধি করিতে পারিবেন। ও সেই২ বিধি স্থানবিশেষের রাজকীয় গেজেটে প্রচার করা গেলে, আইনের তুল্য বলবৎ হইবে ইতি। *

যে ব্যক্তিকে ধৃত বা যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে তাহা জিলার বহির্ভূত স্থানে থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৬৪৮ ধারা। এই আইনমতে যে ব্যক্তিকে ধৃত করিতে

* যথা—ডিক্রীজারীর মোকদ্দমায় ডিক্রীদারের জবানবন্দি লওয়া যাইতে পারে।

বা যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে, সেই ধৃত করিবার পরওয়ানা বা সেই সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা যে জিলার অন্তর্গত আদালতহইতে বাহির হয় ঐ ব্যক্তি কি ঐ সম্পত্তি সেই জিলার বহির্ভূত স্থানে বাস করিলে বা থাকিলে, ঐ আদালত, যে জিলার আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে ঐ ব্যক্তি বা সম্পত্তি থাকে সেই আদালতে আপন পরওয়ানার বা আজ্ঞার নকল, ও ব্যক্তিকে ধৃত বা সম্পত্তি ক্রোক করিতে অনুমান যত খরচ লাগিবে তাহাও পাঠাইবেন।

ঐ জিলার আদালত সেই নকল ও টাকা পাইলে, আপনার আমলাগণের কিম্বা আপনার অধীন কোন আদালতের দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে ধৃত বা ঐ সম্পত্তি ক্রোক করাইবেন, ও যে আদালত ঐ পরওয়ানা বা আজ্ঞা দিলেন বা করিলেন, সেই আদালতে ঐ ধৃত বা ক্রোক হওয়ার কথা জ্ঞাত করিবেন।

এই ধারামতে যে আদালত কোন ব্যক্তিকে ধৃত করেন তিনি, ধৃত করণের পরওয়ানা যে আদালতহইতে বাহির হইয়াছিল সেই আদালতে, ধৃত ব্যক্তিকে পাঠাইবেন ইতি। *

ধৃত বা বিক্রয় করণার্থ কি টাকা দেওনার্থ সকল দেওয়ানী পরওয়ানার প্রতি এই বিধি খাটিবার কথা।

৬৪৯ ধারা। কোন দেওয়ানী আদালত দেওয়ানীমোকর্দ্দমাঘটিত কোন কার্য্যে ব্যক্তিকে ধৃত বা সম্পত্তি বিক্রয় কি টাকা আদায় করণার্থে আদালতের যে কোন পরওয়ানা জারী করিতে চাহেন কি আজ্ঞা করেন, সেই পরওয়ানা জারী করণের প্রতি ১৯ ঊনবিংশ অধ্যায়ের লিখিত বিধি খাটিবে ইতি।

সাক্ষি বিষয়ক বিধি খাটিবার কথা।

৬৫০ ধারা। এই আইনমতে মোকর্দ্দমাঘটিত কোন কার্য্যে

---

* এই বিধানটী অতিপ্রয়োজনীয় কিন্তু পূর্ব্ব আইনে ইহার অভাব ছিল।

যে সকল ব্যক্তির প্রতি সাক্ষ্য দিবার কি দলীল দেখাইবার আদেশ থাকে, তাঁহাদের সকলের প্রতি সাক্ষিদের বিষয়ক ১৪ চতুর্দ্দশ ও ১৫ পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিধান খাটিবে ইতি।

আইনমতে আটক থাকিবা পলায়ন করিবার দণ্ডের কথা।

৬৫১ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি এই আইনমতে কিম্বা কোন দেওয়ানী আদালতের পরওয়ানাক্রমে আপনার বৈধমতে ধৃত হওনের প্রতিরোধ করেন কিম্বা বেআইনীমতে বাধা দেন, কিম্বা এই আইনমতে কি উক্ত পরওয়ানামতে বৈধরূপে আটক রাখা গেলে যদি কোন হেফাজতহইতে পলায়ন করেন কি করিতে উদ্যোগ করেন, তবে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ প্রমাণ হইলে তাঁহার ছয় মাসের অনধিক কারা দণ্ড কি এক সহস্র টাকার অনধিকাঅর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইতে পারিবে ইতি। *

কার্য্যপ্রণালীর উপকরণার্থ বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৬৫২ ধারা। (২৩।৪০)হই কোর্ট সময়েং আপনার তত্ত্বাধীন দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কীয় কোন বিষয়ের বিধান করণার্থে এই আইনের সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন। তদ্রূপ সকল বিধি স্থান বিশেষের রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে, ও প্রকাশ করা গেলে আইনের তুল্য বলবৎ হইবে ইতি।

---

* দেওয়ানী আদালতের আসামি গ্রেপ্তার হইতে পলাইলে তাহার দণ্ডের বিধান দণ্ডবিধি আইনে ছিল না।

প্রথম তফসীল।

(৩ ধারা দেখ।)

ক।—রহিত রাজব্যবস্থা।

বৎসর ও অধ্যায়।	নাম।	যত দূর রহিত হইল।
দ্বিতীয় চারলস্ রাজার ২৯ বৎসরের ৭ অধ্যায়।	সামান্যতঃ রবিবার নামে খ্যাত প্রভুর দিন সম্মান করণার্থ আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

খ।—রহিত আইন।,

সাল ও নম্বর।	বিষয় কি নাম।	যত দূর রহিত করা গেল।
১৮৫০ সা, ৯ আ. — —	সালিসী ও ক্ষতিপূরণ এবং লাভালাভ সম্বন্ধীয় সাক্ষিদের বিষয়ি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের চলিত আইন শুধরিবার আইন	যে অংশ পূর্ব্বে রহিত করা যায় নাই।
১৮৫০ সা, ২৩ আ, — —	মফঃসলের কার্য্যকারকদের করা হুকুম শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে জারী করণের নিমিত্তে আইন	দেওয়ানী আদালতের পরওয়ানা জারী করণের প্রতি যত দূর খাটে তত দূর।

সাল ও নম্বর।	বিষয় কি নাম	যত দূর রহিত করা গেল।
১৮১৬ সা. ৬ আ. — —	বাদপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা বিষয়ক আইন — —	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৩১ সা. ২৬ আ. — —	চতুর্থ উলিয়ম রাজার তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরের আইনের ৪২ অধ্যায় বিস্তৃত করণার্থ আইন	যে অংশ পূর্ব্বে রহিত করা যায় নাই।
১৮৩৮ সা. ১৪ আ. — —	আফিডেবিট লওনার্থ কমিশ্যন বিষয়ক আইন —	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫২ সা. ১৭ আ. — —	বিশেষ মোকদ্দমা বিষয়ক আইন — —	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫২ সা. ৩৩ আ. — —	ডিক্রী প্রবল করণ বিষয়ক আইন — —	সৈন্য সংক্রান্ত ছোট আদালতের ডিক্রীর সঙ্গে যে অংশের সম্পর্ক থাকে তদ্ভিন্ন সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫৫ সা. ৬ আ. — —	ডিক্রী জারির পরওয়ানা বিষয়ক আইন — —	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫৫ সা ৩৪. আ. — —	ডিক্রী জারী করণ বিষয়ক আইন — —	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫৯ সা. ৮ আ. — —	যের দেওয়ানী অদালত রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত হয় নাই তাহার কার্য্যপ্রণালী সহজ করণার্থ আইন — — —	যে অংশ পূর্ব্বে রহিত করা যায় নাই।
১৮৬১ সা. ২৩ আ. — —	১৮৫৯ সালের ৮ আইন সংশোধনার্থ আইন —	যে অংশ পূর্ব্বে রহিত করা যায় নাই।
১৮৬২ সা. ২০ আ. — —	হাই কোর্টের ফী ও ইষ্টাম্পের মাসুল আদায় করণ প্রভৃতির বিধান করণার্থ আইন — —	যে অংশ পূর্ব্বে রহিত করা যায় নাই।
১৮৬২ সা. ২৪ আ. — —	১৮৬২ সালের ২০ আইন প্রবল রাখিবার আইন —	যে অংশ পূর্ব্বে রহিত করা যায় নাই।
১৮৬৩ সা. ৯ আ. — —	দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইন সংশোধনার্থ আইন — — —	সম্পূর্ণ আইন।

১৮৬৩ সা, ১৮ আ.	—	—	কার্য্য স্বচ্ছ ও সফলরূপে নির্ব্বাহ করিবার বিধান করণার্থ আইন — — —	যে অংশ পূর্ব্বে রহিত করা যায় নাই।
১৮৬৩ সা, ৩২ আ.	—	—	১৮৬২ সালের ২০ আইন প্রবল রাখিবার আইন —	যে অংশ পূর্ব্বে রহিত করা যায় নাই।
১৮৬৫ সা, ১১ আ.	—	—	মফঃসলে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত বিষয়ক আইন	৮, ৯, ১০ ধারা ও ১১ ধারার ২ প্রকরণ ও ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ৪২, ও ৪৭ ধারা এবং ৩২ ধারার এই ২ কথা "এই আইনের ২২ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে" এবং "এই আইনের ২২ ও ২৩ ও ২৪ ও ২৫ ধারার পরিগৃহীত।,,
১৮৬৫ সা, ১৪ আ.	—	—	মধ্যপ্রদেশের আদালত বিষয়ক আইন — —	১৭ ও ১৮ ধারা।
১৮৬৫ সা, ১৯ আ.	—	—	পঞ্জাবের আদালত বিষয়ক আইন — —	১৩ ও ১৭ ধারা।
১৮৬৬ সা, ৫ আ.	—	—	হুণ্ডীপ্রভৃতির উপর সরাসরী কার্য্যপ্রণালীর বিধান করণার্থ আইন — — — —	আইনের নামসূচক পদের এই এই কথা, "হুণ্ডীর উপর সরাসরী কার্য্যপ্রণালার বিধান করণার্থ এবং,, হেতুবাদের প্রথমাবধি "বিহিত এবং,, এই পর্য্যন্ত সকল কথা ১ ধারার "হাই কোর্ট,, ও "স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট,, এই দুই শব্দের অর্থ নির্ণায়ক কথা। ২ অবধি ৮ পর্য্যন্ত সকল ধারা। ১৩ ধারা।

সাল ও নম্বর	বিষয় কি নাম।	যত দূর রহিত করা গেল।
১৮৬৬ সা ২৪ আ. — —	উত্তর পশ্চিম দেশের হাইকোর্ট বিষয়ক আইন —	যে অংশ পূর্ব্বে রহিত করা যায় নাই।
১৮৬৭সা. ১০ আ. — —	মফঃস্বলের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের প্রশ্ন বিষয়ক আইন — — —	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৭ সা. ২৬ আ. — —	ইষ্টাম্পের মাসুল বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ আইন — — — —	যে অংশ পূর্ব্বে রহিত করা যায় নাই।
১৮৬৯ সা. ১৫ আ. — —	বন্দিদের সাক্ষ্য বিষয়ক আইন — —	১৫ ও ১৬ ধারার যে অংশে দেওয়ানী আদালতের প্রচারিত পরওয়ানা বিষয়ক কথা আছে সেই অংশ।
১৮৭৩ সা. ৯ আ. — —	পঞ্জাবের আপীল বিষয়ক ১৮৭৩ সালের আইন —	৯ ও ১০ ধারা।
১৮৭৪ সা. ৬ আ. — —	প্রিবি কৌন্সিল আপীল করণ বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইন — — — —	সম্পূর্ণ আইন।

গ।—রহিত আইন।

বঙ্গদেশীয় ১৮১৭ সা. ২০ আ.	সৈন্যনিবেশ স্থান বিষয়ক আইন — — —	১৯ ধারার যে অংশে দেওয়ানী পরওয়ানা সম্পর্কীয় বিধান আছে তাহা।
মান্দ্রাজের ১৮১৬ সা. ১৪ আ.	উকীল বিষয়ক আইন — — — —	২৭ ধারা।

দ্বিতীয় তফসীল।

(৫ ধারা দেখ)

এই আইনের যে যে অধ্যায় ও ধারা মফসলের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে প্রচলিত হইবে তাহার নির্ঘণ্টপত্র।

পরিভাষা—১, ২, ৩ ও ৫ ধারা।

১ অধ্যায়।—আদালতের এলাকার ও পূর্ব্ব নিষ্পত্তি করা বিষয়ের কথা। ১১ ধারা ভিন্ন।

২ অধ্যায়।—মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিবার স্থান বিষয়ক বিধি, ২০ ধারা ৪ প্রকরণ ও ২২ অবধি ২৪ পর্য্যন্ত ধারা ভিন্ন।

৩ অধ্যায়।—উভয়পক্ষ ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন ও প্রার্থনাকরণ ও ক্রিয়া-বিষয়ক বিধি।

৪ অধ্যায়।—মোকদ্দমার আকার বিষয়ক বিধি, ৪২ ধারা ও ৪৪ ধারার (ক) বিধি ভিন্ন।

৫ অধ্যায়।—মোকদ্দমা উপস্থিতকরণ বিষয়ক বিধি।

৬ অধ্যায়।—সমন বাহির করণ ও দেওন বিষয়ক বিধি, ৭৭ ধারা ভিন্ন।

৭ অধ্যায়।—উভয় পক্ষের উপস্থিত হওন বিষয়ক ও উপস্থিত না হওনের ফল বিষয়ক বিধি।

৮ অধ্যায়।—১১১ ধারা। দাওয়ার বিপরীত দাওয়া বিষয়ক বিধি।

৯ অধ্যায়।—আদালতের দ্বারা উভয় পক্ষের পরীক্ষা লওন বিষয়ক বিধি, ১১৯ ধারা ভিন্ন।

১০ অধ্যায়।—সন্ধান লওন ও দলীল গ্রাহ্য প্রভৃতি করণ বিষয়ক বিধি।

১২ অধ্যায়।—১৫৫ ধারার ১ প্রকরণ। কোন পক্ষ প্রমাণ উপস্থিত না করিলে বিচারের কথা।

১৩ অধ্যায়।—মোকদ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণ বিষয়ক বিধি।

১৪ অধ্যায়।—সাক্ষিদের নামে সমন দেওন ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন বিষয়ক বিধি।

১৫ অধ্যায়।—মোকদ্দমার শ্রবণ ও সাক্ষিদের সাক্ষ্য লওন বিষয়ক বিধি, ১৮২ অবধি ১৮৮ পর্য্যন্ত ধারাভিন্ন।

১৭ অধ্যায়.—বিচার ও ডিক্রীবিষয়ক বিধি, ২০৪, ২০৭, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ও ২১৫ ধারাভিন্ন।

১৮ অধ্যায়।—খরচা বিষয়ক বিধির ২২০, ২২১, ও ২২২ ধারা।

১৯ অধ্যায়।—ডিক্রীজারীকরণ বিষয়ক বিধির ২৩০ অবধি ২৩৬ পর্য্যন্ত ও ২৩৯ অবধি ২৫৮ পর্য্যন্ত ও স্ত্রী পুন প্রাপণ বিষয়ক কথা ছাড়া ২৫৯ ধারা ও স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক কথা ভিন্ন ২৬৬ ধারা ও ২৬৭ অবধি ২৭২ পর্য্যন্ত সকল ধারা ও অস্থাবরসম্পত্তি বিষয়ক ডিক্রীর যত দূর সম্পর্ক থাকে তত দূর ২৭৩ ধারা ও ২৭৫ অবধি ২৮০ পর্য্যন্ত সকল ধারা, ও ২৮৩ ধারা ও অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে যত দূর সম্পর্ক থাকে তত দূর ২৮৪ ধারা ও ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২ ধারা ও (২৯৭ ধারামত পুনঃবিক্রয় করণ বিষয়ক কথা সম্পর্কে) ২৯৩ ধারা ও ২৯৪ অবধি ৩০৩ পর্য্যন্ত ও অস্থাবর সম্পত্তি বিষয়ে যত দূর সম্পর্ক থাকে তত দূর ৩২৮ অবধি ৩৩৩ পর্য্যন্ত সকল ধারা ও ৩৩৬ অবধি ৩৪৩ পর্য্যন্ত সকল ধারা।

২১ অধ্যায়।—কোন পক্ষের মৃত্যু কি বিবাহ কি ঋণ শোধ করণের অক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

২২ অধ্যায়।— মোকদ্দমা উঠাইয়া লওন ও আপোসে মিটাইয়া দেওন বিষয়ক বিধি।

২৩ অধ্যায়।—আদালতে টাকা দেওনবিষয়ক বিধি।

২৪ অধ্যায়।— খরচার জামিন লওনবিষয়ক বিধি।

২৫ অধ্যায়।—ক্ষমতাপত্র বিষয়ক বিধি।

২৬ অধ্যায়।—পাপরদের মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

২৭ অধ্যায়।—গবর্ণমেণ্টের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

২৮ অধ্যায়।—ভিন্নজাতীয় ব্যক্তিদের ও ভিন্নদেশীয় বা এতদ্দেশীয় সরদারদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি, ৪৩৩ ধারার প্রথম পদ ছাড়া।

২৯ অধ্যায়।—সমবায়িত সমাজের ও কোম্পানির দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩০ অধ্যায়।—ট্রষ্টীদের ও উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদকের ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি

৩১ অধ্যায়।—নাবালগদের ও অসুস্থমনা ব্যক্তিদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩২ অধ্যায়।—সৈনিকদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩৩ অধ্যায়।—বাদ প্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩৪ অধ্যায়।—নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ধৃত ও ক্রোক করণবিষয়ক বিধি।

৩৭ অধ্যায়।—সালিসীতে অর্পণ করণবিষয়ক বিধি, ৫০৬ অবধি ৫২২ পর্য্যন্ত সকল ধারা।

৩৮ অধ্যায়।—উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

৪৬ অধ্যায়।—হাইকোর্টে প্রশ্ন করণ ও পুনরালোচনাকরণ বিষয়ক বিধি।

৪৭ অধ্যায়—বিচারের সমালোচনা বিষয়ক বিধি।

৪৯ অধ্যায়।—বিবিধ মোকদ্দমা বিষয়ক বিধির ৬৪০ অবধি, ৬৪৭ পর্য্যন্ত সকল ধারা, ও ধৃতকরণ বিষয়ে যত দূর সম্পর্ক থাকে তত দূর ৬৪৮ ধারা ও ৬৪৯ অবধি ৬৫২ পর্য্যন্ত সকল ধারা।

তৃতীয় তফসীল।

(৭ ধারা দেখ)

বোম্বাইয়ের আইন।

বোম্বাইয়ের ১৮২৭ সালের ২৯ আইন।

ঐ ১৮৩০ সালের ৭ আইন।

ঐ ১৮৩১ সালের ১ আইন।

ঐ ১৮৩১ সালের ১৬ আইন।

১৮৩৫ সালের ১৯ আইন।

১৮৪২ সালের ৩ আইন।

চতুর্থ তফসীল।

(৬৪৪ ধারা দেখ)

বাদানুবাদ ও ডিক্রী লিখিবার পাঠ।

ক—প্রথম ভাগ। আবেদন পত্র।

১ নম্বর।

ঋণ আদায়ের নিমিত্ত আবেদনপত্র।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

পূর্ব্বোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ নিম্ন লখিত বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদিকে এই নিয়মে এত টাকা ঋণ দিলেন যে, দাওয়া হইলেই (কিম্বা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে) ঐ টাকা ফিরিয়া দেওয়া যাইবে।

২। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এত টাকা দিলেন, তদ্ভিন্ন ঐ ঋণ শোধ করেন নাই।

[বাদী মিয়াদ বিষয়ক আইন হইতে মুক্তি পাইবার দাওয়া করিলে এই মর্ম্মের কথাও লিখিবেন।]

৩। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখঅবধি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখপর্য্যন্ত নাবালগ (কিম্বা ক্ষিপ্তমনা) ছিলেন।

৪। বাদির প্রার্থনা এই যে, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি শতকরা এত টাকার হিসাবে সুদসুদ্ধ এত টাকার ডিক্রী পান।

মন্তব্য।—ঋণ শোধ করিবার নির্দ্ধারিত তারিখ লিখিবার এইমাত্র অভিপ্রায় যে সুদ চলনের তারিখ স্থির করা যায়। অতএব সুদের দাওয়া না হইলে বর্ণনাপত্রের সেই কথা ত্যাগ করা যাইতে পারিবে।

তফসীল।

২ নম্বর।

বাদির ব্যয়ের জন্যে প্রাপ্ত টাকার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ ও শ্রীগগণ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদিদের ব্যয়ের নিমিত্তে প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে শ্রীঈশানের নিকট এত টাকা (কিম্বা, অমুক ব্যাঙ্কের নামে এত টাকার চ্যাক) পাইলেন।

২। প্রতিবাদী তদনুসারে ঐ টাকা দিলেন না।

৩। বাদিদের প্রার্থনা এই যে, অমুক সালের অমুক তারিখ অবধি শত করা এত টাকার হিসাবে সুদসুদ্ধ এত টাকার ডিক্রী পান।

---

৩ নম্বর।

বণিকের প্রতিনিধি যে মাল বিক্রয় করিলেন তাহার মূল্য পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী ও ঈশান প্রতিবাদিকে কমিশ্যনমতে বিক্রয় করিবার জন্যে (এক হাজার পীপা ময়দা, কিম্বা বিষয়বিশেষে, পাঁচ শত মণ চাউল প্রভৃতি) দিলেন। উক্ত ঈশান পশ্চাৎ মরিলেন।

২। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে (কিম্বা, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পূর্ব্বে বাদির অজ্ঞাত কোন দিনে) এত টাকার নিমিত্ত উক্ত মাল বিক্রয় করিলেন।

৩। ঐ মালের উপর প্রতিবাদির কমিশ্যান ও খরচ এত টাকা।

৪। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ প্রতিবাদির নিকটে ঐ মালের উৎপন্ন টাকা চাহিলেন।

৫। প্রতিবাদী তাহা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]

৪ নম্বর।

বৃত্তান্তসম্পর্কে বাদির ভ্রম হেতুক প্রতিবাদী টাকা পাওয়াতে সেই টাকার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খাটি রূপার তোলা প্রতি এত টাকা দরে প্রতিবাদির নিকট এত বাট রূপা ক্রয় করিতে ও প্রতিবাদী তাহা বিক্রয় করিতে নিয়ম করিলেন।

২। বাদী ঈশান নামক ব্যক্তির দ্বারা সেই রূপা পরখাই করাইলেন। প্রতিবাদী সেই পরখাই কার্য্যের খরচ দিলেন। প্রত্যেক বাটে খাটি ১৫০০ তোলা রূপা আছে উক্ত ঈশান ইহা বলাতে, বাদী তদনুসারে প্রতিবাদিকে এত টাকা এত আনা দিলেন।

৩। উক্ত প্রত্যেক বাটে কেবল ১২০০ তোলা খাটি রূপা ছিল।

৪। বাদী উক্ত প্রকারে যে অতিরিক্ত টাকা দিয়াছিলেন প্রতিবাদী তাহা ফিরিয়া দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]

মন্তব্য।—টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া না হইলেও চলিতে পারে। কিন্তু দাওয়া না করিলে সুদের কি খরচার পক্ষে কিছু হানি হইতে পারে।

---

৫ নম্বর।

প্রতিবাদির আদেশমতে অন্য ব্যক্তিকে টাকা দেওয়া গেলে তাহার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদির আদেশমতে (বা তাঁহার অনুমতিক্রমে) ঈশান নামক কোন ব্যক্তিকে এত টাকা দিলেন।

২। তদ্ধেতুক প্রতিবাদী বাদির দাওয়ামতে (কিম্বা অন্যপ্রকারে) সেই

টাকা ফিরিয়া দিতে অঙ্গীকার করিলেন, (কিম্বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন)

৩। (অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী প্রতিবাদির স্থানে ঐ টাকা চাহিলেও) প্রতিবাদী তাহা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

মন্তব্য।—সেই আদেশ কি অনুমতি কেবল ভাবদ্বারা জানা গেলে, যেং বৃত্তান্তক্রমে ঐ ভাব বোধ হইল আবেদনপত্রে তাহা লিখিতে হইবে।

---

৬ নম্বর।

নির্দ্ধারিত মূল্যে মাল বিক্রয় করিয়া দেওয়া গেলে সেই মূল্য পাইবার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক স্থানবাসি মৃত ঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে (এক শত পিপা ময়দা, কিম্বা নিম্নলিখিত তফসীলের উল্লিখিত মাল, কিম্বা, নানা প্রকারের দ্রব্য) প্রতিবাদির নিকট বিক্রয় করিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।

২। সেই মালপ্রভৃতি পঁহুছাইয়া দেওয়া গেলেই [কিম্বা আবেদনপত্র অর্পণ করিবার পূর্ব্বে, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে] প্রতিবাদী তাহার জন্যে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

৩। তিনি সেই টাকা দিলেন না।

৪। উক্ত ঈশান জীবিতাবস্থায় উইল লিখিয়া বাদিকে আপনার উইল ক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদক বলিয়া নিযুক্ত করিলেন।

৫। উক্ত ঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে মরিলেন।

৬। বাদী অমুক আদালতের স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত উইলের প্রোবেট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৭। বাদী পূর্ব্বোক্ত উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদক বলিয়া [ডিক্রী প্রার্থনা করেন।]

মন্তব্য।—টাকা দিবার দিন নিরূপণ হইয়া থাকিলে সেই দিনাবধি

সুদের হিসাব ধরা যাইতে পারিবে বলিয়া ঐ দিনও নির্দ্দিষ্ট করিয়া লেখা উচিত।

---

৭ নম্বর।

মাল সঙ্গত মূল্যে বিক্রয় করিয়া দেওয়া গেলে সেই মূল্য পাইবার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী অমুক স্থানে প্রতিবাদির নিকট [নানা প্রকারের লওয়াজিমা] বিক্রয় করিয়া তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন, কিন্তু তাহার জন্যে যে মূল্য দিতে হইবে ইহার কোন স্পষ্ট নিয়ম হয় নাই।

২। ঐ২ দ্রব্যের সঙ্গত মূল্য এত টাকা।

৩। প্রতিবাদী সেই টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

মন্তব্য।-দ্রব্যের যে মূল্য সঙ্গত, আইনে তত্তই দিবার প্রতিজ্ঞা ভাবতঃ বোধ হয়।

---

৮ নম্বর।

প্রতিবাদির আদেশমতে নির্দ্দিষ্ট মূল্যের মাল অন্য ব্যক্তিকে দেওয়া গেলে সেই মূল্য পাইবার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদির নিকট [এক শত পিপা ময়দা] বিক্রয় করিলেন ও প্রতিবাদির আদেশমতে ঈশান নামক এক ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিলেন।

২। প্রতিবাদী তজ্জন্যে বাদিকে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন।

৩। তিনি সেই টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৯ নম্বর।

প্রতিবাদিনীর সপক্ষ উইলকারকের স্পষ্ট আদেশ বিনা তাঁহার পরিবারকে যুক্তিসঙ্গত মূল্যে আবশ্যক দ্রব্য দেওয়াতে সেই মূল্য পাইবার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন, —

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী অমুক স্থানে মৃত জানকীনাথের স্ত্রী শ্রীমতী বামার আদেশমতে তাঁহার [আহারীয় ও বস্ত্রাদি] নানা প্রকারের দ্রব্য দিলেন, কিন্তু মূল্যের কোন স্পষ্ট নিয়ম করা যায় নাই।

২। সেই২ দ্রব্য উক্ত স্ত্রীর পক্ষে আবশ্যক ছিল।

৩। ঐ২ দ্রব্যের সঙ্গত মূল্য এত টাকা।

৪। উক্ত জানকীনাথ সেই মূল্য দিতে সম্মত হইলেন না।

৫। প্রতিবাদিনী উক্ত জানকীনাথের শেষ উইলক্রমে তাঁহার নিরূপিত কার্য্য সম্পাদিকা।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

১০ নম্বর।

নির্দ্ধারিত মূল্যে মাল বিক্রয় হওয়াতে সেই মূল্য পাইবার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন, —

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে মৃত ঈশানের নিকট [আপনার অমুক স্থানের ক্ষেত্রস্থ সমুদয় ফসল] বিক্রয় করিলেন।

২। উক্ত ঈশান তজ্জন্যে বাদিকে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন।

৩। তিনি ঐ টাকা দিলেন না।

৪। প্রতিবাদী উক্ত ঈশানের সম্পত্তি নিরূপণাধিকারী।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

১১ নম্বর।

সঙ্গত মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় হওয়াতে সেই মূল্য পাইবার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন, –

১। অমুক স্থানবাসি শ্রীঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদিকে [আপনার অমুক স্থানের বাগানের সমস্ত ফল] বিক্রয় করিলেন, কিন্তু মূল্যের কোন স্পষ্ট নিয়ম করা যায় নাই।

২। তাহার সঙ্গত মূল্য এত টাকা।

৩। প্রতিবাদী সেই টাকা দিলেন না।

৪। ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্ট অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিয়মমতে বিচার করিয়া উক্ত ঈশানকে, ক্ষিপ্তমনা বলিয়া, বাদিকে তাঁহার সম্পত্তির কমিটিস্বরূপ নিযুক্ত করিয়া রীতিমতে ঐ সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষতা করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলেন।

৫। পূর্ব্বোক্ত কমিটীস্বরূপ বাদী [ডিক্রী প্রার্থনা করেন।]

মন্তব্য।—ক্ষিপ্তমনার সম্পত্তি হাইকোর্টের আদৌ বিচার করণের সাধারণ ক্ষমতাধীনে না থাকিলে, উক্ত ৪ ও ৫ দফার পরিবর্ত্তে এই২ দফা লিখিতে হইবে।

৪। অমুক স্থানের দেওয়ানী আদালত অমুক সালের অমুক মাসে অমুক তারিখে নিয়মমতে বিচার করিয়া উক্ত শ্রীঈশানকে ক্ষিপ্তমনা ও আপনার বিষয়ব্যাপারের অধ্যক্ষতা করিবার অক্ষম বলিয়া বাদিকে তাঁহার সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিলেন।

৫। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যাধ্যক্ষস্বরূপ বাদী [ডিক্রী প্রার্থনা করেন।]

---

১২ নম্বর।

প্রতিবাদির আদেশমতে দ্রব্য প্রস্তুত করা গেলে পর অগ্রাহ্য হওয়াতে তাহার মূল্য পাইবার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক স্থানবাসি শ্রীঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে বাদির সঙ্গে এই করার করিলেন যে, বাদী তাঁহার জন্যে [৬ খানি মেজ ও পঞ্চাশ খানি চৌকী] প্রস্তুত করিয়া ঈশানকে দিলে ঈশান তাহার এত টাকা মূল্য দিবেন।

২। বাদী উক্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত ঈশানকে দিতে চাহিলেন ও সেই অবধি তাহা দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন।

৩। উক্ত ঈশান তাহা গ্রাহ্য করেন না ও তাহার মূল্য দেন নাই।

৪। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্ট নিয়মমতে বিচার করিয়া উক্ত ঈশানকে ক্ষিপ্তমনা বলিয়া প্রতিবাদিকে তাঁহার সম্পত্তির কমিটীস্বরূপ নিযুক্ত করিলেন।

৫। অতএব প্রতিবাদির হস্তে ঈশানের যে সম্পত্তি আছে তাহা হইতে বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি বৎসর শতকরা এত টাকার হিসাবে সুদসুদ্ধ এত টাকার ডিক্রী প্রার্থনা করেন।

---

১৩ নম্বর।

মাল নীলামে বিক্রয় হইলে তাহার মূল্য না পাওয়াতে পুনশ্চ নীলাম হইয়া কম মূল্যে বিক্রয় হইলে বাকী টাকা পাইবার আবেদনপত্র।

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী অমুক স্থানে [নানা প্রকারের বণিক দ্রব্য] এই নিয়মে নীলাম করিলেন যে, কোন দ্রব্যের ক্রেতা নীলামের পর [দশ দিনের] মধ্যে আপনার ক্রীত দ্রব্যের মূল্য দিয়া ঐ দ্রব্য স্থানান্তর করিয়া না লইলে, সেই দ্রব্য পুনরায় নীলাম হইবে ও কম মূল্য পাওয়া গেলে তিনি বাকীর দায়ী হইবেন, প্রতিবাদিকেও সেই নিয়ম জ্ঞাত করা গিয়াছিল।

২। প্রতিবাদী সেই নীলামে [এক ঝুড়ি বাসনাদি] এত টাকা মূল্যে ক্রয় করিলেন।

৩। বাদী সেই দিনে ও তাহার পর [দশ দিন পর্যন্ত] প্রতিবাদিকে সেই দ্রব্য দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিলেন ও প্রতিবাদী ইহার নোটিস পাইলেন।

৪। প্রতিবাদী উক্ত যে দ্রব্য ক্রয় করিয়াছিলেন নীলামের পর দশ দিনের মধ্যে ও তাহার পরেও সেই দ্রব্য লইয়া যান নাই, তাহার মূল্যও দিলেন না।

৫। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী অমুক স্থানে প্রতিবাদির উক্ত দায় প্রবল মানিয়া সেই [এক ঝুড়ি বাসনাদি] এত টাকায় পুনরায় নীলাম করিলেন।

৬। তদ্রূপে পুনবায় নীলাম করিবার খরচ এত টাকা লাগিল।

৭। ইহাতে যে এত টাকা কম পড়িল প্রতিবাদী তাহা দেন নাই।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]

৪ দফাবিষয়ক মন্তব্য।—বিক্রেতা ক্রেতার ঘরে দ্রব্য পঁহুছাইয়া দিবার নিয়ম না করিলে, ক্রেতার তাহা লইয়া যাইতে হইবে।—১৮৭২ সালের ৯ম আইনের ৯৩ ধারা দেখ।

---

১৪ নম্বর।

হস্তান্তরীকৃত ভূমির ক্রয়ের টাকা পাইবার আবেদন পত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন।—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদির নিকট [অমুক নগরের অন্তর্গত অমুক নম্বরের বাটী ও ভূমি, কিম্বা, অমুক স্থানের অন্তর্গত অমুক নামক এক মৌজা, কিম্বা, অমুক স্থানের অন্তর্গত এক খণ্ড ভূমি] বিক্রয় [ও হস্তান্তর] করিয়া দিলেন।

২। প্রতিবাদী উক্ত (বাটী ও—ভূমির, কি মৌজার, কি ভূমির) নিমিত্ত বাদিকে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন।

৩।—তিনি ঐ টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

মন্তব্য।—হস্তান্তরকরণ না হইয়া থাকিলে, ১ দফায় এই কথা লিখিতে

হইবে, "প্রতিবাদির নিকট গৃহাদি বিক্রয় করিয়া তাঁহার অধিকার করিয়া দেওয়া গেল।"]

---

১৫ নম্বর।

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার চুক্তি হইলে ও হস্তান্তর করিয়া না দেওয়া গেলে ক্রয়ের টাকা পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির ও প্রতিবাদির মধ্যে অমুক স্থানে আপোসে এই নিয়ম হইয়াছিল যে, বাদী প্রতিবাদির নিকট (অমুক নগরের অমুক নং বাটী, কিম্বা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলরোডে ও বাদির অন্য অন্য ভূমিতে সীমাবদ্ধ অমুক স্থানের অন্তর্গত এক শত বিঘা ভূমি) এত টাকায় বিক্রয় করিবেন ও প্রতিবাদী তাহা ক্রয় করিবেন।

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী উক্ত টাকা পাইবার নিয়মে প্রতিবাদিকে সেই সম্পত্তির উপযুক্ত হস্তান্তরকরণপত্র দিতে চাহিলেন (কিম্বা, সেই পত্রে স্বাক্ষর করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিলেন ও প্রস্তাব করিলেন) এখনও তাহাতে স্বাক্ষর করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন।

৩। প্রতিবাদী সেই টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]

---

১৬ নম্বর।

নির্দ্ধারিত বেতনে কর্ম্ম করাতে বেতন পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে বাদিকে (বৎসর এত টাকা বেতন দিবার নিয়মে কেরাণীর কর্ম্ম দিলেন।)

২। বাদী (উক্ত দিবসাবধি) অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ

পর্য্যন্ত প্রতিবাদির নিকট (কেরাণীর কর্ম্ম করিলেন।)

৩। প্রতিবাদী ঐ বেতন দিলেন না।

[ডিগ্রী প্রার্থনা হইল।]

---

১৭ নম্বর।

সঙ্গত বেতনে কর্ম্ম করিবার নিয়মে বেতনের নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের মধ্যে বাদী অমুক স্থানে প্রতিবাদির আদেশ মতে তাঁহার নিমিত্ত (নানা প্রকারের চিত্র ও নকশা প্রভৃতি প্রস্তুত করিলেন।) কিন্তু ঐ কর্ম্মের নিমিত্ত যত বেতন দেওয়া যাইবে ইহার কোন নিয়ম হয় নাই।

২। উক্ত কর্ম্মের সঙ্গত মূল্য এত টাকা।

৩। প্রতিবাদী তাহা দিলেন না।

[ডিগ্রী প্রার্থনা হইল।]

---

১৮ নম্বর।

কর্ম্মের ও সরঞ্জামের মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়াতে ঐ মূল্য পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদির আদেশমতে তাহার নিমিত্ত [অমুক নামক পুস্তক ছাপাইবার কাগজ দিয়া এক সহস্র খানি পুস্তক ছাপাইয়া তাঁহাকে দিলেন।]

২। তজ্জন্যে প্রতিবাদী এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন।

৩। ঐ টাকা দিলেন না।

[ডিগ্রী প্রার্থনা হইল।]

১৯ নম্বর।

সঙ্গত মূল্যে কর্ম্ম ও সরঞ্জাম দিবার নিয়ম হওয়াতে ঐ মূল্য পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদির আদেশমতে তাঁহারই নিমিত্ত [অমুক স্থানের অমুক নং] বাটী নির্ম্মাণ করিলেন ও নির্ম্মাণার্থ সকল দ্রব্য ও সরঞ্জাম যোগাইয়া দিলেন, কিন্তু সেই কর্ম্মের ও সরঞ্জামের নিমিত্ত যে মূল্য দিতে হইবে ইহার কোন স্পষ্ট নিয়ম হয় নাই।

২। উক্ত কর্ম্মের ও সরঞ্জামের সঙ্গত মূল্য এত টাকা।

৩। প্রতিবাদী তাহা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]

---

২০ নম্বর।

পাট্টার নির্দ্ধারিত ভাড়া পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে বাদির সঙ্গে নিয়ম করিয়া ঐ নিয়মপত্রে দুই জনে স্বাক্ষর করিলেন। তাহার প্রতিলিপি ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল।

[কিম্বা, নিয়মপত্রের মর্ম্ম লেখা যাইতে পারিবে]

২। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত (এক মাসের) এত টাকা ভাড়া দেন নাই।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

অন্য পাঠ।

১। বাদী প্রতিবাদিকে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি

সাত বৎসরপর্য্যন্ত বৎসর২ এত টাকা ভাড়ার নিয়মে চৌরঙ্গী রাস্তার ২৭ নং বাটী ভোগ করিতে দিলেন। তিনং মাসের কিস্তি করিয়া ঐ ভাড়া দিবার নিয়ম হইয়াছিল।

২। ঐ ভাড়ার এত কিস্তি দেনা হইলেও দেওয়া যায় নাই। *

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

২১ নম্বর।

নির্দ্ধারিত ভাড়া দিয়া ভোগদখলের নিয়ম হওয়াতে ঐ ভাড়া পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক অমুক মাসের প্রথম দিনে এত টাকা ভাড়া দিবার নিয়মে অমুক স্থানে বাদির নিকট (অমুক পথের অমুক নং বাটি) ভাড়া করিয়া লইলেন।

২। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখপর্য্যন্ত ঐ বাটী দখল করিলেন।

৩। অমুক সালের অমুক মাসের প্রথম দিনে উক্ত ভাড়ার একাংশ এত টাকা পাওনা হইলেও প্রতিবাদী দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

২২ নম্বর।

সঙ্গত ভাড়া দিয়া ভোগদখল করিবার নিয়ম হওয়োত ভাড়া পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

---

* বাটী ভাড়া ইত্যাদি বাবত দেওয়ানী আইন মতে যে সকল নালিশ হয় তৎসম্বন্ধেই এই ফারম খাটে খাজনার আইনমত নালিশে খাটে না। খাজনা আইনের ৪৩ ধারা দেখ।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

মৃত জনাকীনাথের উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদক উপরোক্ত বাদী শ্রী-আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। উক্ত জানকীনাথের অনুমতিক্রমে প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত (অমুক পথের অমুক নম্বরের বাটী) দখল করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত বাটীর ভোগের নিমিত্ত কত টাকা দিতে হইবে ইহার কোন নিয়ম হয় নাই।

২। উক্ত কালের নিমিত্ত উক্ত বাটী ভোগের সঙ্গত মূল্য এত টাকা।

৩। প্রতিবাদী সেই টাকা দিলেন না।

৪। উইলক্রমে নিরূপিত উক্ত কার্য্যসম্পাদকস্বরূপ বাদী এত টাকার ডিক্রী প্রার্থনা করেন।

---

২৩ নম্বর।

আহারের ও বাসার খরচ পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদির অনুমতিক্রমে প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখপর্য্যন্ত (অমুক পথের অমুক নম্বর বাটীর অন্তর্গত) কোন২ ঘরে থাকিতেন, ও তাঁহার আদেশমতে বাদী তাঁহাকে আহারীয় ও পানীয় দ্রব্য ও চাকর ও প্রয়োজনীয় অন্য অন্য বিষয় দিতেন।

২। তদ্বিবেচনায় প্রতিবাদী তাঁহাকে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন (কিম্বা, আহারীয় ও পানীয় দ্রব্যের ও চাকরের ও অবশ্যক অন্য অন্য দ্রব্যের নিমিত্ত যত টাকা দেওয়া যাইবে ইহার কোন নিয়ম করা যায় নাই কিন্তু তাহার সঙ্গত মূল্য এত টাকা)

৩। প্রতিবাদী তাহা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

২৪ নম্বর।

বোম্বাই মালের ভাড়া পাইবার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক]

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদির আদেশমতে বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে (আপনার মালের নৌকায় কি অন্য প্রকারে) অমুক স্থানহইতে অমুক স্থানে (এক হাজার পিপা ময়দা কি নানা প্রকারের মাল) চালান করিলেন।

২। প্রতিবাদী (পিপা প্রতি এক টাকার হিসাবে) ঐ মাল বোম্বাইয়ের ভাড়া বাদিকে দিতে অঙ্গীকাব করিলেন। কিম্বা, ঐ মাল চালানের নিমিত্ত কত টাকা ভাড়া দেওয়া যাইবে ইহার কোন নিয়ম হয নাই কিন্তু তাহার সঙ্গত ভাড়া এত টাকা।)

৩। প্রতিবাদী তাহা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

২৫ নম্বর।

নৌকাদির ভাডার নিমিত্ত আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা কবিলেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদির আদেশমতে (আপনার অমুক নামক নৌকাদিতে) তাঁহাকে অমুক স্থানহইতে অমুক স্থানে পঁহুছাইয়া দিলেন।

২। প্রতিবাদী তজ্জন্যে বাদিকে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন, [কিম্বা, উক্ত যাত্রার ভাড়ার বিষয়ে কোন নিযম করা যায় নাই কিন্তু তাহার সঙ্গত ভাড়া এত টাকা।]

৩। প্রতিবাদী তাহা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]

২৬ নম্বর।

মীমাংসার উপলক্ষে আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক]

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। (বাদী ১০ পিপা তৈলের মূল্য চাহিলে, প্রতিবাদী তাহা দিতে সম্মত না হওয়াতে) বাদির ও প্রতিবাদির মধ্যে বিবাদ হইলে তাঁহারা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে একবাক্য হইয়া ঈশানকে ও গগণকে সালীস মানিয়া তাঁহাদের মীমাংসার নিমিত্ত সেই বিবাদ অর্পণ করিলেন (কিম্বা নিয়মপত্র লিখিয়া দিলেন, তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া যাইতেছে।)

২। উক্ত সালীসেরা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে এই মীমাংসা করিলেন, যে প্রতিবাদী [বাদিকে এত টাকা দিবেন]

৩। প্রতিবাদী তাহা দিলেন না।

(ডিক্রী প্রার্থনা হইল।)

মন্তব্য।— সালীসীতে অর্পণ করিবার নিয়মপত্র আদালতে গাঁথিয়া রাখা না গেলে এই পাঠ খাটে।*

---

২৭ নম্বর।

ভিন্নদেশীয় বিচারের উপলক্ষে আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে, অমুক দেশের (বা রাজ্যের) অন্তর্গত অমুক স্থানে বাদির ও প্রতিবাদির মধ্যে কোন মোকদ্দমা সেই দেশের (বা রাজ্যের) অমুক আদালতে উপস্থিত থাকাতে, ঐ আদালত বিচার করিয়া নির্ণয় করিলেন যে প্রতিবাদী উক্ত তারিখ অবধি সুদ সুদ্ধ বাদিকে এত টাকা দিবেন।

২। প্রতিবাদী ঐ টাকা দিলেন না।

(ডিক্রী প্রার্থনা হইল।)

---

* মন্তব্য সম্বন্ধে ৫২৩ ও ৫২৪ ধারা দ্রষ্টব্য।

কেবল টাকা দিবার নিদর্শনপত্রের উপর আবেদনপত্রের পাঠ।

২৮ নম্বর।

বার্ষিক বৃত্তি দিবার খতের উপর।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে বাদিকে এত টাকা দিবার প্রতিজ্ঞাক্রমে একখানি নিবন্ধনপত্রদ্বারা এই নিয়ম-অনুসারে আবদ্ধ হইলেন, যে বাদী যত দিন জীবৎ থাকেন তত দিন প্রতিবাদী তাঁহাকে প্রতি বৎসর ছয়২ মাসে অর্থাৎ অমুক মাসের অমুক তারিখে ও অমুক মাসের অমুক তারিখে এত টাকা দিলে ঐ নিবন্ধনপত্র ব্যর্থ হইবে।

২। তৎপরে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে, বাদির ঐ বার্ষিক বৃত্তির উক্ত ষাণ্মাসিক টাকার মধ্যে অমুক২ ছয় মাসের এত টাকা পাওনা হইলেও তাহা এখনও দেওয়া যায় নাই।

(ডিক্রী প্রার্থনা হইল।)

---

২৯ নম্বর।

অঙ্গীকারপত্র লেখকের নামে টাকা প্রাপণীয় ব্যক্তির আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খৎ লিখিয়া এই অঙ্গীকার করিলেন যে উক্ত তারিখ অবধি এত (দিন) গত হইলে পর বাদিকে এত টাকা দিবেন। সেই খতের মিয়াদ অতীত হইল।

২। প্রতিবাদী (অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এত দিলেন তদ্ভিন্ন আর) টাকা দেন নাই।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]

মন্তব্য।—নোটিস পাইবার পর টাকা দিবার নিয়ম থাকিলে ১ ও ২ দফার পরিবর্ত্তে এই২ দফা লিখিতে হইবে।

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে

খৎ লিখিয়া এই অঙ্গীকার করিলেন যে নোটিস পাইলে পর এত মাস গত হইলে বাদিকে এত টাকা দিবেন।

২। তৎপরে বাদী প্রতিবাদিকে এই মর্ম্মের নোটিস দিলেন যে ঐ নোটিস পাইলে পর এত মাস গত হইলে বাদিকে এত টাকা দেন।

৩। ঐ টাকা দিবার মিয়াদ গত হইয়াছে কিন্তু প্রতিবাদী সেই টাকা দিলেন না।

নোটিস অনুসারে বিশেষ স্থানে টাকা দিতে হইলে, এইরূপে লেখা যাইবে।

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খত্র লিখিয়া অঙ্গীকার করিলেন যে ঐ তারিখের পর এত মাস গত হইলে মান্দ্রাজের এ কোম্পানির বাড়ীতে প্রতিবাদিকে এত টাকা দিবেন। ঐ খতের মিয়াদ অতীত হইল।

২। সেই টাকা পাইবার নিমিত্ত ঐ খৎ নিয়মিতরূপে পূর্ব্বোক্ত এ কোম্পানির বাড়ীতে উপস্থিত করা গিয়াছিল কিন্তু টাকা দেওয়া যায় নাই।

প্রতিবাদির লিখিত বর্ণনাপত্র।

অমুক আদালতে।

পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্র এই বর্ণনা করিলেন,—

১। যে খতের উপর মোকর্দ্দমা উপস্থিত করা গেল, প্রতিবাদী নিম্নলিখিত ভাবগতিকে সেই খৎ লিখিয়া দিলেন,—বাদী ও প্রতিবাদী অনেক বৎসরাবধি নীলকরস্বরূপ অংশিত্বভাবে কর্ম্ম করিতেন পরে তাঁহাদের মধ্যে এই নিয়ম হইয় ছিল যে, তাঁহাদের ঐ অংশিত্ব লোপ করা যায় ও বাদী ঐ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অবসর হইবেন, ও প্রতিবাদী ঐ অংশিত্ব ব্যবসায়ের সমস্ত স্থিত ও দায় গ্রহণ করিয়া সেই দায়ের টাকা বাদ দিলে পর স্থিতে বাদির যে অংশ থাকে তাঁহাকে তাহার মূল্য দিবেন।

২। তাহা হইলে বাদী ঐ অংশিত্ব ব্যবসায়ের খাতাবহী দৃষ্টি করিতে ও অংশিত্বসম্পর্কীয় স্থিতের ও দায়ের অবস্থার অনুসন্ধান লইতে স্থির করিয়া; উক্ত খাতাবহী দেখিয়া ও উক্ত অনুসন্ধান লইয়া প্রতিবাদিকে কহিলেন যে, কুঠির স্থিত লক্ষ টাকার অধিক ও দায় ৩০,০০০ টাকার কম।

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ ব্যবসায়ের স্থিত ৫০,০০০ টাকার কম ছিল ও ব্যবসায়ের স্থিত হইতে দায় অতি অধিক।

৩। উক্ত যে খতের উপর মোকর্দ্দমা উপস্থিত করা গেল, প্রতিবাদী ঐ দ্বিতীয় দফার উল্লিখিত ভ্রান্তিজনক কথা সত্য বোধ করিয়া ঐ খৎ লিখিয়া দিলেন ও সেই খৎ লিখিয়া দেওনের অন্যরূপ বিবেচনা ছিল না।

৩০ নম্বর।

পৃষ্ঠে লিখনদ্বারা খতের টাকা প্রথম যে ব্যক্তির পাওনা ঐ পত্রলেখকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খৎ লিখিয়া [ঐ তারিখের পর এতদিন গত হইলে] ঈশানের আদেশমতে [কিম্বা ঈশানকে কি তাঁহার আদেশমতে] এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। সেই পত্রের মিয়াদ গত হইল।

২। উক্ত ঈশান ঐ পত্রের পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদিকে সেই খৎ দিলেন

৩। প্রতিবাদী ঐ খতের টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।)

৩১ নম্বর।

পৃষ্ঠে লিখন দ্বারা তৎপশ্চাৎ অন্য ব্যক্তির টাকা পাওনা হইলে পত্রলেখকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। [পূর্ব্বোক্ত পাঠের ন্যায়।]

২। উক্ত ঈশানের এবং গগণের ও জানকীর (কিম্বা, ও অন্য ব্যক্তিদের) পৃষ্ঠলিপি দ্বারা ঐ পত্র হস্তান্তর করিয়া বাদিকে দেওয়া গেল

(ডিক্রী প্রার্থনা হইল।)

৩২ নম্বর।

পৃষ্ঠলিপিদ্বারা প্রথম যাঁহার টাকা পাওনা হইল, প্রথম পৃষ্ঠ লিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। ঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খৎ লিখিয়া ঐ তারিখের পর এত মাস গত হইলে প্রতিবাদিকে কিম্বা তাঁহার আদেশমতে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন, সেই খতের মিয়াদ গত হইল।

২। প্রতিবাদী ঐ পত্রের পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা বাদিকে দিলেন।

৩। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে টাকা পাইবার জন্যে ঐ খৎ উপস্থিত করা গিয়াছিল কিন্তু টাকা দেওয়া যায় নাই।

[কিম্বা উপস্থিত না করিবার কারণ থাকিলে তাহার বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে।]

৪। প্রতিবাদী তাহার নোটিস পাইলেন।

৫। তিনি ঐ টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৩৩ নম্বর।

বিশেষ পৃষ্ঠলিপি করা গেলে, পশ্চাৎ যে ব্যক্তির পক্ষে ঐ লিপি করা যায় প্রথম পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। গগণ নামক কোন ব্যক্তি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খৎ লিখিয়া [কিম্বা ভাবতঃ তাঁহার লিখিত বলিয়া] ঐ পত্রক্রমে এই অঙ্গীকার করিলেন যে প্রতিবাদির আদেশমতে এই পত্রের এত টাকা দিব [ও ঐ তারিখের পর এতদিন গত হইলে ঐ টাকা দেনা হইবে।] সেই পত্রের মিয়াদ গত হইয়াছে। বাদী ঐ পত্রের পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা ঈশানকে দিলেন।

২। উক্ত ঈশান [এবং অন্য ব্যক্তিরা] ঐ পত্রের পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা

বাদিকে দিলেন। [কিম্বা, উক্ত ঈশান পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা বাদিকে দিলেন।]

৩। ৪। ৫ দফা (ইহার পূর্ব্ব পাঠের ৩, ৪ ও ৫ দফার ন্যায়)

(ডিক্রী প্রার্থনা হইল।)

---

৩৪ নম্বর।

পশ্চাৎ যে ব্যক্তির পক্ষে পৃষ্ঠলিপি করা যায় তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্ব পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। ঈশান নামক কোন ব্যক্তি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খৎ লিখিয়া (কিম্বা ভাবতঃ তাঁহার লিখিত বলিয়া ঐ পত্রক্রমে) এই অঙ্গীকার করিলেন যে, গগণ নামক এক ব্যক্তির আদেশমতে এত টাকা দিব (ও ঐ তারিখের পর এতদিন গত হইলে ঐ টাকা দেনা হইবে) সেই খতের মিয়াদ গত হইয়াছে। উক্ত গগণ ঐ খতের পৃষ্ঠে লিখিয়া প্রতিবাদিকে দিলেন ও প্রতিবাদী পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদিকে দিলেন।

২ ও ৩ ও ৪ দফা (৩৩ নং পাঠের ঐ২ দফার ন্যায়।)

(ডিক্রী প্রার্থনা হইল।)

---

৩৫ নম্বর।

পশ্চাৎ যে ব্যক্তির পক্ষে পৃষ্ঠলিপি লেখা গেল, মধ্যবর্ত্তি পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে খৎ লিখিয়া [কিম্বা, ভাবতঃ তাঁহার লিখিত বলিয়া] ঐ পত্রক্রমে এই অঙ্গীকার করিলেন যে গগণ নামক এক ব্যক্তির আদেশ মতে ঐ খতের এত টাকা দিব, [ঐ তারিখের পর এত দিন গত হইলে সেই টাকা দেনা হইবে।] সেই খতের মিয়াদ গত হইল। উক্ত গগণ ঐ খতের পৃষ্ঠে লিখিয়া

প্রতিবাদিকে দিলেন, প্রতিবাদী [ও অন্যেরা] পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদির প্রতি ঐ খৎ হস্তান্তর করিয়া দিলেন।

২, ৩, ও ৪ দফা [৩৩ নং পাঠের ঐ২ দফার ন্যায়।]

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৩৬ নম্বর।

পশ্চাৎ যে ব্যক্তির পক্ষে পৃষ্ঠলিপি করা যায় পত্রলেখকের ও প্রথম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে,—

দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র, ও

অমুক স্থানবাসি শ্রীঈশান, ও

অমুক স্থানবাসি শ্রী গগণ প্রতিবাদী।

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্র অমুক সালের অমুক মাসের অমুক স্থানে খৎ লিখিয়া [ঐ তারিখের পর এত মাস গত হইলে] প্রতিবাদী শ্রী ঈশানের আদেশমতে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। সেই খতের মিয়াদ গত হইল।

২। উক্ত ঈশান ঐ খতের পৃষ্ঠে লিখিয়া প্রতিবাদী শ্রী গগণকে দিলেন, তিনি ঐ খতের পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদিকে দিলেন।

৩। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে টাকা আদায়ের জন্যে ঐ খৎ উক্ত চন্দ্রের নিকট উপস্থিত করা গেল (কিম্বা উপস্থিত না করিবার কারণ-সূচক বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে) কিন্তু টাকা দেওযা যায় নাই।

৪। উক্ত ঈশান ও গগণ তাহার নোটিস পাইয়াছিলেন।

৫। তাঁহারা ঐ টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৩৭ নম্বর।

হুণ্ডী স্বীকারকারির নামে হুণ্ডী লেখকের আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদির নামে হুণ্ডী লিখিয়া (ঐ তারিখের পর এত দিন গত হইলে কিম্বা হুণ্ডী পাইলেই) বাদিকে এত টাকা দিতে আদেশ করিলেন। ঐ হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইল।

২। প্রতিবাদী ঐ হুণ্ডী স্বীকার করিলেন। [যদি হুণ্ডী দেখাইবার পর কতক দিন মিয়াদ গত হইলে টাকা দিবার আদেশ থাকে, তবে স্বীকার করিবার তারিখ লিখিতে হইবে। মিয়াদ না থাকিলে তারিখ লিখিবার প্রয়োজন নাই।]

৩। প্রতিবাদী টাকা দেন নাই।

৪। তৎপ্রযুক্ত হুণ্ডী উপস্থিত করণ ও টাকা না দেওনের কথা লিখন ও ঐ হুণ্ডী অগ্রাহ্য করণ সম্পর্কে বাদির আর আর খরচ লাগিয়াছে।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

মন্তব্য।—হুণ্ডীর টাকা বাদিভিন্ন অন্য ব্যক্তির প্রাপ্য হইলে, ১, ২, ৩ দফার পরিবর্ত্তে এই এই দফা লিখিতে হইবে।

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদির নামে হুণ্ডী লিখিয়া ঐ হুণ্ডীর তারিখ অবধি এত মাস গত হইলে ঈশানকে কিম্বা তাঁহার আদেশমতে এত টাকা দিতে আদেশ করিলেন, সেই মিয়াদ গত হইল।

২। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঈশানকে ঐ হুণ্ডী দিলেন।

৩। প্রতিবাদী ঐ হুণ্ডী স্বীকার করিলেন কিন্তু টাকা না দেওয়াতে বাদিকে হুণ্ডী ফিরিয়া দেওয়া গেল।

৩৮ নম্বর।

যে ব্যক্তি টাকা পাইবেন স্বীকারকারির নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে হুণ্ডী লিখিয়া কিম্বা ভাবতঃ তাঁহার লিখিত বলিয়া তৎক্রমে ঐ হুণ্ডী দেখাইবার পর কত দিন গত হইলে বাদিকে এত টাকা দিতে আদেশ করিলেন। ও প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ হুণ্ডী স্বীকার করিলেন, সেই হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইল।

২। প্রতিবাদী টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৩৯ নম্বর।

পৃষ্ঠে লিখন দ্বারা প্রথম যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয় স্বীকারকারীর নামে তাহার আবেদনপত্র।

পূর্ব্ববৎ শীর্ষক]

উপরোক্তবাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদির নামে হুণ্ডী লিখিয়া [কিম্বা ভাবতঃ তাঁহার লিখিত বলিয়া] তৎক্রমে ঐ হুণ্ডী দেখাইবার পর এত দিন গত হইলে গগণ নামক এক ব্যক্তির আদেশমতে এত টাকা দিতে আদেশ করিলেন, ও প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ হুণ্ডী স্বীকার করিলেন। হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইল।

২। উক্ত গগণ হুণ্ডীর পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা বাদিকে দিলেন।

৩। প্রতিবাদী ঐ টাকা দিলেন না।

(ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৪০ নম্বর।

পৃষ্ঠ লিখনদ্বারা পশ্চাৎ যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয় স্বীকারকারির নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। (ইহার পূর্ব্ব পাঠের ১ দফার শেষ পর্য্যন্ত ঐ পাঠের ন্যায়।)

২। উক্ত শ্রী গগন [ও অন্যেরা] ঐ হুণ্ডীর পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদিকে তাহা হস্তান্তর করিয়া দিলেন।

৩। প্রতিবাদী ঐ হুণ্ডীর টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৪১ নম্বর।

হুণ্ডী অগ্রাহ্য হওয়াতে হুণ্ডীলেখকের নামে টাকা প্রাপণীয় ব্যক্তির আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে ঈশানের নামে হুণ্ডী লিখিয়া দিয়া [ঐ হুণ্ডী দেখাইবার পর এত দিন গত হইলে] বাদিকে এত টাকা দিতে আদেশ করিলেন।

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে স্বীকার করাইয়া লইবার জন্যে ঐ হুণ্ডী ঈশানকে নিয়মমতে দেখান গেলে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিলেন।

৩। প্রতিবাদিকে নিয়মমতে ইহার নোটিস দেওয়া গেল।

৪। তিনি ঐ টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]

মন্তব্য।—স্বীকার না করণদ্বারা অগ্রাহ্য হওয়ার নোটিস অগৌণেই দিতে হইবে।

---

৪২ নম্বর।

পৃষ্ঠে লিখনদ্বারা প্রথম যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয়, প্রথম পৃষ্ঠ লিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে, শ্রী গগণের নামে হুণ্ডী লিখিয়া, [কিম্বা ভাবতঃ তাঁহার লিখিত হুণ্ডী বলিয়া) তৎক্রমে উক্ত গগণকে ঐ হুণ্ডী দেখান গেলে পর (এত দিন গত হইলে, কিম্বা হুণ্ডীর তারিখের পর এত দিনে, কিম্বা হুণ্ডী দেখান গেলেই,) প্রতিবাদির আদেশমতে এত টাকা দিতে আদেশ করিলেন। (ঐ উক্ত গগণ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে তাহা স্বীকার করিলেন) ও প্রতিবাদী হুণ্ডীর পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা বাদিকে দিলেন। সেই হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইল।

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে টাকা আদায়ের জন্যে ঐ হুণ্ডী গগণকে দেখান গেলে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিলেন।

৩। প্রতিবাদিকে নিয়মমতে ইহার নোটিস দেওয়া গেল।

৪। তিনি ঐ টাকা দিলেন না।

(ডিক্রী প্রার্থনা হইল।)

---

৪৩ নম্বর।

হুণ্ডীর পৃষ্ঠলিপি বিশেষ হওয়াতে পৃষ্ঠলিখন দ্বারা পশ্চাৎ যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয় প্রথম পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে গগণ নামক এক ব্যক্তি অমুক স্থানে হুণ্ডী লিখিয়া (কিম্বা ভাবতঃ তাঁহার লিখিত হুণ্ডী বলিয়া) তৎক্রমে জানকীনাথের প্রতি ঐ হুণ্ডী দেখিবার পর এত দিন গত হইলে (কিম্বা প্রকারান্তরে) প্রতিবাদির আদেশমতে এত টাকা দিতে আদেশ করিলেন, ও উক্ত জানকীনাথ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ হুণ্ডী স্বীকার

করিলেন। (না করিলে এই পদ ত্যাগ করা যাইতে পারিবে।) প্রতিবাদী হুণ্ডীর পৃষ্ঠে লিখিয়া ঈশানকে দিলেন। সেই হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইল।

২। উক্ত ঈশান (ও অন্য ব্যক্তিরা) হুণ্ডীর পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা বাদিকে দিলেন।

৩। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে টাকা আদায়ের জন্যে উক্ত জানকীনাথের নিকট হুণ্ডী উপস্থিত করা গেলে তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছিল।

৪। প্রতিবাদী নিয়মমতে ইহার নোটিস পাইলেন।

৫। তিনি হুণ্ডীর টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৪৪ নম্বর।

পশ্চাৎ পৃষ্ঠে লিখনদ্বারা যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয় তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্ব পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক]

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক স্থানে গগনের নামে হুণ্ডী লিখিয়া (কিম্বা ভাবতঃ তাঁহার লিখিত হুণ্ডী বলিয়া) তৎক্রমে তাহাকে এই আদেশ করিলেন যে, ঐ হুণ্ডী দেখিবার পর এত দিন গত হইলে (কিম্বা প্রকারান্তরে) তিনি জানকীনাথের আদেশমতে এত টাকা দেন। (উক্ত গগন তাহা স্বীকার করিলেন)। উক্ত জানকীনাথ হুণ্ডীর পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা প্রতিবাদিকে দিলেন, প্রতিবাদী পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদিকে দিলেন। ঐ হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইল।

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে টাকা আদায়ের নিমিত্ত উক্ত গগনের নিকট হুণ্ডী উপস্থিত করা গেলে তাহা অগ্রাহ্য হইল।

৩। প্রতিবাদী নিয়মমতে ইহার নোটিস পাইলেন।

৪। তিনি টাকা দিলেন না।

(ডিক্রী প্রার্থনা হইল।)

---

৪৫ নম্বর।

পশ্চাৎ পৃষ্ঠে লিখনদ্বারা যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয় মধ্যবর্ত্তি পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদন পত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,——

১। ঈশান নামক ব্যক্তি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে হুণ্ডী লিখিয়া (কিম্বা তাবতঃ তাঁহার লিখিত বলিয়া) তৎক্রমে গগণ নামক কোন ব্যক্তির প্রতি ঐ হুণ্ডী দেখিলে পর এত দিন গত হইলে (কি প্রকারান্তরে) জানকীনাথ নামক এক ব্যক্তির আদেশমতে এত টাকা দিবার আদেশ করিলেন। ঐ হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইল। (উক্ত গগন তাহা স্বীকার করিলেন।) এবং উক্ত জানকীনাথ পৃষ্ঠে লিখিয়া প্রতিবাদিকে ঐ হুণ্ডী দিলেন, পরে প্রতিবাদী (ও অন্যেরা) পৃষ্ঠে লিখিয়া প্রতিবাদিকে ঐ হুণ্ডী দিলেন, পরে প্রতিবাদী (ও অন্যেরা) পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদিকে দিলেন।

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে টাকা আদায়ের জন্যে উক্ত গগণকে হুণ্ডী দেখান গেলে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিলেন।

৩। প্রতিবাদী নিয়মমতে ইহার নোটিস পাইলেন।

৪। তিনি ঐ টাকা দিলেন না।

(ডিক্রী প্রার্থনা হইল।)

---

৪৬ নম্বর।

পৃষ্ঠে লিখনদ্বারা যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয়, হুণ্ডীলেখকের ও স্বীকারকারির ও পৃষ্ঠলিপিকারকের নামে তাঁহার আবেদনপত্র।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

দেওয়ানী জাবেতামত নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রী আনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রী চন্দ্র ও

অমুক স্থানবাসি শ্রী ঈশান ও

অমুক স্থানবাসি শ্রী গগন প্রতিবাদী।

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী শ্রী চন্দ্র অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে

অমুক স্থানে প্রতিবাদী ঈশানের নামে হুণ্ডী লিখিয়া, উক্ত ঈশানকে আজ্ঞা করিলেন যে (ঐ হুণ্ডী দেখিলে পর এত দিন গত হইলে) প্রতিবাদী গগণের আদেশমতে এত টাকা দেন। ঐ হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইল।

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত ঈশান ঐ হুণ্ডী স্বীকার করিলেন।

৩। উক্ত গগণ পৃষ্ঠে লিখিয়া বাদিকে সেই হুণ্ডী দিলেন।

৪। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে টাকা আদায়ের জন্যে ঐ হুণ্ডী শ্রী ঈশানকে দেখান গেলে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিলেন।

৫। অন্য প্রতিবাদিগণ ইহার উপযুক্ত নোটিস পাইলেন।

৬। তাঁহার ঐ টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৪৭ নম্বর।

ভিন্নদেশীয় হুণ্ডীর টাকা যে ব্যক্তির প্রাপ্য হয়, হুণ্ডী স্বীকার না হওয়া প্রযুক্ত হুণ্ডী লেখকের নামে তাঁহার আবেদন পত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক]

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন, -

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদি অমুক স্থানে ঈশান নামক এক ব্যক্তির নামে কলিকাতায় হুণ্ডী লিখিয়া তাঁহাকে এই আদেশ করিলেন যে হুণ্ডী দেখিলে পর (ষাইট দিন) গত হইলে তিনি লণ্ডন নগরে বাদিকে এত পৌণ্ড দেন

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ হুণ্ডী স্বীকার করাইয়া লইবার জন্যে উক্ত ঈশানকে দেখান গেলে, তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিলেন, ও নিয়মমতে তাহার প্রেটেষ্ট হইল (অর্থাৎ টাকা নাই এই কথা উকীলের দ্বারা হুণ্ডীর পৃষ্ঠে লেখাইয়া হুণ্ডীলেখকের নামে পাঠান গেল।)

৩। প্রতিবাদী নিয়মমতে ইহার নোটিস পাইলেন।

৪। তিনি ঐ হুণ্ডীর টাকা দেন নাই।

৫। প্রতিবাদিকে যে সময়ে প্রোটেষ্টের নোটিস দেওয়া যায় সেই সময়ে প্রত পৌণ্ডের এত টাকা মূল্য ছিল।

৬। অতএব বাদির প্রার্থনা এই যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি [শতকরা দশ টাকার হিসাবে] হানি পূরণ ও সুদসুদ্ধ প্রতি বাদির বিপক্ষে এত টাকার ডিক্রী পান।

---

৪৮ নম্বর।

যে ব্যক্তির টাকা প্রাপ্য হয় স্বীকারকারির নামে তাঁহার আবেদন পত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঈশান নামক এক ব্যক্তি প্রতিবাদির নামে হুণ্ডী লিখিয়া তাঁহার প্রতি এই আদেশ করিলেন যে ঐ হুণ্ডীর তারিখের পর [কিম্বা হুণ্ডী দেখিলে পর] এত দিন গত হইলে তিনি বাদিকে এত টাকা দেন। ঐ হুণ্ডীর মিয়াদ গত হইল।

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদী ঐ হুণ্ডী স্বীকার করিলেন।

৩। তিনি ঐ হুণ্ডীর টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]

মন্তব্য।—এই পাঠে বাদিকে হুণ্ডী দেওয়ার কথা ও তাঁহার মোকদ্দমা করিবার অধিকারের কথা লেখা যায় নাই।—যে মোকদ্দমায় চর্চহিল বাদীও গার্ডনর প্রতিবাদী ছিলেন তাহার রিপোর্ট দেখ।

---

৪৯ নম্বর।

সমুদ্রগত বিপত্তি দ্বারা জাহাজ মারা পড়িলে অনির্দ্দিষ্ট টাকার সামুদ্রিক বিমাপত্র ধরিয়া আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক নামক জাহাজ নিম্নলিখিতমতে যে সময়ে নষ্ট হইয়াছিল সেই সময়ে বাদী সেই জাহাজের স্বামী ছিলেন [কিম্বা সেই জাহাজে তাঁহার স্বার্থ ছিল।]

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদি দিগকে এত টাকা দেওয়া গেলে, [কিম্বা বাদী তৎকালে এত টাকা দিবার অঙ্গীকার করিলে] প্রতিবাদিরা তাঁহার পক্ষে ঐ জাহাজের উপর বিমাপত্র করিয়া দিলেন। তাহার প্রতিলিপি এই পত্রের সঙ্গে দেওয়া গেল (কিম্বা তৎক্রমে তাঁহারা এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে ঐ জাহাজের এই যাত্রাকালে সমুদ্রজন্য সঙ্কটদ্বারা কি অগ্নিদ্বারা কিম্বা ঐ বিমাপত্রের উল্লিখিত অন্য কারণে জাহাজ নষ্ট হইলে বা তাহার হানি হইলে তৎপ্রযুক্ত বাদির যত হানি ও ক্ষতি হয়, বাদির হানির ও স্বার্থের প্রমাণ হইলে পর এতদিন গত হইলে, তাঁহারা এত টাকা পর্য্যন্ত তাঁহার সকল ক্ষতি ও হানিপূরণ করিয়া দিবেন।]

৩। উক্ত জাহাজ ঐ বিমাপত্রের উল্লিখিত যাত্রায় গমন কালে, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে সমুদ্র জন্য সঙ্কট দ্বারা (কিম্বা প্রকারান্তরে) সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট হইল।

৪। ইহাতে বাদির এত টাকা হানি হইল।

৫। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদি দিগকে আপনার হানির ও স্বার্থের প্রমাণ দিলেন ও উক্ত বিমাপত্রের নিয়মানুসারে আপনার কর্ত্তব্য সকল কর্ম্ম উচিত মতে করিলেন।

৬। প্রতিবাদিরা সেই হানির পরিশোধ করেন নাই।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৫০ নম্বর।

অগ্নি দ্বারা বোঝাই মাল নষ্ট হইলে, নির্দ্দিষ্ট টাকার বিমাপত্রের উপর আবেদন পত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক নামক জাহাজ নিম্নলিখিত মতে যে সময়ে নষ্ট হইয়াছিল সেই সময়ে বাদী ঐ জাহাজ গত (এক শত গাইট তুলার) স্বামী ছিলেন কিম্বা, ঐ তুলাতে তাঁহার স্বার্থ ছিল।)

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী অমুক স্থানে প্রতি

বাদিকে এত টাকা দিলে (কি দিবার অঙ্গীকার করিলে) প্রতিবাদী তাঁহার নামে ঐ মালের উপর বিমাপত্র করিয়া দিলেন, তাহার প্রতিলিপি ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল (কিম্বা, তৎক্রমে এই প্রতিজ্ঞা হইল যে, অমুক স্থানে ঐ মাল জাহাজ হইতে নামাইয়া দিবার পূর্ব্বে অগ্নি দ্বারা কি উল্লিখিত অন্য কারণে সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট হইলে, প্রতিবাদী বাদিকে এত টাকা দিবেন, কিম্বা মালের একাংশ নষ্ট হইলে তদ্দারা বাদির যত হানি হয় ঐ মালের সম্পূর্ণ মূল্যের উপর শতকরা এত টাকা পর্য্যন্ত সেই হানি পূরণ করিয়া দিবেন।

৩। উক্ত বিমাপত্রের উল্লিখিত যাত্রায় গমন সময়ে অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ মাল অগ্নিদ্বারা সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট হইল।

৪ ও ৫ দফা। (ইহার পূর্ব্ব পাঠের ৫ ও ৬ দফার ন্যায়।)

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৫১ নম্বর।

মালের ভাড়া সম্পার্কীয় নির্দ্দিষ্ট টাকার বিমাপত্রের উপর আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,

১। অমুক নামক জাহাজের অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে যাত্রাকালে তাহার বোঝাই মালের যত ভাড়া পাওয়া যাইত, নিম্নলিখিত প্রকারে ঐ জাহাজের নষ্ট হওন সময়ে ঐ ভাড়ায় বাদির স্বার্থ ছিল ও তৎকালে ভাড়া দিবার নিয়মে অনেক মাল জাহাজে তুলিয়া লওয়া গিয়াছিল।

২। বাদী বিমাপত্রের নিমিত্ত এত টাকা দেওয়াতে প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে ঐ ভাড়ার উপর বাদিকে বিমাপত্র দিলেন, তাহার প্রতিলিপি ইহার সঙ্গে দেওয়া যাইতেছে (কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে, তাহার মর্ম্ম এই।)

৩। উক্ত বিমাপত্রের উল্লিখিত যাত্রায় গমনকালে, সমুদ্র জন্য সঙ্কটদ্বারা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ জাহাজ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইল।

৪। বাদী উক্ত জাহাজের ঐ বোঝাই মালের ভাড়ার কোন অংশ পান

নাই, ও পূর্ব্বোক্তমতে নষ্ট হওয়া প্রযুক্ত ঐ যাত্রায় ভাড়া উপার্জ্জন হয় নাই।

৫ ও ৬ দফা (৫০ নং পাঠের ন্যায়।)

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৫২ নম্বর।

জাহাজ রক্ষা করিবার জন্য মাল প্রভৃতি জলে ফেলিয়া দেওয়া গেলে অন্য মালের স্বামিরা হানিপুরণার্থ যে টাকা দেন তন্নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক নামক জাহাজের অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে যাইবার কালে ঐ জাহাজ পশ্চাৎ লিখিতমতে যে সময় নষ্ট হইয়াছিল বাদী সেই সময়ে সেই জাহাজগত (এক শত গাঁইট তুলার স্বামী ছিলেন কিম্বা ঐ তুলাতে বাদির স্বার্থ ছিল।)

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী অমুক স্থানে এত টাকা (দিবার অঙ্গীকার করিলে) প্রতিবাদী তাঁহার উক্ত মালের উপর বাদিকে বিমাপত্র করিয়া দিলেন, তাহার প্রতিলিপি ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল (কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে, তাহার মর্ম্ম এই।)

৩। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ বিমাপত্রের উল্লিখিত যাত্রায় গমনকালে, সমুদ্রজন্য সঙ্কট দ্বারা ঐ জাহাজের নষ্ট হইবার অত্যন্ত আশঙ্কা থাকাতে, রসী, কাচী প্রভৃতি সরঞ্জামের অনেকাংশ কাপ্তানের ও খালাসিদের জলে ফেলিয়া দিতে হইল ও তাঁহারা জলে ফেলিয়া দিলেন।

৪। তৎপ্রযুক্ত হানিপূরণস্বরূপ বাদির এত টাকা দিতে হইলে তিনি তাহা দিলেন।

৫। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদির নিকট আপনার হানির ও স্বার্থের এত্তালা দিলেন ও বিমাপত্রের নিয়মানুসারে তাঁহার যে সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য ছিল তাহাও উচিতমতে করিলেন।

৬। প্রতিবাদী ঐ হানিপুরণের টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

৫৩ নম্বর।

বিশেষ হানি হওয়াতে সেই হানিপূরণের নিমিত্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১ ও ২। পূর্ব্ব পাঠের ন্যায়।

৩। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে মহাসাগরে গমন কালে উক্ত জাহাজে তরঙ্গ লাগিয়া উক্ত (তুলার) এত টাকা পর্য্যন্ত হানি হইল।

৪ ও ৫। (ইহার পূর্ব্ব পাঠের ৫ ও ৬ দফার ন্যায়।)

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৫৪ নম্বর।

অগ্নিজন্য ক্ষতি নিষ্কৃতির বিমাপত্রের উপর আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। (অমুক নগরের অমুক রাস্তার অমুক নম্বরের বসতবাটী) যে স.. নিম্নলিখিত প্রকারে অগ্নিদ্বারা নষ্ট হইয়াছিল (কিম্বা ঐ বাটীর হানি হইয়াছিল) সেই সময়ে (বাদী ঐ বাটীর স্বামী ছিলেন) (কিম্বা ঐ বাটীতে বাদির স্বার্থ ছিল।)

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে এত টাকা দেওয়াতে প্রতিবাদী উক্ত বাটীর উপর বাদিকে বিমাপত্র দিলেন, তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল, (কিম্বা ঐ বিমাপত্রের মর্ম্ম এই।)

৩। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অগ্নিদ্বারা উক্ত (বসতবাটী) সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইল (কিম্বা তাহার অত্যন্ত হানি হইয়াছিল।

৪। তৎপ্রযুক্ত বাদির এত টাকা হানি হইল।

৫। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে, বাদী প্রতিবাদির নিকট আপনার উক্ত হানির ও স্বার্থের প্রমাণ দিলেন ও উক্ত বিমাপত্রের নিয়মানুসারে আপনার কর্ত্তব্য অন্য সকল কর্ম্ম উচিতমতে সম্পাদন করিলেন।

৬। প্রতিবাদী উক্ত হানিপূরণার্থ টাকা দিলেন না।

(ডিক্রী প্রার্থনা হইল।)

৫৫ নম্বর।

ভাড়ার টাকা দিবার প্রতিভূর নামে আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির নিকট (অমুক রাস্তার অমুক নং বাটী) বৎসর এত টাকা ভাড়া দিবার ও (মাসে২) ঐ ভাড়া দিবার নিয়মে এত বৎসর মিয়াদে ভাড়া করিয়া লইলেন।

২। উক্ত বাটী উক্ত ঈশানকে ভাড়া করিয়া দিলে প্রতিবাদী সেই সময়ে ও স্থানে ঐ খরের ভাড়া নিয়মিতরূপে দেওনের প্রতিভূ হইবার নিয়ম করিলেন।

৩। অমুক সালের অমুক২ মাসের এত টাকা ভাড়া দেওয়া যায় নাই।

[নিয়মপত্রে নিয়মানুসারে প্রতিভূকে নোটিস দিবার প্রয়োজন হইলে, এই কথাও লিখিতে হইবে।]

৪। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী ঐ প্রতিবাদিকে উক্ত ভাড়া না দেওয়ার নোটিস দিয়া সেই ভাড়া চাহিলেন।

৫। তিনি ঐ টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]

খ।—চুক্তি ভঙ্গহেতুক হানিপূরণ পাইবার আবেদনপত্র।

৫৬ নম্বর।

ভূমি হস্তান্তর করিবার নিয়মভঙ্গ হেতু আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী ও প্রতিবাদী অমুকাস্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আপনাদের স্বাক্ষরক্রমে নিয়মপত্র লিখিয়া দিলেন। তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া যাইতেছে।

(অথবা, প্রতিবাদী অমুক স্থান প্রভৃতিতে বাদির সঙ্গে এই নিয়ম

করিলেন যে বাদী তৎকালে এত টাকা আমানৎ করিবেন ও পশ্চাৎলিখিত মতে আর দশ হাজার টাকা দিলে প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে বাদির নামে অমুক নগরের অন্তর্গত অমুক রাস্তার অমুক নং বাটীর দায় ব্যতীত উত্তম ও বিশিষ্ট হস্তান্তর করণ পত্র করিয়া দিবেন ও বাদী সেই হস্তান্তর করণ পত্র পাইলে দশ হাজার টাকা দিতে সম্মত হইলেন।

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী প্রতিবাদির স্থানে ঐ সম্পত্তির হস্তান্তর করণ পত্র চাহিয়া প্রতিবাদিকে এত টাকা দিতে চাহিলেন। (অথবা, প্রতিবাদির দ্বারা যাহাতে বাদির সেই নিয়মপত্রানুযায়ি কার্য্য করাইবার অধিকার জন্মে এমত আবশ্যক সকল নিয়ম পালন হইয়াছে ও সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে ও সকল সময় গত হইয়াছে।)

৩। প্রতিবাদী বাদির নামে ঐ সম্পত্তির কোন হস্তান্তরকরণপত্র করিয়া দিলেন না। (অথবা, শ্রীঅমুক এত টাকার নিমিত্ত শ্রীঅমুকের নিকট ঐ সম্পত্তি বন্ধক দিলেন ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক তারিখে অমুক আফিসে ঐ বন্ধকীপত্র রেজিষ্টরী করা গিয়াছে ও এখনও মুক্ত করা যায় নাই। কিম্বা, অধিকারের আরং দোষ আছে।)

৪। তৎপ্রযুক্ত বাদী পূর্ব্বোক্ত যত টাকা আমানৎ রাখিলেন তাহা এবং উক্ত ক্রয়কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্যে আরং যে টাকা দিলেন তাহ ও এত দিন বদ্ধ থাকাতে ব্যবহার করিতে পারিলেন না। এবং প্রতিবাদির অধিকারের অনুসন্ধান লওনার্থে ও নিয়মপত্রানুসারে আপনার যেং কর্ম্ম কর্ত্তব্য ছিল তাহার উদ্যোগ করাতে আরং খরচের হানি হইয়াছে, এবং ঐ নিয়ম পত্রানুসারে প্রতিবাদির যেং কর্ম্ম কর্ত্তব্য ছিল তাঁহার দ্বারা সেইং কর্ম্ম করাইবার চেষ্টায় আরং খরচ হইয়াছে।

অতএব বাদী হানিপূরণ বলিয়া এত টাকার ডিক্রী প্রার্থনা করিলেন।

---

৫৭ নম্বর।

ভূমি ক্রয় করিবার নিয়মভঙ্গ হেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,

১। বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিয়মপত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিলেন, তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল।

(অথবা, বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে পরস্পর এই নিয়ম করিলেন যে, বাদী অমুক জিলার অমুক পরগনার অমুক মৌজার অন্তর্গত চল্লিশ বিঘা ভূমি প্রতিবাদির নিকট বিক্রয় করিবেন ও প্রতিবাদী এত টাকা দিয়া বাদির স্থানে ঐ ভূমি ক্রয় করিবেন।]

২। বাদী সম্যকপ্রকারে ঐ সম্পত্তির স্বামী হইয়া (ও ঐ সম্পত্তির উপর কোন দায়ের ভার নাই প্রতিবাদিকে ইহা দেখাইয়া) অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদির উক্ত টাকা দেওনমতে প্রতিবাদিকে ঐ সম্পত্তির উপযুক্ত হস্তান্তরকরণপত্র দিতে চাহিলেন, (অথবা উপযুক্ত নিদর্শনপত্রক্রমে প্রতিবাদিকে ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিলেন ও তাহা দিতে প্রস্তাব করিলেন।)

৩। প্রতিবাদী ঐ টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৫৮ নম্বর।

অন্য পাঠ।

স্থাবর সম্পত্তির ক্রয় সম্পাদন না করাতে আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের নিয়মপত্রানুসারে বাদির ও প্রতিবাদির মধ্যে এই নিয়ম হইয়াছিল যে, বাদী নিম্নলিখিত নিয়ম ও বিধিমতে প্রতিবাদির নিকট এত টাকা মূল্যে একটা ঘর ও ভূমি বিক্রয় করিবেন ও প্রতিবাদী বাদির স্থানে সেই মূল্যে তাহা ক্রয় করিবেন,— নিয়ম এই,

(ক) উক্ত নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করণসময়ে প্রতিবাদী ঐ ক্রয়ের টাকার একাংশ এত টাকা বাদিকে দিবেন ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অবশিষ্ট টাকা দিবেন, সেই তারিখে ঐ বিক্রয় কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

(খ) বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তৎপূর্ব্বে ঐ বাটীতে বিশিষ্ট অধিকার স্থির করিয়া দেখাইবেন, ও পূর্ব্বোক্ত মূল্যের উক্ত অবশিষ্ট টাকা দেওয়া গেলে প্রতিবাদির খরচে ঐ বাটির উপযুক্ত হস্তান্তর-করণপত্র প্রস্তুত করিয়া প্রতিবাদিকে দিবেন।

২। প্রতিবাদির দ্বারা যাহাতে বাদির ঐ নিয়ম পত্রানুযায়ি কর্ম্ম সম্পাদন করাইবার অধিকার জন্মে এমত আবশ্যক সকল নিয়ম পালন হইয়াছে ও সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে ও সকল সময় গত হইয়াছে, তথাপি প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্ত ক্রয়ের টাকার অবশিষ্ট অংশ বাদিকে দেন নাই।

৩। ইহাতে ঐ নিয়মপত্রানুযায়ি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিবার উদ্যোগ করণে বাদির খরচের হানি হইয়াছে, ও প্রতিবাদির দ্বারা সেই কার্য্য সম্পাদন করাইবার জন্যে উদ্যোগ করণে তাঁহার আরও খরচ হইয়াছে।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৫৯ নম্বর।

বিক্রীত মাল না দেওনহেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে পরস্পর এই নিয়ম করিলেন যে, প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির নিকট (এক শত পিপা ময়দা) পঁহুছাইয়া দিলে বাদী তাহা পাইলে পর তজ্জন্যে এত টাকা দিবেন।

২। প্রতিবাদী সেই দিনে উক্ত দ্রব্য পঁহুছাইয়া দিলে বাদি তাঁহাকে ঐ টাকা দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিলেন ও দিতে প্রস্তাব করিলেন।

৩। প্রতিবাদী সেই দ্রব্য পঁহুছাইয়া দিলেন না, তৎপ্রযুক্ত সেই দ্রব্য পঁহুছাইয়া দিলে বাদির যে লভ্য হইত তিনি তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

৬০ নম্বর।

কর্ম্ম দিবার চুক্তি ভঙ্গ হেতুক আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক]

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে পরস্পর এই নিয়ম করিলেন যে, বাদী (হিসাবনবীস কিম্বা, দোকানের প্রধান কর্ম্মকারকপ্রভৃতি) স্বরূপ প্রতিবাদির নিকট চাকরী করিবেন, ও প্রতিবাদী (এক বৎসরের নিমিত্ত) বাদিকে সেই কর্ম্মে রাখিয়া তাহাকে (মাসে২) এত টাকা বেতন দিবেন।

২। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদির নিকট উপরোক্ত চাকরী করিতে আরম্ভ করিলেন, ও তদবধি এখনও বৎসরের অবশিষ্ট কাল সেই চাকরীতে থাকিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন, ও প্রতিবাদিকে সর্ব্বদাই এই কথার নোটিস দেওয়া গিয়াছে।

৩। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অন্যায়মতে বাদিকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন ও তাঁহাকে পূর্ব্বোক্তমতে কর্ম্ম করিতে দিলেন না ও তাহার কর্ম্মের বেতনও দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৬১ নম্বর।

কর্ম্ম দিবার চুক্তি হইয়া কর্ম্ম না দেওয়া গেলে ঐ চুক্তি ভঙ্গহেতুক আবেদন পত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। (ইহার পূর্ব্ব পাঠের ন্যায়।)

২। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে প্রতিবাদির নিকট চাকরী করিতে উদ্যত ছিলেন ও অদ্যাপি করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন।

৩। প্রতিবাদী বাদিকে সেই কার্য্য করিতে দিলেন না ও সেই কার্য্যের বেতনও দিতে চাহেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

৬২ নম্বর।

চাকরী করিবার চুক্তি ভঙ্গ হেতুক আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক]

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে পরস্পর এই নিয়ম করিলেন যে, বাদী বৎসর এত টাকা বেতন দিয়া প্রতিবাদিকে কর্ম্ম দিবেন ও প্রতিবাদী এক বৎসর পর্য্যন্ত (চিত্রকর) স্বরূপ বাদির নিকট কর্ম্ম করিবেন।

২। ঐ নিয়মানুসারে বাদির যাহা কর্ত্তব্য ছিল তিনি তাহা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন (ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে তাহা করিতে উদ্যত ছিলেন।)

৩। প্রতিবাদী [উপরোক্ত তারিখে বাদির নিকট কর্ম্ম করিতে লাগিলেন; কিন্তু তৎপরে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি] পূর্ব্বোক্তমতে বাদির নিকট কর্ম্ম করিতে অসম্মত হইলেন।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৬৩ নম্বর।

উপযুক্তমতে কর্ম্ম না করণপ্রযুক্ত গৃহ নির্ম্মাতার নামে আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিয়ম করিয়াছিলেন, সেইনিয়মপত্রের নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল।

[অথবা, চুক্তির মর্ম্ম এই।]

[২। উক্ত নিয়মপত্রক্রমে বাদির যে সকল নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ছিল তাহা উপযুক্তমতে পালন করিলেন।]

৩। প্রতিবাদী উক্ত নিয়মপত্রের উল্লিখিত ঘর কদর্য্যরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ও কারিগরের উপযুক্ত রীতিতে করেন নাই।

(ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৬৪ নম্বর।

কর্ম্ম শিক্ষার্থির পিতার কি অভিভাবকের নামে কর্ত্তার আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক]

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে, স্বীয় স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত* নিয়মপত্র করিলেন, তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল।

[অথবা, ঐ নিয়মপত্রের মর্ম্ম লিখিতে হইবে।]

২। ঐ নিয়মপত্র করা গেলে পর বাদী পূর্ব্বোক্ত কালের নিমিত্ত উক্ত শিক্ষার্থিস্বরূপ উক্ত (শিক্ষার্থিকে) আপন কর্ম্মে গ্রহণ করিলেন ও উক্ত নিয়মপত্রানুসারে আপনার কর্ত্তব্য সকল কর্ম্ম সর্ব্বদাই করিয়াছেন ও করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন।

৩। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত (শিক্ষার্থী) ইচ্ছাপূর্ব্বক বাদির কর্ম্মে অনুপস্থিত ছিলেন ও তদবধি অনুপস্থিত আছেন।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]

---

৬৫ নম্বর।

কর্ত্তার নামে কর্ম্ম শিক্ষার্থির আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির ও তদীয় পিতা শ্রী ঈশানের সঙ্গে আপনাদের স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত নিয়মপত্র করিলেন, তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল।

---

*১৮৫০ সালের ১৯ আইনে নিয়মপত্র লিখিবার যে পাঠ দেওয়া গেল তন্মধ্যে পিতার কি অভিভাবকের মোহর দিবার আদেশ আছে।

২। ঐ নিয়ম পত্র করা গেলে পর বাদী ঐ নিয়মপত্রের উল্লিখিত মিয়াদের নিমিত্ত শিক্ষার্থি স্বরূপ কর্ম্ম করিবার জন্যে প্রতিবাদির নিকট কর্ম্ম করিতে গেলেন, ও ঐ নিয়মপত্রানুসারে আপনার যে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য ছিল তাহা সর্ব্বদাই করিযাছেন।

৩। প্রতিবাদী (বাদিকে অমুক কর্ম্মের শিক্ষা দিলেন) না (কিম্বা, তাহার প্রতি নির্দ্দয়াচার করিয়াছেন কি উপযুক্ত আহারাদি দেন নাই, কিম্বা অন্য যে অত্যাচারক্রমে নিয়ম লঙ্ঘন হইয়াছে তাহা লিখিতে হইবে।)

(ডিক্রী প্রার্থনা হইল।)

---

৬৬ নম্বর।

কেরাণীর বিশ্বস্ততা বিষয়ক প্রতিজ্ঞাপত্রের উপর আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঈশান নামক এক ব্যক্তিকে কেরাণীর কর্ম্ম দিলেন।

২। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির নিকট এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, উক্ত ঈশান বাদির কেরাণী হইয়া বিশ্বস্তমতে কর্ম্ম না করিলে কিম্বা বাদির নিমিত্ত যে সকল টাকা কি ঋণের প্রমাণপত্র কি অন্য সম্পত্তি পান তাহার হিসাব না দিলে, তজ্জন্যে বাদির যে হানি হয়, প্রতিবাদী এতটাকা পর্য্যন্ত সেই হানি পূরণ করিবেন।

(অথবা, ২। প্রতিবাদি সেই সময়ে ও স্থানে আপনার স্বাক্ষরিত লিপিক্রমে বাদিকে দণ্ডস্বরূপ এত টাকা দিতে এই নিয়মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, উক্ত ঈশান বাদির কেরাণী ও খাজাঞ্চী হইয়া বিশ্বস্তমতে কর্ম্ম করিলে, ও বাদির পক্ষে ন্যস্তস্বরূপ যে সময়ে যে সকল টাকা ও ঋণের প্রমাণপত্র কি অন্য সম্পত্তি তাঁহার হাতে থাকে বাদিকে তাহার যথার্থ হিসাব দিলে, এই প্রতিজ্ঞাপত্র নিষ্ফল হইবে, প্রকারান্তরে নয়।)

(অথবা ২। প্রতিবাদী সেই সময়ে ও স্থানে বাদির নিকট প্রতিজ্ঞা-পত্র লিখিয়া দিলেন, তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল।)

৩। উক্ত ঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের মধ্যে বাদির নিমিত্ত নগদ এত টাকা ও এত টাকা মূল্যের সম্পত্তি পাইলে, তাহার কোন হিসাব দিলেন না ও সেই টাকা অদ্যাপি পাওনা থাকিল ও বাদিকে দেওয়া যায় নাই)

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৬৭ নম্বর।

ভূম্যধিকারির নামে বিশেষ হানি ধরিয়া প্রজার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিদর্শনপত্র লিখিয়া বাদির নিকট এত বৎসর মিয়াদে (অমুক রাস্তার অমুক নং বাটী) ভাড়া দিয়া বাদির সঙ্গে এই নিয়ম করিলেন যে বাদি ও তাঁহার আইনমত স্থলাভিষিক্তগণ উক্ত মিয়াদের নিমিত্ত স্বচ্ছন্দে ঐ বাটী ভোগ দখল করিবেন।

২। বাদির যাহাতে এই মোকদ্দমা করিবার অধিকার জন্মে এমত আবশ্যক সকল নিয়ম পালন হইয়াছে ও সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে।

৩। উক্ত মিয়াদ চলন সময়ে ঐ ঘরের বৈধ স্বামি ঈশান নামক এক ব্যক্তি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আইনমতে বাদিকে ঐ ঘরহইতে উঠাইয়া দিলেন ও অদ্যাপি তাঁহাকে আর অধিকার করিতে দিলেন না।

৪। এই কারণে বাদী আর সেই স্থানে (দরজীর কর্ম্ম চালাইতে পারিলেন না, ও তথাহইতে উঠিয়া যাওয়াতে তাঁহার এত টাকা খরচ করিতে হইল ও উঠিয়া যাওয়াতে গণেশের ও জানকীনাথের স্থানে আর কর্ম্ম পাইতে পারিলেন না।)

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

৬৮ নম্বর।

অস্থাবর দ্রব্যের নির্দ্দোষিতাসূচক বাক্যলঙ্ঘন হেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্তবাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাষ্পীয় কল উত্তম রূপে চলিবে বলিয়া নিশ্চিত বাক্য কহাতে, সেই কল ক্রয় করিয়া তজ্জন্যে এত টাকা দিতে বাদির প্রবৃত্তি জন্মাইলেন।

২। উক্ত কল তৎসময়ে উত্তমরূপে চলিবার উপযুক্ত ছিল না। তদ্ধেতুক তাহার মেরামত করণে বাদির খরচ হইয়াছে ও কলদ্বারা তাঁহার যে লভ্য হইতে পারিত মেরামত করিবার সময়ে বাদী সেই লভ্যে বঞ্চিত হইলেন।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৬৯ নম্বর।

নিষ্কৃতিসূচক নিয়মপত্রের উপর আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী ও প্রতিবাদী আনন্দ চন্দ্র কোম্পানির নামে কোন ব্যবসায়ের অংশী হইয়া, অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত অংশিত্ব লোপ করিয়া, পরস্পর এই নিয়ম করিলেন যে, অংশিত্ব সম্পর্কীয় যত সম্পত্তি আছে প্রতিবাদী তাহা লইয়া রাখিবেন, ও কোম্পানির যত ঋণ আছে প্রতিবাদী তাহা শোধ করিবেন, ও ঐ কোম্পানির কোন ঋণ হেতুক বাদির উপর যে দাওয়া হইতে পারে, প্রতিবাদী তাঁহাকে তদ্বিষয়ে নিষ্কৃতি দিবেন।

২। ঐ নিয়মপত্রের যে সকল নিয়ম বাদির পালন করা কর্ত্তব্য ছিল তিনি তাহা উপযুক্তমতে পালন করিয়াছেন।

৩। (ঐ কোম্পানির স্থানে ঈশান নামক এক ব্যক্তির ঋণ পাওনা

থাকিলে ঈশান অমুক স্থানের হাইকোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির ও প্রতিবাদির নামে ডিক্রী পাইলেন, ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে) বাদী সেই ডিক্রী শোধার্থে এত টাকা দিলেন।

৪। প্রতিবাদী বাদিকে ঐ টাকা দিলেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৭০ নম্বর।

বোঝাই মাল না দেওনের কি জাহাজে না তোলনের নিমিত্ত আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিয়মপত্র করিলেন, তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল।

[অথবা, ১। বাদী ও প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে চার্টর পার্টি নামক নিয়মপত্রদ্বারা এই নিয়ম করিলেন যে, প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে বাদির অমুক নামক জাহাজে পাঁচ শত টন সওদাগরী মাল দিবেন ও মাল বোঝাইর ভাড়া দেওয়া গেলে ঐ জাহাজে সেই মাল অমুক স্থানে পঁহুছাইয়া দেওয়া যাইবে; ও প্রতিবাদী জাহাজে মাল তুলিবার জন্যে এত দিন ও মাল নামাইবার এত দিন প্রয়োজন হইলে গহেজ্রির নিমিত্ত এত দিন পাইবেন ও দিনপ্রতি এত টাকা দিবেন।)

২। উক্ত নিয়মপত্রের নির্দ্ধারিত সময়ে বাদী প্রতিবাদির স্থানে সেই (সওদাগরী মাল, কিম্বা ঐ নিয়মপত্রের উল্লিখিত সওদাগরী মাল) গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিলেন ও প্রস্তাব করিলেন।

৩। জাহাজে মাল তুলিবার ও গহেজ্রির মিয়াদ গত হইলেও প্রতিবাদী উক্ত জাহাজে ঐ সওদাগরী মাল দিলেন না।

অতএব বাদী গহেজ্রী বলিয়া এত টাকার ও হানিপূরণ বলিয়া আর এত টাকার ডিক্রী প্রার্থনা করেন।

খ।—অন্যায়হেতুক হানিপূরণ পাইবার আবেদনপত্র।

৭১ নম্বর।

ভূমিতে অনধিকার প্রবেশ হেতুক আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির অমুক নামে খ্যাত ভূমিখণ্ডে প্রবেশ করিয়া (গবাদি চরাইলেন ও ঘাস দলাইলেন ও বাহাদুরী কাষ্ঠ ছেদন করিলেন ও অন্যান্য প্রকারে ভূমির হানি করিলেন।)

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

৭২ নম্বর।

বসতবাটীর মধ্যে অনধিকার প্রবেশহেতুক আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক]

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,

১। প্রতিবাদী বাদির অমুক নামক বসতবাটী প্রবেশ করিয়া অনেক ক্ষণ শোরশার ও গোলমাল করিয়া ঐ বসতবাটীর দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিয়া ঐ বাটী সংলগ্ন দ্রব্য নামাইয়া তাহাসুদ্ধ বাদির মাল হরন করিয়া লইয়া, নিজ প্রতিবাদির ব্যবহারার্থে বিক্রয়াদি করিয়া বাদিকে সপরিবারে ঐ বাটী হইতে বেদখল করিয়া বাহির করিয়া দিলেন ও তাঁহাদিগকে অনেকক্ষণ সেইরূপে বাহিরে রাখিলেন।

২। তৎপ্রযুক্ত বাদির স্বীয় কার্য্য চালাইতে বাধা হইয়াছিল ও আপনার ও পরিবারের বাস করিবার জন্যে অন্য ঘর করিয়া লইতে খরচ হইয়াছে।

(ডিক্রী প্রার্থনা হইল।)

৭৩ নম্বর।

অস্থাবর দ্রব্যের উপর অনধিকার প্রবেশের আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির রম শরাবের দশ পিপা ভাঙ্গিয়া সেই শরাব পথে গড়িয়া পড়িতে দিলেন, (কিম্বা, বাদির মাল অর্থাৎ লৌহ কি বিষয়বিশেষে চাউল ও দরের লওয়াজিমা কাড়িয়া লইয়া) স্থানান্তর করিয়া আপনার ব্যবহারার্থে বিক্রয়াদি করিলেন।

(কিম্বা, বাদির গোরু ও বলদ কাড়িয়া লইয়া খোয়াড়ে আনাইয়া অনেক ক্ষণ বদ্ধ করিয়া রাখিলেন,)

২। তৎপ্রযুক্ত বাদী তৎকালে সেই গোরু ও বলদদ্বারা যে উপকার পাইতেন তাহাতে বঞ্চিত হইলেন ও তাহাদের আহার দেওনে ও মুক্ত করিয়া লওনে তাঁহার খরচ লাগিল। আর অমুক হাটে তাঁহার সেই গবাদি বিক্রয় করিবার কল্পনা ছিল তাহাও করিতে পারিলেন না, ও বাদির পক্ষে সেই গোরুর ও বলদের মূল্য ন্যূন পড়িয়াছে (ইত্যাদি বৃত্তান্তানুসারে আর যে২ হানি হইল তাহা লিখিতে হইবে।)

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৭৪ নম্বর।

অস্থাবর সম্পত্তির অবৈধ ব্যবহার করণবিষয়ক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিম্নলিখিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট মাল (কিম্বা, এক শত পিপা ময়দা) বাদির অধিকারে ছিল।

২। প্রতিবাদী সেই দিনে অমুক স্থানে সেই দ্রব্য লইয়া নিজ কার্য্যে

ব্যবহার করিলেন ও সেই দ্রব্যের ব্যবহার ও অধিকার করণে বাদিকে অন্যায় মতে বঞ্চিত করিলেন।

(ডিক্রী প্রার্থনা হইল।)

তফসীল।

---

৭৫ নম্বর।

মাল দিতে সম্মত না হওয়াতে আড়ৎদারের নামে আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী এত টাকা পাইবার (কিম্বা, মাসে২ কি অন্য সময়ান্তরে পিপাপ্রতি এত টাকা পাইবার] নিয়মে অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আপনার গুদামে [এক শত পিপা ময়দা] রাখিতে ও সেই টাকা পাইলে বাদিকে ঐ দ্রব্য ফিরিয়া দিতে করার করিলেন।

২। তাহাতে বাদী প্রতিবাদির নিকট সেই [এক শত পিপা ময়দা] গচ্ছিত করিয়া রাখিলেন।

৩। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী সেই মাল ফিরিয়া দিতে বলিয়া প্রতিবাদিকে এত টাকা দিতে (কিম্বা, আড়তে মাল রাখিবার যত ভাড়া পাওনা ছিল তাহা দিতে) চাহিলেন, কিন্তু প্রতিবাদী তাহা ফিরিয়া দিতে সম্মত হইলেন না।

৪। তৎপ্রযুক্ত শ্রীঈশানের নিকট বাদী ঐ দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিলেন না, ও তাহা বাদির পক্ষে হারাণ গেল।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৭৬ নম্বর।

প্রতারণাদ্বারা সম্পত্তি লওন হেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী যেন প্রতিবাদির নিকট কএক দ্রব্য বিক্রয় করেন এই প্রবৃত্তি

জন্মাইবার নিমিত্ত প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির এমত জ্ঞান জন্মাইয়া দিলেন যে, প্রতিবাদী ঋণ শোধ করিতে সক্ষম ও সকল ঋণ শোধ হইলে পর তাঁহার এত টাকা থাকিবে।

২। তদ্দ্বারা বাদী প্রবৃত্তি পাইয়া প্রতিবাদির নিকট এত টাকা মূল্যের (ধান্যাদি) বিক্রয় (করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ) করিলেন।

৩। প্রতিবাদির উক্ত কথা মিথ্যা (বা. যাহা মিথ্যা কহিয়াছিল তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে) ও প্রতিবাদী তৎকালে তাহা মিথ্যা জানিতেন।

৪। প্রতিবাদী সেই দ্রব্যের মূল্য দিলেন না। (কিম্বা, ঐ দ্রব্য প্রতিবাদির হস্তে সমর্পণ করিবা না দেওয়া গেলে) উক্ত মাল প্রস্তুত করিয়া জাহাজে তুলিতে ও তাহা ফিরিয়া পাইবার উদ্যোগ করিতে বাদির এত টাকা খরচ লাগিয়াছে।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৭৭ নম্বর।

পশ্চাৎ মূল্য পাইবার অপেক্ষায় অন্য ব্যক্তিকে দ্রব্য দিবার প্রবৃত্তি প্রতারণাভাবে জন্মাওনহেতুক আবেদন পত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন, -

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদিকে জানাইলেন যে ঈশান ঋণ শোধ করিতে সক্ষম ও উত্তম বিশ্বাসপাত্র ও সমস্ত ঋণছাড়া তাঁহার এত টাকা আছে। (অথবা, ঈশান তৎকালে ভারি পদে নিযুক্ত আছেন ও তাঁহার অবস্থা উত্তম, ও ধার দিলে তাঁহার প্রতি নিরুদ্বেগে বিশ্বাস হইতে পারে।)

২। তৎপ্রযুক্ত বাদী প্রবৃত্তি পাইয়া উক্ত ঈশানকে (এত মাসের জন্য হাওলাৎ করিয়া) এত টাকা মূল্যের (ধান্য) দিলেন।

৩। প্রতিবাদির উক্ত সকল কথা মিথ্যা ও তিনি তৎকালে তাহা মিথ্যা বলিয়া জানিতেন, ও বাদিকে বঞ্চনা ও প্রতারণা করিবার

(কিম্বা বাদির বঞ্চনা ও অপকার করিবার) অভিপ্রায়ে ঐ কথা কহা গেল।

৪। (হাওলাতের পূর্ব্বোক্ত মিয়াদ গত হইলেও) উক্ত ঈশান (ঐ দ্রব্যের মূল্য দিলেন না, কিম্বা ধান্যের মূল্য দেন নাই ও পূর্ব্বোক্ত কারণে তাহা বাদির পক্ষে একেবারে হারাণ গেল।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৭৮ নম্বর।

বাদির ভূমির নিম্নভাগের জল ঘোলা করণ হেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক স্থানের অন্তর্গত অমুক নামে খ্যাত কতক ভূমি ও তদন্তর্গত কূপ ও কূপের অন্তর্গত জল বাদির অধিকারে আছে ও নিম্নলিখিত সকল সময়ে তাঁহার অধিকার ছিল ও সেই কূপের ও তদন্তর্গত জলের ব্যবহার করণে ও তজ্জন্য উপকার প্রাপণে তাঁহার অধিকার আছে, ও যে উনুই ও স্রোত হইতে সেই কূপের জল সম্পোষ্য হয় তাহা ঘোলা কি ময়লা না হইয়া কূপে গিয়া পড়ে তাঁহার এমত অধিকার আছে।

২। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অন্যায়মতে উক্ত কূপ তদন্তর্গত জল, ও যে উনুইর ও স্রোতের জল ঐ কূপে গিয়া পড়ে তাহাও ঘোলা ও ময়লা করিলেন।

৩। পূর্ব্বোক্ত সকল কারণে উক্ত কূপের অন্তর্গত উক্ত জল অপরিষ্কার ও গৃহকার্য্যের ও আবশ্যক অন্যান্য কার্য্যের অনুপযুক্ত হইল ও বাদী ও তাঁহার পরিবারীয় লোক সেই কূপের ও জলের ব্যবহারে ও তজ্জন্য উপকারে বঞ্চিত হইলেন।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

৭৯ নম্বর।

অস্বাস্থ্যজনক ব্যবসায় স্মরণবিষয়ক আবেদনপত্র

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক স্থানের অন্তর্গত অমুক নামে খ্যাত ভূমি বাদির অধিকারে আছে ও নিম্নলিখিত সকল সময়ে তাঁহার অধিকারে ছিল।

২। প্রতিবাদী খনির লৌহ গলাইবার কর্ম্ম চালাইতেছেন, ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি অন্যায়মতে আপনার সেই কারখানাহইতে দুর্গন্ধ ও অস্বাস্থ্যজনক ধূম ও অন্যান্য প্রকারের বাষ্প ও পীড়াজনক দ্রব্য উত্থাপিত করাইলে তাহা উক্ত ভূমির ঊর্দ্ধ ভাগে ও তদুপরে ব্যাপক হইয়া বায়ু মলিন করিল, ও ঐ ভূমির উপরিভাগে সেই সকল দ্রব্য পড়িয়া থাকিল।

৩। উক্ত ভূমিতে বাদির যেং বৃক্ষ ও বেড়া ছিল ও যে শাকশবজী ও ফসল হইতেছিল তাহার হানি হইয়াছে ও তাহার মূল্য কমিয়া গিয়াছে ও উক্ত ভূমিতে বাদির যে গবাদি ও অন্য যে পশু চরিত তাহাও বিষবলে অসুস্থ ও রোগগ্রস্ত হইয়াছে ও অনেকটা ঐ গবলে মরিয়া গিয়াছে।

৪। বাদী সেই ভূমিতে গবাদি চরাইতেন কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে আর চরাইতে পারিলেন না, ও গোমেষাদি পশু ও পক্ষি পালিতেন তাহাও তাঁহার স্থানান্তর করিয়া দিতে হইল, ও ঐ ভূমির ব্যবহার ও ভোগ করণে যত লাভ হইত তাহাও হইতে পারিল না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]

---

৮০ নম্বর।

পথাবরোধ করা প্রযুক্ত আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক]

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। (অমুক নগরের অন্তর্গত বাটী) বাদির অধিকারে আছে ও নিম্নলিখিত সময়ে তাঁহার অধিকারে ছিল।

২। তিনি সেই বাটি হইতে [গাড়ি করিয়া কিম্বা হাঁটিয়া] সর্ব্বদাই এক বিশেষ পথ দিয়া [রাজপথে] যাইতেন।

৩। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ পথ এমন করিয়া অবরোধ করিলেন যে, বাদী [গাড়ীতে কি হাঁটিয়া কিম্বা অন্য প্রকারে,] ঐ পথ দিয়া যাইতে পারিলেন না, (ও তদবধি সেই পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে।)

৪। (ইহাতে বিশেষ হানি ঘটিলে তাহাও লিখিতে হইবে।)

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]

অন্য পাঠ।

১। অমুক স্থানহইতে অমুক স্থানপর্য্যন্ত যে রাজপথ যায় প্রতিবাদী অন্যায়মতে সেই পথে গর্ত্ত খুঁড়িয়া মাটির ও পাথরের এমন ঢিবি করিয়া রাখিলেন যে পথ অবরুদ্ধ হইল।

২। তৎপ্রযুক্ত দৈবমতে সেই পথ দিয়া গমন কালে বাদী ঐ মাটির ও পাতরের ঢিবিতে পড়িয়া (কিম্বা, ঐ গর্ত্তে পড়িয়া,) হাত ভাঙ্গিল ও অত্যন্ত বেদনা হওয়াতে অনেক দিন আপন কর্ম্মে যাইতে পারিলেন না ও ডাক্তরের খরচও লাগিল।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৮১ নম্বর।

জলপ্রণালী অন্য মুখ করণ প্রযুক্ত আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক]

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক জিলার অমুক পরগনার অমুক মৌজার অন্তর্গত অমুক নামক (জল স্রোতের) ধারে একটি কল বাদির অধিকারে আছে ও নিম্নলিখিত সময়ে তাঁহার অধিকারে ছিল।

---

* স্মরণ রাখিতে হইবে যে পথ বন্ধের দরুণ ক্ষতিপূরণ বাবত এই নালিশ।

২। তদ্রূপ অধিকার থাকাপ্রযুক্ত ঐ কল চালাইবার নিমিত্ত ঐ জলের ব্যবহার করণে বাদির স্বত্ব ছিল।

৩। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ নদীর পাড় কাটিয়া স্রোত অন্যমুখ করিলেন তাহাতে বাদির কলে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প জল আসিতে লাগিল।

৪। তৎপ্রযুক্ত বাদী যাঁতায় দিন এত বস্তার অধিক গোম পিষিতে পারিলেন না, কিন্তু উক্ত স্রোত অন্য মুখ করিবার পূর্ব্বে দিন এত গোম পিষিতে পারিতেন।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৮২ নম্বর।

সেঁচিবার নিমিত্ত জলের ব্যবহার করিবার স্বত্ব অবরোধ হেতুক আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক জিলা প্রভৃতির অন্তর্গত ভূমি বাদির অধিকারে আছে ও নিম্ন লিখিত সময়ে তাঁহার অধিকারে ছিল। ও সেই ভূমিতে সেচিবার নিমিত্ত তাঁহার বিশেষ কোন জলস্রোতের জলের একাংশ লইয়া ব্যবহার করিবার স্বত্ব ছিল।

২। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ স্রোতের জল অবরোধ ও অন্য মুখ করিয়া বাদির উক্ত জলের সেই অংশ লইয়া ব্যবহার করিবার বাধা দিলেন।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৮৩ নম্বর।

পাট্টাদারের দ্বারা অপকারপ্রযুক্ত আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক]

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এক বৎসর

মিয়াদে অমুক পথের অমুক নং বাটী বাদির স্থানে ভাড়া কবিয়া লইলেন।

২। প্রতিবাদী তদ্রূপে ভাড়া করিয়া ঐ ঘর অধিকার করিতেন।

৩। তদ্রূপ অধিকারকরণ সময়ে, প্রতিবাদী ঐ বাটীর অত্যন্ত অপকার করিলেন, (ঘরের দেয়াল বিকৃত করিলেন, মেজ্যা খুঁড়িয়া ফেলিলেন, দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিলেন ইত্যাদি যেং হানি করিলেন তাহা সাধ্যমতে বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে।)

অতএব বাদী হানিপূরণস্বরূপ এত টাকার ডিক্রী প্রার্থনা করেন।

---

৮৪ নম্বর।

আক্রমণ ও প্রহার প্রযুক্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্তবাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন, –

প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির প্রতি আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে মারিলেন।

এই কারণে বাদী হানিপূরণস্বরূপ এত টাকা ডিক্রী প্রার্থনা করেন।

---

৮৫ নম্বর।

আক্রমণ করিয়া মারিয়া বিশেষ হানিকরণপ্রযুক্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির প্রতি আক্রমণ করিয়া অচেতন না হওন পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রহার করিলেন।

২। তৎপ্রযুক্ত বাদী (সেই অবধি ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত) স্বীয় কর্ম্মে যাইতে পারিলেন না, ও ডাক্তরকে তাঁহার এত টাকা দিতে হইল ও সেই

কাল অবধি আপন (ডাইন হাতে) কার্য্য করিতে পারিলেন না (কিম্বা অন্য যে হানি হইয়াছে তাহা লিখিতে হইবে।)

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৮৬ নম্বর।

আক্রমণ ও অন্যায়মতে আটক রাখণ প্রযুক্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির প্রতি আক্রমণ করিয়া এত দিন (বা এত ঘণ্টা) আটক করিয়া রাখিলেন। (বিশেষ হানি হইলে এইরূপে লিখিতে হইবে—

২। তদ্ধেতুক বাদির শারীরিক ও মানসিক অত্যন্ত ব্যথা হইয়াছিল, ও তাঁহার লজ্জা হইল ও মানের ও অবস্থার অত্যন্ত হানি হইল, ও মনো, যোগে ও অবধানতায় আপনার কার্য্য চালাইতে পারিলেন না ও আপন পরিবারের ভরণপোষণের চেষ্টা করিতে পারিলেন না ও ঐ আটক হইতে মুক্তি পাইবার জন্যে তাঁহার খরচও হইল। ইত্যাদি যেং হানি হইল তাহা লিখিতে হইবে।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৮৭ নম্বর।

অনবধানতা হেতুক রেলপথে যাওন সময়ে অপকার হওয়াতে তদ্বিষয়ের আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদিগণ চড়নদারদিগকে রেলপথে অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে লইয়া যাইবার নিমিত্ত সাধারণ বাহকস্বরূপ ছিলেন।

২। সেই দিনে বাদী ঐ রেলপথে প্রতিবাদিদের এক খানি গাড়ীতে চড়নদার ছিলেন।

৩। তিনি চড়নদার হইয়া যাইতে ছিলেন এমত সময়ে অমুক স্থানে (কিম্বা অমুক ষ্টেসনের নিকট কিম্বা অমুক ষ্টেসনের ও অমুক ষ্টেসনের মধ্য কোন স্থানে) প্রতিবাদিগণের কর্ম্মচারিদের অনবধানতা ও কর্ম্মে অপটুতা হেতুক ঐ রেলপথে ট্রেনের পরস্পর সংঘটন হওয়াতে বাদির অনেক প্রকারের অপকার হইয়াছিল, (তাঁহার পা ভাঙ্গিল, মাথায় আঘাত লাগিল, ইত্যাদি বিশেষ যে হানি হইয়াছিল তাহা লিখিতে হইবে) তৎপ্রযুক্ত তাঁহার ডাক্তরের খরচ লাগিল, ও বিক্রেতাস্বরূপ তাঁহার যে কর্ম্ম ছিল তাহা করিতে একেবারে অক্ষম হইলেন।

[ডিগ্রী প্রার্থনা হইল।]

[অথবা এইরূপে,—২। সেই দিনে বাদী বৈধমতে প্রতিবাদিগণের রেলপথ পার হইতেছিলেন এমত সময়ে প্রতিবাদিগণ আপনাদের কর্ম্মচারিদের দ্বারা ঐ রেলপথের উপর দিয়া কলের গাড়ী ও তৎসংযুক্ত ট্রেন এমন অনবধানতায় ও অপটুভাবে চালাইলেন যে সেই কলের গাড়ী ও ট্রেন আসিয়া বাদির গাত্রে লাগিলে বাদির, ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত ৩ দফার ন্যায় লিখিতে হইবে।

---

৮৮ নম্বর।

অমনোযোগে গাড়ী চালাওন দ্বারা হানিহেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,

১। বাদী চামার অমুক স্থানে কর্ম্ম চালাইতেছে। প্রতিবাদী অমুক নর সওদাগর।

২। (১৮৭৫ সালের মে মাসের ২৩ তারিখ) অপরাহ্ণ ন্যূনাধিক ৩ টার সময়ে বাদী কলিকাতা নগরের চৌরঙ্গী রাস্তা দিয়া দক্ষিণমুখে যাইতে২ ঐ চৌরঙ্গী রাস্তার সঙ্গে হারিংটন ষ্ট্রীট নামক রাস্তা যে স্থানে মিলিয়া যায় বাদির সেই স্থান পার হইয়া যাইতে হইল, পার হইতে২ অন্য পার্শ্বে মনুষ্যদের হাঁটিয়া যাইবার যে পথ আছে সেই পার্শ্বে পঁহুছিতে পারে নাই এমন সময়ে

প্রতিবাদির চাকরদের জিম্মায় ও তাহাদের তত্ত্বাধীন দুই ঘোড়ার গাড়ী হঠাৎ ও সাবধানতা না জন্মাইয়া তাহাদের অমনোযোগে অত্যন্ত বেগে ও সঙ্কটজনকরূপে হারিংটন ষ্ট্রীট হইতে ঐ চৌরঙ্গী রাস্তায় ঘুরিয়া আইল। তাহাতে বাদির গায়ে গাড়ীর বম লাগিলে সে পড়িয়া গেল ও দুই ঘোড়া তাহার গায়ের অনেক স্থানে দলাইল।

৩। ঐ আঘাতে ও পতনে ও ঘোড়ার পায়ের চাপনে বাদির বাম হস্ত ভাঙ্গিয়া গেল ও পার্শ্বে ও পিঠে এবং শরীরের অন্তর্ভাগেও ক্ষত বিক্ষত ও হানি হইল তৎপ্রযুক্ত বাদী বেদনাযুক্ত হইয়া চারি মাস পীড়িত ছিল ও আপন কর্ম্মে যাইতে পারিল না। ও ঔষধের ও চিকিৎসার জন্যে তাঁহার অনেক খরচ ও ব্যবসায়ের ও লভ্যের অনেক হানি হইয়াছে।

বাদী হানিপূরণস্বরূপ এত টাকার দাওয়া করে

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

প্রতিবাদির লিখিত বর্ণনা পত্র।

১। প্রতিবাদী কহেন যে আবেদনপত্রের উল্লিখিত গাড়ী তাঁহার নিজের নয় ও প্রতিবাদির চাকরদের জিম্মায় কি তত্ত্বাধীনে ছিল না। ঐ গাড়ী কলিকাতার অমুক রাস্তার আড়গড়াওয়ালা শ্রী অমুকের গাড়ী, প্রতিবাদী তাঁহার স্থানে গাড়ী ও ঘোড়া ভাড়া করিয়া লইলেন। ঐ গাড়ী যাহার জিম্মায় ও তত্ত্বাধীনে ছিল সে উক্ত শ্রী অমুকের চাকর।

২। প্রতিবাদী আরো কহেন যে হারিংটন ষ্ট্রীট হইতে বাহির হওন সময়ে ঐ গাড়ী অমনোযোগে চালান হয় নাই ও হঠাৎ কি সাবধনতা না জন্মাইয়া কি অতিবেগে কি সঙ্কটজনকরূপে চালান যায় নাই।

৩। প্রতিবাদী আরো কহেন যে বাদী সঙ্গতমতে সতর্ক থাকিয়া মনোযোগ করিলে অবশ্যই ঐ গাড়ী আসিতে দেখিত, তাহা হইলে গাড়ী পড়িত না।

৪। প্রতিবাদী আবেদনপত্রের তৃতীয় দফার উল্লিখিত বর্ণনা গ্রাহ্য করেন না।●

● বর্ণনাপত্র কিরূপ সহজ অথচ সারবান হইতে পারে তাহার উদাহরণ এই স্থলে এবং ২০ নং ও ১০৭ নং ফারমের নীচে পাওয়া যাইবে।

৮৯ নম্বর।

কথাই অপবাদজনক হওয়াতে লিখিত অপবাদ প্রযুক্ত আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক নামক সম্বাদপত্রে (কিম্বা শ্রী ঈশানের নামে পত্র লিখিয়া) বাদির বিষয়ে এই২ কথা প্রচার করিলেন, —

[ঐ সকল কথা ঠিক লিখিতে হইবে।]

২। উক্ত প্রচারিত কথা মিথ্যা ও দ্বেষজনিত।

(ডিক্রী প্রার্থনা হইল।)

মন্তব্য।—আদালতে যে ভাষা চলন থাকে অপবাদ তদ্ভিন্ন কোন ভাষায় প্রচারিত হইলে, যে ভাষায় প্রচার করা গেল সেই ভাষায় ঐ অপবাদজনক প্রত্যেক কথা লিখিয়া, তাহার পর এই কথা লিখিতে হইবে, "উক্ত সকল কথা অমুক ভাষায় অনুবাদিত হইলে তাহার ভাব ও মর্ম্ম এই ও যাঁহাদের নিকট প্রচার করা গিয়াছিল তাঁহারাও সেই ভাব ও মর্ম্ম বুঝিলেন, বিশেষতঃ (এই স্থলে আদালতের চলন ভাষায় ঐ অপবাদজনক প্রত্যেক কথার অনুবাদ করিয়া লিখিতে হইবে।)

---

৯০ নম্বর।

কথাই অপবাদজনক না হইলে লিখিত অপবাদ প্রযুক্ত আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ও তৎপূর্ব্বে অমুক নগরের মধ্যে সওদাগর (আছেন ও) ছিলেন।

---

* অপবাদ, লিখিত ও বাচনিক দুই প্রকার হইতে পারে। কাহারও নিন্দা, ছাপা কি লেখা কি চিহ্ন দ্বারা, প্রকাশ করিলে এই নম্বর এবং ৯০নং ফারম; আর বাচনিক গালি দিলে ৯১। ৯২নং ফারম প্রয়োজন।

২। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক নামক সম্বাদপত্রে (কিম্বা, শ্রী ঈশানের নামে পত্র লিখিয়া, কিম্বা অন্য যে প্রকারে প্রচার করা গেল তাহা লিখিত হইবে) বাদির বিষয়ে নিম্ন-লিখিত কথা প্রচার করিলেন,—

"এই নগরনিবাসী শ্রী আনন্দ লজ্জিতভাবে ভিন্নদেশে গমন করিয়াছেন। কথিত আছে যে তাঁহার এত টাকা পর্য্যন্তের উত্তমর্ণেরা উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার বাসস্থান জানিতে চেষ্টা করিতেছেন।"

৩। প্রতিবাদির কথার তাৎপর্য্য এই, যে (বাদী আপন উত্তমর্ণদের নিকট হইতে গুপ্ত থাকিবার ও প্রতারণাপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রাপ্য না দিবার অভিপ্রায়ে পলায়ন করিয়াছেন।)

৪। উক্ত প্রচারিত কথা মিথ্যা ও দ্বেষজনিত।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল] *

---

৯১ নম্বর।

কথাই নালিশের যোগ্য হইলে বাচনিক অপবাদ প্রযুক্ত আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে শ্রী ঈশানের (কিম্বা নানা লোকের) শ্রুতিগোচরে বাদির বিষয়ে মিথ্যা ও দ্বেষজনিত এই কথা কহিলেন, (যে চোর।)

২। উক্ত কথা প্রযুক্ত শ্রী অমুকের নিকট বাদির অমুক যে কর্ম্ম ছিল, সেই কর্ম্ম গেল।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

* লিখিত অপবাদের দরুন ক্ষতি না হইলেও নালিশ চলে এই জন্য পূর্ব্বের দুই কারণে ক্ষতির কথা লিখিত নাই; এ দিকে বাচনিক গালির দরুন নালিশের কারণে ক্ষতির কথা লিখিত হইল। ১১ ধারার টীকা দেখ।

৯২ নম্বর।

কথা নালিশের যোগ্য না হইলে বাচনিক অপবাদ প্রযুক্ত আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে শ্রী ঈশানকে বাদির বিষয়ে মিথ্যা ও দ্বেষভাবে এই কথা কহিয়াছিল, "সেই সুবার দোষাদোষ বিবেক যৎসামান্য।,,

২। বাদী তৎকালে কেরাণীস্বরূপ কর্ম্ম পাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন এবং প্রতিবাদির সেই কথার তাৎপর্য্য এই যে বাদী কেরাণীস্বরূপ বিশ্বাস যোগ্য নয়।

৩। ঐ কথাপ্রযুক্ত (উক্ত শ্রী ঈশান বাদিকে কেরাণী কর্ম্ম দিতে সম্মত হইলেন না।)

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল]

---

৯৩ নম্বর।

দ্বেষপূর্ব্বক অভিযোগহেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্তবাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন, –

১। প্রতিবাদী অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক অপরাধের অভিযোগ করিয়া সেই শহরের পোলীস মাজিষ্ট্রেট (কিম্বা অন্য কর্ত্তৃপক্ষ) শ্রীঅমুক সাহেবের স্থানে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির করাতে বাদিকে তদনুসারে গ্রেপ্তার করা গেল, ও (এত দিন বা এত ঘণ্টা) কারাবদ্ধ করা গিয়াছিল ও বাদী মুক্তি পাইবার জন্যে এত টাকা হাজিরজামিন দিলেন।

২। প্রতিবাদী দ্বেষপূর্ব্বক, ও সঙ্গত কি সম্ভব কারণ না থাকিলেও, উক্ত কার্য্য করিলেন।

৩। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত মাজিষ্ট্রেট প্রতিবাদির নালিশ ডিসমিস করিয়া বাদিকে নির্দ্দোষ করিলেন।

৪। বাদী যাঁহাদের নাম জানেন না এমত অনেক ব্যক্তি তাঁহার উক্ত প্রকারে গ্রেপ্তার হওয়ার কথা শুনিয়া ও বাদিকে অপরাধী জ্ঞান করিয়া তাঁহার সঙ্গে আর কারবার করেন না। কিম্বা, উক্ত প্রকারে গ্রেপ্তার হওয়া প্রযুক্ত শ্রীঈশানের নিকট বাদির কেরাণীগিরি কর্ম্ম গিয়াছে। কিম্বা, পূর্ব্বোক্ত কার্য্যহেতুক বাদির শারীরিক ও মানসিক অত্যন্ত ব্যথা হইয়াছিল ও স্বীয় কর্ম্ম চালাইতে পারিলেন না ও তাঁহার মানের হানি হইয়াছে এবং কারাবন্ধনহইতে মুক্তি পাইবার ও ঐ অভিযোগের উত্তর দিবার জন্যে তাহার খরচ লাগিয়াছে।

(ডিক্রী প্রার্থনা হইল।)

ঘ।—বিশেষ সম্পত্তির নিমিত্ত মোকদ্দমার আবেদনপত্র।

৯৪ নম্বর।

স্থাবর সম্পত্তির অধিকার প্রাপণার্থ একক স্বামির আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। যদুনাথ [অমুক জিলার অন্তর্গত অমুক নামক মহালের কিম্বা মহালের একাংশের] একক স্বামী, [ঐ মহালের গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব এত টাকা ও মূল্য অনুমান এত টাকা। কিম্বা, কলিকাতা নগরের অমুক রাস্তার অমুক নং বাটীর] একক স্বামী [ঐ বাটীর মূল্য অনুমান এত টাকা।]

২। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে জানকীনাথ বেআইনীমতে ঐ মহাল (কি অংশ কি ঘর) হইতে উক্ত যদুনাথকে বেদখল করিলেন।

৩। তৎপরে উক্ত যদুনাথ উইল না লিখিয়া উক্ত বাদি আনন্দকে আপনার উত্তরাধিকারী রাখিয়া মরিলেন।

৪। প্রতিবাদী বাদিকে ঐ মহালের কি অংশের, কি ঘরের অধিকার দিলেন না।

অতএব বাদী

(১) ঐ বাড়ীর অধিকার পাইবার,

(২) অধিকার করিতে না দেওনপ্রযুক্ত হানিপূরণস্বরূপ এত টাকা পাইবার ডিক্রী প্রার্থনা করেন।

অন্য পাঠ।

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিদর্শনপত্র লিখিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখঅবধি মাসে ৩০৲ টাকা ভাড়া পাইবার নিয়মে পাঁচ বৎসর মিয়াদে প্রতিবাদিকে অমুক স্থানের রসেল ষ্ট্রীটের ৫২ নম্বরের বাটী ও ভূমি ভাড়া দিলেন।

২। উক্ত নিদর্শনপত্রক্রমে প্রতিবাদী ঐ ঘর ও বাড়ী উত্তম অবস্থায় ও প্রজা যাহাতে থাকিতে পারে এমতে মেরামত করিয়া রাখিবার নিয়ম করিলেন।

৩। উক্ত নিদর্শনপত্রে ঐ ঘর ফিরিয়া লইবার এই মর্ম্মের এক প্রকরণ ছিল যে, ঐ নিদর্শনপত্রক্রমে যত টাকা ভাড়া দিবার নিয়ম হইয়াছে সেই টাকার দাওয়া হইলে বা না হইলেও একুশদিন পর্য্যন্ত বাকী থাকিলে, কিম্বা প্রতিবাদী যে কর্ম্ম করিবার নিয়ম করেন তাহার কোন অংশে ত্রুটি করিলে, বাদির এ ঘর ও বাড়ী ফিরিয়া লইবার স্বত্ব থাকিবে।

৪। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এক মাসের ভাড়া বাকী ছিল, ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আর এক মাসের ভাড়া বাকী পড়িল, ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ দুই মাসের ভাড়া একুশ দিন পাওনা ছিল এখনও বাকী আছে।

৫। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত ঘর বাড়ী সদবস্থায় ছিল না, ও প্রজা যাহাতে বাস করিতে পারে এমতে মেরামত করিয়া রাখা যায় নাই, ও যাহাতে সেই সদবস্থা হয় ও প্রজার থাকিবার উপযুক্ত করা যায় এমতে মেরামত করিতে অনেক টাকা লাগিবে, ও বাদির ঐ ঘর ফিরিয়া লইবার যে স্বত্ব তাহার মূল্য অতিশয় ন্যূন হইয়াছে অতএব বাদির এই২ দাওয়া,

১। ঐ ঘর ও বাড়ির অধিকার ফিরিয়া পান।

২। বাকী ভাড়া এত টাকা পান।

৩। প্রতিবাদির মেরামত না করাতে তাঁহার নিয়মভঙ্গের হানিপূরণ-স্বরূপ এত টাকা পান।

৪। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ ঘরের অধিকার ফিরিয়া পাইবার তারিখ পর্যন্ত ঐ ঘর ও বাড়ী দখল করা প্রযুক্ত এত টাকা পান। *

---

৯৫ নম্বর।

প্রজার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। শ্রী ঈশান নামক এক ব্যক্তি (কলিকাতা নগরের অমুক স্থানবর্ত্তী অমুক চতুঃসীমাবদ্ধ এক খণ্ড ভূমির একক স্বামী আছেন, তাহার মূল্য অনুমান এত টাকা।)

২। উক্ত ঈশান অমক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদিকে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি এত বৎসর নিয়াদে উক্ত ভূমি পাট্টা করিয়া দিলেন।

৩। প্রতিবাদী বাদিকে সেই ভূমি অধিকার করিতে দেন না।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

৯৬ নম্বর।

অস্থাবর সম্পত্তি অন্যায়মতে হরণহেতুক আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

---

* ভূমি সম্বন্ধীয় মোকদ্দমার আরজি কেবল এই এবং ৯৫নং ফারমে দেওয়া হইয়াছে।

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির একশত পিপা ময়দা ছিল (কিম্বা, তাহার অধিকারে ছিল) তাহার মূল্য অনুমান এত টাকা।

২। প্রতিবাদী সেই দিনে অমুক স্থানে সেই দ্রব্য হরণ করিয়া লইলেন।

অতএব বাদির প্রার্থনা এই যে,—

(১) উক্ত মালের অধিকার পান, কিম্বা অধিকার পাইতে না পারিলে এত টাকার

(২) ও তাহা আটক রাখণপ্রযুক্ত হানিপূরণস্বরূপ এত টাকার ডিক্রী পান।

---

৯৭ নম্বর।

অস্থাবর সম্পত্তি অন্যায়মতে আটক রাখণহেতুক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক,)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী নিম্নলিখিত তফসীলের উল্লিখিত মালের (কিম্বা অমুক২ দ্রব্যের) স্বামী ছিলেন (কিম্বা অধিকারিত্ব স্বত্বের প্রমাণসূচক অন্য বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে) তাহার মূল্য অনুমান এত টাকা।

২। সেই তারিখঅবধি সেই মোকর্দ্দমা উপস্থিত না হওনের সময়পর্য্যন্ত প্রতিবাদী বাদির ঐ দ্রব্য আটক করিয়া রাখিলেন।

৩। এই মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদী প্রতিবাদির নিকট সেই দ্রব্য চাহিলেন, কিন্তু তিনি দিতে অস্বীকার করিলেন।

অতএব বাদির প্রার্থনা এই যে,

(১) উক্ত দ্রব্যের অধিকার পাইবার, কিম্বা অধিকার পাইতে না পারিলে এত টাকার,

(২) ও ঐ দ্রব্য আটক রাখা প্রযুক্ত হানিপূরণস্বরূপ এত টাকার ডিক্রী পান।

তফসীল।

৯৮ নম্বর।

কোন ব্যক্তি প্রতারণা পূর্ব্বক দ্রব্য ক্রয করিয়া নোটিস পাইলেও অন্য ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিলে তাঁহাদের নামে আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। চন্দ্রনামক প্রতিবাদির নিকট বাদী কোন২ দ্রব্য বিক্রয করিতে প্রবৃত্তি পান এই কারণে প্রতিবাদী (যে স্বীয ঋণ শোধ করিতে সক্ষম ও সকল দায় শোধ হইলে পরে যে তাঁহার এত টাকা থাকিবে) অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদিকে এই কথা জানাইলেন।

২। তৎপ্রযুক্ত বাদী উক্ত চন্দ্রের নিকট (এক শত বাক্স চা) বিক্রয় করিয়া দিতে প্রবৃত্তি পাইলেন। ঐ দ্রব্যের মূল্য অনুমান এত টাকা।

৩। প্রতিবাদির পূর্ব্বোক্ত কথা মিথ্যা, ও উক্ত চন্দ্র তৎকালে তাহা মিথ্যা বলিয়া জানিতেন। (কিম্বা, উক্ত কথা কহন সময়ে উক্ত চন্দ্র ঋণ শোধ করিতে অক্ষম ছিলেন ও আপনাকে অক্ষম বলিয়া জানিতেন।)

৪। পশ্চাৎ উক্ত চন্দ্র মূল্য না লইয়া (কিম্বা তাহার কথা যে মিথ্যা ঈশান ইহার নোটিস পাইলেও) ঐ দ্রব্য ঈশান নামক প্রতিবাদির হস্তগত করিয়া দিলেন।

অতএব বাদির প্রার্থনা এই, যে

(১) উক্ত দ্রব্যের অধিকার পাইবার, কিম্বা অধিকার পাইতে না পারিলে, এত টাকার,

(২) ও উক্ত দ্রব্য আটক রাখা প্রযুক্ত হানিপূরণস্বরূপ এত টাকা ডিক্রী পান।

ঙ।—বিশেষ উপকার প্রাপণার্থ মোকদ্দমার আবেদনপত্র।

৯৯ নম্বর।

ভুল প্রযুক্ত চুক্তি অসিদ্ধ করিবার আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক]

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,——

১। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ বাদিকে কহি-লেন যে অমুক স্থানে ঐ প্রতিবাদির (দশ বিঘা) পরিমাণ এক খণ্ড ভূমি আছে।

২। বাদী সেই কথা সত্য বোধ করিয়া এত টাকা মূল্যে সেই ভূমি ক্রয় করিতে প্রবৃত্তি পাইয়া এক খানি নিয়মপত্র স্বাক্ষর করিলেন। তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল। কিন্তু ঐ ভূমির হস্তান্তর করণপত্র করিয়া দেওয়া যায় নাই।

৩। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদিকে ঐ ক্রয়ের টাকার একাংশ এত টাকা দিলেন।

৪। বস্তুতঃ উক্ত ভূমির পাঁচ বিঘা মাত্র পরিমাণ।

অতএব বাদী এই মর্ম্মের ডিক্রী প্রার্থনা করেন যে

(১) অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি সুদ সুদ্ধ এত টাকা পান,

(২) ও ক্রয় করিবার উক্ত নিয়মপত্র ফিরিয়া দেওয়া ও অসিদ্ধ করা যায়।

[ডিক্রী প্রার্থনা হইল।]

---

১০০ নম্বর।

অপচয় নিবারণার্থ আজ্ঞা পাইবার আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী অমুক সম্পত্তির (সম্পত্তি নির্দ্দেশ করিয়া লিখিতে হইবে) একক স্বামী।

২। প্রতিবাদী বাদির স্থানে পাট্টা পাইয়া ঐ সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছেন।

৩। প্রতিবাদী বাদির অনুমতি বিনা (অনেক বহুমূল্য বৃক্ষ ছেদন ও বিক্রয় করিবার জন্যে আর কএকটা বৃক্ষ ছেদন করিব বলিয়া ভয় দেখাইতেছেন।)

অতএব বাদী এই মর্ম্মের ডিক্রী প্রার্থনা করেন যে, উক্ত বাড়ীর মধ্যে প্রতিবাদী আর কোন অপচয় না করেন কি অন্যকে করিতে না দেন তাঁহার প্রতি এমত নিষেধসূচক আজ্ঞা করা যায়।

(হানীপূরণস্বরূপ টাকার প্রার্থনাও হইতে পারিবে।)

---

১০১ নম্বর।

অনিষ্টজনক বিষয় নিবারণার্থ আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী (কলিকাতা নগরের অমুক রাস্তার অমুক নং বাটীর) একক স্বামী আছেন ও নিম্নলিখিত সকল সময়ে ছিলেন।

২। প্রতিবাদী (সেই রাস্তার ধারে এক খণ্ড ভূমির) একক স্বামী আছেন ও পূর্ব্বোক্ত সকল সময়ে ছিলেন।

৩। প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আপনার উক্ত ভূমিখণ্ডে গবাদি জবাই করিবার স্থান স্থাপন করিয়া অদ্যাপি তাহা রাখিতেছেন। ও সেই দিনাবধি অদ্যপর্য্যন্ত সর্ব্বদাই গবাদি আনাইয়া তথায় জবাই করিতেছেন। (এবং বাদির উক্ত ঘরের সম্মুখপথে রক্ত ও নাড়ীভুঁড়ী ফেলাইতেছেন।)

৪। [পূর্ব্বোক্ত কারণে বাদির সেই ঘরহইতে উঠিয়া যাইতে হইল ও তাহা ভাড়া দিতে পারিলেন না।]

অতএব সেই অনিষ্টজনক কার্য্য নিবারণ করা যায় বাদী এই মর্ম্মের ডিক্রী প্রার্থনা করেন।

---

১০২ নম্বর।

জলপ্রণালী অন্যমুখ করিবার নিষেধার্থ আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন, -

[৮১ নং পাঠের ন্যায়।]

অতএব প্রতিবাদির প্রতি পূর্ব্বোক্ত মতে জল অন্যমুখ করিবার নিষেধ সূচক আজ্ঞা করা যায়, বাদী এই মর্ম্মের ডিক্রী প্রার্থনা করেন।

---

১০৩ নম্বর।

অস্থাবর সম্পত্তি নষ্ট হইবার ভয় দেখান যাওয়াতে তাহা ফিরিয়া পাইবার ও অপকার নিষেধ করিবার জন্যে আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। বাদী (স্বীয় পিতামহের প্রতিমূর্ত্তির) স্বামী আছেন ও নিম্নলিখিত সকল সময়েই ছিলেন, (সেই প্রতিমূর্ত্তি অতি প্রসিদ্ধ চিত্রকর কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল,) ও তাহার দ্বিতীয় প্রতিমূর্ত্তি আর নাই, [কিম্বা অর্থ দ্বারা ঐ দ্রব্যের হানির প্রতিকার হইতে পারে না এই মর্ম্মাত্মক কোন বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে।]

২। বাদী নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদির নিকট তাহা রাখিলেন।

৩। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদির স্থানে তাহা ফিরিয়া চাহিলেন ও তাহা রক্ষা করণের সকল খরচ দিতে প্রস্তাব করিলেন।

৪। প্রতিবাদী বাদিকে তাহা ফিরিয়া দিতে সম্মত নহেন, ও তাঁহার প্রতি তাহা ফিরিয়া দিবার আদেশ করা গেলে তাহা লুকাইয়া রাখিবেন কি স্থানান্তর করিবেন কি কাটিবেন কি অপকার করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইতেছেন।

৫। (উক্ত প্রতিমূর্ত্তির) হানি হইলে যত টাকা হউক তদ্দ্বারা বাদির উপযুক্ত হানিপূরণ হইতে পারে না।

অতএব বাদী এই প্রার্থনা করেন যে,

(১) নিষেধ আজ্ঞা দ্বারা প্রতিবাদিকে ঐ (প্রতিমূর্ত্তি) স্থানান্তর করিতে কি তাহার অপকার করিতে কি তাহা লুকাইয়া রাখিতে নিবারণ করা যায়।

(২) ও তিনি বাদিকে তাহা ফিরিয়া দেন।

---

১০৪ নম্বর।

বাদ প্রতিবাদার্থক আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক]

উপরোক্তবাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। নিম্নলিখিত দাওয়ার তারিখের পূর্ব্বে গগণ নামক এক ব্যক্তি [নিরাপদ রক্ষা করিবার জন্যে] বাদির নিকট অমুক সম্পত্তি (সম্পত্তির বর্ণনা করিতে হইবে,] গচ্ছিত করিলেন।

২। [উক্ত গগণ প্রতিবাদি চন্দ্রের নামে নিরূপণপত্র করিয়া তাঁহার প্রতি ঐ সম্পত্তি অর্পণ করিয়াছেন বলিয়া] উক্ত প্রতিবাদী দাওয়া করিতেছেন।

৩। [উক্ত গগণ ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া আমাকে দিবার আজ্ঞা করিলেন বলিয়া] প্রতিবাদী শ্রী ঈশানও তাহা দাওয়া করিতেছেন।

৪। বাদী ঐ২ প্রতিবাদির স্বত্বের মর্ম্ম অবগত নহেন।

৫। ঐ সম্পত্তির উপর বাদির কোন দাওয়া নাই ও আদালত যাঁহাকে আজ্ঞা করেন তাঁহাকে দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন।

৬। বাদিদের কোন ব্যক্তির সঙ্গে যোগ করিয়া এই মোকর্দ্দমা উপস্থিত করা যায় নাই।

* অতএব বাদী এই মর্ম্মের প্রার্থনা করেন।

(১) প্রতিবাদিগণের প্রতি নিষেধ আজ্ঞা করণদ্বারা ঐ সম্পত্তি সম্পর্কে বাদির নামে মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্য চালাইতে নিবারণ করা যায়।

---

* ইহা পাঠ করিলে ৩৩ অধ্যায় সহজ বোধ হইবে।

(২) ঐ সম্পত্তির উপর তাঁহাদের দাওয়া বিষয়ে তাঁহাদের প্রতি পরস্পর বাদপ্রতিবাদ করিতে আদেশ করা যায়।

(৩) তাঁহাদের সেই মোকর্দ্দমা উপস্থিত থাকন সময়ে কোন ব্যক্তির প্রতি সেই সম্পত্তি লইয়া রাখিবার ক্ষমতা দেওয়া যায়।

(৪) সেই [ব্যক্তির] প্রতি ঐ সম্পত্তি দেওয়া গেলে পর তৎসম্পর্কে উক্ত কোন প্রতিবাদির নিকট বাদিকে দায়হইতে মুক্ত করা যায়।

---

১০৫ নম্বর।

উত্তমর্ণদ্বারা দ্রব্যনিরূপণাধিকার বিষয়ক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। অমুক স্থানবাসি মৃত ঈশান মরণকালে বাদির নিকট এত টাকা ঋণী ছিলেন ও তাঁহার সম্পত্তির উপর এখনও ঐ ঋণের দায় আছে [ঋণের ভাব, ও নিদর্শনপত্র থাকিলে তাহারও, বর্ণনা করিতে হইবে।]

২। ঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উইল লিখিয়া চন্দ্রকে আপন উইল অনুযায়ি কার্য্য সম্পাদকের পদে নিরূপণ করিয়া গেলেন [কিম্বা আপনার সম্পত্তি অমুকের প্রতি ন্যস্ত করিয়া গেলেন. কিম্বা বিষয়বিশেষে উইল না লিখিয়া মরিলেন।]

৩। উক্ত চন্দ্র ঐ উইল প্রমাণীকৃত করিলেন, (কিম্বা, মৃত ব্যক্তির দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্বপত্র চন্দ্রকে দেওয়া গেল।

৪। প্রতিবাদী উক্ত ঈশানের অস্থাবর [ও স্থাবর সম্পত্তি কিম্বা স্থাবর সম্পত্তির উৎপন্ন টাকা] অধিকার করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু বাদির উক্ত ঋণ শোধ করিলেন না।

৫। উক্ত ঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে মরিলেন।

৬। বাদির প্রার্থনা এই যে, উক্ত মৃত ঈশানের অস্থাবর [ও স্থাবর] সম্পত্তির হিসাব লওয়া যায়, ও আদালতের ডিক্রী অনুসারে তাঁহার দ্রব্য নিরূপণ করা যায়।

---

১০৬ নম্বর।

উইলক্রমে নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি প্রাপণীয় ব্যক্তিদের দ্বারা নিরূপণাধিকার বিষয়ক আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক]

(১০৫ নং পাঠ এই প্রকারে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।)

[১ দফা ত্যাগ করিয়া ২দফা এইরূপে আরম্ভ করিতে হইবে।] অমুক স্থানবাসি মৃত ঈশান অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিয়মমতে আপনার উইল লিখিয়া শ্রী চন্দ্রকে ঐ উইল অনুযায়ি কার্য্যের সম্পাদকতা পদে নিযুক্ত করিলেন, ও সেই উইলক্রমে বাদিকে (যাহা প্রদান করা গেল তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে) দিয়া গেলেন।

৪ দফার পরিবর্ত্তে এই কথা —

উক্ত ঈশানের অস্থাবর সম্পত্তি ও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উক্ত (যাহা প্রদান করা গেল তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে) প্রতিবাদির অধিকারে আছে।

৬ দফার প্রথম কথার পরিবর্ত্তে এই মর্ম্মের কথা লিখিতে হইবে,—

বাদির প্রার্থনা এই যে, প্রতিবাদির প্রতি উক্ত (যাহা প্রদান করা গেল বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে) বাদিকে দিতে আজ্ঞা করা যায়, অথবা যে প্রভৃতি—

---

১০৭ নম্বর।

উইলক্রমে ধন প্রাপণীয় ব্যক্তিদের দ্বারা দ্রব্যনিরূপণাধিকার বিষয়ক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

(১০৫ নং পাঠ এই প্রকার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।)

[১ দফা ত্যাগ করিয়া ২ দফার পরিবর্ত্তে এই দফা লিখিতে হইবে,] অমুক স্থানবাসি মৃত ঈশান, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিয়মমতে আপনার শেষ উইল লিখিয়া শ্রী চন্দ্রকে ঐ উইল অনুযায়ি

কার্য্যের সম্পাদকতা পদে নিযুক্ত করিলেন। ও সেই উইলক্রমে বাদিকে এত টাকা দিয়া গেলেন।

৪ দফায় 'ঋণ' শব্দের পরিবর্ত্তে "প্রাপ্য ধন" শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে।

অন্য পাঠ।

শ্রীঈশান — — — — — বাদী।

শ্রীগগণ — — — — — প্রতিবাদী।

পূর্ব্বোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। কৃষ্ণনগর নিবাসি শ্রীআনন্দ (১৮৭৩ সালের মার্চ্চ মাসের প্রথম দিনে) নিয়মমতে আপনার উইল লিখিয়া প্রতিবাদিকে ও শ্রীমনমোহনকে কার্য্য সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের নিকট আপন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এই নিয়মে ন্যস্তস্বরূপ রাখিয়া যান যে, বাদির যাবজ্জীবন ঐ সম্পত্তির ভাড়া ও আয় তাঁহাকেই দেওয়া যাইবে বাদির মরণকালে যদি তাঁহার একুশ বৎসর বয়স্ক সন্তান না থাকেন, কিম্বা একুশ বৎসর বয়স্কা কি বিবাহিতা কন্যা না থাকেন, তবে বাদির মরণকালে ও তাঁহার উক্ত প্রকার সন্তান সন্তুতি অভাবে উক্ত আনন্দ উইল না লিখিয়া মরিলে যিনি আইনমতে তাঁহার উত্তরাধিকারী হইতেন, তাঁহারই নিমিত্ত আপনার স্থাবর সম্পত্তি, ও যাঁহারা অনুবন্ধ হইতেন তাঁহাদের নিমিত্ত আপনার অস্থাবর সম্পত্তি ন্যস্তস্বরূপ রাখিবেন। উইলকারকের বর্ত্তমানে (উক্ত মনমোহন মরিলেন।)

২। উইলকারক (১৮৭৩ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিবসে) মরিলে প্রতিবাদী (১৮৭৩ সালের অক্টোবর মাসের চতুর্থ দিবসে) ঐ উইল সপ্রমাণ করিয়াছেন। বাদির বিবাহ হয় নাই।

৩। উইলকারকের মরণসময়ে তাঁহার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্ব ছিল, প্রতিবাদী স্থাবর সম্পত্তির খাজনা ও ভাড়া আদায় করিতে লাগিলেন ও অস্থাবর সম্পত্তি হস্তগত করিলেন ও স্থাবর সম্পত্তির একাংশ বিক্রয় করিলেন।

বাদির প্রার্থনা এই যে,

(১) এই আদালতে উক্ত আনন্দের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নিরু-

পাপাধিকারিণ্ কার্য্য করা যায় ও তদ্ধেতুক যে আদেশ করা ও যে হিসাব লওয়া উচিত তাহা করা ও লওয়া যায়।

(২) মোকদ্দমার ভাব বিবেচনায় আর কি অন্য যে উপকার প্রয়োজন তাহা করাযায়।

শ্রী ঈশান — — — — — বাদী
শ্রী গগণ — — — — — প্রতিবাদী

প্রতিবাদির লিখিত বর্ণনাপত্র।

১। আনন্দের উইলে তাঁহার ঋণ শোধ করিবার আদেশ ছিল, ও তিনি ঋণশোধ করিতে অক্ষম হইয়া মরিলেন মরণ কালে কোন স্থাবর সম্পত্তিতে তাঁহার স্বত্ব ছিল। প্রতিবাদী তাহা বিক্রয় করিলে তদদ্বারা খরচবাদে নিট এত টাকা উৎপন্ন হইল। উইলকারকের অস্থাবর কতক দ্রব্যও ছিল প্রতিবাদী তাহা আদায় করিলেন ও তদ্দ্বারা নিট এত টাকা উৎপন্ন হইল।

২। প্রতিবাদী উক্ত সকল টাকা ও স্থাবর দ্রব্যের খাজনা ও ভাড়া বলিয়া যে এত টাকা পাইলেন, উইলকারকের সমাধিকার্য্যে ও উইলসংক্রান্ত খরচে ও উইলকারের কোনং ঋণশোধে সেই সমস্ত টাকা ব্যয় করিলেন।

৩। প্রতিবাদী সকল হিসাব লিখিয়া (১৮৭৫ সালের জানুয়ারি মাসের দশম দিবসে) বাদির নিকট তাহার এক কেতা নকল পাঠাইয়া, ঐ হিসাব সপ্রমাণ করণার্থে বাদিকে স্বচ্ছন্দে সকল ভৌচর দেখাইতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু বাদী প্রতিবাদির প্রস্তাবমতে কার্য্য করিলেন না।

৪। প্রতিবাদির নিবেদন এই যে, এই মোকদ্দমার সকল খরচ বাদির দেওয়া উচিত।

---

১০৮ নম্বর।

ন্যাস সংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদনবিষয়ক আবেদনপত্র।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

মেওয়ানী জাবেতামত নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

উপকারপ্রাপণীয় বা উপকার প্রাপণীয়দের

মধ্য এক জন অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র

প্রতিবাদী।

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদির পিতা ও মাতা শ্রীঈশানের ও শ্রীমতি হরমণীর বিবাহ কালে, বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব বা পশ্চাৎ তারিখের যৌতুক ধন নিরূপণপত্রের (অথবা, শ্রীচন্দ্র নামক প্রতিবাদির এবং ঈশানের অন্যং উত্তমর্ণদের উপকারার্থে ঈশানের সম্পত্তি ও বিষয় নিরূপণপত্রের) ন্যাসধারিদের মধ্যে এক জন ছিলেন।

২। উক্ত শ্রীআনন্দ আপনার উপর উক্ত ন্যাসের ভার গ্রহণ করিলেন, ও উপরোক্ত নিরূপণপত্রক্রমে স্থাবর ও অস্থাবর যে সম্পত্তি হস্তান্তর (বা নিরূপণ) করা গেল তাহা কিম্বা তাহার উৎপন্ন টাকা ঐ বাদির অধিকারে আছে।

৩। উক্ত শ্রীচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত পত্রক্রমে উপকারজনক স্বার্থের অধিকারী বলিয়া দাওয়া করিতেছেন।

৪। বাদী উক্ত স্থাবর সম্পত্তির যে সকল খাজনা ও লভ্য প্রাপ্ত হইলেন, ও উক্ত স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি, কি তাহার একাংশ বিক্রয় করিয়া যে টাকা প্রাপ্ত হইলেন, কিম্বা উক্ত অস্থাবর সম্পত্তি কি তাহার একাংশ বিক্রয় করিয়া যে টাকা কিম্বা, উক্ত ন্যাসধারীস্বরূপ ঐ ন্যাস সংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদনে যে লভ্য প্রাপ্ত হইলেন) তাহার হিসাব দিতে ইচ্ছুক আছেন, এবং তাঁহার প্রার্থনা এই যে, আদালত উক্ত ন্যাসসংক্রান্ত কার্য্যের হিসাব লন, ও উক্ত প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্রের ও সেই দ্রব্য নিরূপণে অন্য যে ব্যক্তিদের স্বার্থ থাকে তাঁহাদের উপকারার্থে, উক্ত শ্রীচন্দ্রের ও আদালত তদ্রূপ স্বার্থযুক্ত অন্য যে ব্যক্তিদিগকে আদেশ করেন তাঁহাদের সাক্ষাৎ, আদালতেই উক্ত সম্পত্তির ন্যাসসংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য নিরূপণ করা যায়, অথবা উক্ত শ্রীচন্দ্র তদ্বিপরীত উপযুক্ত কারণ দর্শান।

মন্তব্য।—উপকারপ্রাপণীয় ব্যক্তির দ্বারা মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে,

উইলক্রমে ধন প্রাপণীয় ব্যক্তির আবেদনপত্রের কএকটি শব্দ প্রয়োজনমতে পরিবর্ত্তন করিয়া সেই পাঠের ন্যায় আবেদনপত্র লেখা যাইতে পারিবে।

---

১০৯ নম্বর।

বন্ধকী দ্রব্য বিক্রয়করণ বিষয়ক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। প্রতিবাদী এত টাকা ঋণ লইয়া বৎসর শতকরা এত টাকার হিসাবে সুদ দিবার নিয়মে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে ঐ আসল টাকার ও সুদের জামিনস্বরূপ বন্ধকীপত্র লিখিয়া বাদির ও তাঁহার উত্তরাধিকারিদের কিম্বা উইলক্রমে কার্য্যসম্পাদকদের কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিদের ও আসৈনদের প্রতি এই আদালতের এলাকার অন্তর্গত বাগান ও বাহির ঘর প্রভৃতি সহিত এক বাটী হস্তান্তর (কি নিরূপণ) করিয়া দিলেন, ও উক্ত প্রতিবাদী যে দিনে উক্ত আসল টাকা ও সুদ দিয়া ঐ সম্পত্তি উদ্ধার করিবার নিয়ম করিলেন সেই দিন বহুকাল গত হইল।

২। উক্ত বন্ধকের উপর উক্ত প্রতিবাদির স্থানে বাদির আসল টাকা ও সুদ এত টাকা এখন প্রাপ্য আছে।

৩। বাদির প্রার্থনা এই যে (ক) আদালত প্রতিবাদির প্রতি আদালতের নির্দ্ধারিত কোন দিনে উক্ত এত টাকা ও এই আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি ঐ টাকা না দেওনপর্য্যন্ত আর যত সুদ পাওনা হইবে তাহা ও এই মোকদ্দমার খরচা দিতে আজ্ঞা করেন, আর তিনি ঐ টাকা না দিলে উক্ত বন্ধকী বাটী উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করা যায় ও সেই বাড়ী বাদির অধিকার করিয়া দেওয়া যায়। অথবা (খ) বাড়ী বিক্রীত হইয়া তদুৎপন্ন টাকা হইতে উক্ত আসল টাকা ও সুদ ও খরচা দেওয়া যায়। ও (গ) সেই উৎপন্ন টাকাতে ঐ সমুদয় টাকা শোধ করিতে না কুলাইলে, প্রতিবাদী অবশিষ্ট টাকা শোধ না করণ পর্য্যন্ত বৎসর শতকরা ছয় টাকার হিসাবে সুদসুদ্ধ বাদিকে ঐ

টাকা দেন। ও (ঘ) তদর্থে আদালত প্রয়োজনীয় সকল আজ্ঞা করেন ও হিসাব লন।

---

১১০ নম্বর।

বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করণ বিষয়ক আবেদনপত্র।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক]

[১০৯ নং পাঠ এইরূপে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।]

১ দফার উল্লিখিত বৃত্তান্ত এবং ব্যক্তিদের নাম একের স্থানে অন্যটি পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিতে হইবে—

২ দফার পরিবর্ত্তে এই দফা লিখিতে হইবে।—

২। এইক্ষণে ঐ বন্ধকের উপর বাদির স্থানে প্রতিবাদির আসল ও সুদসুদ্ধ এত টাকা পাওনা আছে। বাদী প্রতিবাদিকে সেই টাকা দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন, এবং এই আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে প্রতিবাদী ইহার নোটিস পাইলেন।

৩ দফার পরিবর্ত্তে এই দফা লিখিতে হইবে,—

বাদির প্রার্থনা এই যে, তিনি উক্ত বন্ধকী বন্ধকহইতে উদ্ধার করিতে পান, এবং আদালত যে দিন নিরূপণ করেন সেই দিনে সুদসুদ্ধ উক্ত এত টাকা ও আদালত খরচার আজ্ঞা করিলে যত টাকা আজ্ঞা করেন ততই দেওয়া গেলে আদালত প্রতিবাদির প্রতি সেই সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া [বা পুনঃনিরূপণ] করিয়া বাদিকে ফিরিয়া দিতে আদেশ করেন, এবং সেই হস্তান্তরকরণ [বা নিরূপণ] পত্র প্রস্তুত করিয়া সম্পাদন করণার্থে এবং অন্য যে ক্রিয়া করা গেলে বাদী বন্ধকহইতে মুক্তভাবে সেই সম্পত্তির অধিকার পাইতে পারেন আদালত সেই সকল কার্য্য করণার্থে উপযুক্ত সকল আদেশ করেন।

---

১১১ নম্বর।

নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধনার্থ আবেদনপত্র। (১ নং)

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। উপরোক্ত প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্রের স্বাক্ষরিত অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের নিয়মপত্রক্রমে উক্ত শ্রী চন্দ্র এত টাকা দিয়া বাদির স্থানে ঐ নিয়মপত্রের বর্ণিত ও উল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিতে (বা এত টাকা লইয়া বাদির নিকট বিক্রয় করিতে) চুক্তি করিলেন।

২। উক্ত নিয়মপত্রমতে উক্ত চন্দ্রের যেং কার্য্য কর্ত্তব্য, বাদী তাঁহাকে সেইং কার্য্য নির্দ্দিষ্টমতে সম্পাদন করিতে বলিলেও প্রতিবাদী তাহা করেন নাই।

৩। ঐ নিয়মপত্রমতে বাদি শ্রীআনন্দের পক্ষে যাহাং কর্ত্তব্য, তিনি তাহা নির্দ্দিষ্টমতে সম্পাদন করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিলেন এখনও আছেন ও উক্ত শ্রী চন্দ্র ইহার নোটিস পাইয়াছেন।

৪। অতএব বাদী এই প্রার্থনা করেন যে, উক্ত নিয়মপত্রমতে শ্রীচন্দ্রের যাহাং কর্ত্তব্য হয়, আদালত তাঁহার প্রতি সেইং কর্ম্ম নির্দ্দিষ্টমতে সম্পাদন করিতে, এবং উক্ত শ্রীআনন্দ যাহাতে ঐ সম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হন এমত সকল কার্য্য করিতে [কিম্বা, উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তরকরণ পত্র ও অধিকার গ্রহণ করিতে] ও মোকর্দ্দার খরচা দিতে আজ্ঞা করেন।

মন্তব্য।—কোন নিয়মপত্র ব্যর্থ করিবার জন্যে সমর্পণ করণার্থে মোকর্দ্দমা হইলে, ২ ও ৩ দফা ত্যাগ করিয়া, ঐ নিয়মপত্র ব্যর্থ করিবার জন্যে সমর্পণ করিবার প্রার্থনা যেং কারণে করা যায়, অর্থাৎ বাদী ভুলক্রমে কিম্বা তাড়িত হইয়া কিম্বা প্রতিবাদির প্রতারণাহেতুক তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন, ইত্যাদি কারণের বর্ণনাসূচক এক দফা লিখিয়া যেং উপকার পাইবার চেষ্টা হয় তদনুসারে প্রার্থনা মতান্তর করিতে হইবে।

---

১১২ নম্বর।

নির্দ্দিষ্টকার্য্য সাধনার্থ আবেদনপত্র (২ নং)

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রীআনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। ইহার সঙ্গে যে নিয়মপত্র দেওয়া গেল অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে, সেই নিয়মপত্রের নির্দ্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তিতে প্রতিবাদির সম্যকপ্রকারে অধিকার ছিল।

২। সেই দিনে বাদী ও প্রতিবাদী নিয়মপত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন, তাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া গেল।

৩। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদিকে এত টাকা দিতে উদ্যত হইয়া ঐ সম্পত্তির হস্তান্তরকরণপত্র চাহিলেন।

৪। বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে পুনরায় হস্তান্তর করণপত্র চাহিলেন। [কিম্বা, প্রতিবাদী বাদিকে সেই সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিতে অস্বীকার করিলেন।]

৫। প্রতিবাদী সেই হস্তান্তরকরণপত্র করিয়া দিলেন না।

৬। বাদী এখনও প্রতিবাদিকে সেই সম্পত্তির ক্রয়ের টাকা দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন।

অতএব এই মর্ম্মের ডিক্রী প্রার্থনা করেন যে,

(১) প্রতিবাদী (সেই নিয়মপত্রের নিয়মানুসারে) বাদিকে ঐ সম্পত্তির উপযুক্ত হস্তান্তরকরণ পত্র করিয়া দেন।

(২) ও এত দিন তাহা না দেওন প্রযুক্ত হানিপূরণস্বরূপ এত টাকা দেন।

---

১১৩ নম্বর।

অংশিত্ব বিষয়ক আবেদনপত্র।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

উপরোক্ত বাদী শ্রী আনন্দ এই বর্ণনা করিলেন,—

১। তিনি ও উক্ত প্রতিবাদি চন্দ্র আপনাদের লিখিত ও স্বাক্ষরিত অংশিত্বপত্রক্রমে, [কিম্বা, আপনাদের মোহরাঙ্কিত ও সম্পাদিত কোন দলীল ক্রমে, কিম্বা উক্ত বাদির ও প্রতিবাদির মধ্যে বাচনিক নিয়মক্রমে,] গত এক বৎসর [কি মাস] অবধি এই আদালতের এলাকার অন্তর্গত অমুক স্থানে একত্র ব্যবসায় করিয়া আসিতেছেন।

২। পূর্ব্বোক্ত অংশিস্বরূপ ঐ বাদির ও প্রতিবাদির মধ্যে নানা প্রকারের

বিবাদ ও অনৈক্য উপস্থিত হইয়াছে, তৎপ্রযুক্ত অংশিদের লভ্যাংশকরণে অংশিত্বভাবে উক্ত ব্যবসায় চালান অসাধ্য হইল।

৩। বাদী উক্ত অংশিত্ব লোপ করিতে ইচ্ছুক আছেন, ও উক্ত অংশিত্বপত্রের [কিম্বা দলীলের কি নিয়মপত্রের] নিয়মানুসারে ঐ অংশিত্বসম্পর্কীয় ঋণের কি দায়ের যে অংশ তাঁহার প্রতি বর্ত্তে তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন।

৪। বাদী এই প্রার্থনা করিতেছেন যে, আদালত ঐ অংশিত্ব লোপ হওয়ার ডিক্রী করেন, ও অংশিত্বভাবসংক্রান্ত উক্ত ব্যবসায়ের হিসাব আদালতের দ্বারা লওয়া যায়, ও তাহার স্থিত আদায় করা যায়, ও সেই অংশিত্বের হিসাবমতে যে পক্ষের যত টাকা বাকী দেনা থাকে তাহা আদালতে তাঁহার দিতে আজ্ঞা হয়, ও ঐ অংশিত্বের ঋণ ও দায় শোধ করিয়া দেওয়া যায়, ও অংশিত্বের স্থিত হইতে মোকদ্দমার খরচ দেওয়া যায়, ও সেই ঋণ ও দায় শোধ করা ও ঐ খরচা দেওয়া গেলে পর ঐ স্থিতের উদ্বর্ত্ত থাকিলে, তাহা উক্ত অংশিত্বপত্রের [কি দলীলের কি নিয়মপত্রের] নিয়মানুসারে বাদির ও প্রতিবাদির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া যায়, কিম্বা উক্ত স্থিতে না কুলাইলে, উক্ত ঋণ ও দায় ও খরচা শোধ করিবার তহবীল করিয়া উক্ত বাদির ও প্রতিবাদির যাঁহার যত টাকা ঐ তহবীলে দেওয়া ন্যায্য তাঁহার তত টাকা দিবার আজ্ঞা হয়, ও আদালত অন্য যে উপকার করা বিহিত জ্ঞান করেন তাহাই করুন।

অমুক স্থানবাসি বাদির অমুক উকীল দ্বারা কিম্বা অমুকের দ্বারা এই আবেদনপত্র অর্পণ করা গেল।

মন্তব্য।—কোন অংশিত্বের কার্য্য নিষ্পত্তি করণার্থ মোকদ্দমায় অংশিত্ব লোপ করিবার প্রার্থনা ত্যাগ করিতে হইবে, তৎপরিবর্ত্তে, অংশিত্ব যে লোপ হইয়াছে এই বৃত্তান্তসূচক নূতন দফা লিখিতে হইবে।

---

১১৪ নম্বর।

। নাপত্রণ্ববিসংক্ষেপে লিখিবার পাঠ।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর বিষয়ক আইনের ৫৮ ধারা।

ঋণের দাওয়া—বাদী ঋণের টাকা ও সুদ বলিয়া এত টাকার দাওয়া করেন।

ঋণ প্রকারের দাওয়া—বাদির এত টাকার দাওয়া। ইহার মধ্যে বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য এত টাকা, ও ঋণের এত টাকা ও সুদ এত টাকা।

ভাড়ার (কি খাজনার) দাওয়া—বাদী বাকী ভাড়া (কি খাজনা) বলিয়া এত টাকার দাওয়া করেন।

বেতনাদির দাওয়া—বাদী কেরানী (বা অন্য কর্ম্মকারকস্বরূপ) বাকী বেতন বলিয়া এত টাকার দাওয়া করেন।

সুদের দাওয়া—বাদী যে টাকা ঋণ দিলেন তাহার উপর সুদ বলিয়া এত টাকার দাওয়া করেন।

জাহাজদ্বারা হানিপূরণার্থ টাকার দাওয়া—জাহাজদ্বারা হানিপূরণার্থে অংশাংশমতে যে টাকা পাওয়া যাইতে পারে তাহা বলিয়া বাদির এত টাকার দাওয়া।

মালের ভাড়ার দাওয়া—বাদী ভাড়া ও গহেরী বলিয়া এত টাকার দাওয়া করেন।

বণিকের হাতে গচ্ছিত টাকার দাওয়া—বণিকস্বরূপ প্রতিবাদির নিকট বাদী এত টাকা গচ্ছিত করিলেন বলিয়া তাহা পাইবার দাওয়া করেন।

মোক্তারস্বরূপ রসুমের দাওয়া—বাদী উকীলস্বরূপ কর্ম্ম করিয়া রসুম বলিয়া এত টাকার ও অন্য২ খরচ বলিয়া এত টাকার দাওয়া করেন।

কমিশ্যনের দাওয়া—(বাদী নীলামদার কি তুলার দালাল প্রভৃতি যে কর্ম্ম করিলেন তদদ্বারা) প্রাপ্য কমিশ্যন বলিয়া এত টাকার দাওয়া করেন।

চিকিৎসা প্রভৃতির নিমিত্ত দাওয়া—চিকিৎসকস্বরূপ কর্ম্ম করিয়া বাদির এত টাকার দাওয়া।

বিমাপত্রের নিমিত্ত দেওয়া টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া—বাদী বিমাপত্রের নিমিত্ত এত টাকা দিলে তাহা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করেন।

গুদামের ভাড়ার দাওয়া—মাল গুদামজাৎ করাতে বাদির এত টাকার দাওয়া।

মালবহনের ভাড়ার দাওয়া—রেলওয়েদ্বারা মাল বহনপ্রযুক্ত বাদির এত টাকার দাওয়া।

ঘরের ভোগাধিকার প্রযুক্ত দাওয়া—ঘরের ভোগাধিকার হেতুক বাদির এত টাকার দাওয়া।

ঘাটের ভাড়ার দাওয়া—(নওয়াজিমার) ভাড়া বলিয়া বাদির এত টাকার দাওয়া।

কর্ম্মের নিমিত্ত দাওয়া—(সরবেরর প্রভৃতিস্বরূপ) কর্ম্ম করাতে বাদির এত টাকার দাওয়া।

আহারের ও বাসার নিমিত্ত দাওয়া—আহারাদি ও বাসা হেতুক বাদির এত টাকার দাওয়া।

স্কুলের ফীর দাওয়া—অমুক নামক বালককে (আহারাদি ও বাসস্থান) ও শিক্ষা দেওনহেতুক বাদির এত টাকার দাওয়া।

যে টাকা পাওয়া গেল তাহার দাওয়া—প্রতিবাদী বাদির উকীল (বা কর্ম্মকারক বা তহসীলদার প্রভৃতি) স্বরূপ যে টাকা পাইলেন বাদির সেই এত টাকার দাওয়া।

পদের ফী পাইবার দাওয়া—প্রতিবাদী অমুক পদের কর্ম্ম করার স্থলে যে ফী পাইলেন ঐ ফী বলিয়া বাদির এত টাকার দাওয়া।

অতিরিক্ত টাকার দাওয়া—বাদী রেলওযেদ্বারা মাল চালান করিলে ভাড়া বলিয়া তাঁহার স্থানে অতিরিক্ত টাকা লওয়া গেলে, ইহাতে বাদির এত টাকা পাইবার দাওয়া।

প্রতিবাদী অমুক কর্ম্ম করিয়া অতিরিক্ত ফী লওয়াতে বাদির এত টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া।

পণধারির স্থানে টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া—পণধারিস্বরূপ প্রতিবাদির নিকট এত টাকা গচ্ছিত থাকাতে বাদির সেই টাকা পাইবার দাওয়া।

পণধারির স্থানে টাকা পাইবার দাওয়া—পণধারিস্বরূপ প্রতিবাদির নিকট এত টাকা গচ্ছিত হওয়াতে ও সেই টাকা বাদির প্রাপ্য হওয়াতে বাদির তাহা পাইবার দাওয়া।

কর্ম্মকারকের হাতে ন্যস্ত টাকার দাওয়া—বাদির কর্ম্মকারকস্বরূপ প্রতিবাদির হাতে এত টাকা ন্যস্ত থাকাতে বাদির ঐ টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া।

প্রতারণাদ্বারা প্রাপ্ত টাকার দাওয়া—বাদির স্থানে প্রতারণাদ্বারা এত টাকা হরণ করা যাওয়াতে বাদির সেই টাকা পাইবার দাওয়া।

ভুলক্রমে দেওয়া টাকার দাওয়া—বাদী ভুলক্রমে প্রতিবাদিকে এত টাকা দেওয়াতে বাদির সেই টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া।

কোন কার্য্য হেতুক টাকা দেওয়া গেলে সেই কার্য্য সাধন না হওয়া প্রযুক্ত ঐ টাকার দাওয়া—(কোন কার্য্য করিবার নিমিত্ত কিম্বা, না করা প্রযুক্ত কিম্বা তৃতীয় টাকা দেওনার্থে কি তৃতীয় টাকা না দেওয়া প্রযুক্ত) প্রতিবাদিকে

এত টাকা দেওয়া গিয়াছিল বাদির সেই টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া।
কএকখানি শ্যার নিরূপণ করিবার কথা হওয়াতে বাদী এত টাকা গচ্ছিত করিলে তাহা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করেন।

প্রতিবাদির নিমিত্ত প্রতিভূব দত্ত টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া—বাদী প্রতিবাদির প্রতিভূস্বরূপ তাহার নিমিত্ত এত টাকা দেওয়াতে তাহা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করেন।

খাজনা দেওয়া গেলে তাহার দাওয়া—প্রতিবাদির স্থানে এত টাকা খাজনা পাওনা থাকাতে বাদী তাহা দিলে ঐ টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করেন।

উপকারার্থ হুণ্ডীর উপর দত্ত টাকা পাইবার দাওয়া—যে হুণ্ডী স্বীকার করা গেল (কি যাহার পৃষ্ঠলিপি লেখা গেল) তাহার উপর বাদী প্রতিবাদির উপকারার্থ এত টাকা দেওয়াতে তাহা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করেন।

জামিনের দত্ত টাকার দাওয়া—বাদী প্রতিভূস্বরূপ টাকার একাংশ দেওয়াতে তাঁহার সেই এত টাকা পাইবার দাওয়া।

সহখাতকের দত্ত টাকার দাওয়া—বাদির ও প্রতিবাদির একত্র যে ঋণ ছিল, বাদী তাহা শোধ করাতে প্রতিবাদির স্থানে তাঁহার অংশ এত টাকার দাওয়া করেন।

শ্যারের উপর যে টাকার দাওয়া হয় তাহা দেওয়াতে ফিরিয়া পাইবার দাওয়া প্রতিবাদির শ্যারের উপর টাকার দাওয়া হওয়াতে বাদী তাহা দিলে প্রতিবাদী তাঁহার ক্ষতিহইতে নিষ্কৃতি দিতে আবদ্ধ হওয়াতে বাদির এত টাকার দাওয়া।

মীমাংসাক্রমে দেয় টাকার দাওয়া—মীমাংসাক্রমে দেয় বাদির এত টাকার দাওয়া।

জীবনের নিমিত্ত বিমাপত্র হেতুক দাওয়া—মৃত স্ত্রীর জীবনের উপর এত টাকার যে বিমাপত্র ছিল বাদির সেই টাকা পাইবার দাওয়া।

খতের টাকার দাওয়া—আসল ও সুদ এত টাকার খতের উপর বাদির এত টাকার দাওয়া।

ভিন্নদেশীয় সিম্পত্তির উপর দাওয়া—রুশিয়া রাজ্যের অন্তর্গত অমুক আদালতের সিম্পত্তির উপর বাদির এত টাকার দাওয়া।

হুণ্ডীপ্রভৃতির উপর দাওয়া—প্রতিবাদী যে চ্যাক দিলেন তাহার উপর এত টাকার দাওয়া।

প্রতিবাদী যে হুণ্ডী স্বীকার করিলেন (বা যাহা লিখিলেন বা যাহার পৃষ্ঠলিপি লিখিলেন) তাহার উপর বাদির এত টাকার দাওয়া।

প্রতিবাদী যে খৎ লিখিলেন (বা যাহার পৃষ্ঠলিপি লিখিলেন) তাহার উপর বাদির এত টাকার দাওয়া।

প্রতিবাদী শ্রী আনন্দ হুণ্ডী স্বীকার করিলে ও প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্র ঐ হুণ্ডী লিখিলে (কি তাহার পৃষ্ঠলিপি লিখিলে) তাঁহাদের নামে বাদির এত টাকার দাওয়া।

প্রতিভূর উপর দাওয়া—প্রতিবাদী বিক্রীত কোন দ্রব্যের জামিন হওয়াতে তাঁহার উপর বাদির এত টাকার দাওয়া।

বিক্রীত কোন দ্রব্যের মূল্য (কিম্বা বাকী খাজনা কিম্বা ঋণ বলিয়া কিম্বা বাদির নিমিত্ত কর্ম্মকারকস্বরূপ প্রতিবাদী শ্রী আনন্দ যে টাকা পাইলেন, তন্নিমিত্ত কিম্বা অন্য প্রকারে) প্রতিবাদী শ্রী আনন্দ দায়ী ও প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্র প্রতিভূ হওয়াতে, তাঁহাদের উপর বাদির এত টাকার দাওয়া।

শ্যারের উপর দাওয়া—শ্যারের উপর দাওয়াস্বরূপ বাদির এত টাকার দাওয়া।

খরচাপ্রভৃতি বিষয়ক পৃষ্ঠলিপি।

(উপরোক্ত পাঠের কথার সঙ্গে২ এই২ কথাও লিখিতে হইবে) ও খরচার নিমিত্ত এত টাকা। এবং যত টাকার দাওয়া হয় তাহা এই আবেদনপত্র জারী হওয়ার তারিখ অবধি এত দিনের মধ্যে (কিম্বা আদালতের এলাকার সীমার বহির্ভূত স্থানে সমন জারী করিতে হইলে আজ্ঞাপত্রে উপস্থিত হইবার যে মিয়াদ থাকে সেই মিয়াদ উল্লেখ করিয়া এত দিনের মধ্যে) বাদিকে কি তাহার উকিলকে দেওয়া গেলে এই মোকদ্দমা ঘটিত আর সকল কার্য্য স্থগিত হইবে।

হানিপূরণ পাইবার ও অন্যান্য দাওয়ার কথা।

কর্ম্মকারকপ্রভৃতি স্বরূপ—বাদিকে নিয়োগীস্বরূপ কর্ম্ম দিবার চুক্তি ভঙ্গ হেতুক বাদির হানিপূরণের দাওয়া।

বাদী নিয়োগীস্বরূপ প্রতিবাদির নিকট কর্ম্ম করিতেছিলেন এমত সময়ে তাঁহাকে অন্যায়মতে কর্ম্মহইতে ছাড়াইয়া দেওয়া গেলে বাদির হানি পূরণের ও (বাকী বেতন বলিয়া এত টাকার) দাওয়া।

প্রতিবাদী বাদির কার্য্যাধ্যক্ষ হইয়া অন্যায়মতে কার্য্য ত্যাগ করিয়া

থাওয়াতে বাদির হানিপূরণস্বরূপ এত টাকার দাওয়া।

বাদির নিকট প্রতিবাদী কর্ম্মকারক (প্রভৃতি) হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করাতে বাদির হানিপূরণ পাইবার (ও প্রতিবাদী কর্ম্মকারক প্রভৃতি স্বরূপ এত টাকা পাইলেন বলিয়া সেই টাকা পাইবার) দাওয়া

কর্ম্ম শিক্ষার্থির দাওয়া—প্রতিবাদির (কি বাদির) নিকট শ্রী অমুকের কর্ম্মশিক্ষার্থী হওয়ার নিদর্শনপত্রের নিয়মভঙ্গ হেতুক বাদির হানিপূরণ পাইবার দাওয়া।

সালীসীতে অর্পণবিষয়ক দাওয়া—শ্রী অমুকের মীমাংসা অনুসারে কার্য্য না হওয়াতে বাদির হানিপূরণের দাওয়া।

আক্রমণ প্রভৃতি হেতুক দাওয়া—আক্রমণ করণ (ও অন্যায়মতে আটক রাখণ ও ঈর্ষাপূর্ব্বক অভিযোগকরণ হেতুক) বাদির হানিপূরণের দাওয়া।

স্বামির ও স্ত্রীর দাওয়া—বাদির প্রতি আক্রমণ (ও তাঁহাকে অন্যায়মতে আটক রাখণ হেতুক) বাদির হানিপূরণের দাওয়া।

স্বামির ও স্ত্রীর বিপরীত দাওয়া—প্রতিবাদী শ্রী অমুক আক্রমণ করাতে বাদির হানিপূরণের দাওয়া।

উকিল সংক্রান্ত দাওয়া—প্রতিবাদী বাদির পক্ষ উকীল হইয়া তাচ্ছল্য দ্বারা যে হানি জন্মাইলেন বাদির সেই হানিপূরণের দাওয়া

নিক্ষেপণ বিষয়ক দাওয়া—মালরক্ষা করিবার তাচ্ছল্য হেতুক অন্যায়মতে আটক রাখন হেতুক) বাদির হানিপূরণের দাওয়া।

পণ দেওন বিষয়কদাওয়া—পণ দেওয়া দ্রব্য রাখিবার তাচ্ছল্য হেতুক (ও অন্যায়মতে আটক রাখণ হেতুক) বাদির হানিপূরণের দাওয়া।

ভাড়ার নিমিত্ত দাওয়া—লওয়াজিমা (কি গাড়ী) ভাড়া দেওয়াতে তাহা রক্ষা করিবার তাচ্ছল্য হেতুক (অন্যায়মতে প্রভৃতি) বাদির হানিপূরণের দাওয়া।

বণিকের উপর দাওয়া—বাদির চ্যাকের টাকা দিতে অন্যায়মতে তাচ্ছল্য করণ হেতুক (কিম্বা না দেওন হেতুক) বাদির হানিপূরণের দাওয়া।

হুণ্ডী বিষয়ক দাওয়া—বাদির হুণ্ডী স্বীকার করিবার চুক্তি ভঙ্গ হেতুক বাদির হানিপূরণের দাওয়া।

নিবন্ধনপত্রহেতুক দাওয়া—অমুক ব্যবসায় না করিবার নিয়মে যে নিবন্ধনপত্র লেখা যায় তাহার উপর বাদির দাওয়া।

বাহকের উপর দাওয়া—রেলওয়ের দ্বারা বাদির মাল চালান করিবার অসম্মতি হেতুক বাদির হানিপূরণের দাওয়া।

রেলওয়ের দ্বারা বাদিকে লইয়া যাইবার অসম্মতি হেতুক বাদির হানিপূরণের দাওয়া।

রেলওয়ের দ্বারা কয়লা চালান করিয়া পঁহুছাইয়া দেওন সম্পর্কে যাহা কর্ত্তব্য ছিল সেই কর্ত্তব্য কার্য্য লঙ্ঘনহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

সমুদ্রপথে কল চালান করিয়া পঁহুছাইয়া দেওনসম্পর্কে যাহা কর্ত্তব্য ছিল সেই কর্ত্তব্যকার্য্য লঙ্ঘন হেতুর বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

চার্টর পার্টি বিষয়ক দাওয়া—(মেরি) নামক জাহাজের ভাড়া দিবার নিয়ম লঙ্ঘনহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

মাল ফিরিয়া পাইবার ও হানিপূরণের দাওয়া বাদী ঘরের লওয়াজিমা (প্রভৃতি) ফিরিয়া পাইবার কি তাহার মূল্য পাইবার ও তাহা আটক রাখা হেতুক হানিপূরণ পাইবার দাওয়া করেন।

বঞ্চিত করা প্রযুক্ত হানিপূরণের দাওয়া—মাল ও ঘরের লওয়াজিমা প্রভৃতি হইতে বাদিকে অন্যায়মতে বঞ্চিত করণপ্রযুক্ত বাদির দাওয়া।

অপবাদ হেতুক দাওয়া—লিখিত অপবাদ হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

বাচনিক অপবাদ হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

অন্যায়মতে ক্রোক করণপ্রযুক্ত দাওয়া—অন্যায়মতে ক্রোক করণপ্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

[যে ক্রোকের নালিশ হয় তাহা অন্যায়, কি অতিরিক্ত ভাবের কি অনিয়মিত হইলে এই পাঠ চলিতে পারিবে।]

বেদখল করণ হেতুক দাওয়া—বাদী অমুক রাস্তার অমুক নম্বরের কিম্বা অমুক জিলার অমুক পরগনার অন্তর্গত অমুক মৌজার অধিকার ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করেন।

স্বত্ব স্থাপন ও খাজনা আদায় করণার্থ দাওয়া—বাদী অমুক সম্পত্তিতে আপনার স্বত্ব স্থাপন ও তাহার খাজানা আদায় করিবার দাওয়া রাখেন।

[উক্ত দুই পাঠ একত্রভাবে লেখা যাইতে পারিবে।]

জল কর বিষয়ক দাওয়া—বাদির মৎস্য ধরিবার স্বত্ব লঙ্ঘন হওয়াতে তিনি হানিপূরণের দাওয়া করেন।

প্রতারণা হেতুক দাওয়া—ঘোড়া (কি ব্যবসায় কি শ্যারপ্রভৃতি) বিক্রয় করণসময়ে প্রতারণাপূর্ব্বক মিথ্যা কথা বর্ণিত হওয়াতে বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

শ্রীঅমুকের বিশ্বাসযোগ্যতাবিষয়ে প্রতারণাপূর্ব্বক মিথ্যা কথা বর্ণিত হওয়াতে বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

প্রাতিভাব্য হেতুক দাওয়া— শ্রীঅমুকের নিমিত্ত প্রাতিভাব্যের চুক্তিভঙ্গ হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

বাদী দ্রব্য ক্রোক করণার্থে প্রতিবাদির সপক্ষ কর্ম্মকারক হওয়াতে বাদিকে ক্ষতিহইতে নিষ্কৃতি দিবার চুক্তিভঙ্গ হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

বিমাপত্র সম্পর্কীয় দাওয়া—[রয়াল চার্টর] নামক জাহাজের উপর যে বিমাপত্র দেওয়া যায় তৎসম্পর্কীয় হানিহেতুক ও তজ্জাত মালের ভাড়ার উপর (কিম্বা বিমাপত্রের নিমিত্ত দত্ত টাকা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত) বাদির দাওয়া

[যে হানি হেতুক দাওয়া হয় তাহা সম্পূর্ণ কি অংশমাত্র হইলে এই পাঠ চলিতে পারিবে।]

অগ্নিজন্য ক্ষতিহইতে নিষ্কৃতিপত্র সম্পর্কীয় দাওয়া—ঘরের ও আসবাবের হানি হেতুক অগ্নিজন্য ক্ষতিহইতে নিষ্কৃতিসূচক বিমাপত্রের উপর বাদী দাওয়া করেন।

ঘরের উপর বিমাপত্র দিবার চুক্তিভঙ্গ হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

ঘর মেরামত করিয়া রাখিবার চুক্তিভঙ্গ হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

ভূম্যধিকারি ও প্রজা ও প্রজা সংক্রান্ত দাওয়া—ইজারার পাট্টায় উল্লিখিত নিয়মভঙ্গ হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

চিকিৎসকসম্পর্কীয় দাওয়া——প্রতিবাদী চিকিৎসক হইয়া তাঁহার তাচ্ছল্য হেতুক বাদির যে হানি হয় তৎপ্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

হানিজনক পশ্বাদি বিষয়ক দাওয়া——প্রতিবাদির কুক্কুরদ্বারা হানি হওয়াতে বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

তাচ্ছল্যঘটিত দাওয়া—প্রতিবাদী কি তাঁহার চাকরেরা অমনোযোগে গাড়ী চালাইবাতে হানি হওয়াপ্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

প্রতিবাদির রেলওয়ে গাড়ীতে বাদী চড়নদার হইয়া যাইতেছেন এমন সময়ে প্রতিবাদির চাকরদের তাচ্ছিল্যহেতুক বাদির হানি হওয়াতে তিনি সেই হানিপূরণের দাওয়া করেন।

বাদী প্রতিবাদির রেলওয়ে ষ্টেশনে ছিলেন এমন সময়ে ঐ ষ্টেশনের অসদবস্থা হেতুক বাদির হানি হওয়াতে তিনি সেই হানিপূরণের দাওয়া করেন।

১৮৫৫ সালের ১৩ আইন সম্পর্কীয় দাওয়া—শ্রীঅমুক প্রতিবাদির রেলওয়ের গাড়ীতে চড়নদার হইয়া যাইতেছিলেন এমন সময়ে প্রতিবাদির চাকরদের তাচ্ছল্যহেতুক উক্ত শ্রীঅমুকের অত্যন্ত আঘাত হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইলে, বাদী তাঁহার উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদকস্বরূপ তাঁহার মৃত্যুজন্য হানিপূরণের দাওয়া করেন।

বাগ্দান সম্পর্কীয় দাওয়া—বিবাহ করিবার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

মাল বিক্রয় করা সম্পর্কীয় দাওয়া—কোন দ্রব্য গ্রহণ করিয়া তাহার মূল্য দেওনের চুক্তিভঙ্গহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

মূল্য (এ.কি) না দেওয়াপ্রযুক্ত, (কিম্বা অপেক্ষাকৃত অল্প দিয়া কিম্বা অল্পগুণের তুলা প্রভৃতি দিয়া বিক্রয়ের চুক্তিভঙ্গের অন্য কারণে) বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

মাল বিক্রয় করণ সম্পর্কীয় দাওয়া—ঘোড়ার বিষয়ে যে নিশ্চিত কথা কহা যায় তাহা সত্য না থাকাতে বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

ভূমি বিক্রয় সম্পর্কীয় দাওয়া—ভূমি ক্রয় (কি বিক্রয়) করিবার চুক্তিভঙ্গহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

ঘর ভাড়া দিবার (কি ভাড়া করিয়া লইবার) চুক্তিভঙ্গহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

সাধারণের অনুগ্রহ কার্য, ও ঘরের সংলগ্ন দ্রব্য ও ব্যবসায়ের স্থিত সহিত সাধারণের আমোদার্থ গৃহের পাট্টা বিক্রয় (কি ক্রয়) করিবার চুক্তিভঙ্গহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

ভূমির হস্তান্তরকরণপত্রে স্বত্বের (কিম্বা নিষ্কণ্টকে ভোগ করণ প্রভৃতির) যে নিয়ম থাকে, সেই নিয়মভঙ্গহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

ভূমিতে অনধিকার প্রবেশ করণ হেতুক দাওয়া—প্রতিবাদী বাদির ভূমিতে অন্যায়মতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কূপহইতে জল তোলন প্রযুক্ত (কিম্বা ঘাস কাটা, কিম্বা বড়ং বৃক্ষচ্ছেদন, কি বেড়া ভাঙ্গন, কি দ্বার উঠাইয়া লওন, কি পথ ব্যবহার করণ, কি ক্ষেত্র দিয়া গমন, কি তথায় বালি ফেলন, কি তথাহইতে কাঁকর তুলিয়া লওন, কিম্বা নদী হইতে পাতর তুলিয়া লওনপ্রযুক্ত) বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

রক্ষাকরণার্থ উপায় বিষয়ক দাওয়া—বাদির ভূমি (কি ঘর, কি খনি) রক্ষা করণার্থ স্তম্ভাদি অন্যায়মতে হরণ হওয়াতে বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

পথ সম্পর্কীয় দাওয়া—পথ (কি রাজপথ কি মফঃসল পথ) অন্যায়মতে অবরুদ্ধ হওয়া প্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

জল প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ক দাওয়া—জলপ্রণালী অন্যায়মতে অন্যমুখ করা প্রযুক্ত (বা অবরোধ বা মলিন করা বা জল বহন নিবারণ করা প্রযুক্ত) বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

বাদির ভূমির উপর (বা বাদির খনির মধ্যে) অন্যায়মতে জল পড়িতে দেওনহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

বাদির কূপের জল ব্যবহার করিতে অন্যায়মতে বাধা দেওয়াপ্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

চরাণী ভূমি সম্পর্কীয় দাওয়া—বাদির গো মেষাদি চরাইবার স্বত্ব লঙ্ঘনহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

[পশু চরাইবার যে প্রকারের স্বত্ব হউক এই পাঠ চলিতে পারিবে।]

আলো বিষয়ক দাওয়া—বাদির ঘরে আলো প্রবেশের বাধা দেওনপ্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

পেটেণ্ট বিষয়ক দাওয়া—বাদী যে পেটেণ্ট পাইলেন তাহার লঙ্ঘন করা প্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

গ্রন্থস্বত্ব বিষয়ক দাওয়া—বাদির গ্রন্থস্বত্বের অপলাপ হেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

ব্যবসায়ির চিহ্নসম্পর্কীয় দাওয়া—বাদির ব্যবসায়ির চিহ্ন অন্যায়মতে ব্যবহার হওয়া (বা তদনুরূপ চিহ্ন করা) প্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

কর্ম্মবিষয়ক দাওয়া—জাহাজ নির্ম্মাণ (কি গৃহাদি মেরামৎ প্রভৃতি) করিবার চুক্তি ভঙ্গহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

জাহাজ নির্ম্মাণাদি করিবার জন্যে বাদিকে কর্ম্ম দিবার চুক্তি ভঙ্গহেতুক বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

অনিষ্টজনক কর্ম্ম হেতুক দাওয়া—প্রতিবাদির কুঠী প্রভৃতিহইতে হানিজনক বাষ্প উঠিয়া বাদির ঘরের ও বৃক্ষের ও ফসলাদির হানি হওয়াতে বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

প্রতিবাদির কারখানা হইতে (কি আস্তাবল প্রভৃতিতে) অনেক গোল হওয়াতে অনিষ্টজনক প্রযুক্ত বাদী হানিপূরণের দাওয়া করেন।

নিষেধসূচক আজ্ঞা সম্পর্কীয় দাওয়া—[পৃষ্ঠলিপিতে এই কথা সংযোগ করিতে হইবে] ও নিষেধসূচক আজ্ঞা হওয়ার]

[ভূমি পাইবার কিম্বা ভূমিতে স্বত্ব স্থাপন করিবার কি উভয়ের দাওয়া হইলে পৃষ্ঠলিপিতে এইং কথা সংযোগ করিতে হইবে]

ওয়াসীলাৎ—ও ওয়াসীলাতের।

বাকী খাজনা—ও খাজনার হিসাব পাইবার কিম্বা বাকী খাজনার।

নিয়মভঙ্গ হওন—ও (মেরামত প্রভৃতি) করিবার নিয়মভঙ্গ প্রযুক্ত।

১। মৃত ব্যক্তির দ্রব্যনিরূপণ করাইয়া লওনার্থে মহাজনের দাওয়া।

অমুক স্থানবাসি মৃত অমুকের মহাজনস্বরূপ বাদী উক্ত অমুকের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নিরূপণ করাইয়া লইবার দাওয়া করেন। উক্ত অমুকের দ্রব্যনিরূপণাধিকারিস্বরূপ প্রতিবাদী শ্রীচন্দ্রের নামে (ও আইন মতে তাঁহার সত্বাধিকারিস্বরূপ প্রতিবাদী শ্রী ঈশানের ও শ্রী গগণের নামে,) মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেল।

২। মৃত ব্যক্তির দ্রব্য নিরূপণ করাইয়া লওনার্থে তাঁহার উইল ক্রমে ধন প্রাপণীয় ব্যক্তির দাওয়া।

মৃত অমুক ব্যক্তির অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের উইলক্রমে, বাদী ধন প্রাপণীয় হইয়া উক্ত অমুকের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নিরূপণ করাইয়া লইবার দাওয়া করেন। উক্ত আইনের উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদক বলিয়া প্রতিবাদি শ্রী চন্দ্রের নামে [ও উইলক্রমে

স্থাবর সম্পত্তি প্রাপণীয় ব্যক্তিস্বরূপ প্রতিবাদি শ্রীঈশানের ও শ্রী গগনের নামে] মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেল।

৩। অংশিত্ব বিষয়ক দাওয়া।

(অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের অংশিত্বপত্র ক্রমে) বাদির ও প্রতিবাদির যে অংশিত্ব ব্যবসায় আছে বাদী সেই ব্যবসায়ের হিসাব লইয়া ঐ অংশিত্ব সম্পর্কীয় ব্যাপার বন্দ করাইবার দাওয়া করেন।

৪। বন্ধক গ্রহীতার দাওয়া।

(উভয়পক্ষের মধ্যে) (কিম্বা অধিকারসূচকপত্র গচ্ছিত করিয়া) অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের বন্ধকীপত্র ক্রমে বাদির আসল ও সুদ ও খরচা সুদ্ধ এত টাকা পাওনা আছে, বাদী ইহার হিসাব লইবার ও বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার কি বিক্রয় করিবার দাওয়া করেন।

৫ বন্ধকদাতার দাওয়া।

অমুক তারিখের যে বন্ধকীপত্র অমুক২ (পক্ষের) মধ্যে করা যায় তদনুসারে বাদির কিছু পাওনা থাকিলে কত টাকা পাওনা আছে বাদী ইহার হিসাব লইবার ও ঐ পত্রলিখিত সম্পত্তি উদ্ধার করিবার দাওয়া করেন।

৬। অংশ বৃদ্ধি করণবিষয়ক দাওয়া।

অমুক তারিখের ধননিরূপণপত্রক্রমে অমুকের কনিষ্ঠ সন্তানাদির অংশ বলিয়া এত টাকা নিরূপণ হওয়াতে বাদী তাঁহাদের সেই অংশ বৃদ্ধি করিবার দাওয়া করেন।

৭। ন্যাসসাধনবিষয়ক দাওয়া।

অমুক২ (উভয় পক্ষের) মধ্যে অমুক তারিখের পত্রক্রমে যে ন্যাস নিরূপণ হয়, বাদী সেই ন্যাসনিরূপণের পত্রানুযায়ি কার্য্য সাধন হইবার দাওয়া করেন।

৮ নিদর্শনপত্র রহিত বা সংশোধন হইবার দাওয়া।

অমুক২ উভয় পক্ষের মধ্যে অমুক তারিখের যে নিদর্শনপত্র করা যায় বাদী তাহার অসিদ্ধ বা সংশোধন হইবার দাওয়া করেন।

৯। নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধনার্থ দাওয়া।

বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে প্রতিবাদির নিকট অমুক স্থানের অন্তর্গত কএক খণ্ড (নিষ্কর) ভূমি বিক্রয় করিবার যে নিয়ম করিলেন, বাদী সেই নিয়মের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধন হইবার দাওয়া করেন ●

---

১১৫ নম্বর।

প্রবেট।

১। উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদক কি ধন প্রাপণীয় ব্যক্তি ধর্ম্মতঃ ভাবে উইল উপস্থিত করিলে তদ্বিষয়ক দাওয়া।

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে মরিলে, বাদী তাঁহার অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের চরম উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদক বলিয়া সেই উইল প্রবল করিবার দাওয়া করেন। তুমি উক্ত মৃত ব্যক্তির অন্তরঙ্গদের [কিম্বা অন্য কুটুম্বাদির] মধ্যে এক জন আছ বলিয়া তোমার নামে এই সমন দেওয়া গেল।

২। সামান্যভাবে যে প্রবেট দেওয়া গেল তাহা অসিদ্ধ করণের চেষ্টায় মৃতব্যক্তির পূর্ব্বলিখিত উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদকের কিধন প্রাপণীয় ব্যক্তির কি অন্তরঙ্গপ্রভৃতির দাওয়া।

● ৫৮ ধারা মতে আরজির যে চুম্বক দিতেহইবে তাহার ফারম এই স্থানে দেওয়া হইল।

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুকঅমুকসালের অমুক মাসের অমুক তারিখে মরিলে বাদী তাঁহার অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের চরম উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদক বলিয়া উক্ত মৃত ব্যক্তির অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের কল্পিত উইলের প্রবেট অসিদ্ধ করাইবার দাওয়া করেন। তুমি উক্ত কল্পিত উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্য সম্পাদক (কিম্বা অন্য যাহা হয়) আছ বলিয়া তোমার নামে এই সমন দেওয়া গেল।

৩। কোন ব্যক্তি উইল না লিখিয়া মরিলেন বলিয়া তাঁহার দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্বপত্র দেওয়া গেলে পর উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্য সম্পাদকের কি ধন প্রাপণীয় ব্যক্তির দাওয়া।

অমুক স্থানবাসি অমুক অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে মরিলে, বাদী তাঁহার অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের উইলক্রমে নিরূপিত সম্পাদক বলিয়া দাওয়া করেন।

তুমি উক্ত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি নিরূপণাধিকারিত্ব যে পত্র পাইয়াছ উক্ত বাদী তাহা অসিদ্ধ হইবার ও ঐ উইলের প্রবেট পাইবার দাওয়া করেন।

৪। কোন ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির অন্তরঙ্গ বলিয়া তাঁহার দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্বপত্র পাইবার দাওয়া রাখিলে ও অন্তরঙ্গস্বরূপ তাঁহার স্বার্থ বিষয়ে বিবাদ হইলে তাঁহার দাওয়া।

অমুক স্থানবাসি অমুক উইল না লিখিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে মরিলে, বাদী আপনাকে তাঁহার ভ্রাতা ও একক অন্তরঙ্গ বলিয়া দাওয়া রাখিয়া ঐ অন্তরঙ্গস্বরূপ তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি নিরূপণ করিবার অধিকারিত্ব পত্র প্রাপ্ত হইবার দাওয়া করেন। তুমি এই বিষয়ে সতর্ক থাকার পত্র অর্পণ করিয়া আপনাকেই উক্ত মৃত ব্যক্তির একক অন্তরঙ্গ বলিয়া জানাইয়াছ (প্রভৃতি কারণে) তোমার নামে এই পরওয়ানা দেওয়া গেল।

উভয়পক্ষের পদাদি বিষয়ক পৃষ্ঠলিপি।

বাদী মৃত চন্দ্রের উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদক (কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারী) বলিয়া অমুক বিষয়েব দাওযা করেন।

বাদী মৃত চন্দ্রের উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদক প্রভৃতি বলিয়া প্রতিবাদি শ্রী আনন্দের বিপক্ষে অমুক বিষয়ের দাওয়া করেন।

বাদী মৃত অমুকের উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদকস্বরূপ প্রতিবাদী শ্রী আনন্দের, ও নিজ সম্বন্ধসম্পর্কে প্রতিবাদী শ্রী চন্দ্রের বিপক্ষে অমুক বিষয়ের দাওয়া করেন।

স্বামীর এবং উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদিকা স্ত্রীর দাওয়া—মৃত অমুকের উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদিকাস্বরূপ বাদিনী শ্রীমতী চাঁদ ও তাঁহার স্বামিস্বরূপ বাদি শ্রী আনন্দ অমুক বিষয়ের দাওয়া করেন।

ন্যাসপ্রাপ্তীদের দাওয়া—অমুকের উইলক্রমে নিরূপিত (কিম্বা, আনন্দের ও তাঁহার স্ত্রী চন্দ্রমনির বিবাহকালীন যৌতুক ধন নিরূপণপত্রক্রমে নিরূপিত) ন্যাসপ্রাপ্তীস্বরূপ বাদির এই দাওয়া [কিম্বা ন্যাসধারিস্বরূপ প্রতিবাদির বিপক্ষে বাদির এই দাওয়া।]

রাজকীয় কার্য্যকারক—অমুক ব্যাঙ্কের রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপ বাদির অমুক বিষয়ের দাওয়া।

অমুক ব্যাঙ্কের রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপ প্রতিবাদির বিপক্ষে বাদির অমুক বিষয়ের দাওয়া।

অমুকের নিমিত্ত প্রতিভূস্বরূপ ব্যাঙ্কের প্রধান ব্যক্তি বলিয়া প্রতিবাদি শ্রী-আনন্দের ও ঐ ব্যাঙ্কের রাজকীয় কার্য্যকারকস্বরূপ প্রতিবাদি শ্রীচন্দ্রের বিপক্ষে বাদির অমুক বিষয়ের দাওয়া।

উত্তরাধিকারী ও উইলক্রমে স্থাবর সম্পত্তি প্রাপণীয় ব্যক্তির দাওয়া—মৃত অমুকের আইনমত উত্তরাধিকারিস্বরূপ প্রতিবাদির বিপক্ষে বাদির দাওয়া।

অমুকের উইলক্রমে ভূমির আইনমত উত্তরাধিকারী বলিয়া প্রতিবাদী শ্রী চন্দ্রের বিপক্ষে ও ভূমি প্রাপণীয় ব্যক্তিস্বরূপ প্রতিবাদি শ্রী ঈশানের বিপক্ষে বাদির দাওয়া।

চ।—বিবিধ আবেদন পত্র।

১১৬ নম্বর।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৫৮ ধারা।

অমুক স্থানে অধিবিষ্ট অমুক স্থানের অমুক আদালত।

অমুক সালের দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিষ্টর।

আবেদন পত্র ... করিবার তারিখ	মোকদ্দমার নম্বর	বাদী।			প্রতিবাদী।			দাওয়া।		উপস্থিত হওন			ডিক্রী।			আপীল		ডিক্রী জারী।					ডিক্রী জারীর রিটর্ণ।		
		নাম	বর্ণনা	বাসস্থান	নাম	বর্ণনা	বাসস্থান	বিশেষ কথা।	যত টাকার বা যত মূল্যের নালিশের হেতু যে সময়ে উৎপত্তি হইল।	উভয় পক্ষের উপস্থিত হওনের তারিখ।	বাদী।	প্রতিবাদী।	তারিখ।	যাহার পক্ষে	যে বিষয়ের বা যত টাকার	আপীলের তারিখ	আপীলের ডিক্রী	প্রার্থনাপত্রের তারিখ	আজ্ঞার তারিখ	যাহার বিপক্ষে	যে বিষয়ের, ও টাকার ডিক্রী হইলে যত টাকার	যত টাকা খরচ	আদালতে যত টাকা দেওয়া গেল	মুক্ত করা গেল	ডিক্রীমতে টাকা দেওন বা ব্যক্তিকে ধৃত করণ ভিন্ন অন্য ডিক্রী ফিরিয়া আনা গেলে তাহার ফলের মর্ম্ম ও রিটর্ণের তারিখ।

১১৭ নম্বর। *

মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণার্থ সমনের পাঠ।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬৪ ও ৬৮ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক সমীপেষু।——

শ্রীঅমুক তোমার নামে অমুক বিষয়ের নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করাতে উক্ত বাদির উত্তর দিবার জন্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক দিনে বেলা অমুক ঘণ্টার সময়ে তোমাকে স্বয়ং কিম্বা এই আদালতের নিয়মিতরূপে ক্ষমতা প্রাপ্ত যে উকীল উপযুক্তশিক্ষিত হইয়া মোকদ্দমা সংক্রান্ত গুরুতর সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন এমত উকীলের দ্বারা, কিম্বা ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার সক্ষম কোন ব্যক্তিকে তাঁহার সঙ্গে দিয়া, এই আদালতে উপস্থিত হওনার্থে তোমাকে এতৎক্রমে সমন (আহ্বান) করা গেল। তোমার উপস্থিত হইবার যে দিন নিরূপণ হইল তাহা মোকদ্দমা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবার নিরূপিত দিন হওয়াতে, সেই দিনে তোমার সকল সাক্ষিকে উপস্থিত করিতে হইবে। আরো তোমাকে এতদ্দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, তুমি পূর্ব্বোক্ত দিনে উপস্থিত না হইলে তোমার অনুপস্থানে মোকদ্দমা শ্রবণ ও নির্ণয় করা যাইবে। ঐ বাদী অমুকর যেই দলীল দেখিতে ইচ্ছা করেন তাহা এবং তুমি নিজ উত্তরের পোষকতায় যেই দলীলের উপর নির্ভর করিতে কল্পনা কর তাহাও সঙ্গে আনিবা কিম্বা তোমার উকীলের দ্বারা পাঠাইবা।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর জজ

মন্তব্য।—লিখিত বর্ণনাপত্র দেওয়ার প্রয়োজন হইলে, এই কথা লিখিতে হইবে,—তোমার প্রতি [কিম্বা, বিষয় বিশেষে অমুক পক্ষের প্রতি] অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের মধ্যে বর্ণনাপত্র দিতেআদেশ করা গেল।

১ নোটিস।—তোমার সাক্ষিরা স্বেচ্ছামতে আসিবে না এমত অনুভব হইলে, তুমি বিচারের পূর্ব্বে কোন সময়ে তাঁহাদের প্রয়োজনমত খোরাকী আমানৎ করিয়া প্রার্থনা করিলে, কোন সাক্ষিকে বল-পূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত ও ঐ সাক্ষির প্রতি কোন দলীল দেখাইতে তোমার আদেশ করিবার স্বত্ব থাকিলে সেই দলীল আনাইবার নিমিত্ত তুমি এই আদালতের সফিনা পাইতে পারিবা।

২ নোটিস।—যদি বাদির দাওয়া স্বীকার করিয়া থাক, তবে তোমার কিম্বা তোমার সম্পত্তির বা আবশ্যকমতে উভয়ের উপর সরাসরী-মতে ডিক্রী জারী না হয় এই কারণ, মোকদ্দমার খরচাসুদ্ধ তোমার ঐ টাকা আদালতে দেওয়া উচিত।

---

* এইটি বিবাদীর সমনের ফারম। ইহা পাঠে জানা যাইবে যে ৬৪ ধারাতে যে "নির্দ্দিষ্ট তারিখ কিম্বা তৎপরে যতশীঘ্র হইতে পারে," লেখা আছে তাহার অর্থ নাই। "তৎপরে" শব্দে সমনের তারিখের পরে বুঝিতে হইবে।

১১৮ নম্বর। *

ইস্থ নিরূপণ করণার্থ সমনের পাঠ।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৬৪ ও ৬৮ ধারা।

(সর্কার, শীর্ক)

অমুক স্থানবাসি শ্রী অমুক সমীপেষু

শ্রী অমুক তোমার নামে অমুক বিষয়ক মোকদ্দমা উপস্থিত করাতে উক্ত বাদির উত্তর দিবার জন্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক দিনে বেলা অমুক ঘণ্টার সময়ে তোমাকে স্বয়ং কিম্বা এই আদালতের নিয়মিতরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে উকীল উপযুক্তমতে শিক্ষিত হইয়া মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত গুরুতর সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার সক্ষম কোন ব্যক্তিকে তাঁহার সঙ্গে দিয়া এই আদালতে উপস্থিত হওনার্থে তোমাকে এতৎক্রমে সমন করা গেল। আরো তোমাকে এতদ্দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে উক্ত দিনে উপস্থিত না হইলে, তোমার অনুপস্থানে ইস্থ নিরূপণ করা যাইবে। আরও বাদী অমুক২ যে দলীল দেখিতে ইচ্ছা করেন তাহা, এবং তুমি নিজ উত্তরের পোষকতায় যে২ দলীলের উপর নির্ভর করিতে কল্পনা কর তাহাও সঙ্গে আনিবা, কিম্বা আপন উকীলের দ্বারা পাঠাইবা।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর জজ।

মন্তব্য।—লিখিত বর্ণনাপত্রও দেওয়ার প্রয়োজন হইলে এই কথা লিখিতে হইবে,—তোমার প্রতি (কিম্বা বিষয়বিশেষে অমুক পক্ষের প্রতি) অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের মধ্যে বর্ণনাপত্র দিতে আদেশ করা গেল।

১ নোটিস।—তোমার সাক্ষিরা স্বেচ্ছামতে আসিবেনা এমত অনুভব হইলে তুমি বিচারের পূর্ব্বে কোন সময়ে তাঁহাদের প্রয়োজনমত খোরাকী আমানৎ করিয়া প্রার্থনা করিলে, কোন সাক্ষিকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার নিমিত্তে ও ঐ সাক্ষির প্রতি কোন দলীল দেখাইতে তোমার আদেশ করিবার স্বত্ব থাকিলে সেই দলীলও আনাইবার নিমিত্ত তুমি এই আদালতের সফিনা পাইতে পারিবা।

২ নোটীস।—যদি বাদির দাওয়া স্বীকার করিয়া থাক; তবে তোমার কিম্বা তোমার সম্পত্তির বা আবশ্যকমতে উভয়ের উপর সিরাসরীমতে ডিক্রী জারী না হয় এই কারণে মোকদ্দমার খরচাসুদ্ধ তোমার ঐ টাকা আদালতে দেওয়া উচিত।

* ইস্থ ধার্য্যের মোকদ্দমার এই ফরামে সমন হইবে এবং চূড়ান্ত বিচারের মোকদ্দমায় ১১৭ নং কি ১১৯ নং ফারম খাটিবে। বিবাদীকে স্বয়ং উপস্থিত হইবার আদেশ হইলে ১১৯ নং ফারম ব্যবহৃত হইবে।

১১৯ নম্বর।

উপস্থিত হইবার সমনের পাঠ।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৬৮ ধারা।

মোকদ্দমার নম্বর।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

বাদী।

প্রতিবাদী।

শ্রীঅমুক (নাম, ব্যবসায় ও বাসস্থান) সমীপেষু।

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক (বাদির নাম ও ব্যবসায় ও বাসস্থান লিখিতে হইবে) এই আদালতে তোমার নামে (রেজিষ্টরের লিখনমতে দাওয়া বিশেষ করিয়া লিখিয়া) এই দাওয়াঘটিত মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন; অতএব উক্ত বাদির উত্তর দিবার জন্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা অমুক ঘণ্টার সময়ে তোমাকে [স্বয়ং উপস্থিত হইবার বিশেষ আদেশ না থাকিলে, এইরূপে লিখিতে হইবে "স্বয়ং কিম্বা এই আদালতের যে উকীল উপযুক্তমতে শিক্ষিত হইয়া মোকদ্দমা সংক্রান্ত গুরুতর সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন এমত উকীলের দ্বারা কিম্বা ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার সক্ষম কোন ব্যক্তিকে তাঁহার সঙ্গে দিয়া,,] এই আদালতে উপস্থিত হইবার জন্যে সমন করা গেল। [মোকর্দ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্যে সমন হইলে এই স্থলে এই আদেশও লিখিতে হইবে, "তোমার উপস্থিত হইবার যে দিন নিরূপণ হইল, তাহা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নির্দ্ধারিত দিন, অতএব সেই দিনে তোমার সকল সাক্ষিকে উপস্থিত করাইতে হইবে।,,] আরো তোমাকে এতদ্দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত দিনে উপস্থিত না হইলে, তোমার অনুপস্থানে মোকদ্দমা শ্রবণ ও নির্ণয় করা যাইবে। আরো বাদী অমুকং যে দলীল (বাদী যেং দলীল আনাইবার প্রার্থনা করিলেন তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে) দেখিতে বাঞ্ছা করেন তাহা, এবং তুমি আপনার উত্তরের পোষকতায় যেং দলীলের উপর নির্ভর করিতে কল্পনা কর তাহাও সঙ্গে করিয়া আনিবা [কিম্বা আপন মোক্তারের দ্বারা পাঠাইবা।]

১২০ নম্বর।

অন্য আদালতের এলাকায় জারী করিবার জন্যে সমন পাঠাইবার আজ্ঞাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৮৫ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসী শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসী শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

উক্ত মোকদ্দমার প্রতিবাদি শ্রীচন্দ্র এইক্ষণে অমুক স্থানে বাস করিতেছেন, কিন্তু মোকদ্দমা করিবার হেতু এই আদালতের এলাকার মধ্যে উত্থিত হইল, আবেদনপত্রে এই কথা ব্যক্ত থাকাতে, এই ক্রবকারির দোকর নকল সহিত উক্ত প্রতিবাদির নামে জারী করিবার সমন অমুক আদালতে পাঠাইবার ও অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ঐ সমন ফিরিয়া দিবার আজ্ঞা করা গেল।

মোহর জজ

---

১২১ নম্বর।

অন্য আদালতের সমন ফিরিয়া পাঠান গেলে তাহার সঙ্গে এই মর্ম্মের লিপি থাকিবে।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৮৫ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

অমুক আদালতের নং দেওয়ানী মোকদ্দমায় শ্রীঅমুকের নামে জারী করিবার জন্য [সমনের] সঙ্গে অমুক আদালনের রুবকারী পাঠ করা গেল।

পরওয়ানার পৃষ্ঠে বেলিফের লিখিত অমুক২ কথা পাঠ করা গেল, ও শ্রী অমুককে ও শ্রী অমুককে নিয়মমতে শপথ, কিম্বা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করাইয়া আমাদ্বারা উক্ত কথার প্রমাণ গ্রহণ করা গেলে এই রুবকারির নকলের সঙ্গে ঐ (সমন) অমুক আদালতে ফিরিয়া পাঠাইবার আজ্ঞা হইল।

মোহর জজ

মন্তব্য।—সমনভিন্ন অন্য পরওয়ানা পূর্ব্বোক্তমতে জারী করিতে হইলে, এই পাঠের ব্যবহার হইতে পারিবে।

---

১২২ নম্বর।

প্রতিবাদির বর্ণনাপত্র।

দেওয়ানী মোকর্দ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ১১০ ধারা।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক]

নিম্নলিখিত প্রতি কিম্বা প্রতিবাদিদের এক জন] আমি উক্ত আবেদনপত্রের উল্লিখিত মৃত ঈশানের উইলক্রমে [কিম্বা আবেদনপত্রের উল্লিখিত ঈশানের আইনমত উত্তরাধিকারী, কি অন্তরঙ্গ কি অন্তরঙ্গদের মধ্যে এক জন বলিয়া] সকল স্বার্থ অস্বীকার করিলাম।

অথবা, নিম্নলিখিত প্রতিবাদী আমি ইহা কহিতেছি, যে আমি [আবেদনপত্রের যে২ কথা স্বীকার করা বা স্বীকার না করা যায় আবেদনপত্রের কথা ধরিয়া তাহা লিখিতে হইবে] স্বীকার করিলাম, [বা স্বীকার করি না।]

অথবা, নিম্নলিখিত প্রতিবাদী আমি ইহা কহিতেছি যে আইনমতে যাহা প্রবল করা যাইতে পারে, আবেদনপত্রের উল্লিখিত বৃত্তান্তদ্বারা এমত কোন নিয়ম দৃষ্ট হয় না। [অথবা, উক্ত আবেদনপত্রদ্বারা দৃষ্ট হইল যে আমি ঈশান নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে একত্র দায়ী আছি, কিন্তু তিনি মোক-

র্দ্দমায় এক পক্ষ নহেন, ও আবেদনপত্রের কথানুসারে যেমন বোধ হইতে পারে আমি তেমনি স্বতন্ত্র দায়ী নহি। অথবা: উক্ত মোকর্দ্দমায় উক্ত আনন্দের সঙ্গে গগণকেও বাদিস্বরূপ একত্র ধরা উচিত ইহা আবেদন পত্রদ্বারা দৃষ্ট হইল, ইত্যাদি বিষয় বিশেষে যাহা লেখা উচিত লেখা যাইবে।]

অথবা, উক্ত বন্ধকীপত্রে বাদির যে স্বার্থ ছিল তিনি জানকীনাথ নামক এক ব্যক্তির প্রতি তাহা (বা বন্ধকী দ্রব্য উদ্ধার করণের স্বত্ব) হস্তান্তর (বা নিরূপণ) করিয়া দিয়াছেন। (অথবা মোকর্দ্দমাক্রমে যে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করিতে চেষ্টা হইল, আমি এত টাকা পাইবার নিমিত্ত অন্য দায়স্বরূপ হরনাথের প্রতি ঐ বন্ধকী দ্রব্য উদ্ধার করণের স্বত্ব হস্তান্তর কি নিরূপণ করিয়া দিলাম।)

অথবা, অংশিত্ব লোপ হইলে পর বাদী এক খানি নিদর্শনপত্র লিখিয়া তদ্দ্বারা অংশিত্বের সকল ঋণ ও দায় শোধ করিতে ও ঐ অংশিত্বভাবে যেব্যবসায় হইতেছিল তৎসম্পর্কে আমার উপর আপনার ও অন্যদের দাওয়া ও দায়হইতে আমাকে সাধারণমতে মুক্ত করিবার নিয়ম করিলেন। (কিম্বা বিষয়বিশেষে যাহা লিখিতব্য তাহা লিখিতে হইবে।) শ্রীচন্দ্র। প্রতিবাদী।

---

১২৩ নম্বর।

প্রশ্ন।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ১২১ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী অমুক নং মোকদ্দমা।

শ্রীআনন্দ বাদী।

শ্রীচন্দ্র ও শ্রীঈশান ও শ্রীগগণ প্রতিবাদী।

পূর্ব্বোক্ত শ্রীআনন্দের (বা শ্রীচন্দ্রের) সপক্ষে পূর্ব্বোক্ত (শ্রীঈশানের ও শ্রীগগণের বা শ্রীআনন্দের) নিকট এই২ প্রশ্ন করিতে হইবে।

১।

২।

প্রতিবাদি শ্রীঈশানের অমুক২ নম্বরের প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।
প্রতিবাদি শ্রীগগণের অমুক২ নম্বরের প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

---

১২৪ নম্বর।

দলীল উপস্থিত করণার্থ নোটিস লিখিবার পাঠ।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ১৩১ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী অমুক নং মোকদ্দমা।

শ্রীআনন্দ বাদী।

শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

তোমার অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের আবেদনপত্রে (কি লিখিত বর্ণনাপত্রে কি আফিডেবিটে) নিম্নলিখিত যে২ দলীলের উল্লেখ হইয়াছে, বাদী (কি প্রতিবাদী) তাহা দেখিবার জন্যে তোমার প্রতি সেই২ দলীল উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন ইহা জানিবা।

(যে২ দলীল দেখিবার প্রয়োজন তাহা নির্দ্দেশ করিয়া লিখিতে হইবে।)

বাদির (কিম্বা প্রতিবাদির) পক্ষে উকীল শ্রীঅমুক।

প্রতিবাদির (কি বাদির) উকীল।

শ্রীঅমুক সমীপেষু

---

* এই ফারামে জানা যাইবে যে ১৩১ ধারামতে দলীল দাখিলের নোটীস এক পক্ষের উকীল অপর পক্ষের উকীলকে দিবেন, মূল মোকদ্দমাকারির দিগকে দেওয়া আবশ্যক নহে।

১২৫ নম্বর।

উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার সমন।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ১৫৯ ও ১৬৩ ধারা।

পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

উপরোক্ত মোকদ্দমায় অমুক ব্যক্তির সপক্ষে (অমুক কার্য্যকরণার্থে তোমার উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন আছে, অতএব অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা অমুক ঘণ্টার সময়ে এই আদালতে (স্বয়ং উপস্থিত হও ও) অমুক২ দলীল আপনার সঙ্গে আনিও কিম্বা পাঠাও, তোমার প্রতি এতৎক্রমে এই আদেশ করা গেল।

তোমার পাথেয় প্রভৃতি অন্যা২ খরচের ও এক দিনের খোরাকীর নিমিত্তে এত টাকা ইহার সহিত পাঠান যাইতেছে। এই আজ্ঞামতে কর্ম্ম না করিলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ১৭০ ধারায় উপস্থিত না হওয়ার যে ফল নির্দ্দেশ হইয়াছে তোমার পক্ষে সেই ফল বর্ত্তিবে।

নোটিস (১)—যদি সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত না হইয়া কেবল দলীল দেখাইবার নিমিত্ত তোমার নামে সমন দেওয়া যায়, তবে পূর্ব্বোক্ত দিনে ও ঘণ্টায় এই আদালতে ঐ দলীল উপস্থিত করাইলে, তুমি সমন অনুসারে কার্য্য করিয়াছ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(২)—উক্ত এক দিনের অধিক তোমার থাকিতে হইলে, সেই দিনের পর যত দিন উপস্থিত থাকিতে হইবে তাহার প্রতিদিনের নিমিত্তে তোমাকে এত টাকা দেওয়া যাইবে।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর জজ

---

১২৬ নম্বর।

উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার সমন।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ১৫৯ ও ১৬০ ধারা।

অন্য পাঠ।

মোকদ্দমার নম্বর।

অমূক স্থানের অমুক আদালতে। বাদী।

প্রতিবাদী।

শ্রী অমূক, [নাম ও বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিতে হইবে,] সমীপেষু।

পূর্ব্বোক্ত মোকর্দ্দমায় বাদির (কি প্রতিবাদির) সপক্ষে সাক্ষ্য দিবার এবং দলীল [যেং দলীল আনিবার আদেশ থাকে সাধ্যমতে নিশ্চিত ভাবে তাহার বর্ণনা লিখিতে হইবে। কেবল সাক্ষ্য দিবার, কিম্বা কেবল দলীল দেখাইবার জন্যে সমন হইলে তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে] দেখাইবার জন্যে অমূক সালের অমক মাসের অমুক তারিখের পুর্ব্বাহ্ন এত ঘণ্টার সময়ে এই আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হইবার নিমিত্তে তোমাকে সমন করা গেল ও যত কাল তোমার সাক্ষ্য না লওয়া যায়, (কিম্বা তুমি যত কাল দলীল উপস্থিত না কর) ও আদালত উঠিয়া না যায়, কিম্বা আদালতের অনুমতি না পাও, তত কাল তোমার তথাহইতে চলিয়া যাইতে হইবে না।

ডিক্রী লিখিবার পাঠ।

১২৭ নম্বর।

টাকার সামান্য ডিক্রী।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

এত টাকার দাওয়া,—

এই মোকর্দ্দমা শেষ নিষ্পত্তি করিবার জন্যে অমূক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বাদির পক্ষে শ্রী অমুকের ও প্রতিবাদির পক্ষে শ্রী অমুকের সাক্ষাৎ শ্রী অমুকের সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে; এই আজ্ঞা হইল যে, শ্রী-অমুক শ্রী অমুককে এত টাকা দেন, ও তাহার উপর অমুক তারিখ অবধি টাকা না দেওনপর্য্যন্ত (বৎসর) শতকরা এত টাকার হিসাবে সুদও দেন, এবং এই আদালতের আমলাদ্বারা এই মোকর্দ্দমার যত খরচা ধার্য্য হয়, ধার্য্য হওয়ার তারিখ অবধি তাহা না দেওনের তারিখ পর্য্যন্ত অমুককে তাহার উপর উক্ত হারে সুদসুদ্ধ ঐ খরচা দেন।

মোকদ্দমার খরচা। *

বাদী	টাকা	প্রতিবাদী	টাকা।
১। আবেদনপত্রের ইষ্টাম্প		যে ওকালতনামার ইষ্টাম্প ..	
২। মোক্তারনামার ঐ ..		দরখাস্তের ঐ .	
৩। দস্তাবেজের ঐ ..		উকীলের রসুম ..	
৪। এত টাকার উপর উকীলের রসুম		সাক্ষিদের খোরাকী	
৫। অনুবাদ করণের ফী ..		পরওয়ানা জারী	
৬। সাক্ষিদের উপস্থিত হওয়ার খোরাকী		অনুবাদ করণের ফী ..	
৭। আমীনের ফী ..		আমীনের ফী ..	
৮। পরওয়ানা জারী ..			
৯। ইত্যাদি ..			
মোট ..		মোট ..	

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর জজ।

* ইহাতে কুজুক তারিখ লিখিবার ঘর নাই 'অনুবাদের ফি শব্দে' রাখেন অনুবাদ বুঝিতে হইবে না।

১২৮ নম্বর।

বন্ধক গ্রহীতার কিম্বা দ্রব্য রাখিবার স্বত্ববান ব্যক্তির মোকর্দ্দমায় বিক্রয় করিবার ডিক্রী।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

আবেদনপত্রের উল্লিখিত বন্ধকীপত্রক্রমে [কিম্বা টাকা না প্রাপণ পর্য্যন্ত দ্রব্য রাখিবার স্বত্ব ক্রমে] বাদির আসল ও সুদসুদ্ধ যত টাকা পাওনা আছে তাহার হিসাব লইবার ও বাদির এই মোকদ্দমার খরচা ধার্য্য করিবার জন্যে এই বিষয়ে রেজিষ্ট্রারের [কিম্বা টাকসিং আফিসরের] প্রতি অর্পণ করিতে আজ্ঞা হইল, ও রেজিষ্ট্রার পূর্ব্বোক্তমতে আসল ও সুদ ও খরচা যত টাকা পাওনা বলিয়া নির্ণয় করেন ইহার সার্টিফিকট লিখিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আদালতে জ্ঞাত করেন এই আজ্ঞা করা গেল। আর এই আজ্ঞা হইল যে, পূর্ব্বোক্তমতে আসল ও সুদ বলিয়া বাদির পাওনা যত টাকার সর্টিফিকট দেওয়া যায়, রেজিষ্ট্রারের [কিম্বা টাকসিং আফিসরের] সেই সর্টিফিকট উপস্থিত করিবার পর ছয় মাসের মধ্যে প্রতিবাদী ঐ এত টাকা ও উক্ত খরচা আদালতে দিলে, বাদী স্বকৃত বা আপনার দ্বারা কি আপন হইতে কি আপনার অধীন দাওয়াদারের কৃত সমস্ত দায়হইতে পরিষ্কার ও মুক্ত করিয়া সেই বন্ধকী সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া ফিরিয়া দেন, ও তৎসম্পর্কীয় যে সকল দলীল ও লিপি তাঁহার জিম্মায় কি অধিকারে থাকে তাহা রেজিষ্ট্রারের (কিম্বা টাকসিং আফিসরের) প্রতি অর্পণ করেন, ও সেই সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া ফিরিয়া দেওয়া গেলে ও সেই দলীল ও লিপি অর্পণ করা গেলে পর, আসল ও সুদ ও খরচা বলিয়া পূর্ব্বোক্তমতে যে টাকা দেওয়া গেল রেজিষ্ট্রার (কিম্বা টাকসিং আফিসর) বাদিকে সেই টাকা দেন। কিন্তু প্রতিবাদী যদি পূর্ব্বোক্ত সময়ের মধ্যে আদালতে সেই আসল টাকা ও সুদ ও খরচা না দিয়া থাকেন, তবে এই আজ্ঞা হইল যে, ঐ বন্ধকী বাড়ী, (কিম্বা ঋণ না দেওনপর্য্যন্ত অধিকারে রাখিবার স্বত্বাধীন ঐ বাড়ী) রেজিষ্ট্রারের (বা টাকসিং আফিসরের) অনুমতিক্রমে বিক্রয় করা যায়। আরো এই আজ্ঞা হইল, যে পূর্ব্বোক্তমতে আসল ও সুদ ও খরচা যত টাকা বাদির পাওনা বলিয়া নির্ণয় হইল তাহা নিয়মমতে তাঁহাকে দেওনার্থে, ও

উদ্বর্ত্ত থাকিলে প্রতিবাদিকে দেওনার্থে ঐ বিক্রয় দ্বারা উৎপন্ন টাকা [illegible] আদালতে অর্পণ করা যায়।

---

১২৯ নম্বর।

বন্ধকী দ্রব্য বিক্রয় করিবার শেষ ডিক্রী।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

রেজিষ্ট্রার অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আবেদনপত্রের উল্লিখিত বন্ধকক্রমে বাদির পাওনা বলিয়া আসল ও সুদ যত টাকার সর্টিফিকট দিলেন, প্রতিবাদী এই মোকদ্দমায় অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের আজ্ঞানুসারে ঐ এত টাকা আদালতে দিলেন না, ও উক্ত অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি ছয় মাস মিয়াদ গত হইয়াছে, আদালত ইহা দেখিতে পাওয়াতে।

এই আজ্ঞা হইল যে, ঐ বন্ধকী বাড়ী উদ্ধার করিতে প্রতিবাদির যে স্বত্ব ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত ও নিঃশেষিত হয়,

---

১৩০ নম্বর।

দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্বপত্র বিষয়ক মোকদ্দমার, —প্রথম স্থলীয় আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২১৩ ধারা।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

নিম্নলিখিত হিসাব ও অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা হইল, —বিশেষতঃ উত্তমর্ণের মোকদ্দমায়,—

১। বাদির, এবং মৃত ব্যক্তির অন্য সকল উত্তমর্ণের যতটাকা পাওনা থাকে তাহার হিসাব লওয়া যায়।

উইলক্রমে সম্পত্তি প্রাপণীয় ব্যক্তিদের মোকদ্দমায়,—

২। মৃত ব্যক্তির উইলক্রমে যত ধনাদি নিরূপণ করা গেল তাহার হিসাব লওয়া যায়।

অন্তরঙ্গের মোকদ্দমার,—

যিনি উইল না লিখিয়া মরিলেন, বাদী তাঁহার অন্তরঙ্গ (কিম্বা অন্তরঙ্গ

ব্যক্তিদের মধ্যে একজন) বলিয়া যে বিষয় কি বিষয়ের যে অংশ পাইতে স্বত্ববান্ হন ইহার অনুসন্ধান ও হিসাব লওয়া যায়।

(প্রথম দফার পরে, আবশ্যক হইলে, উত্তমর্ণের মোকদ্দমায় ঐ আজ্ঞাপত্রে উইলক্রমে সম্পত্তি প্রাপণীয় ব্যক্তিদের ও আইনমত উত্তরাধিকারিদের ও অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদের পক্ষে অনুসন্ধান ও হিসাব লইবার আজ্ঞা থাকিবে। উত্তমর্ণভিন্ন অন্য দাওয়াদারদের মোকদ্দমায়, প্রথম দফার পরে উত্তমর্ণদের অনুসন্ধান লইয়া হিসাব লওয়ার আজ্ঞা সর্ব্বদা লেখা যাইবে। ও অন্যদের অনুসন্ধান ও হিসাব লওয়ার আবশ্যক হইলে, দাড়ামতের প্রথম কথা ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের ও অনুসন্ধান ও হিসাব লওয়ার আজ্ঞা থাকিবে। উত্তমর্ণের মোকদ্দমার ন্যায়, এই পাঠের অন্য সকল কথা চলিবে।)

৩। সমাধি করণ ও উইল সম্পর্কীয় খরচের হিসাব।

৪। মৃত ব্যক্তির যে অস্থাবর সম্পত্তি প্রতিবাদির হস্তগত, কিম্বা তাঁহার আজ্ঞাক্রমে কি তাঁহার ব্যবহারার্থে অন্য ব্যক্তির হস্তগত হইল তাহার হিসাব।

৫। মৃত ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তির কোন অংশ এখনও আদায় ও প্রয়োগ না হইয়া থাকিলে কোন অংশ তদ্রূপ আদায় ও প্রয়োগ করা যায় নাই ইহার অনুসন্ধান লওয়া যাইবে।

৬। আরও এই আজ্ঞা করা গেল যে যত টাকা প্রতিবাদির হস্তগত হইল কিম্বা তাঁহার আজ্ঞাক্রমে কি তাঁহার ব্যবহারার্থে অন্য ব্যক্তির হস্তগত করা গেল বলিয়া দৃষ্ট হয়, প্রতিবাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তৎপূর্ব্বে সেই সকল টাকা আদালতে দেন।

৭। ও মোকদ্দমার অভিপ্রায় সকল করিবার জন্যে (রেজিষ্ট্রার) মৃত ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তির কোন অংশ বিক্রয় করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে তাহা তদনুসারে বিক্রয় করা ও তদুৎপন্ন টাকা আদালতে দেওয়া যায়।

৮। আর এই মোকদ্দমায় (কি অনুষ্ঠানিক কার্য্যে) ঈশান বাবু সম্পত্তিগ্রাহক হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রাপ্য সকল ঋণ ও তাঁহার অস্থাবর যে সম্পত্তি অন্যদের হস্তে থাকে তাহা গ্রহণ ও আদায় করিয়া রেজিষ্ট্রারের হাতে দেন, (এবং আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপযুক্তমতে নির্ব্বাহ করিবার প্রতিভূস্বরূপ এত টাকা নিবন্ধনপত্র লিখিয়া দেন) ।

৯। আরো এই আজ্ঞা হইল যে মৃত ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তি মোকদ্দমার অভিপ্রায় সফল করণার্থে অকুলান বলিয়া দৃষ্ট হইলে, নিম্নলিখিত বিষয়েরও অনুসন্ধান ও হিসাব লওয়া যায়, অর্থাৎ

(ক) মৃত ব্যক্তির মরণ সময়ে স্থাবর যেং সম্পত্তি তাঁহার অধিকারগত ছিল কিম্বা যেং সম্পত্তিতে তাঁহার স্বত্ব ছিল, ইহার অনুসন্ধান।

(খ) মৃত ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তির উপর কিম্বা তাঁহার কোন অংশের উপর কোন দায় বর্ত্তিলে তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান।

(গ) ঐ দায়ক্রমে যে ব্যক্তিদের যত পাওনা আছে সাধ্যমতে ইহার হিসাব লওয়া যায় ও টাকা প্রাপনীয়দের মধ্যে যাঁহারা নিম্নলিখিত আজ্ঞামতে সম্পত্তি বিক্রয় হওনবিষয়ে সম্মত হন তাঁহাদের ক্রমিক অগ্রগণ্যতার বর্ণনাপত্রও তৎসঙ্গে দেওয়া যায়।

১০। ও মৃত ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তি, কিম্বা মোকদ্দমার অভিপ্রায় সফল করণার্থে আদালতে অর্পিত তহবীল পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ঐ সম্পত্তির যে অংশ বিক্রয় করা প্রয়োজন, উক্ত দায়ক্রমে টাকা প্রাপণীয় যে ব্যক্তিরা ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করণে সম্মত হন তাঁহাদের পক্ষে সকল দায় ব্যতীত, ও যাঁহারা সম্মত নহেন তাঁহাদের পক্ষে দায় বলবৎ রাখিয়া বিচারপতির অনুমোদনক্রমে তাহা বিক্রয় করা যায়।

১১। আরো এই আজ্ঞা হইল যে, ঐ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার কার্য্যের ভার গণক বাবুর প্রতি অর্পিত হয়, ও তিনি রেজিষ্টারের অনুমোদনের অপেক্ষায় বিক্রয়ের নিয়ম ও চুক্তি প্রস্তুত করিবেন, ও কোন সন্দেহ কি কষ্ট উপস্থিত হইলে, নিষ্পত্তি করিবার জন্যে বিচারপতির সম্মুখে তদ্বিষয়ের কাগজপত্র অর্পণ করা যাইবে।

১২। আরো এই আজ্ঞা হইল যে পূর্ব্বোল্লিখিত অনুসন্ধান লওয়ার জন্যে রেজিষ্টার আদালতের রীত্যনুসারে সম্বাদপত্রে ইশতিহার দেন, কিম্বা ঐ অনুসন্ধান লওনের কার্য্য ফলোপযোগিমতে সুপ্রকাশ করিবার নিমিত্ত অন্য যে প্রকারে উচিত বোধ করেন সেই প্রকারে অনুসন্ধান লন।

১৩। আরো এই আজ্ঞা হইল যে উক্ত অনুসন্ধান ও হিসাব ও অন্য যেসকল কার্য্য করিবার আজ্ঞা করা গেল তাহা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পূর্ব্বে লওয়া যায়, ও সম্পাদন করা যায়, এবং রেজিষ্টার ঐ অনুসন্ধান ও হিসাব লওনের ফলের সর্টিফিকট ও অন্য যে সকল কার্য্য

করিবার আজ্ঞা হইয়াছিল তাহা সমাপ্ত হওয়ার সর্টিফিকট লিখিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উভয় পক্ষের দৃষ্টির জন্যে আপনার তদ্বিষয়ক সর্টিফিকট প্রস্তুত রাখেন।

১৪। শেষে এই আজ্ঞাও হইল যে চূড়ান্ত ডিক্রী করিবার জন্যে এই মোকদ্দমা (কি বিষয়) অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখপর্য্যন্ত স্থগিত থাকে।

(মোকদ্দমা বিশেষের প্রতি এই আজ্ঞার যে অংশ খাটে কেবল সেই অংশের ব্যবহার করিতে হইবে।)

---

১৩১ নম্বর।

উইলক্রমে ধনাদি প্রাপণীয় ব্যক্তি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব বিষয়ক মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তাহার চূড়ান্ত ডিক্রী।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২১৩ ধারা।

১। উইলকারক শ্রীঅমুকের সম্পত্তির জন্যে উক্ত সর্টিফিকট অনুসারে প্রতিবাদির নিকটে এত টাকা বাকী পাওনা দৃষ্ট হওয়াতে, প্রতিবাদির প্রতি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তৎপূর্ব্বে সেই টাকা এবং অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত বৎসর শত করা এত টাকার হিসাবে এত টাকা সুদ, সর্ব্বসুদ্ধ এত টাকা আদালতে গচ্ছিত করিতে আজ্ঞা হইল।

২। উক্ত আদালতের রেজিষ্টার (কিম্বা টাকসিং আফিসর) এই মোকদ্দমায় বাদির ও প্রতিবাদির খরচা ধার্য্য করুন। ও তদ্রূপে ধার্য্য করা গেলে পর, পূর্ব্বোক্তমতে যে এত টাকা আদালতে গচ্ছিত করিবার আজ্ঞা হইল তাহাহইতে উক্ত খরচার টাকা নিম্নলিখিতমতে দেওয়া যাউক,—

(ক) বাদির মোক্তার [কি উকীল] শ্রীঅমুককে বাদির খরচা, ও প্রতিবাদির মোক্তার [কি উকীল] শ্রী অমুককে প্রতিবাদির খরচা দেওয়া যাউক।

(খ) এবং (কোন ঋণ দেনা থাকিলে) পূর্ব্বোক্ত মতে বাদির ও প্রতিবাদির খরচা দেওয়া গেলে পর উক্ত এত টাকার মধ্যে যাহা উদ্বর্ত্ত থাকে

তাঁহাহইতে রেজিষ্ট্রারের সার্টিফিকট সংযুক্ত অমুক তফসীলের উল্লিখিত উত্তমর্ণদের যাঁহার যত টাকা পাওনা থাকে তাঁহাকে তত টাকা, এবং কোন ঋণের উপর সুদও চলিলে তৎপশ্চাৎ যত সুদ পাওনা হয় তাহাও দেওয়া যাউক। ও সেই টাকা দেওয়া গেলে পর, অমুক তফসীলের উল্লিখিত উইলক্রমে ধন প্রাপণীয় নানা ব্যক্তিদের যেং টাকা পাওনা থাকে তাহা ও ঐ টাকার উপর তৎপশ্চাৎ [পূর্ব্বোক্তরূপে প্রমাণী কৃত] যে সুদ পাওনা হয় তাহাও তাঁহাদিগকে দেওয়া যাউক।
৩। তৎপরে কিছু টাকা উদ্বর্ত্ত থাকিলে উইলক্রমে উদ্বর্ত্ত ধনপ্রাপণীয় ব্যক্তিকে সেই উদ্বর্ত্ত দেওয়া যাউক।

উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসম্পাদক উইলক্রমে নিরূপিত ধন দেওন বিষয়ে স্বয়ং দায়ী হইলে, ধন প্রাপণীয় ব্যক্তি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব বিষয়ক মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে ঐ মোকদ্দমার ডিক্রী।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২১৩ ধারা।

১। উইলক্রমে বাদির পক্ষে এত টাকা নিরূপণ হওয়াতে প্রতিবাদী স্বয়ং ঐ টাকার দায়ী আছেন, ইহা নির্দ্দেশ করা গেল।

২। ও উক্ত নিরূপিত ধনের উপলক্ষে আসল ও সুদ যত টাকা পাওনা আছে তাহার হিসাব লইবার আজ্ঞা হইল।

৩। এবং রেজিষ্ট্রার আসল ও সুদ যত টাকা পাওনা বলিয়া সার্টিফিকিট দেন, রেজিষ্ট্রারের সেই সার্টিফিকটের তারিখ অবধি এত সপ্তাহের মধ্যে বাদিকে প্রতিবাদির এত টাকা দিবার আজ্ঞা হইল।

৪। আরো বাদির মোকদ্দমার খরচা প্রতিবাদির দিবার আজ্ঞা হইল, তদ্বিষয়ের বিবাদ হইলে রেজিষ্ট্রারের দ্বারা তাহা ধার্য্য হইবে।

অনুরক্ত ব্যক্তি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব বিষয়ক মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তাহার চূড়ান্ত ডিক্রী।

১। ঈশান উইল না লিখিয়া মরিলে, উক্ত সার্টিফিকট অনুসারে ঐ ঈশানের নিজ সম্পত্তির নিমিত্ত উক্ত প্রতিবাদিনীর নিকট এত টাকা

বাকী পাওনা দৃষ্ট হওয়াতে, উক্ত আদালতের রেজিষ্টার এই মোকদ্দমার বাদির ও প্রতিবাদিনীর খরচা ধার্য্য করুন, ও রেজিষ্টারের দ্বারা ঐ খরচা ধার্য্য হইলে পর এক সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবাদিনী ঐ টাকা হইতে বাদির ঐ খরচের টাকা বাদিকে দিউন, ও খরচা ধার্য্য হইলে পর প্রতিবাদিনী ঐ টাকা হইতে আপনার খরচ লউন।

২। পূর্ব্বোক্তমতে বাদির ও প্রতিবাদিনীর খরচা দেওয়া গেলে পর ঐ এত টাকার মধ্যে যাহা উদ্বর্ত্ত থাকে প্রতিবাদিনীর প্রতি নিম্নলিখিতমতে সেই টাকা দিবার ও প্রয়োগ করিবার আজ্ঞা হইল,—

(ক) রেজিষ্টারের দ্বারা পূর্ব্বোক্তমতে খরচা ধার্য্য করা গেলে পর প্রতিবাদিনী এক সপ্তাহের মধ্যে, বাদি আনন্দকে ও মৃত ঈশানের অন্তরঙ্গদের মধ্যগত ভগ্নী বলিয়া আনন্দের স্ত্রী চন্দ্রমণীর স্বত্বহেতুক তাহাকে ঐ উদ্বর্ত্ত টাকার তিন অংশের এক অংশ দিউন।

(খ) প্রতিবাদিনী উক্ত মৃত ঈশানের মাতা ও অন্তরঙ্গদের অন্য জন হওয়াতে, ঐ উদ্বর্ত্ত টাকার তৃতীয় অংশ আপনার নিমিত্ত রাখিবেন।

(গ) ও রেজিষ্টারের দ্বারা পূর্ব্বোক্তমতে খরচা ধার্য্য হইলে পর এক সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবাদিনী উক্ত মৃত ঈশানের ভ্রাতা ও অন্য অন্তরঙ্গগণকে ঐ উদ্বর্ত্ত টাকার তিন অংশের অবশিষ্ট একাংশ দিউন।

---

১৩২ নম্বর।

অংশিত্ব লোপকরণ বিষয়ক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২১৫ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

বাদির ও প্রতিবাদির মধ্যে আবেদনপত্রের উল্লিখিত অংশিত্ব অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি লুপ্ত বলিয়া জ্ঞান করা উচিত ইহা নির্দ্দেশ করা গেল ও সেই দিনাবধি ঐ অংশিত্ব লোপ হওয়ার কথা (গেজেট প্রভৃতিতে) প্রকাশ করিবার আজ্ঞা হইল।

ও এই মোকদ্দমায় ঐ অংশিত্বসম্পর্কীয় যে সম্পদ ও বিষয় আছে শ্রী-

অমুকের প্রতি গ্রাহক হইয়া খাতাবহীমতে বাকী পাওনা ঋণ ও অংশিত্ব সম্পর্কীয় দাওয়া আদায় করিতে আজ্ঞা হইল।

আরো নিম্নলিখিত হিসাব লইবার আজ্ঞা হইল,—

১। উক্ত অংশিত্ব সম্পর্কে এই সময়ে যে টাকা প্রাপণীয় হয় তাহা ও সম্পদের ও বিষয়ের হিসাব।

২। উক্ত অংশিত্ব সম্পর্কীয় ঋণের ও দায়ের হিসাব।

৩। এই মোকদ্দমায় বাদি ও প্রতিবাদির নিষ্পত্তি করা চিহ্নিত যে হিসাব অর্পণ করা গেল, তাহা ধরিয়া, ও তৎপশ্চাৎ নিষ্পত্তি করা কোন হিসাবে হস্তক্ষেপ না করিয়া, বাদির ও প্রতিবাদির পরস্পর সকল কার্য্য-ব্যাপারের হিসাব।

আরও আবেদনপত্রের লিখনানুসারে বাদী ও প্রতিবাদী যে ব্যবসায় করিতেন সেই ব্যবসায় সংক্রান্ত ক্রেতা বিক্রেতাদের অনুগ্রহ কার্য্য ও ব্যবসায়সংক্রান্ত সম্পদ ঐ ব্যবসায়ের বাটীতে নীলাম করিবার আজ্ঞা হইল, এবং অন্যতর পক্ষের প্রার্থনামতে রেজিষ্ট্রার ঐ নীলামে সকল বা কোন২ লাটের মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া তাহার কম মূল্যে বিক্রয় করিবেন না, ও সেই নীলামে উক্ত কোন পক্ষেরও ডাকিবার অনুমতি থাকিবে।

আরো অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পূর্ব্বে উক্ত হিসাব লইবার ও অন্য যে সকল কর্ম্ম করিতে আদেশ হইল তাহাও সম্পাদন করিবার আজ্ঞা হইল। এবং রেজিষ্ট্রারের প্রতি সকল হিসাবের ফলের ও অন্য সকল কার্য্য সম্পাদন হওয়ার সর্টিফিকট লিখিয়া, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উভয় পক্ষের দৃষ্টির জন্যে প্রস্তুত রাখিতে আজ্ঞা হইল।

শেষে এই আজ্ঞা হইল যে, চূড়ান্ত ডিক্রী হইবার জন্যে এই মোকদ্দমা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখপর্য্যন্ত স্থগিত থাকে।

---

১৩৩ নম্বর।

অংশিত্ব বিষয়ক শেষ ডিক্রী।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২১৫ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

দেওয়ানী জারেতামত নং মোকর্দ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থান বাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

এইক্ষণে এত টাকার যে তহবীল আদালতে আছে তাহার টাকা নিম্ন লিখিতমতে প্রযোগ করিবার আজ্ঞা হইল।

১। রেজিষ্ট্রারের সর্টিফিকট অনুসারে অংশিত্ব সম্পর্কে সর্ব্বসুদ্ধ এত টাকা যে ঋণ আছে তাহা শোধ করা যাইবে।

২। এই মোকর্দ্দমার সকল ব্যক্তির সর্ব্বসুদ্ধ এত টাকা দেওয়া যাইবে। [ডিক্রী লিখিবার পূর্ব্বে ঐ খরচা নিশ্চয়মতে জানিয়া লইতে হইবে।]

৩। অংশিত্ব সম্পর্কীয় স্থিতের এত টাকা বাদির অংশ বলিয়া তাঁহাকে দেওয়া যাইবে, ও আদালতে এইক্ষণে যে এত টাকা আছে অংশিত্বসম্পর্কীয় স্থিতের প্রতিবাদির অংশ বলিয়া তাহার উদ্বর্ত্ত এত টাকা তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

• [অথবা, অংশিত্বের হিসাবের উপলক্ষে বাদির (কি প্রতিবাদির) যে এত টাকা প্রাপ্য বলিয়া সর্টিফিকট দেওয়া গেল, সেই টাকার একাংশের পরিশোধে উক্ত এত টাকার মধ্যে অবশিষ্ট টাকা ঐ বাদিকে (কি প্রতিবাদিকে) দেওয়া যাইবে।

তাহা হইলে পর বাদির (কি প্রতিবাদির) বাকী যে এত টাকা তৎকালে তাঁহার প্রাপ্য থাকে, প্রতিবাদী (কি বাদী) অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তৎপূর্ব্বে তাঁহাকে সেই টাকা দিবেন।]

---

১৩৪ নম্বর।

ডিক্রী জারী হইতে না পারিবার সর্টিফিকট।

দেওয়ানী মোকর্দ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২২৪ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

শ্রীআনন্দ বাদী।

শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

অমুক সালের অমুক নম্বরের দেওয়ানী মোকর্দ্দমায় এই আদালতের যে ডিক্রী হইয়াছিল ও যাহার নকল ইহার সঙ্গে দেওয়া যাইতেছে, এই আদালতের এলাকার মধ্যে জারী করিয়া সেই ডিক্রী শোধ করিবার কোন টাকা পাওয়া যায় না (কিম্বা বিষয় বিশেষে সেই ডিক্রীর অংশমাত্র শোধ করিবার টাকা পাওয়া গেল, ও অংশমাত্র হইলে যত দূর শোধ হইল তাহা লিখিতে হইবে।) *

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর। জজ।

---

১৩৫ নম্বর।

ডিক্রীজারী করিতে না হইবার কারণ দেখাইবার নোটিস।

দেওয়ানী মোকর্দ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৪৮ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক সালের বিবিধ প্রকারের নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রী অমুক বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রী চন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রী অমুক সমীপেষু।

অমুক সালের অমুক নম্বরের দেওয়ানী মোকদ্দমায় যে ডিক্রী হইয়াছিল, অমুক স্থানবাসি শ্রী অমুক এই আদালতে সেই ডিক্রী জারী করিতে প্রার্থনা করিয়াছেন, অতএব ঐ ডিক্রী জারী করিতে না হইবার কোন কারণ থাকিলে সেই কারণ জানাইবার নিমিত্ত তোমার প্রতি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে স্বয়ং কিম্বা এই আদালতের উকীলের দ্বারা কিম্বা উপযুক্তমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও শিক্ষিত মোক্তারের দ্বারা এই আদালতে উপস্থিত হইবার নোটিস এতৎক্রমে দেওয়া গেল।

---

* ভিন্ন আদালতে ডিক্রী পাঠাইতে হইলে যে সার্টিফিকেট দিতে হইবে তাহার কারণ এই।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল। মোহর জজ।

---

১৩৬ নম্বর। *

টাকার ডিক্রী জারী করনার্থে প্রতিবাদির অধিকারগত অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার পরওয়ানা।

দেওয়ানী মোকর্দ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২১৪ ধারা।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

আদালতের বেলিফ সমীপেষু।

অমুক সালের অমুক নম্বরের মোকদ্দমায় এই আদালতের অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের ডিক্রীক্রমে শ্রী অমুকের প্রতি পার্শ্বলিখিত হিসাবমতে বাদিকে এত টাকা দিতে আজ্ঞা হইয়াছিল কিন্তু উক্ত এত টাকা দেওয়া যায় নাই।

ডিক্রী		
আসল	..	টাকা
সুদ	..	
খরচা	..	
ডিক্রীর খরচা	..	
তাহার উপর সুদ	.	
ক্রোকের মোট	..	
সর্ব্বসুদ্ধ	..	

অতএব তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইল,—এতৎসংযুক্ত তফসীলে উক্ত শ্রী-অমুকের যে অস্থাবর সম্পত্তি লেখা আছে, বা উক্ত শ্রী অমুক তোমাকে যে সম্পত্তি দেখাইয়া দেন, তাহা ক্রোক কর, আর উক্ত শ্রী অমুক তোমাকে উক্ত এত টাকা ও এই ক্রোক করিবার খরচ আর এত টাকা না দিলে, তুমি এই আদালত হইতে অন্য আজ্ঞা না পাওনপর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তি রাখ।

তোমার প্রতি আরও এই আজ্ঞা হইল, এই পরওয়ানা যে তারিখে ও যে প্রকারে জারী করা যায় তাহার কথা, কিম্বা জারী করিতে না পারিলে তাহার কারণ এই পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে ফিরিয়া দেও।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

তফসীল। মোহর। জজ।

---

* দায়ীকের দখলে অস্থাবর মাল ডিক্রীদারের নিশানদেহিমতে অথবা ডিক্রীদারের প্রদত্ত তালিকামতে ক্রোক হইবে।

১৩৭ নম্বর।

বেলিফের নামে ভূমি প্রভৃতির অধিকার দেওয়াইবার পরওয়ানা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৬৩ ধারা।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

আদালতের বেলিফ সমীপেষু।

অমুক স্থানবর্ত্তি যে অমুক ভূমি এইক্ষণে শ্রীঅমুকের অধিকারে আছে, এই মোকদ্দমার বাদি শ্রীঅমুকের পক্ষে ঐ ভূমির অধিকার পাইবার ডিক্রী হইল, এই হেতুক তোমার প্রতি উক্ত শ্রীঅমুককে ঐ সম্পত্তির অধিকার দেওয়াইতে আজ্ঞা করা গেল, ও কোন ব্যক্তি তথাহইতে উঠিয়া যাইতে সম্মত না হইলে তোমার প্রতি এতৎক্রমে তাহাকে উঠাইয়া দিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর। জজ।

---

১৩৮ নম্বর।

ডিক্রী জারীক্রমে ক্রোক বিষয়ক আজ্ঞা।

অন্য ব্যক্তির আধুনিক অধিকারে রাখিবার স্বত্বাধীনে প্রতিবাদির যে অস্থাবর সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবার অধিকার থাকে এমত সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইলে নিষেধসূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৬৮ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক)

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে শ্রীঅমুকের বিপক্ষে ও শ্রীঅমুকের সপক্ষে এত টাকার যে ডিক্রী হইয়াছিল শ্রীঅমুক সেই ডিক্রী অনুসারে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিয়াছেন, অতএব শ্রীঅমুকের দাওয়ার অধীনে

উক্ত শ্রীঅমুকের অধিকারগত নিম্নলিখিত যে সম্পত্তি অর্থাৎ অমুক২ যে দ্রব্য প্রতিবাদির পাইবার স্বত্ব থাকে আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত উক্ত শ্রীঅমুকের স্থানে প্রতিবাদিকে সেই সম্পত্তি গ্রহণ করিতে নিবারণ ও নিষেধ করিবার এবং উক্ত শ্রী অমুকের প্রতি এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওনপর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিদিগকে ঐ সম্পত্তি সমর্পণ করিতে নিবারণ ও নিষেধ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে তদ্রূপে নিবারণ ও নিষেধ করা যাইতেছে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর। জজ

---

১৩৯ নম্বর।

ডিক্রী জারীক্রমে ক্রোক বিষয়ক আজ্ঞা।

ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্রক্রমে অরক্ষিত ঋণ লইয়া সম্পত্তি হইলে নিষেধসূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকর্দ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২৬৮ ধারা।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক]

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক সালের দেওয়ানী অমুক নম্বরের মোকদ্দমায় অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে শ্রীঅমুকের বিপক্ষে ও শ্রীঅমুকের সপক্ষে এত টাকার যে ডিক্রী হইয়াছিল, শ্রীঅমুক সেই ডিক্রী অনুযায়ি কার্য্য করিতে ত্রুটি করিয়াছেন, ও কথিত আছে যে তোমার স্থানে উক্ত প্রতিবাদির কোন ঋণ অর্থাৎ এত টাকা পাওনা আছে, অতএব এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওনপর্য্যন্ত তোমার স্থানে ঐ ঋণের টাকা গ্রহণ করিতে প্রতিবাদিকে নিবারণ ও নিষেধ করিবার ও তোমার প্রতি এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিকেই ঐ ঋণ কি তাহার কোন অংশ দিতে নিবারণ ও নিষেধ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে নিবারণ ও নিষেধ করা যাইতেছে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর   জজ

১৪০ নম্বর।

ডিক্রীজারীক্রমে ক্রোক বিষয়ক আজ্ঞা।

প্রকাশ্য কোম্পানি প্রভৃতির শ্যার লইয়া সম্পত্তি হইলে নিষেধসূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২৩৮ ধারা।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

প্রতিবাদী শ্রী অমুক ও অমুক কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রী অমুক সমীপেষু।

অমুক সালের দেওয়ানী অমুক নম্বরের মোকদ্দমায়, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে শ্রী অমুকের বিপক্ষে ও শ্রী অমুকের সপক্ষে এত টাকার যে ডিক্রী হইয়াছিল, শ্রী অমুক সেই ডিক্রী অনুযায়ি,কার্য্য করিতে ত্রুটি করিয়াছেন, অতএব এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওনপর্য্যন্ত উক্ত কোম্পানির অমুক২ শ্যার কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে কিম্বা তাহার কোন ডিবিডেণ্ড গ্রহণ করিতে প্রতিবাদী তোমার প্রতি নিবারণ ও নিষেধ করিবার আজ্ঞা হইলে ও তদনুসারে নিবারণ ও নিষেধ করা যাইতেছে, এবং তদ্রূপ হস্তান্তরকরণকার্য্য হইবার অনুমতি দিতে কিম্বা উক্ত কোন টাকা দিতে ঐ কোম্পানির অধ্যক্ষ শ্রী অমুক তোমাকে নিবারণ ও নিষেধ করা গেল।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহর ক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুকতারিখে দেওয়া গেল।

মোহর   জজ

১৪১ নম্বর।

ডিক্রীজারীক্রমে ক্রোক বিষয়ক আজ্ঞা।

স্থাবর সম্পত্তি হইলে নিষেধ সূচক আজ্ঞা।

দেওয়া মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২৭৪ ধারা।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

প্রতিবাদী শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক সালের দেওয়ানী অমুক নম্বরের মোকদ্দমায় অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে তোমার বিপক্ষে ও শ্রী অমুকের সপক্ষে এত টাকার যে ডিক্রী হইয়াছিল, তুমি সেই ডিক্রী অনুযায়ি কার্য্য করিতে ত্রুটি করিয়াছ, অতএব নিম্নলিখিত তফসীলে যে সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত বিক্রয় কি দানক্রমে কি অন্য কোন প্রকারে সেই সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে অমুকনামক তোমার প্রতি নিবারণ ও নিষেধ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে নিবারণ ও নিষেধ করা যাইতেছে, ও সকল ব্যক্তিকে ক্রয় করণ কি দানক্রমে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে ঐ সম্পত্তি গ্রহণ করিতে নিষেধ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে নিষেধ করা যাইতেছে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

তফসীল। মোহর। জজ।

---

১৪২ নম্বর।

ক্রোক বিষয়ক আজ্ঞা।

আদালতের কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কোন কর্তৃপক্ষের হস্তগত ধন কি কোন নিদর্শনপত্র লইয়া সম্পত্তি হইলে, নিষেধসূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৭২ ও ৪৮৬ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রী অমুক সমীপেষু।

যাদী দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের অমুক ধারামতে তোমার হস্তগত কতক ধন [এই পত্র যাঁহার নামে লেখা যায় ঐ ধন তাঁহার

হস্তগত বলিয়া জ্ঞান করিবার হেতু ও কি কারণে তাঁহার হস্তগত আছে ইত্যাদি কথা এই স্থলে লিখিতে হইবে] ক্রোক করিবার প্রার্থনা করিয়াছেন, অতএব এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না প্রাপণ পর্য্যন্ত তোমার প্রতি সেই ধন স্বীয় অধিকারে রাখিতে আদেশ করা গেল।

সাল তাং। তব আজ্ঞাকারি, মোহর। জজ।

---

১৪৩ নম্বর।

বাদি প্রভৃতিকে অন্য ব্যক্তির হস্তগত ধনাদি দিবার আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২৭৭ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকর্দ্দমা।

বিবিধ প্রকারের অমুক সালের নং মোকর্দ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী

আদালতের বেলিফ ও শ্রীঅমুক সমীপেষু।—

অমুক সালের দেওয়ানী অমুক নম্বরের মোকর্দ্দমায় অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে শ্রীঅমুকের সপক্ষে এত টাকার যে ডিক্রী হইয়াছিল, সেই ডিক্রীজারীক্রমে নিম্নলিখিত সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে অতএব এই আজ্ঞা হইল যে, তুমি শ্রী অমুক উক্ত ক্রোক করা সম্পত্তি অর্থাৎ এত টাকা নগদ ও এত টাকার ব্যাঙ্ক নোট, কিম্বা তাহার যে অংশে ঐ ডিক্রীমতে কার্য্য সাধন করিতে কুলাইবে সেই অংশ শ্রী অমুককে দিবা, ও এই আদালতের বেলিফ তুমি ঐ ডিক্রী সাধন করিবার জন্যে যত দূর আবশ্যক তত দূর ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম করিবার নির্দ্ধারিত নিয়মমতে ঐ সম্পত্তি নীলাম করিবা, ও নীলাম করিয়া যত টাকা আদায় হয় তাহা, কিম্বা তাহার যে অংশে ডিক্রীমত কার্য্য সাধন করিতে কুলাইবে সেই অংশ উক্ত শ্রী অমুককে দেও, ও উদ্বর্ত্ত থাকিলে তাহা উক্ত শ্রীঅমুক তোমাকে দেওয়া যাইবে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের
অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর- জজ।

---

১৪৪ নম্বর।

ক্রোককারি উত্তমর্ণের নামে নোটিস।

দেওয়ানী মোকর্দ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৭৮ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।
বিবিধ প্রকারের অমুক সালের নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।
অমুক স্থান বাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রী অমুক সমীপেষু।

অমুক সালের অমুক নম্বরের দেওয়ানী মোকদ্দমার ডিক্রী জারীক্রমে তোমার অনুরোধে অমুক২ যে দ্রব্য ক্রোক করা গেল, শ্রীঅমুক এই আদালতে সেই ক্রোক উঠাইয়া দিবার প্রার্থনা করিয়াছেন, অতএব ক্রোককারি উত্তমর্ণস্বরূপ তোমার দাওয়ার পোষকতা করিবার জন্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ অমুক দিনে এই আদালতে তোমার স্বয়ং কিম্বা এই আদালতের উপযুক্তমতে শিক্ষিত উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইবার এই নোটিস তোমাকে দেওয়া গেল।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের
অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর। জজ

---

১৪৫ নম্বর।

টাকার ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তি নীলাম করিবার পরওয়ানা।

দেওয়ানী মোকর্দ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৭ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।
বিবিধ প্রকারের অমুক সালের নং মোকদ্দমা।
অমুক স্থানবাসি শ্রী আনন্দ বাদী।
অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

আদালতের বেলিফ সমীপেষু।

এই পত্রক্রমে তোমার প্রতি এই আজ্ঞা করা গেল, অমুক সালের অমুক নম্বরের মোকদ্দমায় শ্রীঅমুকের সপক্ষে ডিক্রী হইয়া সেই ডিক্রীজারীক্রমে এই আদালতের অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পরওয়ানামতে যে সম্পত্তি ক্রোক করা গেল, তুমি এত দিন থাকিতে এই আদালত ঘর নোটিস লটকাইয়া প্রচার করিয়া ও উপযুক্তমতে ঘোষণা* করাইয়া ঐ ক্রোক করা অমুক২ সম্পত্তি কিম্বা তাহার যে অংশ বিক্রয় করিলে ঐ ডিক্রীর ও খরচের বাকী অমুক অংশ বলিয়া এত টাকা আদায় হইতে পারে তাহা বিক্রয় কর।

আরো তোমার প্রতি এই আজ্ঞা করা গেল, এই পরওয়ানা যে প্রকারে জারী করা যায়, তাহার কিম্বা জারী হইতে না পারিলে তৎকারণের সর্টিফিকট, এই পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিয়া অমুকসালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তৎপূর্ব্বে এই পরওয়ানা ফিরিয়া দেও।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর। জজ।

* যে সম্পত্তি যে সময়ে ও যে স্থানে নীলাম করা যাইবে, ও গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ী ভূমি হইলে যত টাকা রাজস্ব ধার্য্য আছে ও যত টাকা আদায়ের নিমিত্ত নীলাম করিবার আজ্ঞা হইল যে যথাপত্রে এই সকল কথা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে।

---

১৪৬ নম্বর।

ডিক্রী জারীক্রমে বিক্রীত অস্থাবর সম্পত্তি যাঁহার অধিকারে থাকে তাঁহার নামে নোটিস।

দেওয়ানী মোকর্দ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩০০ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা

অমুক স্থানবাসি শ্রী আনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক যে সম্পত্তি এইক্ষণে তোমার অধিকারগত আছে পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার ডিক্রী জারীক্রমে ঐ সম্পত্তি নীলাম দ্বারা বিক্রয় করা গেলে শ্রীঅমুক তাহা ক্রয় করিয়াছেন, অতএব উক্ত শ্রীঅমুকভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিদের নিকট সেই অমুক সম্পত্তি সমর্পণ করিতে তোমার প্রতি নিষেধ হইল।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর। জজ।

---

১৪৭ নম্বর।

ডিক্রী জারীক্রমে ঋণ বিক্রয় হইলে, ক্রেতাভিন্ন কোন ব্যক্তিকে ঐ ঋণের টাকা না দিবার নিষেধসূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩০১ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি আনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রীঅমুক ও

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

শ্রীঅমুক তোমার স্থানে শ্রীঅমুক তোমার যে এত টাকা ঋণ পাওনা আছে পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম হইয়া শ্রীঅমুক ঐ প্রাপ্য ঋণ ক্রয় করিয়াছেন, অতএব শ্রীঅমুক তোমার প্রতি এই নিষেধ হইল যে তুমি ঐ ঋণের টাকা গ্রহণ না কর, ও শ্রীঅমুক তোমার প্রতি নিষেধ হইল যে তুমি উক্ত শ্রীঅমুকভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিদিগকে ঐ ঋণের টাকা না দেও।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের
অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর। জজ।

---

১৪৮ নম্বর।

ডিক্রী জারীক্রমে শ্যার বিক্রয় হইলে তাহা হস্তান্তর
না করিবার নিষেধসূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৩০১ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রীঅমুক ও

অমুক কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীঅমুক সমীপেষু।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার ডিক্রী জারীক্রমে যে নীলাম হইয়াছিল, শ্রীঅমুক সেই নীলামে উক্ত কোম্পানির কএক খানি শ্যার অর্থাৎ শ্রীঅমুক তোমার নামের অমুক২ শ্যার ক্রয় করিলেন, অতএব এই আজ্ঞা হইল যে অমুক তোমার প্রতি পূর্ব্বোক্ত ক্রেতা অমুকভিন্ন কোন ব্যক্তিকে শ্যার হস্তান্তর করিয়া দিতে ও তাহার উপর কোন ডিবিডেণ্ড গ্রহণ করিতে নিষেধ করা যায় ও এতৎক্রমে নিষেধ করা যাইতেছে এবং উক্ত কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ অমুক তোমার প্রতি পূর্ব্বোক্ত ক্রেতা উক্ত অমুকভিন্ন কোন ব্যক্তিকে উক্ত শ্যার হস্তান্তর করিবার অনুমতি দিতে ও তদ্রূপ কোন টাকা দিতে নিষেধ করা গেল।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের
অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর। জজ।

১৪৯ নম্বর।

ভূমি প্রভৃতির নীলাম সিদ্ধ করণের আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকর্দ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১২ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রী আনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

এই মোকর্দ্দমার ডিক্রীজারীক্রমে এই আদালতের বেলিফ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিম্নলিখিত ভূমি (কিম্বা স্থাবর সম্পত্তি) বিক্রয় করিয়াছিলেন। ও তৎপরে ত্রিশ দিন গত হইলেও ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার কোন প্রার্থনা করা যায় নাই (কিম্বা, আপত্তি গ্রাহ্য হয় নাই) অতএব উক্ত বিক্রয় সিদ্ধ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে সিদ্ধ করা গেল।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

তফসীল। মোহর। জজ।

১৫০ নম্বর।

ভূমি বিক্রয়ের সর্টিফিকট।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩১৬ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

এই মোকদ্দমার ডিক্রী জারীক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক সম্পত্তি নীলাম দ্বারা বিক্রয় হইলে, শ্রী অমুককে তাহার ক্রেতা বলিয়া প্রকাশ করা গেল, ও এই আদালত কর্ত্তৃক ঐ বিক্রয় নিয়মমতে সিদ্ধ করা গেল, ইহার সর্টিফিকট এই।

---

* এই ফারমমতে ৩০ দিন গতে নিলাম মঞ্জুর হইবে কিন্তু খরিদদারের ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি করিতে পারিবে ৩১৩ ধারা দ্রষ্টব্য।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহর ক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুকতারিখে দেওয়া গেল।

মোহর। জজ।

১৫১ নম্বর।

ডিক্রী জারীক্রমে বিক্রীত ভূমি সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ক্রেতাকে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩১৮ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রী আনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

আদালতের বেলিফ সমীপেষু।

অমুক সালের দেওয়ানী জাবেতামত অমুক নম্বরের মোকদ্দমার ডিক্রী জারীক্রমে অমুক ভূমি বিক্রয় করা গেলে শ্রী অমুক ঐ ভূমির সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ক্রেতা হইলেন, ও উক্ত ভূমি শ্রী অমুকের অধিকারে আছে, অতএব তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইল, তুমি পূর্ব্বোক্তমতে সর্টিফিকটপ্রাপ্ত উক্ত শ্রীঅমুকের প্রতি উক্ত অমুক ভূমির অধিকার দেও ও কোন ব্যক্তি উঠিয়া যাইতে অসম্মত হইলে প্রয়োজনমতে তাঁহাকে উঠাইয়া দেও।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর। জজ।

১৫২ নম্বর।

জামিন দেওয়া গেলে কালেক্টর সাহেবের প্রতি ভূমির নীলাম স্থগিত রাখিবার ক্ষমতাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩২৬ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

অমুক জিলার কালেক্টর শ্রী অমুক সমীপেষু।—

এই মোকদ্দমার ডিক্রী জারী করিয়া তোমার জিলার অন্তর্গত গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ী অমুক ভূমি নীলাম করিবার আপত্তি আছে, এই মর্ম্মসূচক তোমার অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের অমুক নম্বরের পত্রের উত্তরে আমি সবিনয়ে এই কথা জানাইতেছি, উক্ত মোকদ্দমায় শ্রী অমুকের সপক্ষে এত টাকার যে ডিক্রী হইয়াছিল, তোমার অভিপ্রায়মতে তত টাকার জামিন দেওয়া গেলে উক্ত ভূমি নীলাম না করিয়া আপনার প্রস্তাবিত নিয়মমতে উক্ত ডিক্রী অনুযায়ি কার্য্য সাধন হইবার বিধান করিতে তোমার প্রতি ক্ষমতা দেওয়া গেল।

তব আজ্ঞাকারী; মোহর। জজ।

১৫৩ নম্বর।

ভূমিবিষয়ক ডিক্রী জারী হওয়ার বাধকতা প্রভৃতি করণ হেতুক কারাবদ্ধ করিবার আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩২৯ ধারা*

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

শ্রী অমুক সমীপেষু।

অমুক সালের অমুক নম্বরের দেওয়ানী মোকদ্দমায় শ্রী অমুকের বিপক্ষে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে ডিক্রী হইয়াছিল তৎক্রমে শ্রী-অমুকের কতক ভূমি কি স্থাবর সম্পত্তি পাইবার আজ্ঞা হইল, কিন্তু শ্রী-অমুক ন্যায্য কারণ বিনা আদালতের সেই ডিক্রী জারী হওয়ার বাধকতা (কি প্রতারণাচরণ) করিয়াছেন, আদালত ইহা দেখিতে পাওয়াতে উক্ত শ্রী অমুককে এত দিন পর্য্যন্ত কারাবদ্ধ করিতে আজ্ঞা হইল।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর। জজ।

১৫৪ নম্বর।

ডিক্রী জারীক্রমে ধৃত করণের পরওয়ানা।

---

* এই স্থানে ৩২৯ ধারার উল্লেখ আছে কিন্তু বাস্তবিক ইহা ৩৩০ ধারা অনুযায়ী।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩৩৭ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক সালের বিবিধ প্রকারের নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রী আনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

আদালতের বেলিফ সমীপেষু।

অমুক সালের অমুক নম্বরের মোকদ্দমায আদালতের অমুক সালের

আসল	..	০০	টাকা।
সুদ	..	০০	"
খরচা	..	০০	"
ডিক্রীজারীর খরচ			"
	মোট		"

অমুক মাসের অমুক তারিখের ডিক্রীক্রমে বাদিকে পার্শ্বলিখিতমতে এত টাকা দিতে অমুকের প্রতি আজ্ঞা হইয়াছিল। ও সেই ডিক্রী সাধনক্রমে উক্ত এত টাকা উক্ত বাদিকে দেওয়া যায় নাই, অতএব এতৎক্রমে তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইল, তুমি উক্ত প্রতিবাদিকে ধরিয়া লও, ও তিনি তোমাকে উক্ত এত টাকা ও এই পরওয়ানা জারী করিবার এত টাকা খরচ না দিলে, তুমি উক্ত প্রতিবাদিকে সাধ্যমতে ত্বরায় এই আদালতের সম্মুখে উপস্থিত কর। তোমার প্রতি আরো এই আজ্ঞা হইল এই পরওয়ানা যে দিনে যে প্রকারে জারী করিবা, পৃষ্ঠে ইহার সর্টিফিকট, কিম্বা জারী করিতে না পারিলে ইহার কারণ লিখিযা, অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তৎপূর্ব্বে এই আদালতে এই পরওয়ানা ফিরিয়া দেও।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর। জজ।

১৫৫ নম্বর।

আদালতে টাকা দেওনের নোটিস।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৭৭ ধারা

অমুক আদালতে ১৮৭

শ্রী আনন্দ বনাম শ্রী চন্দ্র

প্রতিবাদী আদালতে এত টাকা দিয়া কহিলেন যে বাদির [কিম্বা

অমুকের নিমিত্ত বাদির] দাওয়ার পরিশোধার্থে ঐ টাকাই প্রচুর।
বাদির উকীল অমুক সমীপেষু।
প্রতিবাদির উকীল অমুক। ●

১৫৬ নম্বর।

অনুপস্থিত সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৮৬ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী সং মোকদ্দমা।
অমুক স্থানবাসি শ্রী আনন্দ বাদী।
অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

অমুক সমীপেষু।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় (বাদির বা প্রতিবাদির পক্ষে) অমুকের সাক্ষ্য লওয়া প্রয়োজন, ও লিখিত প্রশ্ন অনুসারে কিম্বা ঐ সাক্ষিদের বাচনিক সাক্ষ্য লইতে অমুক তোমার প্রতি আদেশ হইল, তদর্থে তোমাকে এতৎক্রমে আমীন বলিয়া নিযুক্ত করা গেল, ও সেই সাক্ষ্য লওয়া গেলেই তাহা পাঠাইতে তোমার প্রতি আদেশ হইল [সাক্ষিকে উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা প্রার্থনা করিলেই এই আদালত হইতে দেওয়া যাইবে।]

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর। জজ।

১৫৭ নম্বর।

স্থানবিশেষে অনুসন্ধান লইবার কিম্বা হিসাবের তদন্ত লইবার ক্ষমতাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩৯২ ও ৩৯৫ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

● এই ফারমে জানা যাইবে যে ৩৭৭ধারামতে নোটীশ বিবাদীর উকীল দস্তখৎ করিয়া বাদীর উকীলকে দিবেন।

অমুক স্থানবাসি শ্রী আনন্দ বাদী।
অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

অমুক সমীপেষু।

এই মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে অমুক২ কারণে ক্ষমতাপত্র দেওয়া আবশ্যক বোধ হওয়াতে, তোমাকে এতৎক্রমে অমুক২ কার্য্যের নিমিত্ত আমীনের পদে নিযুক্ত করা গেল। [কোন সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইবার ও কোন দলীল দেখিবার প্রয়োজন হইলে, তোমার প্রার্থনামতে সাক্ষিদিগকে তোমার সম্মুখে উপস্থিত করাইবার ও ঐ দলীল আনাইবার পরওয়ানা এই আদালত হইতে দেওয়া যাইবে।] *

* [অন্য আদালতে ক্ষমতাপত্র পাঠান গেলে [ ] এই দুই চিহ্নের মধ্য কথার প্রয়োজন নাই।

উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত তোমার এত টাকা ফী ইহার সঙ্গে পাঠান যাইতেছে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহর ক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর জজ।

১৫৮ নম্বর।

ডিক্রীর পূর্ব্বে ধৃত করণের পরওয়ানা।

দেওয়ানী মোকর্দ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৭৮ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।
অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

আদালতের বেলিফ সমীপেষু।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার প্রতিবাদী শ্রীঅমুক (অমুক কার্য্য করিতে) উদ্যত আছেন, বাদী শ্রীঅমুক এমত জ্ঞান করিবার সম্ভাবিত কারণ আদালতের হৃদ্বোধমতে সপ্রমাণ করাতে, এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি ঐ প্রতিবাদি শ্রীঅমুককে ধরিয়া আটক রাখিতে, এবং উক্ত মোকদ্দমা যত

জিন সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি না হয় ও মোকদ্দমায় (বাদির কি প্রতিবাদির) বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে সেই ডিক্রী যত দিন জারী না করা যায় ও তদনুযায়ি কার্য্য সাধন না হয়, তত দিন উক্ত প্রতিবাদির স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হইবার এত টাকা জামিন দিবার আজ্ঞা না হওযার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত, তাঁহাকে এই আদালতে উপস্থিত করিতে আজ্ঞা হইল।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর। জজ।

---

১৫৯ নম্বর।

কারাগারে দিবার আজ্ঞাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৪৮১ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

এই মোকদ্দমায় (প্রতিবাদির) বিপক্ষে কোন ডিক্রী হইলে তাহার উত্তর দিবার জন্য প্রতিবাদি শ্রীঅমুকের উপস্থিত থাকার জামিন লওয়া যায়, এই মোকদ্দমার বাদী শ্রী অমুকের এই মর্ম্মের প্রার্থনা হওয়াতে আদালত প্রতিবাদি শ্রী অমুককে উক্ত জামিন দিতে কিম্বা তৎপরিবর্ত্তে উপযুক্ত টাকা আমানৎ করিতে আজ্ঞা করিলেও উক্ত শ্রীঅমুক তাহা দিলেন ও করেন নাই, এই কারণে আজ্ঞা হইল যে, মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত কিম্বা শ্রী অমুকের বিপক্ষে ডিক্রী হইলে ডিক্রীজারী না হওন পর্য্যন্ত, উক্ত প্রতিবাদি শ্রী অমুককে কারাগারে রাখা যায়।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুকসালের অমুক মাসের অমক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর। জজ।

১৬০ নম্বর।

ডিক্রীর পূর্ব্বে ক্রোক করিবার ও ডিক্রী অনুযায়ি কার্য্য সাধন হইবার জামিন লওয়ার আজ্ঞাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিষয়ক আইনের ৪৮৩ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

আদালতের বেলিফ সমীপেষু।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার প্রতিবাদী [অমুকং কার্য্য করিতে উদ্যত] শ্রী অমুক আদালতের হৃদ্বোধমতে ইহার প্রমাণ করাতে, এই পত্রদ্বারা তোমার প্রতি এই আজ্ঞা করা গেল যে, প্রতিবাদি অমুকের বিপক্ষে ডিক্রী হইতে পারে বলিয়া, আদালতের আদেশ হইবামাত্র তিনি অমুকং সম্পত্তি কি তাহার মূল্য, কিম্বা ঐ মূল্যের যে অংশদ্বারা ঐ ডিক্রী অনু-যায়ি কার্য্য সাধন হইতে পারিবে সেই অংশ আদালতে উপস্থিত করিয়া আদালতের আজ্ঞাধীনে অর্পণ করিবেন এই কারণে, তুমি উক্ত প্রতিবাদিকে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তৎপূর্ব্বে এত টাকা জামিন দিতে কিম্বা উপস্থিত হইয়া সেই জামিন না দিবার কারণ দর্শাইতে আজ্ঞা কর। আরো তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইল যে, তুমি উক্ত (সম্পত্তি) ক্রোক করিয়া আদালতের অন্য আজ্ঞা না পাওন পর্য্যন্ত তাহা নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে রক্ষা কর, ও এই পরওয়ানা জারী করিলে পর, যে প্রকারে জারী করিয়াছ ইহা অগৌণেই এই আদালতে জ্ঞাত কর ও তৎকালে এই পরওয়ানা এই স্থানে আন।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর ক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর। জজ।

৬১ নম্বর।

জামিন না দেওয়ার প্রমাণ হইলে ডিক্রীর পূর্ব্বে ক্রোক করিবার আজ্ঞাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৪৮৫ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রী চন্দ্র প্রতিবাদী।

আদালতের বেলিফ সমীপেষু।

এই মোকদ্দমার প্রতিবাদির বিপক্ষে ডিক্রী হইতে পারে বলিয়া তাঁহার স্থানে সেই ডিক্রী অনুযায়ি কার্য্য সাধনের জামিন লওয়া যায় এই মোকদ্দমার বাদি অমুক এই মর্ম্মের আজ্ঞা প্রার্থনা করাতে আদালত উক্ত অমুকের প্রতি ঐ জামিন দিতে আজ্ঞা করিলেন, কিন্তু উক্ত অমুক তাহা দিলেন না। অতএব তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইল যে তুমি উক্ত অমুকের অমুক২ সম্পত্তি ক্রোক করিয়া আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত তাহা নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে রক্ষা কর, ও এই পরওয়ানা জারি করিলে পর যে প্রকারে জারী করিয়াছ ইহা অগ্রেগেই এই আদালতে জ্ঞাত কর, ও তৎকালে এই পরওয়ানা এই স্থানে আন।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল। মোহর জজ্।

---

১৬২ নম্বর।

ডিক্রী হওয়ার পূর্ব্বে ক্রোক।

অন্য ব্যক্তিদের আটক রাখিবার কি অগোণে অধিকার করিবার স্বত্বাধীনে অস্থাবর যে সম্পত্তিতে প্রতিবাদির স্বত্ব বর্ত্তে সেই সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইলে নিষেধসূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রনালীবিষয়ক আইনের ৪৮৬ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

প্রতিবাদী শ্রীঅমুক সমীপেষু।

শ্রী অমুকের কোন দাওয়ার অধীনে উক্ত শ্রী অমুকের অধিকারগত নিম্ন-

লিখিত অর্থাৎ অমুকং যে সম্পত্তিতে প্রতিবাদির স্বত্ব আছে, এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওনপর্য্যন্ত প্রতিবাদী শ্রী অমুক তোমার প্রতি উক্ত শ্রী অমুকের স্থানে সেই সম্পত্তি গ্রহণ করিতে নিষেধ ও বারণ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে নিষেধ ও বারণ করা যাইতেছে। এবং উক্ত শ্রী অমুকের প্রতি এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিকেই উক্ত সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া দিতে এতৎক্রমে নিষেধ ও বারণ করা গেল।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের
অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর। জজ।

---

১৬৩ নম্বর।

ডিক্রী হওয়ার পূর্ব্বে ক্রোক।

স্থাবর সম্পত্তি হইলে নিষেধসূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৮৬ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রী আনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

প্রতিবাদী শ্রী অমুক সমীপেষু।

শ্রী অমুক তোমার প্রতি এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত বিক্রয় কি দানক্রমে বা অন্য কোন প্রকারে নিম্নলিখিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে নিষেধ ও বারণ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে তোমাকে নিষেধ ও বারণ করা যাইতেছে। এবং সকল ব্যক্তির প্রতি ক্রয় কি দানক্রমে কি অন্য কোন প্রকারে ঐ সম্পত্তি গ্রহণ করিতে নিষেধ ও বারণ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে তাঁহাদিগকে নিষেধ ও বারণ করা যাইতেছে।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

তফসীল। মোহর। জজ।

১৬৫ নম্বর।

ডিক্রী হওয়ার পূর্ব্বে ক্রোক।

অন্য ব্যক্তিদের হস্তগত ধন লইয়া কিম্বা ক্রেয়বিক্রয় নিদর্শনপত্র ভিন্ন ঋণ হইয়া সম্পত্তি হইলে নিষেধসূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৮৬ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রী আনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রী অমুক স্বামী সমীপেষু।

শ্রী অমুকের হস্তে উক্ত প্রতিবাদির যে (ধন কি ঋণাদি যাহা আছে তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে) এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত প্রতিবাদী শ্রী অমুকের প্রতি সেই ধনাদি গ্রহণ করিতে নিষেধ ও বারণ করিবার আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে তাঁহাকে নিষেধ ও বারণ করা যাইতেছে, এবং এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না প্রাপন পর্য্যন্ত উক্ত অমুকের প্রতি সেই [ধনাদি] কি তাহার কোন অংশ কোন ব্যক্তিকেই দিবার নিষেধ ও বারণ করিতে আজ্ঞা হইল ও এতৎক্রমে নিষেধ ও বারণ করা যাইতেছে।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর। জজ।

---

১৬৬ নম্বর।

ডিক্রী হওয়ার পূর্ব্বে ক্রোক।

প্রকাশ্য কোম্পানি প্রভৃতির শ্যার লইয়া সম্পত্তি হইলে, নিষেধ সূচক আজ্ঞা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৪৮৬ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রী আনন্দ বাদী।
অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

প্রতিবাদী শ্রীঅমুক ও
অমুক কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রী অমুক সমীপেষু।

উক্ত অমুক কোম্পানিতে প্রতিবাদী শ্রী অমুকের যে অমুক২ শ্যার আছে, এই আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি উক্ত শ্যার হস্তান্তর করিতে কিম্বা উক্ত শ্যারের ডিবিডেণ্ড গ্রহণ করিতে নিষেধ ও বারণ করিবার আজ্ঞা হইল এবং এতৎক্রমে তাঁহাকে নিষেধ ও বারণ করা যাইতেছে, উক্ত কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ তোমার প্রতি ঐ শ্যার হস্তান্তর করিবার অনুমতি দিতে ও ঐ ডিবিডেণ্ড দিতে নিষেধ ও বারণ করা গেল।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর। জজ।

---

১৬৬ নম্বর।

কিয়ৎকালীন নিষেধসূচক আজ্ঞাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৪৯২ ধারা।

বাদী শ্রী আনন্দের উকীল (কি তৎপক্ষে কৌন্সেল) শ্রী অমুক এই আদালতে অনুরোধ করিলে, এবং উক্ত বাদী এই বিষয়ে (অদ্য) যে দরখাস্ত অর্পণ করিলেন তাহা, [কিম্বা, এই মোকদ্দমায় অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে আবেদনপত্র অর্পণ করা যায় তাহা, কিম্বা, উক্ত বাদী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে বর্ণনাপত্র অর্পণ করিলেন তাহা] পাঠ করিলে, ও তৎপ্রতিপোষণার্থে শ্রী অমুকের ও অমুকের সাক্ষ্য শ্রবণ করিলে [নোটিস দেওয়া গেলেও প্রতিবাদী উপস্থিত না হইলে, এই কথাও লিখিতে হইবে, এবং এই অনুরোধপত্র হওয়ার নোটীস প্রতিবাদি শ্রীচন্দ্রকে যে দেওয়া গিয়াছে এই বিষয়ে অমুকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে] এই আদালত ... অ... করিলেন যে, এই মোকদ্দমায় বাদির আবেদনপত্রে [কিম্বা, লিখিত বর্ণনাপত্রে, কিম্বা, বাদির দরখাস্তে ও এই অনুরোধপত্র শ্রবণ সময়ে যে সাক্ষ্য শুনা গেল তন্মধ্যে] অমুক তালুকের অন্তর্গত হিন্দু-

পুরব কলুদের রাস্তার ৯ নং বাটী বলিয়া যে বাটীর উল্লেখ হইয়াছে এই মোকদ্দমার শ্রবণ না হওন কিম্বা আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত প্রতিবাদি শ্রীচন্দ্রের কি তাঁহার চাকরদের কি মিস্ত্রীদের কি কর্ম্মকারকদের দ্বারা তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে কি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার অনুমতি দিতে নিবারণ করণার্থে এবং ঐ ঘর হইতে কোন সরঞ্জাম বিক্রয় করিতে নিবারণার্থে নিষেধ-সূচক আজ্ঞা করা যায়।

সাল তাং। দেওয়ানী জজ।

(হুণ্ডী কি নোট কি সিকুরিটি বিক্রয় করা নিবারণার্থে নিষেধসূচক আজ্ঞার প্রার্থনা হইলে ঐ আজ্ঞাপত্রের লিখিত আজ্ঞা এই প্রকারে লেখা যাইতে পারিবে যথা,) বাদির আবেদনপত্রে (কি দরখাস্তে) ও এই অনু-রোধপত্র শ্রবণ সময়ে যে সাক্ষ্য শুনা গেল তন্মধ্যে অমুক সালের অমুক তারিখের কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বের কি পরের যে প্রমিসরি নোটের উল্লেখ হইয়াছে, এই মোকদ্দমার শ্রবণ না হওয়া কিম্বা এই আদালতের অন্যবিধ আজ্ঞা না হওনপর্য্যন্ত, প্রতিবাদি শ্রীঅমুকের ও শ্রীঅমুকের কিম্বা তাঁহাদের অন্যতর ব্যক্তির প্রতি ঐ পত্র কি তন্মধ্যে কোন পত্র আপনাদের হস্তহইতে হস্তান্তর করা কিম্বা পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া অন্যের প্রতি নিরূপণ কি বিক্রয় করা নিবারণার্থে নিষেধসূচক আজ্ঞা করা গেল।

(গ্রন্থস্বত্বের মোকদ্দমায়) অমুক সময়পর্য্যন্ত প্রতিবাদি শ্রীঅমুকের কিম্বা তাঁহার চাকরদের কি প্রতিনিধিদের কি কর্ম্মকারকদের অমুক নামক পুস্তক কি তাহার কোন অংশ মুদ্রিত কি প্রকাশ কি বিক্রয় করা নিবারণার্থে ভৃতি

(পুস্তকের অংশমাত্র নিবারণার্থে চেষ্টা হইলে আবেদন পত্রে (কি দরখাস্তে ও সাক্ষিদের প্রমাণ প্রভৃতিতে পুস্তকের যেং অংশ প্রতিবাদির দ্বারা প্রকাশিত হইল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, অমুক সময়পর্য্যন্ত প্রতি-বাদি শ্রীঅমুকের কি তাহার চাকরদের কি প্রতিনিধিদের কি কর্ম্মকারক-দের ঐ পুস্তকের নিম্নলিখিত সেইং অংশ অর্থাৎ ঐ পুস্তকের যে অংশের অমুক শীর্ষক ও যে অংশের অমুক শীর্ষক আছে সেই অংশ (কিম্বা অমুক পৃষ্ঠাঅবধি অমুক পৃষ্ঠাপর্য্যন্ত ঐ পুস্তকের কোন অংশ) মুদ্রিত কি প্রকাশ কি বিক্রয় কি প্রকারান্তরে হস্তান্তর করা নিবারণার্থে প্রভৃতি।

(পেটেন্টপত্রের মোকদ্দমায়) বাদির আবেদনপত্রে (কি দরখাস্তপ্রভৃ-তিতে কিলিখিত বর্ণনাপত্রাদিতে) বাদিদের কি তাঁহাদের কোন ব্যক্তির

নূতন কারিগরির যে নিয়ম উল্লিখিত হইয়াছে, বাদির আবেদনপত্র (প্রভৃতির উল্লিখিত পেটণ্টপত্রের নিয়ম প্রবল থাকার অবশিষ্ট কালের অবসান না হওনপর্য্যন্ত প্রতিবাদি শ্রীচ ন্দ্র কিম্বা তাঁহার প্রতিনিধিদের কি কর্ম্মকারকদের কি চাকরদের সেই নিয়ম অনুসারে ছিদ্রযুক্ত ইষ্টক (কি অন্য বিষয়) প্রস্তুত কি বিক্রয় করা নিবারণার্থে ও মোকদ্দমাপ্রভৃতির শ্রবণ শেষ না হওনপর্য্যন্ত সেই কারিগরী কি তন্মধ্যে কোন নূতন কারিগরী জাল করা কি তাহার মত কি অনুরূপ করা কিম্বা তাহাতে অন্য বিষয় সংযোগ করা কি তাহাহইতে কোন বিষয় হরণ করা নিবারণার্থে প্রভৃতি।

[ব্যবসায়ির চিহ্ন বিষয়ক মোকদ্দমায়।] বাদি শ্রী আনন্দ কালী প্রস্তুত করিয়া বোতলে পুরিয়া বাদির আবেদনপত্রের [কি দরখাস্তপ্রভৃতির] উল্লিখিত যে টিকিট ঐ বোতলে বসাইয়া থাকেন, প্রতিবাদি শ্রীচন্দ্র কিম্বা তাঁহার চাকরেরা কি প্রতিনিধিরা কি কর্ম্মকারকেরা যেন সেই প্রকারের টিকিট বসাইয়া, কিম্বা প্রতিবাদির বিক্রীত কালী বাদির প্রস্তুত ও বিক্রীত কালীর মত দেখাইবার জন্যে ঐ টিকিটের অনুরূপ কি প্রকারান্তরে টিকিট প্রস্তুত করিয়া কি তাহাতে তন্মত কথা ছাপাইয়া যেন বাদির প্রস্তুত কালী বলিয়া কিম্বা তাহার আভাস দেখাইয়া বিক্রয় না করেন কি বিক্রয়ার্থে প্রকাশ না করেন কি অন্যের দ্বারা বিক্রয় না করান, কিম্বা প্রতিবাদী যে কালী বিক্রয় করেন কি বিক্রয় করিতে প্রস্তাব করেন তাহা যাহাতে বাদির প্রস্তুত কি বিক্রীত কালী বলিয়া বোধ হয় এমত কোন ব্যবসায়ির টিকিট প্রস্তুত করিয়া কিম্বা এমত কোন কথা তাহাতে ছাপাইয়া ব্যবহার না করেন এই নিমিত্ত অমুক সময় পর্য্যন্ত নিষেধসূচক আজ্ঞা প্রভৃতি।

[ব্যবসায়ে অংশির কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করা নিবারণার্থে।]

প্রতিবাদি শ্রীচন্দ্র ও তাঁহার প্রতিনিধিরা ও চাকরেরা যেন বলরাম কোম্পানির নামে খ্যাত অংশিত্ব ব্যবসায়ের নামে কোন চুক্তি না করেন ও কোন হুণ্ডী কি খৎ কি প্রতিভূপত্র স্বীকার না করেন ও লিখিয়া না দেন কি পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া না দেন কি ক্রয়বিক্রয় না করেন, ও উক্ত বলরাম কোম্পানির অংশিত্ব ব্যবসায়ের নামে কি ঐ কুঠীর বিশ্বাসযোগ্যতার বলে কোন ঋণ গ্রহণ না করেন ও কোন মাল ক্রয় বা বিক্রয় না করেন, ও লিখিত কি বাচনিক কোন অঙ্গীকার কি নিয়ম কি প্রতিজ্ঞা না করেন, কিম্বা যে কোন ক্রিয়াদ্বারা উক্ত অংশিত্ব ব্যবসায়িরা কোন প্রকারে কোন টাকা শোধ করিবার

কিম্বা কোন চুক্তি কি অঙ্গীকার কি প্রতিজ্ঞামতে কার্য্য সাধন করিবার দায়ী হন, কি তাঁহাদিগকে দায়ী করা যাইতে পারে, এমত কর্ম্ম না করেন, কি অন্য দ্বারা না করান এই নিমিত্ত অমুক সময় পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিষেধসূচক আজ্ঞা প্রভৃতি।

---

১৬৭ নম্বর।

নিষেধসূচক আজ্ঞার নিমিত্তে প্রার্থনার নোটিস।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৯৪ ধারা

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক স্থানবাসি শ্রী আনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

যে চুক্তিমত কার্য্য সাধন করাইবার জন্যে এই মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় সেই চুক্তি ভঙ্গহেতুক হানিপূরণের টাকা আদায় করিবার জন্যে শ্রীচন্দ্র অমুক আদালতে আমার নামে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে উক্ত আদালতের অধিবেশন হইলে তাঁহার প্রতি সেই মোকদ্দমা চালাইতে নিষেধ করা যায়, [কিম্বা আমাদের মধ্যে যে অংশিত্ব কার্য্য বন্ধ করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেল, তাঁহাকে সেই অংশিত্ব সম্পর্কীয় কোন ঋণ গ্রহণ করিতে কি তাহার মুক্তিপত্র দিতে, কিম্বা, বিষয়বিশেষে, যে নিয়মপত্রানুযায়ি কার্য্য সম্পাদন করাইবার নিমিত্ত এই মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেল তদনুসারে তিনি আমার নিকট যে ভূমি বিক্রয় করিতে অঙ্গীকার করিলেন তাহার ঘাসের চাপড়া তুলিয়া লইতে তাঁহাকে বারণ করা যায়] আমি শ্রীআনন্দ এই মর্ম্মের প্রার্থনা করিতে কল্পনা করিলাম ইহার নোটিস লও।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে।

শ্রীআনন্দ।

শ্রীচন্দ্র সমীপেষু।

[মন্তব্য কথা।—মোকদ্দমায় উপস্থিত করা কোন কৃষকারির মধ্যে যাঁহার নাম ও ঠিকানাদি লেখা যায় নাই এমত ব্যক্তির নামে সেই নিষেধ আজ্ঞা

দিবার প্রার্থনা হইলে, উপযুক্ত কার্য্যকারক যেন নোটিস জারী করিতে পারেন এই কারণে তাঁহার সম্পূর্ণ নামাদি লিখিতে হইবে।]

---

১৬৮ নম্বর।

গ্রাহকের নিয়োগপত্র।

দেওয়ানী মোকর্দ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০৩ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক সালের দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

শ্রী অমুক সমীপেষু।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে শ্রী অমুকের সপক্ষ ডিক্রী জারীক্রমে অমুক সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে, অতএব (রেজিষ্টারের সন্তোষমতে জামিন দিলে) তোমাকে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের ৫০৩ ধারামতে ঐ সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা গেল ও সেই ধারার বিধানমতে তোমার সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে।

উক্ত সম্পত্তির উপলক্ষে তোমার যত টাকা আয় ও ব্যয় হয়, তোমার প্রতি অমুক দিনে তাহার উপযুক্ত ও সমুচিত হিসাব দিতে আদেশ করা গেল। এই নিয়োগপত্রের বলে তোমার যত টাকা আয় হয়, তাহার উপর শতকরা এত টাকা হিসাবে তোমার পারিশ্রমিক পাইবার স্বত্ব আছে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর। জজ

---

১৬৯ নম্বর।

গ্রাহকের নিবন্ধনপত্র।

দেওয়ানী মোকর্দ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০৩ ধারা।

মুকম স্থানের অমুক আদালতে।

দেওয়ানী নং মোকদ্দমা।

অমুক স্থানবাসি শ্রী আনন্দ বাদী।

অমুক স্থানবাসি শ্রীচন্দ্র প্রতিবাদী।

এই পত্রদ্বারা সকলেই অবগত হউন যে অমুক স্থানবাসি আনন্দ ও অমুক স্থানবাসি চন্দ্র ও অমুক স্থানবাসি ঈশান আমার অমুক আদালতের রেজিষ্টার গণকে, কিম্বা তাঁহার টর্নিদিগকে কি উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদকদিগকে, কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিদিককে কি আসৈন দিগকে একত্র ও স্বতন্ত্র এত টাকা দিতে বদ্ধ হইলাম। আর সেই টাকা দেওনার্থে আমরা এই পত্রদ্বারা আপনাদিগকে সাকল্যে ও আপনাদের প্রত্যেক জনের উত্তরাধিকারিদিগকে ও উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্যসম্পাদকদিগকে ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিদিগকে একত্র ও স্বতন্ত্ররূপে বদ্ধ করিলাম।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

আরো শ্রীআনন্দ এই আদালতে অমুক অভিপ্রায়ে (এই স্থলে মোকদ্দমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে হইবে) চন্দ্রের নামে আবেদন পত্র উপস্থিত করিয়াছেন,

আরো পূর্ব্বোক্ত আদালতের আজ্ঞাক্রমে উক্ত আবেদনপত্রের উল্লিখিত উইলকারক চন্দ্রের স্থাবর সম্পত্তির খাজনা ও উপস্বত্ব আদায় করণার্থে উক্ত আনন্দকে নিযুক্ত করা গিয়াছে।

এইক্ষণে এই নিবন্ধনপত্রের নিয়ম এই যে, উক্ত প্রকারে বদ্ধ শ্রীআনন্দ উক্ত শ্রীচন্দ্রের স্থাবর সম্পত্তির খাজনা ও উপস্বত্ব বলিয়া ও তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তির নিমিত্ত যত টাকা (কিম্বা বিষয় বিশেষে যাহা) প্রাপ্ত হন, উক্ত আবেদনপত্রের নিরূপিত সময়ে২ সেই সকল টাকার উপযুক্ত হিসাব দিলে ও সময়ে২ তাঁহার স্থানে পাওনা বলিয়া যত টাকার সর্টিফিকট দেওয়া যায়, আদালত যে আদেশ করিয়াছেন কি পশ্চাৎ করিবেন তদনুসারে সেই টাকা উপযুক্তমতে দিলে, এই নিবন্ধনপত্র ব্যর্থ হইবে নতুবা সম্পূর্ণরূপে প্রবল থাকিবে।

শ্রীআনন্দ

শ্রী চন্দ্র.

অমুকের সাক্ষাৎ পূর্ব্বোক্ত রূপে বদ্ধ ব্যক্তিদের দ্বারা স্বাক্ষর করিয়া দেওয়া গেল।

মন্তব্য।—টাকা আমানৎ হইয়া থাকিলে, উক্ত নিবন্ধনপত্রের নিয়ম সূচক কথার পরে ঐ আমানতী টাকার স্মারকলিপিও লিখিতে হইবে।

---

১৭০ নম্বর।

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সালীসীতে অর্পণ করিবার আজ্ঞাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৫০৮ ধারা।

(পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

উক্ত মোকর্দ্দমার পূর্ব্বোক্ত বাদী ও প্রতিবাদী যে বিষয় লইয়া বিবাদ করিতেছেন তাহা একবাক্য হইয়া তোমার বিবেচনার ও মীমাংসার নিমিত্ত অর্পণ করিতে স্থির করিলেন, তদনুসারে উক্ত উভয় পক্ষের বিবাদীয় সকল বিষয় নির্ণয় করণার্থে তোমাকে (সালীসস্বরূপ) নিযুক্ত করা গেল ও সালীসীতে অর্পণ করণের খরচ যে পক্ষের দিতে হইবে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ইহা নির্ণয় করিবার ক্ষমতা তোমাকে দেওয়া গেল।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বা তৎপূর্ব্বে কিম্বা এই আদালত অন্য যে দিন নিরূপণ করেন সেই দিনে এই আদালতে তোমার লিখিত মীমাংসা অর্পণ করিতে আদেশ হইল।

কোন সাক্ষিদের সাক্ষ্য লওয়ার কি দলীল দেখিবার প্রয়োজন হইলে, এই আদালতে প্রার্থনা করিলে ঐ সাক্ষিদিগকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাই-বার কিম্বা দলীল আনাইবার পরওয়ানা এই আদালতহইতে দেওয়া যাইবে, ও তুমি ঐ সাক্ষিদিগকে শপথ কি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করাইতে ক্ষমতাপন্ন আছ।

উক্ত মোকর্দ্দমায় তোমার এত টাকা ফী ইহার সঙ্গে পাঠান যাইতেছে।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর। জজ।

---

১৭১ নম্বর।

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আদালত কর্তৃক সালিসে [illegible]
করিবার আজ্ঞাপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৫০৮ ধারা।

[পূর্ব্ববৎ শীর্ষক।]

বাদী অদ্য যে দরখাস্ত দাখিল করিলেন তাহা পাঠ করণানন্তর প্রতিবাদির পক্ষে শ্রীঅমুকের সম্মতিক্রমে এবং বাদির পক্ষে শ্রীঅমুকের ও প্রতিবাদির পক্ষে শ্রীঅমুকের কথা শুনিয়া উভয় পক্ষের অন্তর্গত সকল ব্যক্তির সম্মতিক্রমে ও সম্মতিসহিত, উভয় পক্ষের অন্তর্গত সকল ব্যক্তির কারোবার ও লেনাদেনা সমেত এই মোকদ্দমার বিবাদীয় সকল বিষয় শ্রীঅমুকের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করিবার আজ্ঞা হইল। তিনি আপন মীমাংসা লিখিয়া এই পত্রের তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে মোকদ্দমা সংক্রান্ত সকল রূবকারি ও সাক্ষ্য ও দস্তাবেজ সহিত আদালতে অর্পণ করিবেন। আরো পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদের সম্মতিক্রমে ও সম্মতিসহিত এই আজ্ঞাও হইল যে, উক্ত সালিস শপথ বা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করাইতে ক্ষমতাপন্ন হইয়া শপথ বা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাক্রমে উভয় পক্ষের ও তাহাদের সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইতে পারিবেন, এবং দেওয়ানী মোকর্দ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনক্রমে সালিসদের প্রতি যে সকল শক্তি ও ক্ষমতা অর্পিত হইল, উক্ত সালিসের সেই সকল শক্তি ও ক্ষমতা থাকিবে, তন্মধ্যে কোন হিসাব খাতা আনান আবশ্যক জ্ঞান করিলে তাহাও তাঁহার আনাইবার ক্ষমতা আছে। আরো উক্ত ব্যক্তিদের সম্মতিক্রমে ও সম্মতি সহিত এই আজ্ঞাও হইল, যে এই মোকর্দ্দমার খরচা, এবং উক্ত সালিসের মীমাংসা না করণ পর্য্যন্ত ঐ মীমাংসা সুদ্ধ সালাসীতে অর্পণ করিবার ও মীমাংসা প্রবল করিবার সমস্ত খরচ, ঐ সালীসের নির্ণয়ানুসারে নির্দ্ধারিত হইবে। উক্ত ব্যক্তিদের সম্মতিক্রমে ও সম্মতি সহিত আরো এই আজ্ঞা হইল যে, পূর্ব্বোক্তমতে অর্পিত বিষয়ের অনুসন্ধান লওনকার্য্যে উক্ত সালিস আপনার সাহায্যের জন্যে উপযুক্ত হিসাবনবীসকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ও সেই হিসাবনবীসের পারিশ্রমিক ও তৎসংক্রান্ত অন্যং খরচ উক্ত সালাসের বিবেচনামতে স্থির করা যাইবে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক
সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর। জজ।

১৭২ নম্বর।

ক্রয়বিক্রয় নিদর্শনপত্র বিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমায় সমন।

দেওয়ানী মোকর্দ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৩২ ধারা।

মোকদ্দমার নম্বর।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে। বাদী।
প্রতিবাদী।

শ্রীঅমুক (এই স্থানে প্রতিবাদির নাম ও বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিতে হইবে) সমীপেষু।

শ্রী অমুক (বাদির নাম ও বর্ণনা ও বাসস্থান এই স্থানে লিখিতে হইবে) বিল অফ এক্সচেঞ্জের (কি হুণ্ডীর কি প্রমিসরি নোটের) টাকা প্রাপণীয (কিম্বা পৃষ্ঠলিপিক্রমে টাকা প্রাপণীয) বলিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক ৩৯ ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়মতে এই আদালতে তোমার নামে আসল ও সুদ এত টাকা (কিম্বা আসলের বাকি ও সুদ এত টাকা) পাইবার জন্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন। ঐ হুণ্ডী (প্রভৃতির) নকল নিম্নভাগে দেওয়া যাইতেছে। অতএব এই সমন পাইবার দিন ধরিয়া সেই দিনাবধি সাত দিনের মধ্যে তোমার উপস্থিত হইয়া সেই মোকদ্দমার উত্তর দিবার জন্যে ও সেই সময়ের মধ্যে স্বয়ং কি উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইবার জন্যে এই আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করিতে তোমার নামে এতৎক্রমে সমন দেওয়া গেল। ইহাতে ত্রুটি হইলে ঐ সাত দিন গত হইলে পর কোন সময়ে বাদির এত টাকার (যত টাকা দাওয়া করেন তাহা লিখিতে হইবে) অনধিক ও খরচা বলিয়া এত টাকা পাইবার অধিকার থাকিবে।

আদালতে প্রার্থনা করিয়া, দোষগুণ বিবেচনায় মোকদ্দমার উত্তর দেওয়া যাইতে পারিবে কিম্বা মোকদ্দমায় তোমাকে উপস্থিত হইবার অনুমতি দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ, এই মর্ম্মের আফিডেবিট কি নির্দ্দেশ বাক্য ঐ প্রার্থনাপত্রের পোষকতায় অর্পণ করিলে, তুমি উপস্থিত হইবার অনুমতি পাইতে পারিবা।

(বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি হুণ্ডীর কি প্রমিসরি নোটের ও তাহার পৃষ্ঠলিখিত সকল কথার নকল এইস্থানে করিতে হইবে।)

১৭৩ নম্বর।

আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৪০ ধারা।

আপীলের মর্ম্মাত্মক পত্র।

(রেজিস্টরের লিখনমতে নাম প্রভৃতি) বাদী—আপেলান্ট।

(রেজিস্টরের লিখনমতে নাম প্রভৃতি)—প্রতিবাদী—রিস্পাণ্ডেন্ট।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় অমুক আদালতের অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের যে ডিক্রী হইয়াছিল, তাহার উপর উক্ত (আপেলান্টের নাম) বাদী (কি প্রতিবাদী) নিম্নলিখিত হেতুতে অমুক স্থানের হাইকোর্টে (কিম্বা অমুক জিলার আদালতে) আপীল করিতেছেন। (আপত্তির হেতু সকল এই স্থানে লিখিতে হইবে।)

১৭৫ নম্বর।

রিস্পাণ্ডেন্টের নামে আপীল শুনিবার নিরূপিত দিনের নোটিস।

দেওয়ানী মোকর্দ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৫৩ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

১৭৪ নম্বর।

আপীলের রেজিষ্টর।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৫০ ধারা।

অমুক স্থানের আদালত (কি হাই কোর্ট)

অমুক স্থানের ডিক্রীর উপর আপীলের রেজিষ্টর।

মঞ্জুরী জন্য পত্রের তারিখ	আপীলের নম্বর	আপেলাণ্ট			রিস্পাণ্ডেণ্ট			যে ডিক্রীর উপর আপীল হইল				উপস্থিত হওয়ার কথা			বিচার।		
		নাম	বর্ণনা	বাসস্থান	নাম	বর্ণনা	বাসস্থান	যে আদালতের	আসল মোকদ্দমার নম্বর	বৃত্তান্ত	যত টাকার বা যত টাকা মূল্যের	উভয় পক্ষের উপস্থিত হইবার তারিখ	আপেলাণ্ট	রিস্পাণ্ডেণ্ট	তারিখ	স্থির বা অন্যথা বা পরিবর্ত্তন করা গেল	যত টাকার বা যত টাকা মূল্যের

১৭৭ নম্বর।

আপীলী মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর আপীলের রেজিষ্টর।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৮৭ ধারা।

অমুক স্থানের হাই কোর্টে।

আপীলী মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর আপীলের রেজিষ্টর।

দরখাস্ত পেশ হওয়ার তারিখ	আপীলের নম্বর	আপেলাণ্ট			রিস্পাণ্ডেণ্ট			যে ডিক্রীর উপর আপীল হইল				উপস্থিত হওয়ার কথা			বিচার।		
		নাম	বর্ণনা	বাসস্থান	নাম	বর্ণনা	বাসস্থান	যে আদালতের	আসল মোকদ্দমার ও আপীলের নম্বর	বৃত্তান্ত	যত টাকার বা যত টাকা মূল্যের	উভয় পক্ষের উপস্থিত হইবার তারিখ	আপেলাণ্ট	রিস্পাণ্ডেণ্ট	তারিখ	স্থির বা অন্যথা বা পরিবর্ত্তন করা গেল	যত টাকার বা যত টাকা মূল্যের।

শ্রী অমুক আপেলাণ্ট। অমুক রিস্পাণ্ডেণ্ট।

অমুক আদালতের অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের
[ডিক্রীর] উপর আপীল।

রিস্পাণ্ডেণ্ট শ্রী অমুক সমীপেষু।

এই মোকদ্দমায় অমুক আদালতের যে ডিক্রী হইয়াছিল, তাহার উপর শ্রী অমুক আপীল উপস্থিত করিয়াছেন সেই আপীল এই আদালতে রেজিষ্টরী করা গেল ও এই আদালত ঐ আপীল শুনিবার নিমিত্ত অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ নিদ্ধার্য্য করিলেন এই কথা জানিও।

তুমি কিম্বা তোমার উকীল, কিম্বা এই আপীলসম্পর্কে তোমার পক্ষে আইনমতে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন কোন ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে, তোমার অনুপস্থানে তাহা শ্রুত হইয়া নিষ্পত্তি করা যাইবে।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের
অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

মোহর। জজ।

মন্তব্য।—ডিক্রী জারী স্থগিত হইবার আজ্ঞা হইয়া থাকিলে নোটীসে সেই কথাও জানাইতে হইবে।

১৭৬ নম্বর।

আপীলক্রমে ডিক্রী।

দেওয়ানী মোকর্দ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৭৯ ধারা।

ক স্থানের অমুক আদালতে।

শ্রী অমুক আপেলাণ্ট। শ্রীঅমুক রিস্পাণ্ডেণ্ট।

অমুক আদালতের অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের
[ডিক্রীর] উপর আপীল।

আপীলের মর্ম্ম স্মারকপত্র।

বাদী।

প্রতিবাদী।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় শ্রী অমুক অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে ডিক্রী করেন তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত বাদী [কি প্রতিবাদী] অমুক আদালতে এই২ কারণে আপীল করিলেন,—বিশেষতঃ

[কারণ সকল এই স্থলে লিখিতে হইবে।]

এই আপীল শ্রী অমুকের সম্মুখে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে, আপেলাণ্টের পক্ষে শ্রী অমুকের সাক্ষাৎ ও রিস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষে শ্রী অমুকের সাক্ষাৎ শুনা গিয়া, এই আজ্ঞা হইল যে,

[যে উপকার করা গেল তাহা এই স্থলে লিখিতে হইবে।]

এই আপীলের এত টাকা খরচা শ্রী অমুকের দিতে হইবে।

আসল মোকদ্দমার খরচা শ্রী অমুকের দিতে হইবে।

আমার স্বাক্ষর ও এই আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল। মোহর। জজ। ●

● অপীল আদালতের ডিক্রীতে মোহর নাই।

১৭৮ নম্বর

সমালোচন করিবার অনুমতি না দেওনের সাক্ষ্য অনুসন্ধান হইবার নোটীস
দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬২৬ ধারা।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

শ্রী অমুক বাদী। শ্রীঅমুক প্রতিবাদী।

শ্রী অমুক সমীপেষু।

এই আদালত পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে বিচার করিলেন শ্রী অমুক এই আদালতে তাহা সমালোচনা করিতে প্রার্থনা করিয়াছেন। এই মোকর্দ্দমায় এই আদালত আপন বিচার সমালোচন করিবার অনুমতি না দেন তোমার এমত কারণ দর্শাইবার জন্যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ নির্দ্ধারিত হইল।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরক্রমে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল। মোহর জজ।

১৭৯ নম্বর।

উকীল পরিবর্ত্তন হওয়ার নোটিস।

অমুক স্থানের অমুক আদালতে।

অমুক স্থানবাসি শ্রীআনন্দ বাদী।
অমুক স্থানবাসি শ্রী চন্দ্র প্রতিবাদী।

আদালতের রেজিষ্ট্রার সমীপেষু।

আমি শ্রীআনন্দ [বা শ্রীচন্দ্র] পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় অমুক স্থানবাসি শ্রী অমুককে আপন উকীলস্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তিনি আর আমার উকীল নহেন, এইক্ষণে অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক আমার উকীল এই কথা জানিবা। শ্রীআনন্দ [বা শ্রীচন্দ্র।] *

১৮০ নম্বর।

আদালতের প্রত্যেক সমনের ও নোটিসের ও ডিক্রীর ও আজ্ঞাপত্রের ও আদালতের অন্য কোন পরওয়ানা নিম্নভাগে এই স্মারক লিপি থাকিবে।

[অমুক স্থানের] রেজিষ্ট্রারের আফিস প্রতিদিন ১০ ঘণ্টা অবধি ৪ টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে; কিন্তু [আফিস বন্দ হইবার অমুক দিনে] ১টার সময়ে বন্দ হইবে। †

হুইটলী ষ্টোকস
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।
জন্ রবিন্সন্ (বাঙ্গলা অনুবাদক)।

---

* উকীল পরিবর্ত্তন করিলে কিরূপ নোটীশ দিতে হইবে তাহা এইস্থলে দেওয়া হইল।

† এই কায়দে প্রকাশ হইবে যে বেলা ১০ টা হইতে ৪ টা পর্য্যন্ত সেরেস্তা খোলা থাকিবে তৎপরে কোন প্রার্থনাপত্র আদি দাখিল হইতে পারিবে না।

সম্পূর্ণ